বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৩ সংখ্যা- ০১ ০১- ৩১ জানুয়ারি ২০২০

Wearing a protective gear made of plastic sheet, a man with a basket full of fish carefully walks on a makeshift bamboo platform to get off a boat. Like him, many are engaged in this line of work -- unloading fish from trawlers near a fish market in Chattogram's Chaktai area. They make around Tk 500-600 per day. This photo was taken recently.

PHOTO: RAJIB RAIHAN

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি- ২০ (চতুর্থ তলা), রোড- ১১(নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

টেলিফোন: ৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল:bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠা:
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	০১ - ২০
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	২১ - ৩৬
আন্দোলন ও ধর্মঘট	৩৭ - ৪৫
শোভন কাজ	৪৬ - ১০৭
শ্রম বাজার	১০৮ - ১৬১
ফাইল ডকুমেন্ট	১৬২ -১৬৩

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

কালের কণ্ঠ

বুধবার। ১ জানুয়ারি ২০২০।

সড়কে প্রাণ গেল তিন যুবকের

ধুনট (বগুড়া) : ধুনটের বানিয়াগাতি গ্রামের মথুরাপুর-মহিগুরা পাকা সড়কের মোড়ে গতকাল সকালে ইটবোঝাই ট্রাকের চাপায় নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী নির্মাণ শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলম (৩৫)। উপজেলার গোপালনগর ইউনিয়নের বানিয়াগাতি গ্রামের আবু বক্কারের ছেলে তিনি।

জাহাঙ্গীর জীবিকার তাগিদে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি থেকে মথুরাপুর বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। চালক ট্রাকটি (বগুড়া-ড ১১-০৭০৫) রেখে পালিয়ে যান।

ধুনট থানার ওসি ইসমাইল হোসেন বলেন, এ ঘটনায় থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা (ইউডি) করা হয়েছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ১ জানুয়ারি ২০২০,

কেরানীগঞ্জে গ্যাস লাইটার কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

কেরানীগঞ্জের নতুন সোনাকান্দা এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে মবিসন্স লিমিটেড নামের একটি গ্যাস লাইটার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে কারখানায় আগুন লাগে। সংবাদ পেয়ে কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি দল প্রায় আধা ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১৫-২০টি যন্ত্রপাতি পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রচণ্ড উত্তাপে ভবনের দেয়ালও ধসে পড়েছে। তবে কারখানায় আগুন লাগার পর থেকে মালিককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারখানার কর্মচারীরাও পালিয়ে গেছেন।

পাশের কারখানার প্রহরী প্রত্যক্ষদর্শী শহিদুল ইসলাম জানান, গতকাল বিসিকের এ-৪৪ প্লটের মবিসন্স লিমিটেড কারখানায় আগুন লাগে। কারখানা থেকে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এ সময় শ্রমিকেরা ছোটাছুটি শুরু করেন। ধোঁয়ায় চারপাশ অন্ধকার হয়ে যায়। এলাকাবাসী ও অন্যান্য কারখানার লোকজন ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে প্রায় আধা ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ফায়ার সার্ভিসের কেরানীগঞ্জ স্টেশন কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, তাঁরা বেলা পৌনে একটার দিকে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পান। ১৫ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কী কারণে কারখানায় আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু, সেটি তদন্তের পর জানা যাবে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত দেবনাথ সাংবাদিকদের বলেন, কারখানাটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পরিণত হওয়ায় সেখানে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে কারখানাটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১১ ডিসেম্বর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হিজলতলা এলাকায় প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে কারখানায় ২২ জন শ্রমিক নিহত হন। কমপক্ষে আরও ১০ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হন।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ৩, ২০২০

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

লক্ষ্মীপুর পৌর শহর, কক্সবাজারের রামু ও বগুড়ার শেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল ও গত বুধবারের এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো অন্তত ৩০ জন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

লক্ষ্মীপুর : গতকাল সকালে পৌর শহরে পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেলে চার নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ঢাকা-রায়পুর সড়কের পল্লী বিদ্যুৎ অফিসসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনায় আহত হন আরো ১৪ শ্রমিক। নিহতরা হলেন সদরের টুমচর গ্রামের সায়েদুল হক পাটোয়ারীর ছেলে রফিক, সমসেরাবাদের নজির আহম্মদের ছেলে মফিজ উল্লাহ, আবির নগরের নুরুল আমিনের ছেলে খোরশেদ ও আবদুল মন্নানের ছেলে আবদুর নুর। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পৌর শহরের মিয়া রাস্তার মাথা থেকে ঢালাই মেশিনসহ ১৮ জন শ্রমিক ওই পিকআপ ভ্যানে করে হাজীরপাড়ায় যাচ্ছিলেন। ভ্যানটি ঢাকা-রায়পুর সড়কের পল্লী বিদ্যুৎ অফিস এলাকায় পৌঁছলে চাকা পাংচার হয়ে যায়। এতে ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে গেলে ঢালাই মেশিনের নিচে চাপা পড়ে রফিক, মফিজ ও খোরশেদ ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আবদুর নুর। বিষয়টি নিশ্চিত করেন লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার (ইনচার্জ) মো. ওয়াসি আজাদ।

কক্সবাজার : রামুর জোয়ারিয়ানালায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে শ্যামলী পরিবহনের বাসের সঙ্গে প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরো একজন। গত বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল শামসুদ্দিন আহমেদ প্রিন্স বলেন, ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরো একজন। নিহতরা হলেন চট্টগ্রামের চন্দ্রিকা এলাকার গোলাম কিবরিয়ার ছেলে মাসুদ কিবরিয়া, পাহাড়তলীর মৃত মকবুল আহম্মদের ছেলে জামাল উদ্দিন ও আতুরার ডিপো এলাকার নুর আহম্মদের ছেলে জানে আলম।

রামু থানার ওসি মো. আবুল খায়ের বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে মরদেহগুলো উদ্ধার করেন। নিহতরা সবাই প্রাইভেট কারের যাত্রী। মরদেহগুলো কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

রামু ক্রসিং তুলাতলী হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ পরিদর্শক আবু আবদুল্লাহ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও প্রাইভেট কার হাইওয়ে পুলিশ জব্দ করেছে।

বগুড়া : শেরপুর উপজেলায় আলুবোঝাই ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রাকচালক ও তার সহকারী নিহত হয়েছেন। গত বুধবার রাত ১টার দিকে উপজেলার বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের চান্দাইকোনা ররোয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ বাসযাত্রী।

নিহত ট্রাকচালক ছানোয়ার হোসেন (৩৫) বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার মাদলা-মালিতলা গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে এবং হেলপার মিন্টু মিয়া (৩৮) একই গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে। আহতদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বগুড়া থেকে আলুবোঝাই ট্রাকটি ঢাকা যাচ্ছিল। শেরপুরের ররোয়া এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে নিউ হাজী ট্রাভেলস পরিবহনের একটি যাত্রী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকচালক ছানোয়ার হোসেন মারা যান। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ট্রাকের হেলপার মিন্টু মিয়াকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই মারা যান। বগুড়ার শেরপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা মো. রতন হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে হতাহতদের উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দৈনিক **ইত্তেফাক**

বুধবার, ১৭ পৌষ ১
১ জানুয়ারি ২০২০

ছাত্রলীগ নেতাসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত পাঁচ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

ছাত্রলীগ নেতাসহ বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জন নিহত হয়েছেন। সোমবার ও গতকাল মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর-

জামালপুর: সরিষাবাড়ী উপজেলার পিংনা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি নীরব হাসান (২২) ট্রাক চাপায় নিহত হয়েছেন। নীরব সুজাত আলী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র। গতকাল টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার সোনামুই বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নীরব পিংনা ইউনিয়নের কাওয়ামারা গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে।

মিরসরাই (চট্টগ্রাম): মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মো. মঞ্জু মিয়া (৪৬) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সোমবার উপজেলার নিজামপুর এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শিহির্গাও গ্রামের।

গাইবান্ধা: গাইবান্ধায় ট্রাক্টর ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নাহিদ মিয়া (২০) নিহত হয়েছেন। সোমবার গাইবান্ধা পৌরসভার পূর্বপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাহিদ সদর উপজেলার বলমঝাড় ইউনিয়নের উত্তর ধানঘড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।

রাজবাড়ী: রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দি আঞ্চলিক সড়কে বালুবাহী ট্রাক চাপায় গোপাল খান (৩৫) নামে এক রাজমিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। গতকাল সদর উপজেলার মুরগির ফার্ম নতুন বাজার কবরস্থান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি সদর উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের বেথুলিয়া নতুন পাড়ার।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ২ জানুয়ারি ২০২০

মহেশখালীতে বজ্রপাতে ২ যুবকের মৃত্যু

■ কক্সবাজার অফিস

কক্সবাজারের মহেশখালীতে বজ্রপাতে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে বড় মহেশখালী ইউনিয়নের ফকিরাঘোনা এলাকার লবণমাঠে বজ্রপাতের এই ঘটনা ঘটে।

মহেশখালী থানার ওসি প্রভাষ চন্দ্র ধর বজ্রপাতের ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সঙ্গে সকালে হঠাৎ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– বড় মহেশখালী ইউনিয়নের ফকিরাঘোনা এলাকার আহমদ কবির ও মাহারাপাড়ার নুরুল আলম। স্থানীয়রা জানান, কয়েকজন ফকিরাঘোনা এলাকায় লবণমাঠে কাজ করছিলেন। সকালে হঠাৎ বজ্রপাতে দগ্ধ হন কবির ও নুরুল। ঘটনাস্থলেই মারা যান কবির। হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান নুরুল। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারি ২০২০

সাভার

ট্যাংকে নেমে এক শ্রমিকের মৃত্যু

ঢাকার সাভারে কারখানার ট্যাংকের ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেলে চামড়াশিল্প নগরীর ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম দেলোয়ার হোসেন (৩৮)। তাঁর বাড়ি নোয়াখালীতে বলে জানা গেছে। চামড়াশিল্প নগরী পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গেছে, দেলোয়ার গতকাল বিকেলে এসবি শাহী নামের একটি ট্যানারির ট্যাংকের ময়লা পরিষ্কার করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নিজেই ট্যাংক থেকে ওপরে ওঠার পর অচেতন হয়ে পড়েন। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। চামড়াশিল্প নগরী পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমারত হোসেন বলেন, দেলোয়ার কোনো কারখানার শ্রমিক ছিলেন না। চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর প্রতিটি কারখানা থেকে তরল বর্জ্য একটি ট্যাংকে গিয়ে জমা হয়। সেখান থেকে পাইপের সাহায্যে বর্জ্য শোধনাগারে যায়। তরল বর্জ্যের সঙ্গে কঠিন বর্জ্য মিশে অনেক সময় ওই সব ট্যাংক ভরে যায়। টাকার বিনিময়ে দেলোয়ার ওই সব ট্যাংকের ময়লা পরিষ্কার করে দিতেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৯ পৌষ
৩ জানুয়ারি ২০২০

চট্টগ্রামে আগুনে পুড়ে দোকান কর্মচারীর মৃত্যু

■ চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামে আগুনে পুড়ে জাবেদ নামের এক দোকান কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে নগরীর পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত এলাকায় সায়মা শপিং সেন্টারে ফারুক স্পিড বোট সার্ভিস নামের একটি দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, জাবেদ কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার নোয়াপাড়া এলাকার আব্দল লতিফের ছেলে। তিনি ঐ দোকানের কর্মচারী ছিলেন। ঐ দোকানে অকটেন ছিল। তাই আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে। শেষ রাতের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জাবেদ ভেতরে ঘুমন্ত অবস্থায় দগ্ধ হয়ে মারা যান।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারি ২০২০

মাইক্রোবাস খাদে পড়ে স্বামী-স্ত্রী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের ওই ঘটনা ছাড়াও অপর পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন আরও ছয়জন।

প্রথম আলো ডেস্ক

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে একটি মাইক্রোবাস সেতুর নিচে খাদে পড়ে নিহত হয়েছেন এক দম্পতি। গতকাল বুধবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আর চট্টগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছে ১০ বছর এক শিশু। এ ছাড়া নাটোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী ও নড়াইলে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। গত মঙ্গলবার রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত এ দুর্ঘটনাগুলো ঘটে।

প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

চৌদ্দগ্রামে নিহত দুজন হলেন সাইফুল ইসলাম (৩৩), তাঁর চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রাবেয়া খাতুন (২৯)। মিয়াবাজার হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক আবু বকর ছিদ্দিক বলেন, রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সৌদিপ্রবাসী ভাই হুমায়ুন কবিরকে মাইক্রোবাসে করে নোয়াখালীর কবিরহাটে বাড়ি ফিরছিলেন রাবেয়া। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রামের সুজাতপুর এলাকায় মাইক্রোবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর নিচে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান রাবেয়া ও সাইফুল।

চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা থানার কাঠগড় সি বিচ সড়কের মোড়ে গতকাল বেলা পৌনে ১১টার দিকে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছে রেশমি আক্তার (১০) নামের এক স্কুলছাত্রী। সে পতেঙ্গার ডোমপাড়ার আলি মিয়া সুকানীর বাড়ি এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ শাহানুরের মেয়ে।

নাটোর সদরের কাশিয়াবাড়ি এলাকায় গতকাল সকালে দুটি বাসের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মারা যান বাসের যাত্রী ফারুক হোসেন (৩২)। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান বাসের চালকের সহকারী লিটন হোসেন (৩৫)। দুর্ঘটনা দুই বাসের অন্তত ১৫ যাত্রী আহতে হয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের কুট্টাপাড়া মোড়ের কাছে গতকাল দুপুরে বাসের ধাক্কায় রফি উদ্দিন (৪০) নামের একজন নিহত হন। তিনি উপজেলার উত্তর কুট্টাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের বড় রাজাপুর এলাকায় মঙ্গলবার রাতে একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দিলে নছিমনের চালকের সহকারী ইসমাইল হোসেন রুবেল (২৮) ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তাঁর বাড়ি উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে।

নড়াইলের নতুন বাস টার্মিনাল এলাকায় নড়াইল-যশোর সড়কে মঙ্গলবার রাতে নছিমন ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের আরোহী গোলাম সাকলাইন (২২) নিহত হন।

প্রথম আলো • বুধবার, ১ জানুয়ারি ২০২০

সড়ক দুর্ঘটনা

ট্রাফিক পুলিশসহ আটজন নিহত

প্রথম আলো ডেস্ক

রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় মো. হেমায়েত হোসেন (৫৬) নামের এক ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে গতকাল মঙ্গলবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। একই দিন রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে আরও দুজনের। এ ছাড়া আরও পাঁচ জেলায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

নিহত ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল হেমায়েত হোসেনের গ্রামের বাড়ি নড়াইলে। ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে তিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় ভিক্টর ক্লাসিক পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় বাসটির চালককে আটক করা হয়েছে।

এদিকে রাজধানীর শ্যামপুরে সকালে একটি ট্রাক যাত্রীবাহী একটি অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে এর যাত্রী ফুলমিয়া (৬০) নিহত হন। এর কয়েক ঘণ্টা পর দুপুরে দোলাইরপাড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় নিহত হন মো. শফিক মিয়া নামের এক ওয়ার্কশপের শ্রমিক।

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় নীরব হাসান (২২) নামের এক ছাত্রলীগ নেতা নিহত হয়েছেন। উপজেলার তারাকান্দি-ভূঞাপুর সড়কের নরপাড়া এলাকায় গত সোমবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি পিংনা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন।

এ ছাড়া মাদারীপুর সদর, বগুড়ার ধুনট, রাজবাড়ী পৌর শহর ও কিশোরগঞ্জের ইটনায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২ জানুয়ারি ২০২০
১৮ পৌষ ১৪২৬

কারওয়ানবাজারে ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর রিপোর্ট

কারওয়ানবাজারে ব্যাংক এশিয়ার ভবনের ১০ম তলায় থাই গ্লাসের কাজ করার সময় নিচে পড়ে সুমন (২২) নামে এক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেলা ১১টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর অবস্থায় সুমনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর সাড়ে ১২টায় মৃত ঘোষণা করেন। সুমনের সহকর্মী মুক্তার হোসেন বলেন, সুমনের বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজানে। তিনি মোহাম্মদপুর চন্দ্রিমা হাউজিংয়ে নাসিরের থাই ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। ওই ওয়ার্কশপেই তিনি থাকতেন।

কারওয়ানবাজারের ব্যাংক এশিয়া ভবনের ১০ম তলার থাই গ্লাসের কাজ করার সময় অসাবধানবশত হঠাৎ তিনি নিচে পড়ে যান। সুমনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

প্রথম আলো • শনিবার, ৪ জানুয়ারি ২০২০

বাস-মাইক্রো সংঘর্ষে ভাই-বোন নিহত

৩ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা

মৃত জামাতাকে শেষবার দেখতে মাইক্রোবাসে করে নীলফামারী থেকে বগুড়া যাচ্ছিলেন ভাই-বোনসহ ১৩ জন।

প্রথম আলো ডেস্ক

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে মাইক্রোবাসের আরোহী ভাই-বোন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে কিশোরগঞ্জ-রংপুর সড়কের অবিলের বাজারে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া মাইক্রোবাসের সামনের অংশ। ছবি : প্রথম আলো

জামাতার লাশ দেখতে সাতসকালে বৃষ্টির মধ্যে মাইক্রোবাসে নীলফামারী থেকে বগুড়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন আনোয়ারা বেগম (৫৭)। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বড় ভাই জহুরুল ইসলামসহ (৬৫) পরিবারের ১২ সদস্য। কিন্তু জামাতার লাশ দেখা হয়নি দুই ভাই-বোনের। পথে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন দুজন। আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন পরিবারের বাকি ১১ সদস্য। তাঁদের চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার অবিলের বাজার এলাকায় জলঢাকা-রংপুর সড়কে আজিজ ট্রাভেলসের একটি নৈশকোচের সঙ্গে মাইক্রোবাসটির মুখোমুখি এই সংঘর্ষ ঘটে। গতকালই বগুড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেলচালক এবং এর আগের দিন রাতে গাজীপুরে ট্রাকের ধাক্কায় পথচারী এক তরুণী নিহত হয়েছেন।

ঢাকার বাইরে থেকে প্রথম আলোর **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর :

নীলফামারীতে নিহত ভাই-বোনের বাড়ি জলঢাকার নবাবগঞ্জ গ্রামে। বগুড়ার মোকামতলার বড়দীঘি এলাকায় মারা যান আনোয়ারার জামাতা রুহুল আমিন। তাঁর লাশ দেখতে গতকাল সকাল আটটার দিকে বড় ভাই জহুরুলসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মাইক্রোবাসে করে বগুড়ার উদ্দেশে রওনা হন আনোয়ারা বেগম। পথে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় তাঁদের মাইক্রোবাসটির। দুমড়েমুচড়ে যায় মাইক্রোবাস। ঘটনাস্থলেই মারা যান আনোয়ারা ও জহুরুল। চালকসহ ১২ জনকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন নিহত জহুরুলের জামাতা নুর আমিন (৪০), মেয়ে বিউটি (২৫), ভাগনের স্ত্রী সালমা (২২), ছেলে সেলিম (৩০), নাতি মোশাররফ (২০), নাতনি আঁখি (১৫), ভাতিজি শাহানাজ (৩০), নিহত আনোয়ারার ছেলে ওবায়দুল ইসলাম (২২), নিকট সম্পর্কীয় ভাই দুলাল হোসেন (৫৫), নাতি মোহাম্মদ (৮) ও আহাম্মদ (৭)। আহত মাইক্রোচালক হলেন মোস্তাফিজুর রহমান (৪৫)।

মাইক্রোবাসের যাত্রী ফজিলা বেগম (৫৫) বলেন, 'আমার ননদ আনোয়ারার বড় জামাই রুহুল আমিন মারা গেছেন। তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে আমরা মাইক্রোবাসে করে বগুড়া যাচ্ছিলাম। সকালে বৃষ্টি হচ্ছিল, সামনে ভালোভাবে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ করেই সামনে থেকে বাস এসে আমাদের গাড়িকে ধাক্কা দিল। এরপর আর কিছু জানি না।'

কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন অর রশীদ বলেন, দুজনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বগুড়ার শেরপুরের শেরুয়া বটতলায় দুপুরে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হন মোটরসাইকেলচালক ফারুক হোসেন (২৭)। তাঁর বাড়ি এ উপজেলার কাফুড়া পূর্বপাড়া গ্রামে। ফারুক মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন।

গাজীপুরের টঙ্গীর গাজীপুরা এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন পথচারী নাসরিন আক্তার (২২)। একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী নাসরিন পরিবারের সঙ্গে এরশাদনগরে বাসা ভাড়া করে থাকতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীতে।

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ২১ পৌষ

৫ জানুয়ারি ২০২০

মিরসরাইয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

■ মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. রুবেল (১৮) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিক শিহাবউদ্দিন জানান, শনিবার সকাল সাড়ে আটটায় রড কাটার জন্য গ্রেন্ডিং মেশিনে বিদ্যুতের সংযোগ দিতে গিয়ে রুবেল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। নিহত রুবেল নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানার হাজিপাড়া পুসনা গ্রামের মো. শাফির পুত্র। এ বিষয়ে মিরসরাই থানার উপ-পরিদর্শক মাহাফুজ ইত্তেফাককে বলেন, নিহত রুবেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে আল আমিন কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কাজ করত। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার পর গুরুতর আহত রুবেলকে স্থানীয় লোকজন মিরসরাই সদরের মাতৃকা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ২০ পৌষ

৪ জানুয়ারি ২০২০

মোংলায় কার্গো জাহাজডুবি, ১৪ নাবিক উদ্ধার

■ মোংলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

মোংলা বন্দরের অদূরে ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকায় নিউ পারভিন-২ নামক সার বোঝাই একটি কার্গো জাহাজ ডুবে গেছে। শুক্রবার ভোরে এ দুর্ঘটনার পর ঐ কার্গো জাহাজের ১৪ নাবিককে কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের সদস্যরা নিরাপদে উদ্ধার শেষে সুন্দরবনে কোস্টগার্ডের দুবলা ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। এদিকে এ ঘটনায় বন্দরের চ্যানেল নিরাপদ রয়েছে।

কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের (মোংলা সদর দপ্তর) অপারেশন কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট ইমতিয়াজ আলম জানান, ঘন কুয়াশায় দিক হারিয়ে কার্গো জাহাজটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। তিনি কোস্টগার্ডের দুবলা ক্যাম্পের বরাত দিয়ে বলেন, শুক্রবার ভোরে বন্দরের ফেয়ারওয়ে সংলগ্ন মেহের আলী চর এলাকায় 'নিউ পারভিন-২' নামে একটি কার্গো জাহাজ ডুবতে দেখে কোস্টগার্ডের টহলরত সদস্যরা সেখানে ছুটে যান। পরে ঐ জাহাজের ১৪ জন নাবিককে নিরাপদে সরিয়ে দুবলা ক্যাম্পে আনা হয়। উদ্ধারকৃত নাবিকরা হলেন—জামাল হোসেন, উজ্জল হোসেন, আরাফাত হোসেন, সালমান মোল্লা, শাহাদাৎ হোসেন, হারুন মোল্লা, জাহাঙ্গীর আলম, রবিন শেখ, মাকিবুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, আরিফ হোসেন, হাসান শেখ, মানিক শেখ ও ইমাম হোসেন। এদের বাড়ি নড়াইল, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনা জেলায়।

সমকাল

রোববার | ৫ জানুয়ারি ২০২০

চার জেলায় সড়কে প্রাণ গেল ৫ জনের

মানিকগঞ্জ : মানিকগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসচাপায় ব্যাটারিচালিত রিকশাচালক ও এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জের বানিয়াজুরী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ঘিওর উপজেলার শোলধারা এলাকার রিকশাচালক আইজুদ্দীন ও শিবালয় উপজেলার তেওতা ইউনিয়নের পয়লা এলাকার সোনামুদ্দীনের ছেলে সেলিম মিয়া।

বরংগাইল হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বাসুদেব সিনহা জানান, শনিবার দুপুরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী ক্যানাল এলাকায় ঢাকাগামী যাত্রীসেবা পরিবহন ওই রিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দু'জন নিহত হন। লাশ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ওই বাসটিকে জব্দ করা হলেও চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

প্রথম আলো • শনিবার, ৪ জানুয়ারি ২০২০

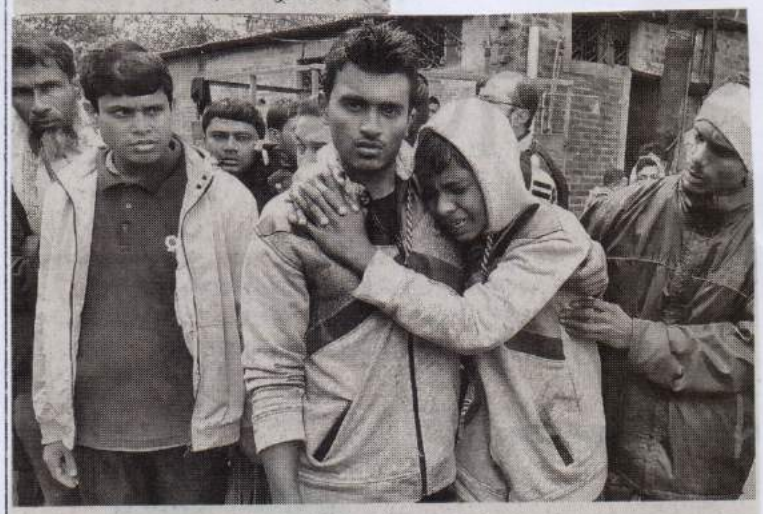

নারায়ণগঞ্জ সদরের ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ এলাকায় গতকাল ভোরে বুড়িগঙ্গায় নোঙর করে থাকা বাল্কহেডে ডুবে ঘুমন্ত অবস্থায় চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়। স্বজনের আহাজারি। ছবি : প্রথম আলো

বুড়িগঙ্গায় বাল্কহেড ডুবে ঘুমন্ত ৪ শ্রমিকের মৃত্যু

আবর্জনা বের করতে বাল্কহেডটিতে ছিদ্র তৈরি করেছিলেন কর্মীরা। ওই ছিদ্র দিয়ে পানি ঢুকে বাল্কহেডটি তলিয়ে যায়।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

বাল্কহেড পরিষ্কারের জন্য ফুটো করেছিলেন শ্রমিকেরা। সেই ফুটো দিয়ে পানি ঢুকে বাল্কহেডটি ডুবে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছেন ইঞ্জিনরুমের ঘুমন্ত চার শ্রমিক। নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ চতলার মাঠ এলাকায় বুড়িগঙ্গায় শুক্রবার গভীর রাতে ডুবে যায় এমভি তাসনিম এক্সপ্রেস নামের বাল্কহেডটি। খবর পেয়ে ভোরে চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন ঝালকাঠির নলছিটির লুৎফর রহমান (৩৯), পিরোজপুরের কাউখালীর মোস্তফা তালুকদার (৫৫), পিরোজপুরের বটবাড়ির বাবু হাওলাদার (১৮) এবং বরিশালের বানারীপাড়ার মহিবুল্লাহ (৬০)। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন বাল্কহেডের মাস্টার আমির হোসেন (৫৫) ও লস্কর কুতুব উদ্দিন (২৯)।

বিসিক শিল্পনগরী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার কাজল মিয়া বলেন, বাল্কহেডটি বুড়িগঙ্গার তীরে নোঙর করে রাখা ছিল। শুক্রবার রাতে এটি পরিষ্কার করেন এর কর্মীরা। এ সময় এর কিছু অংশ কেটে ছিদ্র তৈরি করেন তাঁরা, যাতে জমে থাকা আবর্জনা বের হয়ে যেতে পারে। জোয়ারের পানিতে সারারাত ওই ছিদ্র দিয়ে পানি ঢুকে ধীরে ধীরে বাল্কহেডটি পানিতে তলিয়ে যায়। এতে বাল্কহেডের ইঞ্জিনরুমের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চার শ্রমিক পানিতে ডুবে মারা যান। আর বাল্কহেডের ওপরে থাকা দুজন তীরে উঠতে সক্ষম হন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ডুবে যাওয়া বাল্কহেডের ভেতর থেকে চার শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেন।

কাজল মিয়া আরও জানান, রাতে বাল্কহেডটিতে একজনের দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি পাহারা না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

এদিকে চারজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঘটনাস্থলে যান জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিদা বারিক।

ইউএনও *প্রথম আলোকে* বলেন, বাল্কহেডের ইঞ্জিনরুমের ছিটকিনি লাগিয়ে শ্রমিকেরা ঘুমিয়ে ছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি জানান, মৃত শ্রমিকদের প্রত্যেকের পরিবারকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নগদ ২০ হাজার করে টাকা, দুটি করে কম্বল ও খাবার দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া লাশগুলো বাড়িতে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদী দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা এলাকার সীমানা হওয়ায় সেই থানা-পুলিশ আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে লাশগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করবে।

নারায়ণগঞ্জ পুলিশ সুপার জায়েদুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, ডুবে যাওয়া বাল্কহেডের সঙ্গে কোনো নৌযানের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। বাল্কহেডটি নোঙর করা ছিল। ছিদ্র দিয়ে পানি ঢুকে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২১ পৌষ ১৪২৬
Dhaka : Sunday 5 January 2020

মানিকগঞ্জে বাসচাপায় রিকশাচালকসহ নিহত ২ জন

প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জের ঢাকা- আরিচা মহাসড়কের ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরি ক্যানাল এলাকায় ঢাকামুখি একটি যাত্রীসেবা পরিবহনের বাসের চাপায় রিকশাচালক ও যাত্রী নিহত হয়েছে। শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ওই ঘটনাটি ঘটেছে। নিহতরা হলেন ঘিওর উপজেলার শোলধারা গ্রামের রশিদ মোল্লার ছেলে রিকশাচালক আইনুদ্দিন (৪০) এবং রিকশার যাত্রী শিবালয় উপজেলার তেওতা ইউনিয়নের পয়লা গ্রামের সোনামুদ্দিনের ছেলে সেলিম মিয়া (৩৮)।

বরংগাইল হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বাসুদেব সিনহা জানান, ঢাকা- আরিচা মহাসড়কের জোকা এলাকায় শনিবার দুপুরে ঢাকাগামী যাত্রীসেবা পরিবহনের একটি বাস পেছন থেকে রিকশাকে চাপ দেয়।

সংবাদ
শনিবার ২০ পোষ ১৪২৬
Saturday 4 January 2020

ট্যানারির ট্যাংকে পড়ে হত শ্রমিক

প্রতিনিধি, সাভার (ঢাকা)

সাভারে বিসিক শিল্প নগরীতে এসবি শাহী কারখানার ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষক্রিয়ায় দেলোয়ার (৩৫) নামে এক ট্যানারি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে সাভারের হেমায়েতপুরে হরিণধরা এলাকায় অবস্থিত বিসিক শিল্প নগরীর 'এসবি-শাহী' ট্যানারি নামক চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো • সোমবার, ৬ জানুয়ারি ২০২০

ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ১

জুরাইন রেলগেট এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় ইদ্রিস আলী (৬০) নামের এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আনোয়ার হোসেন নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী *প্রথম আলোকে* বলেন, জুরাইন রেলগেট এলাকায় নারায়ণগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রেনের ধাক্কায় ইদ্রিস আলী গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত ইদ্রিসকে হাসপাতালে নিয়ে যান আনোয়ার হোসেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার সিরুলা গ্রামে। তিনি কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকায় থাকতেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবাদ
সোমবার ২২ পৌষ ১৪২৬
Monday 6 January 2020

মীরসরাইয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মীরসরাই

মীরসরাইয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চলে (বঙ্গবন্ধু শিল্পাঞ্চল) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. রুবেল নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে অর্থনৈতিক অঞ্চলের বামনসুন্দর স্লুইসগেইট এলাকায় সেতু নির্মাণের কাজ করার সময় বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান সে। সেতু তৈরির কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আল আমীন কনস্ট্রাকশনের উপঠিকাদারের কর্মী ছিলেন রুবেল। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা যায়, রুবেলের বাড়ি নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার হাজীপাড়া এলাকা মোহাম্মদ শফির ছেলে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৭ জানুয়ারি ২০২০

ভ্রমণে বেরিয়ে ফিরল লাশ হয়ে

সড়ক দুর্ঘটনা

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত। তাঁদের মধ্যে ফরিদপুরে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে বাবা-মেয়েসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

নতুন কেনা গাড়িতে কক্সবাজারে ভ্রমণ। আনন্দ নিয়েই ভোরবেলায় রওনা দিয়েছিল পরিবারটি। এক ঘণ্টার মাথাতেই বাসের সঙ্গে সংঘর্ষের পরে লাশ হতে হয়েছে ছয়জনকে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে বাবা-মেয়েসহ একই পরিবারের চারজন রয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে ফরিদপুর সদরের মল্লিকপুরের নির্মাণাধীন সেতুর ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আর চাঁপাইনবাবগঞ্জে মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাসায় ফেরার পথে ট্রাকচাপায় আরেক বাবা ও তাঁর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে গতকাল সোমবার চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়েছেন।

ফরিদপুরে দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন বোয়ালমারী পৌরসভার ছোলনা এলাকার বাসিন্দা হোমিও চিকিৎসক শরিফুল ইসলাম (৪২), তাঁর একমাত্র মেয়ে তাবাসসুম (৬), শ্যালিকা তাকিয়া (১২), ভাগনি তানজিলা (১৮), বন্ধু পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) ফারুক হোসেন (৪১) এবং মাইক্রোবাসের চালক নাহিদ শেখ (৪০)। এ ঘটনায় শরিফুলের স্ত্রী সুরাইয়া ইসলাম (৩৪) গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গাড়ির আরোহীদের মধ্যে সুরাইয়াই একমাত্র বেঁচে গেছেন। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার সাখাওয়াত মোস্তফা জানান, সুরাইয়ার অবস্থা স্থিতিশীল।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এসআই ফারুক হোসেন মিরপুরে পুলিশের রেশন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি আলফাডাঙ্গার বুরাইচ ইউনিয়নে।

স্থানীয় ব্যক্তিরা জানান, নিহত শরিফুলের বাবা জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের ফরিদপুর জেলা শাখার সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। এলাকায় পরোপকারী হিসেবে পরিবারটির সুনাম রয়েছে। স্বজনেরা জানান, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক শরিফুল এক মাস আগে একটি মাইক্রোবাস কেনেন। গতকাল ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে সেই গাড়িতেই পরিবারের সদস্য ও বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশে বের হয়েছিলেন।

ফরিদপুরের করিমপুর পুলিশ ফাঁড়ির এসআই সফুর আহমেদ বলেন, সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে ঢাকা থেকে বেনাপোলগামী মামুন পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাসটির সম্মুখভাগ বাসের নিচে ঢুকে যায়। ঘন কুয়াশার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দ্রুতগতির কারণে এত হতাহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সাইফুজ্জামান বলেন, দুর্ঘটনার পরে বাসের চালক পালিয়েছেন। পুলিশ গাড়ি দুটি জব্দ করেছে।

এদিকে ঘটনা তদন্তে কমিটি করেছে জেলা প্রশাসন, কমিটিকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া নিহত ব্যক্তিদের জন্য ২৫ হাজার টাকা করে পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, 'ঘন কুয়াশা এবং বাসটি রং সাইড দিয়ে নির্মাণাধীন নতুন সেতুর ওপর দিয়ে যাওয়ার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার ওপর রাজারামপুর মোড়ের কাছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী সড়কে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী গোলাম রাব্বানী (৫০) ও তাঁর মেয়ে সাদিকা রোশনীর (৬) নিহত হয়েছে। নিহত রাব্বানী শহরের হরিপুর মহল্লার থাকতেন। হরিপুর বাজারে তাঁর ওষুধের দোকান রয়েছে।

সদর থানার এসআই আমীর সোহেল বলেন, গোলাম রাব্বানী মোটরসাইকেলে করে প্রথম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পেছন থেকে একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাঁদের ধাক্কা দিলে বাবা-মেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এরপর ট্রাকটি তাঁদের পিষ্ট করে চলে যায়।

এদিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বৈডাঙ্গা এলাকায় গতকাল সকালে তিন চাকার যান আলমসাধুর ধাক্কায় শাহিন হোসেন (২৭) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছে। শাহিন ব্যাটারিচালিত ভ্যান নিয়ে বৈডাঙ্গা বাজারে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নীলফামারীর সৈয়দপুর-পার্বতীপুর সড়কের সাইনবোর্ড এলাকায় গতকাল সকালে ট্রাকচাপায় মিন্টু হোসেন (৫২) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। সকালে ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে ফুলকপি নিয়ে পার্বতীপুর বাজারে যাচ্ছিলেন সবজি ব্যবসায়ী মিন্টু। এ সময় সাইনবোর্ড এলাকায় বিপরীতমুখী একটি ট্রাক অটোভ্যানকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মিন্টুর মৃত্যু হয় এবং গুরুতর আহত হন ভ্যানচালক জামিরুল ইসলাম (৪০)।

সাতক্ষীরার শাকদহ সেতু এলাকায় বাস খাদে পড়ার ১৪ ঘণ্টা পর গতকাল ভোরে বাসের নিচ থেকে আনিসুর রহিম (৪০) নামের এক সাইকেল আরোহীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গত রোববার দুপুরে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়লে ১০ জন আহত হয়। নিহত আনিসুর রহিম সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বাঘডাঙ্গা গ্রামের আবদুল করিমের ছেলে। পাটকেলঘাটা থানার ওসি কাজী ওয়াহিদ মুর্শেদ জানান, দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযান চালায়। একপর্যায়ে গতকাল সন্ধ্যায় খালের পানি থেকে একটি বাইসাইকেল উদ্ধার করা হয়। এরপর বাইসাইকেল চালককে খুঁজতে বাসটি খাল থেকে ডাঙায় তোলা হয়। পরে বাসের নিচ থেকে গতকাল ভোর চারটার দিকে একটি লাশ উদ্ধার করা হয়।

সোমবার। ৬ জানুয়ারি ২০২০

এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

কেরানীগঞ্জে এবার অবৈধ কেমিক্যাল গুদামে বিস্ফোরণ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

কেরানীগঞ্জে রাসায়নিক কেমিক্যালের গুদামে বিকট বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জিনজিরা ইউনিয়নের পূর্ব বন্দ ডাকপাড়া এলাকায় ঘটা ওই বিস্ফোরণের শব্দে আশপাশের এলাকা কেঁপে ওঠে। লোকজন ভয়াবহ ভূমিকম্প শুরু হয়েছে মনে করে বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। বিস্ফোরণস্থল থেকে চারদিকের প্রায় এক কিলোমিটার এলাকার সব ভবনের জানালার কাচসহ কাচের সব জিনিস ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, র‍্যাব, উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। উৎসুক কয়েক হাজার জনতা কদমতলী-নবাবগঞ্জ মহসড়কে ভিড় জমায় এ সময়। সড়কের দুই পাশে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনায় কোনো নিহতের খবর পাওয়া না গেলেও ছোটাছুটি করতে গিয়ে প্রায় ১০ জনের মতো আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে বিস্ফোরণের কারণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস। ভবন মালিক ও কেমিকাল গুদামের মালিক মারুফ হোসেনের সেলফোনটি ঘটনার পর থেকে বন্ধ রয়েছে।

বিস্ফোরিত গুদামের পাশে থাকা বাইজীদ স্টিল নামের আলমারি কারখানার শ্রমিক মো. টুটুল বলেন, 'গুদামঘরটি প্রায় ৮-৯ বছর ধরে এখানে আছে। দিনের বেলা সব সময় এটি তালাবন্ধই থাকে। তবে রাতের বেলা নাকি মাঝেমধ্যে খোলে, তখন আমরা থাকি না। তাঁরা কী কাজ করে তাও বলতে পারি না। আজকে সকালে আমরা আমাদের কারখানায় কাজ করছিলাম। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দে মনে করেছি বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরিত হয়েছে। এরপর আরো দুটি বিস্ফোরণ ঘটে। চারপাশে প্রচুর ধোঁয়া ও বাজে দুর্গন্ধ তৈরি হয়। ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার পরিবেশে দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি করে সবাই যার যার মতো নিরাপদে চলে যাই। এ সময় আশপাশের বাড়িঘর থেকে নারী ও শিশুদের ডাক-চিৎকার শুনতে পাই।'

> এক কিলোমিটারজুড়ে বাড়িঘরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

কদমতলী-নবাবগঞ্জ সড়কে কদমতলীর পাশে পূর্ব বন্দ ডাকপাড়া এলাকায় মারুফ হোসেনের রাসায়নিক পদার্থের তিনটি গুদামঘর পাশাপাশি অবস্থিত। গুদামঘরগুলোর পাশেই রয়েছে বসতবাড়ি, স্টিলের আলমারি তৈরির কারখানা, টিন শিটের দোকান, একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। সরেজমিনে গিয়ে গুদামগুলোতে পটাসিয়াম সালফাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম হাইড্রোসালফেটের বস্তা এদিক-সেদিক পড়ে থাকতে দেখা যায়। এর মধ্যে দুটি গুদামে বিস্ফোরণ ঘটেছে, একটি গুদাম অক্ষত অবস্থায় আছে। বিস্ফোরিত গুদামে প্রায় ১৫ ফিট গর্ত হয়ে গেছে। আশপাশের অনেক বাড়িঘর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় এক কিলোমিটারজুড়ে দুই শতাধিক বাড়ি, অফিস-আদালত, মসজিদের থাই-জানালার কাচ ভেঙে যায়। গুদামঘরের পাশেই ইডেন গার্ডেন একাডেমি নামের একটি স্কুল রয়েছে। বিস্ফোরণের ভয়াবহ শব্দে স্কুলের শিশুরা চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

জিনজিরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাকুর হোসেন সাকু বলেন, 'দিনদশেক আগেই আমি এ কেমিক্যাল গুদাম সম্পর্কে জানতে পেরেছি। জানার সঙ্গে সঙ্গেই মালিককে নোটিশ করে এক সপ্তাহের মধ্যে গুদামটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলি।'

ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার (কেরানীগঞ্জ) সাইফুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের দুটি টিম দ্রুত এসে ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আনে। আল্লাহর রহমতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মালিকপক্ষের লোকজন না থাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত দেবনাথ বলেন, বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসি। গুদামঘরটি সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল, যার ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্স পর্যন্ত ছিল না। বিস্ফোরিত গুদামঘরের পাশে থাকা নাসিরের বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ মনে হওয়ায় বাড়ির ভাড়াটিয়াদের আপাতত অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে যাচাই করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, গত ১২ ডিসেম্বর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়নের হিজলতলার এক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে অবৈধ কারখানা ও গোডাউনের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান অব্যাহত রেখেছি। এ পর্যন্ত প্রায় ২৪টি কারখানা আমরা সিলগালা করেছি।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ৬, ২০২০

ভালুকায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ভালুকায় গতকাল সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় জয়নাল আবেদীন (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি গাজীপুরের জয়দেবপুরের আব্দুস সালাম বেগের ছেলে। জয়নাল ভালুকায় একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল ৯টার দিকে জয়নাল প্রতিদিনের মতো মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক দিয়ে ভালুকায় কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথে ভালুকার জামিরদিয়া মাস্টারবাড়ি এলাকায় পেছন থেকে একটি কাভার্ড ভ্যান তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ছিটকে পড়ে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ভালুকা মডেল থানার ওসি মাইন উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

সংবাদ
সোমবার ২২ পৌষ ১৪২৬
Monday 6 January 2020

টঙ্গীতে গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, টঙ্গী (গাজীপুর)

গত শনিবার সকালে টঙ্গীর মধ্য আরিচপুর এলাকার একটি বাড়ি থেকে নুরুন নাহার (১৮) নামে এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, নিহত গৃহকর্মী নুরুন নাহার গত আগস্ট মাস থেকে আরিচপুর এলাকার মোশারফ হোসেনে বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে আসছিল। কিন্তু গত শুক্রবার রাত ১১টায় পরিবারের সদস্যরা ঘুমাতে গেলে নুরুন নাহার তার নিজ ঘরে ঘুমাতে যান। সকালে সে ঘুম থেকে না ওঠায় বাড়ির লোকজন তাকে ডাকাডাকি করলেও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে বাড়ির মালিক মোশারফ হোসেন ৯৯৯-এ কল করে পুলিশ ডাকেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেখে নুরুন নাহারের দেহ ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে।

টঙ্গী পূর্ব থানার উপ-পরিদর্শক মো. আব্দুলাহ জানান, নুরুন নাহারের লাশ ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছিল। পরে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। এই মুহূর্তে কিছু বলা যাবে না। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে বোঝা যাবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা।

সমকাল
৮ জানুয়ারি ২০২০ | ২৪ পৌষ ১৪২

চার জেলায় সড়কে প্রাণ গেল ৪ জনের

■ সমকাল ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় মানিকগঞ্জে একজন, লালমনিরহাটে একজন, লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে একজন ও ঢাকার সাভারে একজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

মানিকগঞ্জ : মানিকগঞ্জে প্রাইভেটকার চাপায় নাজমুল হাসান নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের তরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাজমুল সদর উপজেলার বরঙ্গাখোলা গ্রামের আলী আহমদের ছেলে।

লালমনিরহাট : লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায় একটি নৈশকোচের চাকায় পিষ্ট হয়ে দীনেশ চন্দ্র নামে এক ট্রাক্টর চালক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কের আদিতমারী উপজেলার ফাতেমা ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দীনেশ চন্দ্র উপজেলার সারপুকুর ইউনিয়নের চওড়াটারী জোড়াদেবী এলাকার যতীন্দ্র নাথের ছেলে।

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) : লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে সড়ক দুর্ঘটনায় আবদুল মন্নান নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার জনতাবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মন্নান ওই এলাকার আবদুল কাদেরের ছেলে। বাড়ি থেকে বাজারে যাওয়ার সময় একটি মোটরসাইকেল পেছন থেকে পথচারী মন্নানকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হলে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে নোয়াখালী হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

সাভার : সাভারে বেপরোয়া গতির যাত্রীবাহী বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে আনছার আলী নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বিশমাইল এলাকায় এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি থানার রাধাপুর গ্রামের বাসিন্দা। সাভারের সেনওয়ালিয়া গ্রামে ভাড়া বাসায় থেকে রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৪ পৌষ ১৪২৬
Dhaka : Wednesday 8 January 2020

বাহুবলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বৈদ্যুতিককর্মীর মৃত্যু

প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের বাহুবলে 'পারটেক্স পেপার মিলস'এ কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আল ইমরান রুহেল (৩০) নামে এক ইলেক্ট্রিশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত রুহেল উপজেলার সাটিয়াজুড়ি গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য (মেম্বার) মুখলেছুর রহমানের ছেলে। জানা যায়- সকালে 'পারটেক্স পেপার মিলস'এ কাজ করতে যায় রুহেল ও তার সহকর্মীরা। কাজের এক পর্যায়ে অসাবধানতাবশত সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে উপর থেকে নিচে পরে যায় যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

লাখের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার
৮ জানুয়ারি ২০২০। ২৪

মেশিনে কাটা পড়লেন শ্রমিক

হবিগঞ্জের বাহুবলে মেশিনে কাটা পড়ে আলী ইমরান রুবেল (২৮) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলার কামাইছড়া এলাকার ভারটেক্স পেপার মিলে এ ঘটনা ঘটে। রুবেল উপজেলার সাটিয়াজুরি এলাকার ইউপি সদস্য মখলিছ মিয়ার ছেলে। পুলিশ জানায়, সকালে পেপার মিলে কাজ করার সময় মেশিনে কাটা পড়েন রুবেল।

সমকাল
বৃহস্পতিবার | ৯ জানুয়ারি ২০২০

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নোয়াখালীতে দু'জনের মৃত্যু

■ নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দু'জন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার দুপুরে উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের লাইতলি গ্রামের প্রবাসী জাকির আমিনের বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে আরমান হোসেন (২৮) ও বিজয়নগর গ্রামের গুলজার হোসেনের ছেলে ফয়েজ (১৫)। তারা দু'জনই পেশায় রেফ্রিজারেটর মেকানিক ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বেগমগঞ্জ থানা পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রবাসী জাকির আমিনের বাড়ির একটি ফ্রিজ অকেজো হয়ে যায়। আরমান হোসেন ও তার সহযোগী ফয়েজ বুধবার দুপুর ১টার দিকে ওই বাড়িতে ফ্রিজ ঠিক করতে যান। ফ্রিজ মেরামতের একপর্যায়ে কম্প্রেসরে গ্যাস স্থানান্তরের সময় মেকানিকদের সঙ্গে আনা গ্যাস সিলিন্ডারের বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই আরমান হোসেন মারা যান। গুরুতর অবস্থায় ফয়েজকে উদ্ধার করে চৌমুহনী লাইফকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আরমান ও ফয়েজের পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

বেগমগঞ্জ থানার ওসি হারুনুর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শাহাজাহান শেখ বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডারটি অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
বুধবার ২৪ পৌষ ১৪২৬
Wednesday 8 January 2020

চট্টগ্রামে ৮তলা ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম মহানগরীতে আটতলা ভবন থেকে পড়ে মারা গেছেন মো. ফরহাদ (৩৫) নামে এক শ্রমিক। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চান্দগাঁওয়ে নির্মাণাধীন ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রক্তাক্ত ও গুরুতর অবস্থায় তাঁকে সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে দুপুর দেড়টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

একই ভবনের মো. সেলিম নামের আরেকজন শ্রমিক এ ঘটনার বিবরণ জানিয়ে বলেন, দুপুর দেড়টায় মেডিকেলের ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার লাশ বর্তমানে মেডিকেলের মর্গে আছে। তিনি বলেন, মো. ফরহাদ ভোলা জেলার মুনপুরা ইউনিয়নের ভাসানখালী গ্রামের মো. সেলিমের ছেলে। ফরহাদ চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় নির্মাণাধীন ওই ভবনে শ্রমিকের কাজ করতেন।

সমকাল
বৃহস্পতিবার | ৯ জানুয়ারি ২০২০

টঙ্গীতে পোশাক কারখানার ২৫ শ্রমিক হঠাৎ অসুস্থ

■ টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানার স্টিম গ্যাসে ২৫ শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ নারী। বুধবার দত্তপাড়া তিস্তারগেট এলাকায় এমট্রানেট গ্রুপের ব্রাবো অ্যাপারেলস নামের একটি পোশাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের টঙ্গী সরকারি শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, দুপুরে খাবারের পর শ্রমিকরা কারখানার ওয়াশ রুমে হাত-মুখ ধুতে যায়। হাত-মুখ ধুয়ে আসার পর থেকে তাদের পেটে ব্যথা ও বমি শুরু হয়। পরে কারখানার অন্য শ্রমিকরা তাদের উদ্ধার করে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়।

আহত শ্রমিক রিয়া, লিজা, সুমি আক্তার ও চামেলী জানান, দুপুরে ভাত খাওয়ার পর পানি খেয়ে ওয়াশ রুমে হত-মুখ ধুতে যান তারা। এ সময় ওয়াশ রুমে কেমন যেন দুর্গন্ধ নাকে লাগে। পরে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্লোরে আসার পর থেকে তাদের মাথা ব্যথা ও বমি শুরু হতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞান হয়ে যান।

শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনালের হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মো. মাসুদ রানা জানান, ২০ থেকে ২৫ শ্রমিক হাসপাতালে এসেছেন। তাদের ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

কারখানার ম্যানেজার সুজন জানান, কারখানার পানিতে কোনো সমস্যা নেই। ওই ওয়াশ রুমের সঙ্গে বাইরে একটি পাইপ দিয়ে স্টিম গ্যাস নির্গত হয়। ওই গ্যাসের কারণে এমন হতে পারে বলে ধারণা করছেন তিনি।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৯, ২০২০

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার বড়কাপন এলাকায় পিকআপ ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার বড়কাপন পয়েন্টে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে হাসান আহমদ সুমন নামে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। নিহত নারীর পরিচয় জানা যায়নি।

জাউয়াবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নির্মল দেব জানান, গতকাল সন্ধ্যায় সিলেট থেকে ছেড়ে আসা পিকআপ ভ্যান বড়কাপন এলাকার সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল চালক সুমন নিহত হন। এ সময় পিকআপ উল্টে এক পথচারী নারীও মারা যান।

হবিগঞ্জ : জেলার মাধবপুরে হিউম্যান হলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের শাহজিবাজার ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্লান্টের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম আলম মিয়া। তিনি দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ির চালকের সহকারী ছিলেন।

মাধবপুর থানার ওসি ইকবাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বাসের চাপায় এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার মির্জাপুর নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম রোকেয়া বেগম (৫৫)। তিনি উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের গোড়াইল সিকদারপাড়া গ্রামের আলাল সিকদারের স্ত্রী।

এ বিষয়ে গোড়াই হাইওয়ে থানা পুলিশের ওসি মনিরুজ্জামান বলেন, রাস্তা পার হওয়ার সময় উত্তরবঙ্গগামী একটি যাত্রীবাহী বাস পেছন থেকে ওই নারীকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

সমকাল
শুক্রবার | ১০ জানুয়ারি ২০২০

কুমিল্লায় ট্রাকচাপায় দম্পতি নিহত

আরও সাত জেলায় নিহত ১০

কুমিল্লা : কুমিল্লার বরুড়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে একটি ট্রাকের চাপা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে ওই অটোরিকশার যাত্রী স্বামী-স্ত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বরুড়া-লালমাই সড়কের দুতিয়ারপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন বরুড়া বাজারের ব্যবসায়ী উপজেলার ভৌতরী গ্রামের আবদুর রশিদ ও তার স্ত্রী বেগম আক্তার। বরুড়া বাজারের ব্যবসায়ী আবদুর রশিদ তার স্ত্রীকে নিয়ে কুমিল্লা থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাদের বহনকারী অটোরিকশাটি দুতিয়ারপুরে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই দম্পতি নিহত হন। আহত হন অটোরিকশা চালক।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : সীতাকুণ্ডের ছলিমপুরের ফৌজদারহাট-বন্দর বাইপাস সড়কে ওভারব্রিজ নামক স্থানে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন এক পথচারী নারী। বুধবার রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ স্থানটিতে ফুট ওভারব্রিজ স্থাপনের দাবিতে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী দুর্ঘটনার পর রাত ১১টা থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে। রাত ১২টার দিকে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ফলে অবরোধকালীন দূরপাল্লার শত শত পণ্য ও যাত্রীবাহী গাড়ি আটকা পড়ে। এ ছাড়া বুধবার রাত ৯টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ডের জোড়ামতল এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেজবাহ ও আবদুল্লাহ নামে দু'জন নিহত হন।

শিবচর (মাদারীপুর) : মাইক্রোবাস চালকের ভুল লেন ব্যবহার করায় পদ্মা সেতু পথক লেন বিশিষ্ট ঢাকা-খুলনা এক্সপ্রেস হাইওয়েতে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাসের দুই যাত্রী নিহত ও চালকসহ সাত যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বুধবার রাতে শিবচর উপজেলার কুতুবপুর এলাকায় পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেস হাইওয়েতে উল্টো লেন ব্যবহার করে একটি মাইক্রোবাস ঢুকে পড়ে। মাইক্রোবাসটি সার্ভিস এরিয়া-৩ পার হওয়ার পর ঢাকাগামী এসএ ট্রাভেলস নামক যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মাইক্রোবাসের চালকসহ নয় যাত্রীই গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে পাচ্চর রয়েল হাসপাতালে আনলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই যাত্রী মারা যান। তাদের একজন হলেন রবিউল ইসলাম। তিনি বরিশালের আগৈলঝাড়ার উত্তর শিহিপাশা গ্রামের সেকেন্দার সরদারের ছেলে। আরেকজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। গুরুতর আহত মাইক্রোবাস চালক সাগরসহ পাঁচ যাত্রীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সড়ক

Friday 10 January 2020

সোনারগাঁয়ে মহাসড়কে নিষিদ্ধ বাহন অটোরিকশার ধাক্কায় সাংবাদিক আহত

প্রতিনিধি, সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে অটোরিকশার ধাক্কায় 'দৈনিক সংবাদ'র সোনারগাঁ প্রতিনিধি মারাত্মক আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে তাকে একটি অটোরিকশা সজোরে ধাক্কা মারলে মহাসড়কে পরে গিয়ে তিনি মাথায় মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আহতাবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন।

দৈনিক সংবাদের সোনারগাঁ প্রতিনিধি মাহবুবুল ইসলাম সুমন গত বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ দিয়ে মোগরাপাড়া চৌরাস্তা এলাকার সাহাবুদ্দিন শপিং কমপ্লেক্সের সামনে যাওয়ামাত্র তার পেছন দিক থেকে দ্রুত গতিতে একটি ব্যাটারী চালিত অটোরিকশা এসে ধাক্কা মারে। অটোরিকশার ধাক্কায় সাংবাদিক সুমনের মাথার পেছনদিক অটোরিকশার লোহায় লেগে মারাত্মক রক্তাক্ত জখম হলে তিনি অচেতন হয়ে সড়কে পরে গিয়ে হাত ও পা কেটে শরীরে গুরুতর আহত হন। এ সময় তার কাছে থাকা হাইওয়ে পুলিশের এক সদস্য ও কয়েকজন সাংবাদিক তাকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়। এছাড়াও আঘাতের কারণে তার মাথা ও চোখে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে বিধায় ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় অনেকে জানায়, মহাসড়কে দুর্ঘটনারোধে সরকার তিন চাকা বিশিষ্ট রিকশা, অটোরিকশা, সিএনজি চালিত বাহন ও ভটভটিসহ সব ধরনের যানবাহন নিষিদ্ধ করলেও মহাসড়কের সোনারগাঁয়ে চলাচল বন্ধ হচ্ছে না এসব বাহনের। হাইওয়ে থানা পুলিশকে ম্যানেজ করেই চলাচল করছে মহাসড়কে অবৈধ এসব বাহন। যার কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। মহাসড়কে অটোরিকশার ধাক্কায় সাংবাদিক আহতের ঘটনায় কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি মোজাফফর হোসেন বলেন বিষয়টি দুঃখজনক।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

সমকাল

১১ জানুয়ারি ২০২০ | ২৭ পৌষ ১৪২

চার জেলায় সড়কে ঝরল ৪ প্রাণ

আদমদীঘি (বগুড়া) : বগুড়ার আদমদীঘিতে মাইক্রোবাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইজিবাইকের চালকসহ পাঁচজন আহত হন। আহতদের মধ্যে আলামিন (১৬) নামে এক কিশোর নিহত হয়। আলামিন আদমদীঘি উপজেলার বড় আখিড়া গ্রামের হবির ছেলে। গতকাল শুক্রবার সকালে নওগাঁ-বগুড়া মহাসড়কের আদমদীঘির পূর্ব ঢাকা রোড এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে মহাসড়কের আদমদীঘির অদূরে পূর্ব ঢাকা রোড নামকস্থানে বড় আখিড়া গ্রাম থেকে ইজিবাইকে যাত্রী নিয়ে সান্তাহার অভিমুখে যাওয়ার পথে নওগাগামী বিপরীতমুখী একটি মাইক্রোর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

সমকাল

শনিবার | ১১ জানুয়ারি ২০২০

গাজীপুরে পোশাক কারখানায় আগুন, আহত ৫

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ীর জরুন এলাকায় ইসলাম গার্মেন্ট নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানায় গতকাল শুক্রবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কারখানার দুটি তলায় রাখা বিভিন্ন মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানান কেন্দ্রীয় ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (তদন্ত) লে. কর্নেল জিল্লুর রহমান। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে আশপাশের সাতটি ইউনিট কাজ করে।

কারখানা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ও এলাকাবাসী জানান, কোনাবাড়ীর জরুন এলাকার ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলামের মালিকানাধীন ইসলাম গ্রুপের তৈরি পোশাক কারখানায় দুপুর দেড়টার সময় ষষ্ঠ তলার কাটিং সেকশনে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে ভয়াবহ আগুন দাউ দাউ করে নিচের পঞ্চম তলায় ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলায় তিন শতাধিক শ্রমিক কাজ করছিলেন। আগুন দেখে শ্রমিকরা তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে আসার সময় ৫ শ্রমিক আহত হন। তবে কারখানার কয়েকজন শ্রমিকের দাবি, তিন শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হলে তাদের উদ্ধার করে কোনাবাড়ীর একটি ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়।

কারখানার শ্রমিকরা জানান, আগুনের খবর পেয়ে বহিরাগত কিছু লোক প্রবেশ করে। ওই সময় কারখানার নিজস্ব অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হলে তা ব্যর্থ হয়। পরে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের খবর দেওয়া হয়। অগ্নিকাণ্ডের এক ঘণ্টা পর আশপাশ থেকে সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের এক ঘণ্টা পর কারখানায় সাংবাদিক প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ওই সময় দুই সাংবাদিকের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটিয়ে গেটের বাইরে বের করে দেন নিরাপত্তা কর্মীরা। খবর পেয়ে সন্ধ্যার দিকে সংবাদকর্মীরা কারখানার গেটে প্রতিবাদ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য চাওয়া হলে কেউ কথা বলবে না বলে জানান। ওই সময় উত্তর ঢাকার মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম কারখানায় কোনো মিডিয়া কর্মী প্রবেশ করতে না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিরাপত্তা কর্মীরা জানান।

প্রথম আলো • রোববার, ১২ জানুয়ারি ২০২০,

মোটরসাইকেলের তিন আরোহীসহ নিহত ৫

৪ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা

সীতাকুণ্ডে পুলিশ সদস্যসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন। এ নিয়ে ঘটনাস্থলের ২৫০ মিটারের মধ্যে এক সপ্তাহে পাঁচটি দুর্ঘটনা ঘটল।

প্রথম আলো ডেস্ক

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফৌজদারহাট বন্দর সংযোগ সড়কে গতকাল শনিবার ভোরে একটি গাড়ির ধাক্কায় পুলিশের এক সদস্যসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে ঘটনাস্থলের ২৫০ মিটারের মধ্যে এক সপ্তাহে পাঁচটি দুর্ঘটনা ঘটল। গত শুক্রবার রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত আরও তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে আরও একজন মোটরসাইকেল আরোহীসহ তিনজনের।

প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও স্বজনের বরাতে ঢাকার বাইরে থেকে *প্রথম আলোর* প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে নিহত পুলিশ সদস্যের নাম মো. আলমগীর হোসেন (২৪)। নিহত অপর যুবকের (২৭) নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। মো. শাকিল নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, ভোর পাঁচটার দিকে তিনি বিকট শব্দ শোনেন। দুর্ঘটনাস্থলের কাছেই একটি দোকানে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। শব্দ শুনে দোকান থেকে বের হয়ে দেখেন সড়কের ওপর দুই মোটরসাইকেল আরোহী পড়ে আছেন। পরে অন্যদের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। পরে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই মো. আলাউদ্দিন তালুকদার বলেন, পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শকের (ডিআইজি) প্রটোকলে নিয়োজিত ছিলেন পুলিশ সদস্য আলমগীর। তিনি কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে ফিরছিলেন। পথে দুর্ঘটনার শিকার হন।

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার এএসআই মো. শফিউল্লাহ বলেন, দুর্ঘটনার শিকার দুজন দুই মোটরসাইকেলে ছিলেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে ফৌজদারহাট বন্দর অভিমুখে মোড় নেওয়ার সময় ঢাকামুখী একটি গাড়ি তাঁদের ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল দুটি উদ্ধার করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার যাদৈয়া মাইলের মাথা এলাকায় গতকাল দুপুরে একটি পিকআপে ভ্যানের ধাক্কায় রড-সিমেন্টবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান সড়কের পাশে ডোবায় পড়ে এর চালক মো. মামুন (৩২) নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন চালকের দুই সহযোগী। মামুন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের বাসিন্দা। আহত মো. নিজাম (২৮) ও মো. রিয়াজকে (৩০) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাজীপুরের শ্রীপুরের ফরিদপুর নামক এলাকায় শুক্রবার রাতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে পিকআপ ভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষে ইসলাম উদ্দিন (৩৫) নামে পিকআপ আরোহী এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি একই উপজেলার কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শী একটি সূত্র জানায়, ময়মনসিংহগামী দুটি গাড়িই গতির প্রতিযোগিতা করে চলছিল। একপর্যায়ে সংঘর্ষ হলে দুটি গাড়িই উল্টে যায়। একটি গাড়ির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ওই ব্যক্তি। পরে দুই গাড়ির চালক পালিয়ে যান।

ঝিনাইদহ শহরের গিলাবাড়িয়া এলাকায় গতকাল দুপুরে মাইক্রোবাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে উজ্জ্বল হোসেন (৩৪) নামের এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। উজ্জ্বল হরিণাকুণ্ডুর শাখারীদহ গ্রামের বাসিন্দা ও ঝিনাইদহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কম্পিউটার অপারেটর ছিলেন। তিনি বাড়ি থেকে ঝিনাইদহ শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষে সড়কে ছিটকে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। মাইক্রোবাসের চালককে আটক করেছে পুলিশ।

যুগান্তর

রোববার ১২ জানুয়ারি ২০২০ • ২

কুমিল্লায় দেয়াল ধসে শ্রমিক নিহত আহত ২

কুমিল্লা ব্যুরো

কুমিল্লায় ড্রেনের মাটি খননের সময় দেয়াল চাপা পড়ে আবদুস সাত্তার (৪০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে চৌদ্দগ্রাম পৌর এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বৈদ্যেরখীল বাইপাস সড়কে এ ঘটনা ঘটে। আবদুস সাত্তার চাঁপাইনবাবগঞ্জের কয়লাবাড়ি গ্রামের আবদুল কাছিমের ছেলে।

পৌর প্রকৌশলী আবদুল আলিম ও স্থানীয়রা জানান, পৌরসভার উদ্যোগে বাইপাস সড়কে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ড্রেনের কাজ চলছে। দুপুরে সেখানে মাটি খনন করছিলেন আবদুস সাত্তার, কাবিল ও মোবারকসহ কয়েকজন শ্রমিক। এ সময় হঠাৎ পাশের দেয়াল ধসে তাতে চাপা পড়েন ৩ শ্রমিক। তাদের উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আবদুস সাত্তারকে মৃত ঘোষণা করেন। শ্রমিক কাবিলকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

The Financial Express

Sunday | January 12, 2020

10 BD migrants hurt in Greece car crash after police chase

Al least 10 Bangladeshi nationals have been injured after a migrant-carrying car crashed into another vehicle following a high speed police chase in Greece, reports bdnews24.com.

Police began to chase the car, carrying 13 migrants from Bangladesh and Syria, at high speed for 150 kilometres after it crossed from Turkey into Greece, according to Euronews.

The pursuit ended in Thessaloniki when the vehicle had jumped a series of red lights and crashed into a passing car, police in Greece said.

"The smash left 13 people injured."

Ten men from Bangladesh - some of whom had been hidden in the boot of the vehicle - and two from Syria were taken to hospital, police said.

Police began pursuing the car after the vehicle had failed to stop in Kavala, a northern Greek town 150km from the Turkish border.

Thousands of people continue to enter Greece from Turkey, either from the coast to nearby Greek islands or through the land border in far northeastern Greece, despite European efforts to stop migrant flows.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২৮ পৌষ ১
১২ জানুয়ারি ২০২০

ভবন থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিক নিহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট এলাকায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে এক শ্রমিক মারা গেছেন। গতকাল শনিবার দুপুর ১টার দিকে তিনি সাততলা ভবন থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে দুপুর সোয়া ২টায় চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। নিহত এই শ্রমিকের নাম ঠিকানা জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিক আব্দুল কাদের জানান, কৃষি মার্কেট এলাকায় নির্মাণাধীন এক ভবনের সাত তলায় কাজ চলছে। নিহত ঐ শ্রমিক ৫ দিন আগে তাদের সঙ্গে কাজ করা শুরু করেন। বরাবরের মতোই গতকাল সকাল থেকে সাত তলায় তারা কাজ করছিলেন। দুপুরে কাজ করার সময় তিনি সাত তলা থেকে নিচে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ বক্সের সহকারী ইনচার্জ সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) আব্দুল খান জানান, নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৩ জানুয়ারি ২০২০

বাসের সঙ্গে মাহেন্দ্রর সংঘর্ষ, মা-মেয়েসহ নিহত ৫

প্রথম আলো ডেস্ক

বেপরোয়া গতির শিকার হয়ে মহাসড়কে প্রাণ গেল আরও পাঁচজনের। রাজবাড়ী সদর উপজেলায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গতকাল রোববার দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মাহেন্দ্রর মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন মা-মেয়েসহ পাঁচজন। গুরুতর আহত চারজন। এর আগের দিন রাতে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দ্রুতগতির মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক। গতকাল এ জেলায় পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন একজন।

শনিবার রাত থেকে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আরও পাঁচটি জেলার সড়ক-মহাসড়কে প্রাণ গেছে পাঁচজনের। ঢাকার বাইরে থেকে *প্রথম আলোর* **প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর :

রাজবাড়ী সদর উপজেলার চর খানখানাপুর এলাকায় গোয়ালন্দ সীমান্তে বাস-মাহেন্দ্র সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিরা হলেন ঢাকার পশ্চিম কাফরুল এলাকার নায়েব আলী শেখের স্ত্রী রাশিদা বেগম (৫২) ও তাঁর মেয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রী তাছলিমা আক্তার (১৬), গোয়ালন্দের উজানচরের মোস্তফা শেখ ওরফে ঘটক মোস্তফা (৪৫), ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলির জহিরুল ইসলামের ছেলে ও সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের স্নাতক (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রিফাত ইসলাম (২৬) ও গোয়ালন্দের চর মাইটকড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেন (৪৫)। গুরুতর আহত মাহেন্দ্রর চার যাত্রীর মধ্যে তিনজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা পথের গ্রিনলাইন পরিবহনের বাস কলকাতা থেকে ঢাকা যাচ্ছিল। আর মাহেন্দ্রটি দৌলতদিয়া ঘাট থেকে যাচ্ছিল রাজবাড়ীতে। আহত মাহেন্দ্র যাত্রী কালীপদ শীল বলেন, মাহেন্দ্রটি গোয়ালন্দ সীমান্ত পার হয়ে চর খানখানাপুর ছোট ব্রিজ অতিক্রম করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা বাসটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এ সময় মাহেন্দ্র সড়ক থেকে প্রায় ১০ ফুট উঁচুতে উঠে ছিটকে বাসের সামনের কাচে গিয়ে আঘাত করে। মুহূর্তের মধ্যে মাহেন্দ্রর যাত্রীরা মহাসড়কে ছিটকে পড়েন।

আরেক প্রত্যক্ষদর্শী গ্রিনলাইন বাসের যাত্রী সামাদ কাজী ও তাঁর মা শাহনাজ পারভীন বলেন, কলকাতা থেকে ভোরে রওনা হয়ে পথে ফরিদপুরের মধুখালীতে বিরতি দিলে দুপুরের খাবার খান। এরপর থেকে চালক অনেকটা বেপরোয়া গতিতে বাস চালানো শুরু করেন। তাঁরা পেছনের আসনে ছিলেন। একপর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভেঙে সামনের আসনের সঙ্গে আঘাত পান। দেখেন সড়কে কয়েকজন পড়ে আছেন।

পুলিশ বলেছে, বাসটি জব্দ করা হলেও চালক পালিয়েছেন। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

নিহত আরও ৮

কাজ শেষে বাড়িতে ফেরা হলো না মোটরসাইকেল আরোহী প্রতিবেশী দুই যুবকের। চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে শনিবার রাতে মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন তাঁরা। এই দুই তরুণ হলেন উপজেলার চেদিরপুনি বড়ুয়াপাড়ার উত্তম বড়ুয়া (২০) ও বিশাল বড়ুয়া (১৯)। উত্তম লোহাগাড়ার একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজ ও বিশাল গ্রিল তৈরির ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। কর্মস্থল থেকে প্রতিদিনের মতো একই মোটরসাইকেলে তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। এ ছাড়া গতকাল দুপুরে সীতাকুণ্ডে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় তসলিম উদ্দিন (৪৫) নামের এক পথচারী পোশাকশ্রমিক নিহত হন।

সিলেটের গোলাপগঞ্জে গতকাল দুপুরে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেলচালক মিন্টু আহমদ (৩৫)।

নীলফামারী-বাইপাস সড়কে গতকাল দুপুরে নছিমনচাপায় নিহত হয়েছে নীলফামারী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মোরসালিন ইসলাম।

লালমনিরহাট শহরের জনপ্রিয় চা-দোকান 'দয়াল টি ষ্টলের' মালিক দয়াল চন্দ্র রায় (২৮) গতকাল সকালে সাতটানা বাজার সড়কে বালুবাহী ট্রলির ধাক্কায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

নেত্রকোনার পূর্বধলার হাটকান্দা বাজারে পূর্বধলা-হুগলা সড়কে শনিবার রাতে লরিচাপায় ইটভাটার শ্রমিক মোস্তাকিন মিয়া (২০) নিহত হয়েছেন। তিনি লরির ওপর থেকে সড়কে ছিটকে পড়ে চাকায় পিষ্ট হন।

মাদারীপুর সদর উপজেলার হবিগঞ্জ সেতুর কাছে গতকাল বিকেলে সড়ক পার হওয়ার সময় ট্রলিচাপায় নিহত হন কৃষক আবদুল মজিদ মাতবর (৫০)।

শেরপুরের নকলার বাজারদী এলাকায় শনিবার রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টর উল্টে নিহত হন চালক মো. শহিদুল ইসলাম (২২)।

The Financial Express
Tuesday | January 14, 2020

S Arabia takes highest number of workers in 2019

ARAFAT ARA

Bangladesh sent the highest number of 399,000 workers to Saudi Arabia in 2019 amid continued deportation of migrants.

That figure accounts for 57 per cent of a total of 700,159 workers, including 104,786 women, who went abroad last year, according to the Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) data.

On the other hand, the oil-rich country sent back 24,281 workers, including 1,200 women, in 2019, immigration data show.

Migration experts suggested that the authorities concerned should ensure sustainable labour migration by sending skilled workers.

They also underscored the need to explore new job markets to reduce dependency on traditional markets.

The BMET data also show that the outflow of workers has declined 4.50 per cent, compared to the previous year which saw 734,181 workers go abroad.

Sector insiders said the number of recruitment fell because of lower demand for semi-skilled workers in the job markets. Bangladesh mostly sends semi-skilled workers to the Middle East.

Besides, Malaysia, a vital job market, has remained closed to Bangladeshi workers since 2018. It has also a negative impact on the overall job sector, they added.

The second highest number of workers -- 10.38 per cent of total migrants-went to Oman while Qatar recruited 7.18 per cent and Singapore 7.12 per cent.

The outflow of women workers, however, has registered a 3.0 per cent increase in 2019, compared to 2018. Saudi Arabia hired over 72 per cent of Bangladeshi women workers.

Bangladesh sent 101,695 women workers to different countries in 2018, the BMET data show.

Syed Saiful Haque, chairman of WARBE Development Foundation, said the country should reduce dependency on traditional markets, if it wants to keep the manpower sector sustainable.

Without market diversification and skills development, it would be tough to ensure quality labour migration, he added.

A strong diplomatic initiative is also crucial to protect workers' rights, he observed.

Bangladesh sent a record number of 1,008,525 workers abroad in 2017.

Over 12 million Bangladeshi workers went abroad since 1976. Of them, 80 per cent went to Middle Eastern countries.

arafat_ara@hotmail.com

S Arabia takes highest number

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

: Tuesday 14 January 2020

সংবাদ

শেরপুরে বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে কিশোরের মৃত্যু

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় পল্লী বিদ্যুতের খুঁটি পোতার সময় বায়েজিদ হোসেন (১৬) নামে এক কিশোর শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত রোববার উপজেলার কুসুম্বী ইউনিয়নের গোসাইবাড়ি বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত কিশোর বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার চন্ডিবর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ শেরপুর অঞ্চলের আওতায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটি পোতার কাজ চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় উপজেলার গোসাইবাড়ি বটতলা এলাকায় নিহত কিশোর বায়েজিদ ও তার পিতা সহ অন্যরা কাজ চলছিল। রোববার বেলা ৩টার দিকে খুঁটি পোতার সময় একটি খুঁটি গড়িয়ে বায়েজিদের মাথায় পড়লে সে গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে চোখের সামনে ছেলের মৃত্যু দেখে বাবা আব্দুল মান্নান জ্ঞান হারান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এ বিষয়ে বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি শেরপুর অঞ্চলের ডিজিএম ফখরুল আলম বলেন, খুঁটি পোতা ও সরবরাহ করা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ। এ বিষয়ে তার অফিস দায়বদ্ধ না। তবে খুঁটি পোতার সময় অসাবধানতাবশত এক কিশোর শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি নিশ্চিত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ৩০ পৌষ
১৪ জানুয়ারি ২০২০

বদরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ঘটনায় নিহত ২

বদরগঞ্জ (রংপুর) সংবাদদাতা

বদরগঞ্জে জমি চাষ করতে গিয়ে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মানিক মিয়া নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলার কুতুবপুর ইউপির নাগেরহাট কাচারির পাথার নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, কৃষক মানিক মিয়া কাচারির পাথার এলাকায় ট্রাক্টর দিয়ে নিজ জমি চাষ করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। মানিক মিয়া নাগেরহাট এলাকার ডাঙ্গলটারি গ্রামের সোলায়মান আলির ছেলে। বদরগঞ্জ থানার ওসি হাবিবুর রহমান হাওলাদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় পাওয়ার টিলারের চাপায় হোসেন (৪) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার পৌর শহরের মসজিদপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু মসজিদপাড়া গ্রামের মুসা মিয়ার ছেলে। ঘটনার পরপরই পাওয়ার টিলারের ঘাতক চালক পালিয়ে যায়। আখাউড়া থানার অফিসার ইনচার্জ রসুল আহমদ নিজামী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ১৪ জানুয়ারি ২০২০
৩০ পৌষ ১৪২৬

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি যুবক নিহত

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় মাওলানা বাবুল হোসেন (৩৫) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। ১০ জানুয়ারি ভোরে দোয়াতনি শহরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত বাবুল হোসেন নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার উচিৎপুরা ইউনিয়নের কাদিরদিয়া গ্রামের হাছেন আলীর ছেলে। তিনি ২০১৮ সালে ক্লিনারের ভিসায় সৌদি আরব যান। তার স্ত্রী, এক ছেলে ও বাবা-মা আছেন।

ভাই আবদুল আউয়াল জানান, ভোরে তার বাসা দোয়াতনিতে ফজরের নামাজ পড়ার উদ্দেশে বের হন বাবুল হোসেন। পথে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি জিপগাড়ি ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। লাশ দোয়াতনির একটি হাসপাতালের ফ্রিজে রাখা হয়েছে। এদিকে মৃত্যুর খবর পৌঁছার পর স্বজনদের মাঝে চলছে শোকের মাতম। অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন ওকাপ আড়াইহাজারের ফিল্ড অফিসার আমিনুল হক জানান, লাশ দেশে আনার ব্যাপারে তারা সহযোগিতা দেয়ার চেষ্টা করছেন।

বণিক বার্তা

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২০

পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ▪

মৌলভীবাজার, পাবনা, বান্দরবান, কক্সবাজার ও খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্রীসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। গতকাল ও সোমবার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মৌলভীবাজার : জেলার কুলাউড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কার খাদে পড়ে দুই গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। গত সোমবার রাতে কুলাউড়া-জুড়ী সড়কের আছুরিঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য নুর আহমদ চৌধুরী বুলবুলের স্ত্রী সোফানা আক্তার ও তার ভাবী শিউলি আক্তার। কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) সঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, গত সোমবার রাতে কুলাউড়া-জুড়ী সড়কের আছুরিঘাট এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কারটি রাস্তার পাশের খাদে পড়ে দুমড়ে-মুচড়ে দুজন নিহত হন।

পাবনা : জেলায় ট্রাকের চাপায় এবাদত আলী (৫৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে পাবনা-সুজানগর আঞ্চলিক সড়কের নলদাহ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এবাদত আলী সদর উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের মৃত তাহের উদ্দিনের ছেলে।

পাবনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাছিম আহমেদ জানান, গতকাল দুপুরে এবাদত আলী ভ্যান নিয়ে বাজারে যাওয়ার পথে ট্রাক চাপায় ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

বান্দরবান : গতকাল সকালে লামা উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান খাদে পড়ে মো. শরীফ (২৩) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। লামা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আমিনুল হক জানান, গতকাল সকাল সাড়ে ৬টার দিকে একটি খালি পিকআপ লামা থেকে ফাঁসিয়াখালীর দিকে যাওয়ার পথে মিরিঞ্জা টপ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ি খাদে পড়ে যায়। এতে এক যুবক নিহত হন।

কক্সবাজার : কক্সবাজারে কাভার্ড ভ্যান ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের নয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম সৈয়দ হোসেন। তিনি টেকনাফ পৌরসভার জালিয়াপাড়ার আব্বাস আলীর ছেলে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

মঙ্গলবার
১৪ জানুয়ারি ২০২০ । ৩০

কারখানায় আগুন

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের শিবালয়ে মাছ ও মুরগির খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'মেগাফিড' কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল দুপুরে আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

১৪ জানুয়ারি ২০২০ । ৩০

কারখানা পুড়ে ছাই

গাজীপুরের টঙ্গী পাগাড় এলাকায় হাইটেক প্লাস্টিক লি. নামে প্লাস্টিক কারখানায় গত রবিবার রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে কারখানার মেশিনপত্র, কাঁচামাল ও তৈরি পণ্যসহ সব মাল পুড়ে গেছে। প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে কারখানা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন।– টঙ্গী প্রতিনিধি

বৃহস্পতিবার ১৬ জানুয়ারি ২০২০
২ মাঘ ১৪২৬ | যুগান্তর

২৫৯ দিনে ঝরল ২০৮১ প্রাণ

তারাগঞ্জে ভাইবোনসহ সড়কে নিহত ১৭

যুগান্তর ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৭ জন নিহত হয়েছে। রংপুরের তারাগঞ্জে ভাইবোনসহ প্রাণ গেছে ৩ জনের। এছাড়া ঝিনাইদহে পৃথক দুর্ঘটনায় শিশুসহ নিহত ৩ জন, নেত্রকোনার পূর্বধলায় মোটরসাইকেলচালক, ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও গৌরীপুরে ২ জন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর ও ভোলায় ২ শিশু, পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে বৃদ্ধ, দিনাজপুরের বিরামপুরে যুবক, সিলেটে গৃহবধূ, ফরিদপুরের নগরকান্দায় ট্রাকের হেলপার ও গাজীপুরের কালিয়াকৈরে কারখানা কর্মকর্তার প্রাণহানি হয়েছে। এ নিয়ে ২৫৯ দিনে প্রাণ গেল ২০৮১ জনের। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

তারাগঞ্জ (রংপুর) : তারাগঞ্জে ডিপজল নাইট কোচের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের বাতুরবান্ধা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ঠাকুরগাঁও জেলা সদরের গিলাবাড়ী এলাকার সাথী আক্তার (২২), তার ভাই বিপ্লব মিয়া (২৬) ও দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার অ্যাম্বুলেন্সের চালক রুবেল মিয়া (২৭)। তারা সবাই অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রী ছিলেন।

ঝিনাইদহ ও কালীগঞ্জ : কালীগঞ্জে মাইক্রোবাসের চাপায় নিহত স্কুলছাত্র রনি আহমেদ (১০) শাহপুর ঘিঘাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বুধবার সকালে কালীগঞ্জের শাহপুর ঘিঘাটি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া মহেশপুরের বজরাপুর এলাকায় আলমসাধু-ট্রাকের সংঘর্ষে কামাল হোসেন (৩০) ও খলিলুর রহমান (৩৫) নিহত হন।

নেত্রকোনা : পূর্বধলায় ট্রাকচাপায় নিহত মোটরসাইকেল চালক জুয়েল মিয়া (২৬) গোহালাকান্দা ইউনিয়নের শালদিঘা গ্রামের মৃত জামির হোসেনের ছেলে। বুধবার সন্ধ্যায় শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি সড়কের মহিষবেড় নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ত্রিশাল ও গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) : গৌরীপুর উপজেলার শিবপুর পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় সিএনজিচাপায় নিহত বৃদ্ধ মইজ উদ্দিনের (১১২) বাড়ি রামগোপালপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামে। এছাড়া গৌরীপুর-শাহগঞ্জ সড়কে পূর্বদাপুনিয়ার রিকশাচালক মোহাম্মদ আলী (৪৮) গাছে ধাক্কা লেগে নিহত হন। অপরদিকে ত্রিশালের কাজীর শিমলা নামক স্থানে ঘনকুয়াশায় ট্রাক হেলপার জাহিদুল ইসলাম বাবুর (৩৫) প্রাণ গেছে।

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) : দৌলতপুরে ব্যাটারিচালিত অটোচাপায় নিহত শিশু আসিফ (৬) রিফাইতপুর বিন্দিপাড়া গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে ও নাসির উদ্দীন বিশ্বাস বিন্দিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির ছাত্র। বুধবার দুপুরে তারাগুনিয়া-কাতলামারী সড়কের মন্ডলপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ইন্দুরকানী (পিরোজপুর) : ইন্দুরকানীতে মোটরসাইকেলচাপায় নিহত আবদুল কুদ্দুস মোল্লা (৬০) পাড়েরহাট ইউনিয়নের হোগলাবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা। পাড়েরহাটের উমেদপুর এলাকায় মঙ্গলবার এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভোলা : ভোলা সদরের রতনপুর এলাকায় বুধবার ইজিবাইকের চাপায় নিহত শিশুটির নাম মাইশা (৪)।

বিরামপুর (দিনাজপুর) : বিরামপুরে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ট্রাককে বালুবাহী ট্রলি দিয়ে টেনে তোলার সময় ট্রাকচাপায় নিহত যুবকের নাম শাহিনুর ইসলাম শাহিন (৩০)। তিনি অচিন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা।

চিতলমারী (বাগেরহাট) : চিতলমারীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ক্লিনিক ব্যবসায়ী রাসেল শেখ (৩৫) উপজেলার হিজলা গ্রামের ডা. একরাম হোসেনের ছেলে। মঙ্গলবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সিলেট : সিলেটে ট্রাকচাপায় নিহত গৃহবধূ মুনতাহা আক্তার তানিয়া (২৭) নগরীর চৌকিদেখি এলাকার আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী। মঙ্গলবার রাতে সুবিদবাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নগরকান্দা (ফরিদপুর) : নগরকান্দা উপজেলার ডাঙ্গী ইউনিয়নের শ্রাংগাল নামক স্থানে খাদে পড়া ট্রাকের নিচ থেকে স্বাধীন মিয়া (২৫) নামে হেল্পারের লাশ উদ্ধার হয়েছে। সে পাবনার সুজানগর উপজেলার বানিয়াপুর-কাশিনাথপুর গ্রামের এরশাদ মিয়ার ছেলে।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় বুধবার কাভার্ডভ্যানের চাপায় নিহত আনসারুল হক (৪১) পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। তিনি রংপুর সদরের পালিচড়া গ্রামের বাসিন্দা।

ঝিনাইদহে প্রাণ গেল ৩ জনের

THURSDAY, JANUARY 16, 2020.
NEW AGE

Road mishaps kill

Our Mymensingh correspondent reports that one was killed and five others injured in a collision of three buses and two trucks in dense fog on Dhaka–Mymensingh national highway at Kazir Shimla in Trishal at about 8:30am.

The deceased was Abul Hossain, 40, of Sherpur. He was an assistant to the driver of one of the buses.

Trishal fire service station in-charge Munim Sarowar said that a bus from Shepur hit a sand-laden truck from behind on the highway in front of the Kazir Shimla High School.

Then another bus hit the first bus from behind and then a truck hit the second bus from behind and lastly the third bus hit the second truck from behind.

In the clash, the first bus driver's assistant and five passengers got injuries.

Injured Abul succumbed to his injuries at Mymensingh Medical College Hospital later.

The Daily Star
DHAKA THURSDAY JANUARY 16, 2020.

Road accidents kill 8

In Habiganj, Shajahan Mia (55), was killed after a speeding truck hit his motorbike at Kalimnagar area of Shaistaganj upazila on Tuesday evening, said police.

He was the general secretary of Habiganj Zila Truck-Tank-Lorry Workers Union.

Locals rushed him to a hospital, where doctors referred him to a hospital in Dhaka for better treatment. Shahjahan died around 1am on his way to Dhaka, they added.

In Pabna Sadar upazila, van driver Ebadot Ali (70) was killed on the spot after a collision between a truck and van at Naldah area on Tuesday noon, said police.

Police seized the truck and a case was filed in this connection.

সমকাল
শুক্রবার | ১৭ জানুয়ারি ২০২০

কলেজশিক্ষার্থীসহ প্রাণ গেল আটজনের

শরীয়তপুর : নড়িয়ার চান্দনী এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় ইয়াকুব মাদবর নামে এক ট্রলির হেলপার নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় ইকবাল হাওলাদার নামে ট্রলির চালক মারাত্মক আহত হয়েছেন। আহত ইকবালকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ১৭, ২০২০।

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বগুড়া, নাটোর, ফেনী ও চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বগুড়া : গতকাল দুপুরে শেরপুর উপজেলার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ধুনকুণ্ডি এলাকায় ট্রাকচাপায় সাইদুর রহমান নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সাইদুর রহমান গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের মৃত রহিম উদ্দিনের ছেলে।

বগুড়ার শেরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফজলুর রহমান জানান, গাইবান্ধা থেকে একটি বাসে করে বিশ্ব ইজতেমায় যাচ্ছিলেন একদল মুসল্লি। তারা ধুনকুণ্ডিতে দুপুরের খাবারের জন্য স্থানীয় হোটেলে যাত্রাবিরতি করেন। এ সময় সাইদুর রহমান রাস্তা পার হয়ে জোহরের নামাজ আদায় করে হোটেলে ফেরার পথে একটি ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নাটোর : জেলার বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গোধরা এলাকায় ট্রাকচাপায় সাহাজুল ইসলাম নামে এক ইটভাটা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার বাহিমালি গ্রামের আব্দুল হালিম মোল্লার ছেলে।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, গতকাল সকালে সাহাজুল বাইসাইকেলযোগে ইটভাটায় কাজে যাচ্ছিলেন। পথে বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গোধরা এলাকায় একটি ট্রাক পেছন থেকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

ফেনী : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর বোগদাদিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহাদাত হোসেন জনি (২১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ৩টার দিকে বোগদাদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বোগদাদিয়া তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক ওমর হায়দার জানান, জনি মোটরসাইকেল চালিয়ে ফেনীতে আসার পথে বোগদাদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বাসের ধাক্কায় আরেকটি লরির নিচে পিষ্ট হয়ে তিনি মারা যান।

মিরসরাই : গতকাল দুপুর ১২টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারইয়ারহাট পৌর এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছে। নিহতের নাম আবু সাঈদ (১৮)। সে উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের পশ্চিম জোয়ার গ্রামের মো. হানিফের ছেলে ও বারইয়ারহাট কলেজের উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী।

এদিকে দুর্ঘটনার পর বারইয়ারহাট কলেজের ছাত্ররা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। খবর পেয়ে বারইয়ারহাট পৌর মেয়র নিজাম উদ্দিন, বারইয়ারহাট পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম খোকন ও জোরারগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

জোরারগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার সিরাজুল ইসলাম জানান, গতকাল দুপুর ১২টায় বারইয়ারহাটগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বারইয়ারহাট এলাকায় তিন কলেজছাত্রকে ধাক্কা দেয়। এ সময় ঘটনাস্থলে মারা যায় বারইয়ারহাট কলেজের উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ছাত্র আবু সাঈদ।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার
১৭ জানুয়ারি ২০২০।

বোমা মেশিনের বেল্ট ছিঁড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

কোম্পানীগঞ্জে 'বোমা মেশিন'র বেল্ট ছিঁড়ে আবদুস ছালাম নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে সিলেটের ওসমানী মেডিকেলে তার মৃত্যু হয়। ছালামের বাড়ি কোম্পানীগঞ্জের পুরান বালুচর গ্রামে। মঙ্গলবার রাতে ভোলাগঞ্জের কালাইরাগ এলাকার আবদুল হকের কোয়ারি থেকে পাথর তুলছিলেন শ্রমিকরা। এ সময় মেশিনের বেল্ট ছিঁড়ে আবদুস ছালাম আহত হন। পরে তাকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী কোয়ারি মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি সজল কুমার কানু বলেন, পুলিশ আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ১৭ জানুয়ারি ২০২০
৩ মাঘ ১৪২৬

কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম আনোয়ার হোসেন (২২)। বিদ্যুৎ অফিসের অব্যবস্থাপনার কারণে এমনটি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের সলিং মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের সহকর্মী সুমন মিয়া জানান, ওই এলাকার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের কাজ পায় 'ঈশান এন্টারপ্রাইজ'। সকাল থেকেই মাওনা সলিং মোড় এলাকায় এক ফিডারের শাটডাউন দিয়ে অন্য ফিডারে খুঁটি পরিবর্তনের কাজ করছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মী আনোয়ার। বিকালে হঠাৎ করে লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ চলে এলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন। সহকর্মীরা তাকে মাওনা চৌরাস্তার আলহেরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর মাওনা জোনাল অফিসের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) কামাল পাশা জানান, বৃহস্পতিবার ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'ঈশান এন্টারপ্রাইজ' কাজ করার জন্য ৮নং ফিডারে শাটডাউন নেন। ওই ফিডারে কাজ শেষ হলে তারা শাটডাউন না নিয়েই পাশের ৭নং ফিডারেও কাজ শুরু করেন। আমাদের না জানিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গাফিলতি করে কাজ করার ফলে ওই শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঈশান এন্টারপ্রাইজের সদস্য কাঞ্চন মিয়া জানান, সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে ৮নং ফিডারের শাটডাউন নেয়া হয়েছিল। তারপর কিভাবে আনোয়ার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল তা বুঝতে পারছি না। শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহতের খবর আমাদের জানা নেই।

সমকাল
১৮ জানুয়ারি ২০২০।

পতেঙ্গার দুই জাহাজের চাপায় শ্রমিক নিহত

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে দুই জাহাজের মাঝে চাপা পড়ে মনু মিয়া (৬০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পতেঙ্গার ১৫ নম্বর ঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপ-পরিদর্শক আলাউদ্দিন তালুকদার বলেন, কর্ণফুলী নদীতে এক জাহাজের সঙ্গে আরেক জাহাজের হুক লাগাচ্ছিলেন মনু মিয়া। এ সময় দুই জাহাজের মাঝে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর | শনিবার ১৮ জানুয়ারি ২০২০ | ৪ মাঘ ১৪২৬

২৬১ দিনে ঝরল ২১০৯ প্রাণ

ঢাকায় সড়কে দুই ভাই নিহত

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রহমতপুর ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর মাইক্রোবাসের সঙ্গে ঈগল পরিবহনের একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে সেনাবাহিনীর মাইক্রোবাস চালক কালামের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় রাতে তাকে ঢাকা পাঠানো হয়েছে।

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) : আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যবসায়ী জহিরুল ইসলাম ওরফে জুলু মুন্সীর (৬৮) মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ভোরে নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি। এর আগে মঙ্গলবার ভোরে তাকে উপজেলার চৈতনকান্দা নয়াপুর এলাকায় বালুবাহী একটি পিকআপ চাপা দেয়। নিহত জুলু মুন্সী উপজেলার বিশনন্দী ইউনিয়নের চৈতনকান্দা গ্রামের মোহাম্মদের ছেলে।

নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ : নরসিংদীর শিবপুরে যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে প্রাইভেটকার চালক উজ্জ্বল মিয়া (৩৫) নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বিকাল ৫টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের উপজেলার চৈতন্যা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একই পরিবারের ৪ জন। আহতরা সবাই প্রাইভেটকারের যাত্রী। নিহত উজ্জ্বল মিয়া কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর এলাকার মফিজ উদ্দীনের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার, ৫ মাঘ ১৪২৬ | ১৯ জানুয়ারি ২০২০

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যু

■ মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. আলমগির হোসেন (৫০) নামের এক বিদ্যুৎকর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকাল ৯টায় উপজেলার দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকার নাহার এগ্রোর সামনে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আলমগির হোসেন খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর ইউনিয়নের আটলিয়া গ্রামের মো. আছির উদ্দীন মোড়লের পুত্র। সে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর বারইয়ারহাট জোনাল অফিসে লাইন টেকনিশিয়ান হিসেবে কর্মরত ছিল।

এই ব্যাপারে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর মিরসরাই জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সাইফুল আহম্মদ ইত্তেফাককে বলেন, এই দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটেছে তা তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই বিষয়ে জোরারগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চমেকে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে নিহতের মরদেহ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সমকাল | ১৯ জানুয়ারি ২০২০

কেরানীগঞ্জে তুলার গোডাউন ও তেল কারখানায় আগুন

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জের আটি বাজার এলাকায় শনিবার দুপুরে তুলার গোডাউন ও তেলের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শী জানান, তুলার গোডাউনে আগুনের সূত্রপাত। পরে পাশে তেলের কারখানায় আগুন লাগে। বাজারের লোকজন ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে দ্রুত তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে আটি বাজারের শতাধিক দোকান আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

সরিষা তেলের কারখানা মালিক নজরুল ইসলাম বলেন, আগুনে তার প্রায় ৩০০ মণ সরিষা, ৫টি দামি মেশিনসহ কারখানার পুরো অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে তার প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তুলার গোডাউনে ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

সমকাল | সোমবার | ২০ জানুয়ারি ২০২০ | ৬

সাত জেলায় ২ শিশুসহ সড়কে ঝরল ৭ প্রাণ

■ সমকাল ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় দিনাজপুরের চিরিরবন্দর, নওগাঁর মহাদেবপুর, পাবনার ঈশ্বরদী, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী, বরগুনার আমতলী, যশোরের কেশবপুর ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ২ শিশুসহ ৭ জন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

দিনাজপুর : দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় সিরাজুল ইসলাম নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে দিনাজপুর-পার্বতীপুর সড়কের হাজির মোড় এলাকার এম এইচ তেল পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সিরাজুল ইসলাম চিরিরবন্দর উপজেলার সুকদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা।

নওগাঁ : নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার মহাদেবপুর-পত্নীতলা সড়কের এনায়েতপুর মোড় নামক স্থানে রোববার বিকেলে বালুবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে সাইফুল ইসলাম সাজু নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। সাইফুল ইসলাম জয়পুরহাট সদর উপজেলার আউশগাড়া গ্রামের নছির উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে। মহাদেবপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) : শাহজাদপুরে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও অটোভ্যানের সংঘর্ষে ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৬টায় উপজেলার চড়াচিথুলিয়া এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হলে অটোভ্যান খাদে পড়ে যায়। এ সময় ভ্যানচালক আমিরুলকে (৩০) উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী বেড়া সরকারি হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তিনি মারা যান। আমিরুল চড়াচিথুলিয়া গ্রামের মৃত সালেক মোল্লার ছেলে।

সমকাল | মঙ্গলবার | ২১ জানুয়ারি ২০২০ |

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ ৫ জন নিহত

■ সমকাল ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ৫০ জন। এর মধ্যে চট্টগ্রামের চান্দগাঁও এলাকায় এক পোশাক কর্মী, ছাগলনাইয়ায় একজন ও জয়পুরহাটের কালাইয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে দুইজন নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

চট্টগ্রাম : বাসচাপায় শিপন কর্মকার নামে এক পোশাক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার নগরীর পুরোনো চান্দগাঁও এলাকার শরাফত উল্লাহ পেট্রোল পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো • সোমবার, ২০ জানুয়ারি ২০২০,

নারী শ্রমিক দগ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর কোতোয়ালি থানার পাটুয়াটুলী এলাকায় ঘড়ি তৈরির কারখানায় আগুন লেগে কাজল আক্তার (২০) নামের এক নারী শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় গতকাল রোববার তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়। ঢামেকের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চিকিৎসক জানিয়েছেন, কাজলের শরীরের ৬৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। কারখানার মালিক রতন চন্দ্র পাল বলেন, পাটুয়াটুলীর নুরুল হক টাওয়ারে ষষ্ঠ তলায় কাজ করার সময় আগুন লেগে পুড়ে যান কাজল। কাজল গেন্ডারিয়ায় স্বামী রুবেল শেখের সঙ্গে থাকেন।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২১ জানুয়ারি ২০২০ | ৭ মাঘ ১৪২৬

আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘনায় আবেদীন (৬০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। রোববার বিকালে গোপালদী পৌরসভার রামচন্দ্রদী বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। আবেদীন ওই গ্রামের মজু ভূঁইয়ার ছেলে। স্থানীয় কাউন্সিলর আলী আজগর জানান, বিকালে রামচন্দ্রদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিলেন আবেদীন। এ সময় একটি অটোরিকশার ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। স্বজনরা উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর তার মৃত্যু হয়। আড়াইহাজার থানার ওসি নজরুল ইসলাম বলেন, জনতা অটোচালককে আটক করেছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারি ২০২০,

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে বাস, নিহত ১ আহত ২০

৬ জেলায় দুর্ঘটনা

জয়পুরহাটের ওই ঘটনা ছাড়াও ৫ জেলায় নিহত আরও ৫ জন। বগুড়ার এক কিশোর ও একজন বিপণন কর্মকর্তা নিহত।

প্রথম আলো ডেস্ক

জয়পুরহাটের কালাইয়ে গতকাল সোমবার বিকেলে অটোরিকশাকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস সড়কের পাশে খাদে পড়ে এক নারী নিহত ও অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন বগুড়া ও নওগাঁয় বেপরোয়া ট্রাকের চাপায় বগুড়ার এক কিশোর ও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিপণন কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

গত রোববার সকাল থেকে গতকাল বিকেল পর্যন্ত আরও চার জেলার সড়ক-মহাসড়কে বেপরোয়া যানবাহনের কারণে প্রাণ গেছে তিনজনের এবং আহত হয়েছে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী।

প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও স্বজনের বরাতে ঢাকার বাইরে থেকে প্রথম আলোর **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর :

জয়পুরহাটের কালাইয়ের সরাইল নামক স্থানে জয়পুরহাট-বগুড়া মহাসড়কে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হানিফ পরিবহনের একটি বাস খাদে পড়ে যায়। এ ঘটনায় নিহত নারীর (৩৫) পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। আহত ২০ জনের মধ্যে ১৭ জনকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। হতাহত ব্যক্তিরা সবাই হানিফ পরিবহনের যাত্রী। বাসটি জয়পুরহাটের দিকে যাচ্ছিল। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বাসটি একটি অটোরিকশাকে পাশ কাটাতে গিয়ে খাদে পড়ে যায়।

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ার মুক্তাগাছা চারমাথা নামক স্থানে দুপচাঁচিয়া-তালোড়া সড়কে গতকাল সকালে ট্রাকচাপায় নিহত হয় কিশোর খলিলুর রহমান (১৫)। সে দুপচাঁচিয়ার লাফাপাড়া গ্রামের মোজাহার প্রামাণিকের ছেলে ও একটি করাতকলে কাজ করত। বাড়ি থেকে সাইকেল চালিয়ে তালোড়া বন্দরে যাওয়ার পথে বালুবাহী ট্রাক বেপরোয়া গতিতে এসে তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পৃথক ঘটনায় রোববার সকালে মোটরসাইকেলে বগুড়া থেকে রাজশাহী যাওয়ার পথে নওগাঁর মহাদেবপুরের এনায়েতপুর বাজারে ট্রাকচাপায় নিহত হন লাভেলো আইসক্রিম কোম্পানির বগুড়ার আঞ্চলিক বিপণন কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম (৩৮)। তিনি বগুড়া পৌরসভার পুরান বগুড়া এলাকার বাসিন্দা।

অন্যান্য স্থানে নিহত ৩

জামালপুরের মাদারগঞ্জের চরনগর এলাকায় জামালপুর-মাদারগঞ্জ সড়কে রোববার রাতে ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে নিহত হন তারা মিয়া (৩৫) নামের এক ব্যবসায়ী। তাঁর বাড়ি একই উপজেলার নকইয়ের চরে।

ফেনীর ছাগলনাইয়া পূর্ব মধুগ্রাম তাকিয়া বাড়ি রাস্তার মাথায় গতকাল সকালে সড়ক পার হওয়ার সময় অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত হন মো. শাহাজান (৫৫) নামের এক ব্যক্তি। তিনি একই উপজেলার পূর্ব মধুগ্রামের বাসিন্দা।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের যাত্রামুড়া এলাকায় গতকাল সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বাসচাপায় নিহত হন মফিজুল ইসলাম (২৫) নামের এক রিকশাচালক। তিনি ময়মনসিংহের শিবগঞ্জ কালারচর এলাকার বাসিন্দা। রূপগঞ্জের তারাব হাটিপাড়া এলাকায় থাকতেন তিনি। পুলিশ বাসটিকে ঢাকা থেকে জব্দ করলেও চালক পলাতক রয়েছেন।

গাড়ির জন্য অপেক্ষায় থাকা পরীক্ষার্থীকে ট্রাকের ধাক্কা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর কেইপিজেড এলাকায় গতকাল বিকেলে ট্রাকের ধাক্কায় আহত হয়েছে সালমা সিদ্দিকা নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থী। সে দৌলতপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ছাত্রী ও একই উপজেলার শাহমীরপুর এলাকার মোহাম্মদ জসিমের মেয়ে। সালমা বিদ্যালয়ে মডেল টেস্ট শেষ করে দৌলতপুর কেইপিজেড গেটের পিএবি সড়কে গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় বেপরোয়া গতিতে আসা একটা ট্রাক তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বণিক বার্তা
বুধবার, জানুয়ারি ২২, ২০২০

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার বিষয়খালী এলাকার কড়ইতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মহিবুল ইসলাম (২২)। তিনি সদর উপজেলার বিষয়খালী পশ্চিমপাড়া গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে। মহিবুল ইসলাম পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে মহিবুল ইসলাম কড়ইতলা এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের কাজ করছিলেন। হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মুসলিমা খাতুন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, হাসপাতালে আনার আগেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়।

সংবাদ
বুধবার ৮ মাঘ ১৪২৬
Wednesday 22 January 2020

ফুলবাড়ীতে বিদ্যুতে শ্রমিক আহত

প্রতিনিধি, ফুলবাড়ী (দিনাজপুর)

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে গতকাল মঙ্গলবার বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় ১১ কেভি ভোল্টে শক খেয়ে দুলাল (২৪) নামের এক শ্রমিক গুরুতরো আহত হয়েছে। সকাল ১০টায় পৌরএলাকার সুজাপুর গ্রামে (সাবেক এমপি মোহাম্মদ শোয়েবের বাড়ির সামনে) এই ঘটনাটি ঘটেছে। আহত দুলাল ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার খালিপুর ডগাচিগ্রামের হাফিজুল ইসলামের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক দুলাল বিদ্যুতের কাজ করছিলেন উপরে। হঠাৎ বিদ্যুতায়িত হয়ে উপরে ঝুলতে দেখা যায়। পরে তার সহকর্মীরা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ফুলবাড়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের আবাসিক প্রকৌশলী মো. উজ্জ্বল আলী বলেন, দিনাজপুরের ঠিকাদার সুনিল বাবুর আওতায় দুলাল নামের ওই শ্রমিক কাজ করছিলেন। বিদ্যুতের কাজ করার সময় শার্টডাউন দিয়ে লাইনের দুপার্শে আর্থিং প্রোটকল নিতে হয়। কিন্তু তিনি কোনপ্রকার শার্টডাউন দিয়ে প্রোটকল ছাড়াই কাজ করতে উঠেন। এসময় হয়তো কোন জেনারেটর বা পল্লী বিদ্যুতের কোন লাইন চালু করায় কারেন্টটি ঘুরে এসেছে। এতে তিনি আহত হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৮ মাঘ ১৪২৬
২২ জানুয়ারি ২০২০

চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে দুই শ্রমিক গুরুতর আহত

■ চট্টগ্রাম অফিস

মহানগরীর সদরঘাট বাংলাবাজার এলাকায় একটি কক্ষে গ্যাস বিস্ফোরিত হয়ে দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত দুই জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে বাংলাবাজার আসাম বেঙ্গল ঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন হায়দার (২৫) ও খোকন (২৬)। সদরঘাট থানার ডিউটি অফিসার জানান, 'লাবণী পাওয়ার ট্রি' নামের একটি কাঠবোর্ড প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য গ্যাসের বড়ো সিলিন্ডার থেকে নেওয়া পাইপলাইনের লিকেজ থেকে এ বিস্ফোরণ ঘটে।

প্রথম আলো • বুধবার, ২২ জানুয়ারি ২০২০,

মুন্সিগঞ্জ

শ্রমিকের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ সদরে জাল তৈরির ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময় মেশিনে আটকা পড়ে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল আটটার দিকে উপজেলার পঞ্চসার ইউনিয়নের ডিঙ্গাবাঙা এলাকায় ঈগল ফাইবার ফ্যাক্টরিতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকের নাম মো. কবির হোসেন (২২)। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন শ্রমিক প্রথম আলোকে জানান, দুই পালায় প্রায় ৫০০ নারী ও পুরুষ এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। সোমবার রাত আটটার পালায় কাজে যোগ দেন কবির। গতকাল সকাল আটটার দিকে কবির রোলার মেশিন থেকে সুতা কাটার জন্য চাকু নিচ্ছিলেন। এ সময় মেশিনের সঙ্গে জামা আটকে যায় কবিরের। একপর্যায়ে কবিরের মাথা ওই মেশিনের ভেতরে চাপা পড়ে থেঁতলে যায়। সকাল সাড়ে আটটার দিকে তাঁকে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. তোফাজ্জল হোসেন জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ওসি আনিচুর রহমান বলেন, 'এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির স্ত্রী অভিযোগ দিয়েছেন। আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ২৩ জানুয়ারি ২০২০

গোমস্তাপুরে ট্রাক কেড়ে নিল দুই যুবকের প্রাণ

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের দুই হেলপার নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে কালিহাতী উপজেলার জোগারচর কামাক্ষা মোড় এবং ভোরে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব গোলচত্বর এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার কোকাডাইর গ্রামের শাহাদৎ হোসেনের ছেলে ঈমন এবং ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার আশকা গ্রামের আব্দুস সালাম খানের ছেলে রেদানুল হক খান।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২০

বুড়িগঙ্গার তীরে পাইলিং

বিদ্যুতায়িত হয়ে পুড়ে মৃত্যু তিন শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর রায়েরবাজারের বারইখালীতে বুড়িগঙ্গার তীরে সীমানা পিলার বসাতে পাইলিংয়ের প্রস্তুতি চলছিল। এ সময় ওপর দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার কেভি বিদ্যুৎ লাইনের সঙ্গে লোহার পাইপ লেগে বিদ্যুতায়িত হয়ে হতদরিদ্র তিন শ্রমিক পুড়ে মারা যান। তাঁরা হলেন ঝড়ু শেখ (৫৫), তাঁর ভাই সাইফুল শেখ (৪৫) ও মনজু মিয়া (৩৫)।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) তত্ত্বাবধানে গতকাল বুড়িগঙ্গার দুই ধারে সীমানা সুরক্ষায় পিলার বসানোর কাজ চলছিল। প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসী বলেন, এ কাজে শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তামূলক কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এখন এই মৃত্যুর দায় কে নেবে?

কাজে অংশ নেওয়া প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিক মো. সোহাগ জানান, সীমানা পিলার বসানোর জন্য শ্রমিকেরা তিনটি লোহার পাইপ দাঁড় করাচ্ছিলেন। কিন্তু পাইপ তুলতেই তা বিদ্যুতের তারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। একপর্যায়ে পাইপ ধরে থাকা ঝড়ু শেখ, সাইফুল শেখ ও মনজু মিয়ার শরীরে আগুন ধরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা মারা যান। তাঁদের রক্ষা করতে গিয়ে দগ্ধ হন ঠিকাদারের কাছ থেকে চুক্তিতে কাজ নেওয়া চান বাদশা ও শ্রমিক আবদুল জলিল। গতকাল ১০ জনের মতো কাজে অংশ নেন। শ্রমিকদের নিরাপত্তায় হেলমেট ও গামবুট ছিল না। শ্রমিকেরা ঘটনাস্থলের পাশে ছাপরায় থাকতেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. রিপন বলেন, 'আগুন, আগুন চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে দেখি, তিনজনের শরীরে ও পরনের কাপড়ে আগুন জ্বলছে। তাঁদের নিথর দেহ কুঁজো হয়ে পড়ে আছে। আগুনে পুড়ে যাওয়া অন্য দুজন চিৎকার করছিলেন। দুজনের পা ও শরীরের বিভিন্ন স্থান পুড়ে গেছে। তাঁদের উদ্ধার করে রায়েরবাজারে শিকদার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানান, এই দুজনের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত।'

স্থানীয় মুদি দোকানি মনির হোসেন বলেন, ঘটনার আধা ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিস এসে এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এর আগেই দগ্ধ হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়।

হাজারীবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইকরাম আলী প্রথম আলোকে বলেন, ভূমি থেকে ১০-১২ ফুট ওপর দিয়ে ১১ হাজার কেভি বিদ্যুতের সরবরাহ লাইন ছিল। শ্রমিকেরা কাজ করার সময় লোহার পাইপ ওই বিদ্যুতের লাইনে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হন এবং তিনজন দগ্ধ হয়ে মারা যান। পুলিশ তিন শ্রমিকের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। পরে লাশগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। জনরোষ থেকে রক্ষা করতে বিআইডব্লিউটিএর দুজন কর্মীকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়।

ঝড়ু শেখ ও সাইফুল শেখের বাবার নাম মজিবর শেখ। তাঁদের বাড়ি সিরাজগঞ্জে। মনজুর বাড়ি বগুড়ার তারাকান্দিতে। পুলিশ জানিয়েছে, লাশ নেওয়ার জন্য তাঁদের স্বজনদের খবর পাঠানো হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিএর যুগ্ম পরিচালক আরিফ হাসনাত বলেন, পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করবেন শর্তে ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁরা কোনো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেননি। এখন ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিআইডব্লিউটিএ শ্রমিক মৃত্যুর দায় এড়াতে পারে কি না—জানতে চাইলে আরিফ হাসনাত বলেন, বিআইডব্লিউটিএ কাজে তদারকি করছিল।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২০। ৯

ছয় জেলায় সড়কে ঝরল আট প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি জানান, লক্ষ্মীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিশান আহমেদ ফারুক (৯) নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার মান্দারী পূর্ব বাজারসংলগ্ন ঢাকা-রায়পুর আঞ্চলিক সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করে রাখেন। নিহত ফারুক উপজেলার মটবী গ্রামের প্রবাসী আবু ছিদ্দিকের ছেলে ও উত্তর মান্দারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। **গাজীপুর :** কাশিমপুর থানার বাগবাড়ী এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় রিয়াদ (১০) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রিয়াদ কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার গুছামারা গ্রামের হাসেমের ছেলে। সে পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে বাগবাড়ীতে বসবাস করত। **চাঁপাইনবাবগঞ্জ :** গোমস্তাপুরে ট্রাকচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তারা হলেন নওগাঁর পোরশা উপজেলার জুয়েল পাইলা গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে হাবিব (৩৮) ও সাইফুল ইসলামের ছেলে মোজাহার (৩৫)। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রহনপুর-আড্ডা সড়কের রহনপুর ইউনিয়নের মাদ্রাসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। **সিলেট :** সিলেট নগরে রাতে ফের বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন এক যুবক। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে চৌহাট্টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর আগে ১৪ জানুয়ারি রাতে সুবিদবাজারে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হন মুনতাহা আক্তার তানিয়া নামে এক গৃহবধূ। মঙ্গলবার রাতে নিহত যুবক ইমতিয়াজ মাহবুব অর্জন (২০) নগরের শেখঘাট এলাকার বাসিন্দা। **ভাঙ্গা :** ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার চান্দা ইউনিয়নের মালিগ্রামে অজ্ঞাত একটি পরিবহনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মিন্টু শেখ (৩৫) নামে এক মাইক্রোবাস চালক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। মিন্টু গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার দিগনগর ইউনিয়নের বিশ্বম্ভরদী গ্রামের মৃত আরমান শেখের ছেলে। **টাঙ্গাইল :** টাঙ্গাইলে পৃথক দুই সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৫ জন। ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কের কালিহাতী উপজেলার কামাক্ষা মোড়ে ও বঙ্গবন্ধু সেতু টোল প্লাজা এলাকায় পৃথক এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে তার নাম ইমন হোসেন। তিনি ভুঞাপুর উপজেলার কুকাদাইর গ্রামের শাহাদাত হোসেনের ছেলে।

NEW AGE

FRIDAY, JANUARY 24, 2020

Rice mill worker killed in Chuadanga accident

United News of Bangladesh · Chuadanga

A RICE mill worker was killed and another was injured as sacks of rice fell on them at Piartala intersection at Jibannagar in Chuadanga on Thursday. The deceased was identified as Nizam Uddin, 40, son of Rabiul Islam of the upazila. Quoting witnesses, police said the incident took place around 4:00am at the Satata Rice Mill. Sacks of rice fell on the workers while working, leaving Nizam and Nasir Uddin injured, said Jibannagar police officer-in-charge Saiful Islam. Later, they were taken to a local hospital where doctors pronounced Nizam dead.

সমকাল

শনিবার । ২৫ জানুয়ারি ২০২০

জাহাজের নিচে চাপা পড়ে নিহত দুই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে স্নেহা শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন জাহাজের নিচে চাপা পড়া দুই ডক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই দুর্ঘটনায় রাসেল ও ইয়া রাসুল নামে ওই দুই শ্রমিক নিহত হন। ঘটনার পর বৃহস্পতিবার রাতেই রাসেল এবং গতকাল শুক্রবার ইয়া রাসুলের লাশ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ওই ঘটনায় আরও চার শ্রমিক আহত হন।

রাসেলের বাড়ি মেঘনার ঝাউচর এলাকায়। একই এলাকার গিয়াসউদ্দিনের ছেলে ইয়া রাসুল। ডকইয়ার্ড শ্রমিকরা জানান, নির্মাণ শেষে একটি জাহাজ নদীতে ভাসানোর সময় তা বালুতে আটকে যায়। রাসেল, ইয়া রাসুলসহ ছয়জন ওই সময় বালু অপসারণের জন্য জাহাজের তলদেশে যান। তখন হুইলওয়্যার ছিঁড়ে জাহাজটি বসে গেলে এর নিচে চাপা পড়েন রাসেল ও ইয়া রাসুল। অন্য চার শ্রমিক ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।

লাশ দাফনের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহত দুই শ্রমিকের পরিবারকে ২০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা জানিয়েছেন বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শুক্লা সরকার। বন্দর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, ওই ঘটনায় ডকইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোনো অবহেলা ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুগান্তর

শনিবার ২৫ জানুয়ারি ২০২০ ● ১১

ইতালিতে বাসের ধাক্কায় বাংলাদেশি নিহত

ইতালি প্রতিনিধি

ইতালির রাজধানী রোমের তিবুরতিনা স্টেশনে বাসের ধাক্কায় মো. বজলুর রহমান রিপন (৫০) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় ঘটে। জানা যায়, রিপন এক যুগেরও বেশি সময় ইতালিতে বসবাস করেন। তিনি ইতালি-বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতির সভাপতি শাহ মো. তাইফুর রহমান ছোটনের ভায়রা এবং মহিলা সমাজ কল্যাণ সমিতি সভাপতি লায়লা শাহ'র ছোট বোন মনি বেগমের স্বামী। এ ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শিগগিরই তদন্ত রিপোর্ট জানানো হবে। তার লাশ রোমের একটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর

শুক্রবার ২৪ জানুয়ারি ২০২০
১০ মাঘ ১৪২৬

বন্দরে জাহাজের নিচে চাপা পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

আহত ৪

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে একটি ডকইয়ার্ডে নির্মাণ করা জাহাজ পানিতে নামানোর সময় হুইল ওয়্যারের তার ছিঁড়ে জাহাজের নিচে চাপা পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৪ শ্রমিক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন্দরের বিবিজোড়া এলাকার মেহা শিপইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ নামে একটি বেরকারী ডকইয়ার্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। চাপাপড়া লাশ উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দুটি ইউনিট।

হতভাগা দুই শ্রমিক হলেন— ইয়া রাসুল ও রাসেল। ইয়া রাসুল মেঘনার ঝাউচর এলাকার গিয়াসউদ্দিনের ছেলে, রাসেলের বাড়ি একই এলাকায় বলে জানা গেছে। আহতদের নাম জানা যায়নি। ঘটনার পর বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শুক্লা সরকার, বন্দর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম, তদন্ত কর্মকর্তা আজহারুল ইসলাম ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

বন্দর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, বন্দরের মীরকুন্ডি বিবিজোড়া এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ওই ডকইয়ার্ড নির্মাণ করেন আবুল কালাম নামে এক ব্যক্তি।

The Financial Express

January 24, 2020

Rice mill worker dies as sacks of rice fall on him

CHUADANGA, Jan 23 (UNB): A rice mill worker was killed and another was injured as sacks of rice fell on them at Piartala intersection in Jibonagar upazila on Thursday.

The dead is Nizam Uddin (40), son of Rabiul Islam of the upazila and injured are Nizam and Nasir Uddin.

Quoting witnesses, police said the incident took place around 4:00 am at the 'Satata Rice Mill'.

Sacks of rice fell on the workers when they were working, officer- in-charge of Jibannagar thana said.

সংবাদ

শনিবার ১১ মাঘ ১৪২৬
Saturaday 25 January 2020

হবিগঞ্জ-সুনামগঞ্জ

সড়ক দুর্ঘটনায় নারী ও শিশুসহ নিহত ৪ আহত ২৫

সংবাদ ডেস্ক

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় হবিগঞ্জে যাত্রীবাহি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩ জন নিহত ও ২৫ জন আহত সুনামগঞ্জ বাসচাপায় এক শিশু নিহত হয়। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে এ তথ্য জানা গেছে।

হবিগঞ্জ : জেলার সিরাজনগর মাহফিল থেকে আসার পথে হবিগঞ্জের বাহুবলের ঢাকা সিলেট পুরাতন মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে গেলে দুই নারী ও বাসের হেলপার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২৫ জন আহতদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

গতকাল সকালে উপজেলার কামাইছড়া এলাকার অদূরে পাহাড়ি টার্নিং পয়েন্টে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি খাদে পড়ে যায়। তাৎক্ষণিক রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের ক্যারেং দিয়ে গাড়ির নিচ থেকে লাশ গুলি উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন বাসের হেলপার সদর উপজেলার মড়ুরা গ্রামের আবু সাঈদ (৩০), একই উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের মৃত্যু ইসলাম উদ্দিনের স্ত্রী কমলা বেগম (৬৬) ও শ্রীমঙ্গলের রীতা দেবনাথ (২৮)।

জানা যায়, শ্রীমঙ্গল সিরাজনগর বাৎসরিক মাহফির থেকে হবিগঞ্জগামী যাত্রীবাহী বাস (হবিগঞ্জ ব ০৫-০০৩১) কামাইছড়া পাহাড়ী এলাকার টার্নিং পয়েন্টে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি পাহাড়ের নিচে খাদে পড়ে যায়। তাৎক্ষণিক রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের ক্যারেং দিয়ে বাস উল্টিয়ে নারীসহ তিন জনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

খবর পেয়ে শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরোপুরি সব আহতদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

এ ঘটনায় ঢাকা সিলেট পুরাতন মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে বাহুবল মডেল থানা পুলিশ ও সাতগাঁও হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।

বাহুবল মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান দুর্ঘটনার বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তিন জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

বণিক বার্তা

শনিবার, জানুয়ারি ২৫, ২০২০

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে হবিগঞ্জের বাহুবলে বাস গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেলে তিনজনের মৃত্যু ঘটে। সিরাজগঞ্জ ও বরিশালে মারা গেছেন দুজন করে। চুয়াডাঙ্গা ও লালমনিরহাট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন একজন করে। এছাড়া ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় বাসচাপায় এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া সড়ক দুর্ঘটনার খবর—

সাভার : ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় বাসচাপায় এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে আশুলিয়ার ইউনিক এলাকায় গতকাল এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় উজ্জ্বলের সহকর্মী রেজাউল করিম আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তির নাম উজ্জ্বল হোসেন (৩২)। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর থানার নরেন্দ্রপুর গ্রামের বদর আলীর ছেলে।

আহত রেজাউল করিম জানান, তারা দুজন বাসা থেকে বের হয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বাসে করে বাইপাইল থেকে ইউনিক এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। ইউনিকে বাস থেকে নামতেই পেছন দিক থেকে আসা আরেকটি বাস চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই উজ্জ্বলের মৃত্যু হয়।

স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘাতক বাস ও চালককে আটক করা যায়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ১১ মাঘ ১
২৫ জানুয়ারি ২০২

আশুলিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পাম্প শ্রমিকের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে এক পাম্প শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে আশুলিয়া থানার পাশে অবস্থিত হাজি ওমর আলীর মালিকানাধীন সম্রাট সিএনজি ফিলিং স্টেশনের তিনতলা ভবনের ছাদে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ফায়েজ আলী আকন্দ (৩৫) ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার ভুসভুসিয়া গ্রামের আশরাফ আলীর ছেলে। তিনি কাইচাবাড়ী এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থেকে ঐ সিএনজি ফিলিং স্টেশনে কাজ করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও থানা পুলিশ জানায়, ফায়েজ আলী বিকালে তিনতলা ভবনের ছাদে গেলে হঠাৎ অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়ে বিদ্যুতের তারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ফায়েজকে উদ্ধার করে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ফায়েজ আলীকে মৃত ঘোষণা করেন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ১১ মাঘ ১৪২৬
২৫ জানুয়ারি ২০২০

হবিগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, নিহত ৩

ইজিবাইকে চাদর পেঁচিয়ে নারীসহ বিভিন্ন স্থানে সড়কে আরো পাঁচ জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আট জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল শুক্রবার হবিগঞ্জের বাহুবলের ঢাকা-সিলেট পুরাতন মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে পড়ে দুই নারীসহ হেলপার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ২৫ জন। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরণ করেছে স্থানীয় লোকজন। গতকাল ব্যুরো অফিস, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর—

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জের বাহুবলে গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বাস দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন—হেলপার সদর উপজেলার মড়ুরা গ্রামের আবু সাঈদ (৩০) ও একই

উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের ইসলাম উদ্দিনের মেয়ে কমলা বেগম (৩৫) ও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের রিতা দেবনাথ (২৮)। জানা যায়, শ্রীমঙ্গল থেকে হবিগঞ্জগামী বাসটি (হবিগঞ্জ-ব ০৫-০০৩১) কামাইছড়া পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছালে সড়কের একটি বাঁকে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে পাহাড়ের নিচে খাদে পড়ে যায়। তাৎক্ষণিক রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের ক্রেন দিয়ে বাস থেকে তিন জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ঢাকা সিলেট পুরাতন মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে বাহুবল মডেল থানা পুলিশ ও সাতগাঁও হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

সমকাল

সোমবার। ২৭ জানুয়ারি ২০২০

মুক্তাগাছায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রকৌশলীসহ নিহত ২

পাঁচ জেলায় সড়কে ঝরল আরও ৫ প্রাণ

■ সমকাল ডেস্ক

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রকৌশলীসহ দু'জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ, নরসিংদীর মনোহরদী, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া, ফরিদপুরের বোয়ালমারী ও রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে আরও পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

সিলেট : সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ট্যুরিস্ট বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন এক কৃষক। রোববার দুপুরে সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ বঙ্গবন্ধু মহাসড়কের তেলিখাল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চাঁন মিয়া তেলিখাল গ্রামের মোস্তফা আলীর ছেলে।

মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) : ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই এক নারীসহ অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন– শহরের লক্ষ্মীখোলা এলাকার বাসিন্দা মধুপুর পৌরসভার সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হারুনর রশিদ ও লাঙ্গুলিয়া গ্রামের গোলাম মোস্তফার স্ত্রী লাইলী বেগম। ইঞ্জিনিয়ার হারুনর রশিদ মুক্তিযুদ্ধের খেতাবপ্রাপ্ত বীরবিক্রম হায়দার আলীর একমাত্র ছেলে। রোববার সকালে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মুক্তাগাছার গন্ধবপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এ সময় অটোরিকশার আরও ৫ যাত্রী গুরুতর আহত হন।

নরসিংদী : নরসিংদীর মনোহরদীতে বাসচাপায় রফিক মিয়া নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে ঢাকা-কিশোরগঞ্জ সড়কের মনোহরদী বাসস্ট্যান্ডের উত্তর পাশে কোনাপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রফিক মিয়া বড়চাপা ইউনিয়নের নোয়ানগর গ্রামের সাহাবুদ্দিনের ছেলে।

সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ) : চার দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরা হলো না আনসার সদস্য নরেন্দ্র সরকারের। সাটুরিয়ায় সিএনজি অটোরিকশার সঙ্গে গরুবোঝাই টমটমের সংঘর্ষে রোববার বিকেলে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। নিহত আনসার সদস্য মির্জাপুরের গামাটিয়া গ্রামের চাঁন মোহন সরকারের ছেলে।

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) : বোয়ালমারী পৌর এলাকার ওয়াবদার মোড়ে ট্রাক উল্টে ঘটনাস্থলে চালকের মৃত্যু হয়েছে। ওই চালকের নাম ফারুক আলী। তিনি বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার ভাটরা ইউনিয়নের কুমিরা গ্রামের রইচ উদ্দিনের ছেলে।

গোদাগাড়ী (রাজশাহী) : গোদাগাড়ীতে নছিমন উল্টে খাদে পড়ে শরীফুল ইসলাম নামের এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় নছিমন চালকও আহত হয়েছেন। রোববার সকালে গোদাগাড়ী উপজেলার রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের বিজয়নগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শরীফুল উপজেলার রিশিকুল ইউনিয়নের মান্ডইল গ্রামের মৃত ইয়াসিন আলীর ছেলে।

সংবাদ

শনিবার ১১ মাঘ ১৪২৬
Saturday 25 January 2020

সীতাকুণ্ডে ছাদ থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিক নিহত

প্রতিনিধি, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম)

সীতাকুণ্ডে নির্মাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে মো. মাহিন (২১) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের গিয়াস উদ্দীনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

সীতাকুণ্ড মডেল থানার ওসি (তদন্ত) শামীম শেখ বলেন, মাহিন নির্মাণাধীন ভবনের কাজ করছিল। অসাবধানতাবশত ভবনের ওপর থেকে নিচে পড়ে যায়। আমরা গিয়ে তাকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মৃত্যু হয়। মাহিন কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার গোলগাট্টা গ্রামের সৈয়দ আলী বাড়ির মৃত রফিকের পুত্র।

সংবাদ

শনিবার ১১ মাঘ ১৪২৬
Saturday 25 January 2020

নন্দীগ্রামে মেশিনে চাদর প্যাঁচিয়ে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম (বগুড়া)

বগুড়ার নন্দীগ্রামে শ্যালো মেশিনে চাদর প্যাচ লেগে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, উপজেলার ৩নং ভাটরা ইউনিয়নের চৌদিঘী গ্রামের মৃত মনসুর হোসেনের ছেলে কৃষক জামাল হোসেন গত বুধবার রাতে চৌদিঘী পশ্চিম মাঠের বোরো ধানের জমিতে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি সেচ দিতে যায়। এরপর সে শ্যালো মেশিন চালু করে। এর এক পর্যায়ে শ্যালো মেশিনের সঙ্গে তার গায়ের চাদর প্যাচ লেগে যায়। এতে তার মৃত্যু ঘটে। পরে পরিবারের লোকজন তার মৃতদেহ উদ্ধার করে। স্থানীয়রা জানিয়েছে অসতর্কতা জনিতকারণে তার এই মৃত্যু ঘটনা ঘটেছে।

সমকাল
সোমবার। ২৭ জানুয়ারি ২০২০

কেরানীগঞ্জে নির্মাণাধীন দেয়াল ধসে শিশুসহ দু'জন নিহত

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে নির্মাণাধীন দেয়াল ধসে গতকাল রোববার দুপুরে কালিন্দী ইউনিয়নের গোকপাড় এলাকায় শিশুসহ দু'জন নিহত হয়েছে। নিহতরা হলো রাহিম উদ্দিন (৭) ও নির্মাণ শ্রমিক বাবু হোসেন (২৩)। এ ঘটনায় রুবেল আহমেদ ও হারুন শিকদার নামের দু'জন রাজমিস্ত্রি আহত হন। আহতদের স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. মুক্তার হোসেন বলেন, গোকপাড় এলাকার বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেন দেয়াল নির্মাণের জন্য মাটি খুঁড়ছিলেন। এ সময় পাশের মোবারক হোসেন বুলেটের দেয়ালের মাটি সরে গেলে হঠাৎ দেয়ালটি ধসে পড়ে। এতে ধসে পড়া দেয়ালের নিচে শিশুসহ কয়েকজন নির্মাণ শ্রমিক চাপা পড়েন। এ সময় ঘটনাস্থলে শিশু রাহিম উদ্দিনসহ নির্মাণ শ্রমিক বাবু হোসেন নিহত হন।

মডেল থানার ওসি কাজী মাইনুল ইসলাম বলেন, দেয়ালটি কমপক্ষে ১৫ ফুট উঁচু হবে। দেয়ালের বেশির ভাগ স্থানে রডের রিম ছিল না। দেয়ালের পাশে দেলোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তি তার সীমানায় মাটি খুঁড়লে পাশের উঁচু দেয়ালটি ধসে পড়ে। দেয়ালের পাশে শিশু রাহিম খেলছিল। এ সময় তিনজন রাজমিস্ত্রি ও রাহিম উদ্দিন দেয়ালের নিচে পড়ে। ঘটনাস্থলেই শিশু রাহিম ও শ্রমিক বাবু নিহত হন। কেরানীগঞ্জ মডেল থানার উপপরিদর্শক কে এম সাইদুজ্জামান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৮, ২০২০

সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জেলায় নিহত ৩

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

লক্ষ্মীপুর, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

লক্ষ্মীপুর : গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার সুতার গোন্টা এলাকায় ট্রাক্টরের চাপায় রাজু আহমেদ (১৯) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। রাজু সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে ও চাপা দেয়া ট্রাক্টরের চালকের সহকারী ছিলেন।

সদর মডেল থানার ওসি একেএম আজিজুর রহমান মিয়া বলেন, গতকাল দুপুরে ইট নিয়ে একটি ট্রাক্টর লক্ষ্মীপুরের দিকে যাওয়ার পথে সদর উপজেলার সুতার গোন্টায় পৌছলে রাজু ট্রাক্টর থেকে নিচে পড়ে যান। এতে গুরুতর আহত তিনি। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর : গাংনী উপজেলার ইকুরী এলাকায় মোটরসাইকেলের চাপায় জেবা খাতুন (৮) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুরে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জেবা খাতুন ইকুরী গ্রামের জসিম উদ্দীনের মেয়ে ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

গাংনী থানা ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, নিহতের স্বজনরা হাসপাতাল থেকে মরদেহ বাড়ি নিয়ে গেছেন। দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও চালক হককে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

সাতক্ষীরা : সাতক্ষীরা হাইওয়ে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে থ্রি-হুইলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক আব্দুস সামাদ মোড়ল (৪৭) নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের পাটকেলঘাটা হারুনার রশিদ ডিগ্রি কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আব্দুস সামাদ মোড়ল সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটা থানার নগরঘাটা ইউনিয়নের চোকারকান্দা গ্রামের আছির উদ্দীন মোড়লের ছেলে।

পাটকেলঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজি অহিদ মোর্শেদ জানান, সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের চুকনগর বাজার এলাকা দিয়ে সাতক্ষীরার দিকে মহেন্দ্র নিয়ে আসছিলেন সামাদ মোড়ল। এ সময় চুকনগর হাইওয়ে পুলিশ মহেন্দ্র চালককে থামার জন্য সংকেত দেন। কিন্তু আব্দুস সামাদ মোড়ল পুলিশের সংকেত অমান্য করে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে হাইওয়ে পুলিশও তাকে ধাওয়া করলে পাটকেলঘাটা হারুনার রশিদ ডিগ্রি কলেজের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

যুগান্তর | বুধবার ২৯ জানুয়ারি ২০২০
১৫ মাঘ ১৪২৬

২৭৩ দিনে ঝরল ২২৩০ প্রাণ

ফোনে ব্যস্ত বাইকচালক বাসের চাকায় পিষ্ট

যুগান্তর ডেস্ক

দিনাজপুরের বিরামপুরে ড্রেজারের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে বিরামপুর-নবাবগঞ্জ সড়কের জোলাগাড়ী নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া এক হাতে কথা বলছিলেন মোবাইল ফোনে। আরেক হাতে চালাচ্ছিলেন মোটরসাইকেল। এ সময় একটি বাস ধাক্কা দেয় মোটরসাইকেল চালক ওই যুবককে। রাস্তায় ছিটকে পড়লে তাকে চাপা দেয় আরেকটি বাস। রাজধানীর সায়েদাবাদে মঙ্গলবার সকালের এ ঘটনায় আহত ওই যুবককে হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিরামপুরে ৩ জনসহ ১২ স্থানে নিহত আরও ১৬

ধামরাইয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসা হল না যুবকের

এ ছাড়াও এদিন দেশের ১১ স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে আরও ১৩ জনের। এর মধ্যে মৌলভীবাজারে দুই যুবক, কুমিল্লায় স্কুলছাত্রী ও ট্রাক্টরচালক, যশোরে স্কুলছাত্র, ফেনীর পরশুরামে নারী ও অটোরিকশাচালক, হবিগঞ্জের বাহুবলে দুই অটোরিকশাচালক, কুড়িগ্রামের রৌমারীতে ট্রলিচালক, বগুড়ার শেরপুরে নারী ও নেত্রকোনার পূর্বধলায় যুবক নিহত হন। ঢাকার ধামরাইয়ে এক যুবক নিহত হন, আহত হন ৪০ বাসযাত্রী। এ নিয়ে ২৭৩ দিনে সড়কে প্রাণ গেল দুই হাজার ২৩০ জনের।

এছাড়া মঙ্গলবার রংপুরে বাস-কার্গো সংঘর্ষে ৫ জন আহত হন। পিরোজপুরের নাজিরপুরে ইজিবাইক উল্টে আহত হন ৯ জন। যুগান্তর স্টাফ রিপোর্টার, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বিরামপুর (দিনাজপুর) : নিহতরা হলেন নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বপ্নপুরী সেগুনবাগান এলাকার সাইদুর রহমানের ছেলে সুজন, সেতাবুল ইসলামের ছেলে ওসমান গণি ও ওই গ্রামের বিপ্লব হোসেন।

ঢাকা : নিহত বাইকচালকের নাম ওমর ফারুক তুহিন (২৮)। তার মামা আবু নোমান চৌধুরী জানান, তুহিন উত্তর কুতুবখালীর মৃত শামসুল আলমের ছেলে। পরিবার নিয়ে উত্তর কুতুবখালী মসজিদ রোডে থাকতেন। একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সবার বড় ছিলেন।

যাত্রাবাড়ী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শাহীনুর রহমান জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তুহিন মতিঝিল থেকে যাত্রাবাড়ীর কুতুবপুর যাচ্ছিলেন। এক হাতে মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন, অন্যহাতে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। সায়েদাবাদ আইডিয়াল স্কুলের সামনে পৌছলে আশিয়ান সিটি পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এ সময় তুরাগ পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দেয়। গুরুতর অবস্থায় তুহিনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় তুরাগ পরিবহনের চালক লিটন ও আশিয়ান পরিবহনের চালক সুমনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জব্দ করা হয়েছে বাস দুটি।

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) : বুড়িচংয়ের রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী সাকিবা জাহান (৭) সোমবার দুপুরে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক সড়ক হয়ে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তা পার হওয়ার সময় ঢাকা থেকে কোম্পানীগঞ্জগামী তিশা ক্লাসিক পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দেয়। সাকিবা এতবাপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের মো. শাহজাহান মিয়ার মেয়ে। জনতা বাসটিকে আটক করে ভাঙচুর করে। চালক-হেলপার পালিয়ে যায়।

এদিন সন্ধ্যায় উপজেলার শ্রীপুর গোমতি নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধের উপর মাটিবাহী ট্রাক উল্টে চালক শান্ত মিয়া (১৫) মারা যান। তিনি উপজেলার পারযাত্রাপুর ইউনিয়নের গোষাইপুর (কঞ্চনগর) গ্রামের মুকবুল হোসেনের ছেলে।

ফেনী, পরশুরাম ও ফুলগাজী : ফুলগাজীর বৈশাখপুর গ্রাম থেকে আসার পথে সোমবার রাতে মুন্সির হাট পেট্রোল পাম্পের সামনে একটি ট্রাক পেছন থেকে মোটরসাইকেলে ধাক্কা দিলে তফুরা আক্তার মারা যান। ছেলে তৌহিদ আহত হয়। তফুরার বাড়ি ছাগলনাইয়ার কাছারিজার গ্রামে। পরশুরাম ইউএনও অফিসের অফিসসহায়ক ছিলেন তিনি।

এদিকে মঙ্গলবার সকালে ফেনী-পরশুরাম সড়কের বদ্দয়া হাজী স্টোর নামক স্থানে বাস অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশাচালক বেলাল হোসেন (২২) নিহত হয়েছেন। বেলাল হোসেন ছাগলনাইয়া উপজেলার বাতানিয়ার করিম উল্লাহর ছেলে।

বাহুবল (হবিগঞ্জ) : পুঁটিজুরী থেকে রাত সাড়ে ৩টার দিকে সিএনজি অটোরিকশা নিয়ে মিরপুর বাজার গ্যাস নিতে আসছিলেন দুই চালক। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দৌলতপুর এলাকার বাগানবাড়ী এলাকায় একটি গাড়ি তাদের চাপা দিলে দু'জনই মারা যান। এরা হলেন— মণ্ডলকাপন গ্রামের মৃত আতিক উল্লার ছেলে আবদুর রকিব (৩৫) ও নোয়াপাড়া গ্রামের আশরাফ আলীর ছেলে আক্তার মিয়া (৪৫)।

রৌমারী (কুড়িগ্রাম) : অবৈধ দুই বালুভর্তি ট্রলির পাল্লাপাল্লির সময় একটির ধাক্কায় হাসান মিয়া (২০) নামে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। মঙ্গলবার দুপুরে রৌমারী-ঢাকা মহাসড়কে যাদুরচর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাসান মিয়া উপজেলার যাদুরচর ইউনিয়নের দিঘলাপাড়া গ্রামের লাল মিয়ার ছেলে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার
২৯ জানুয়ারি ২০২০। ১৫ মাঘ ১৪২৬

সড়কে ঝরল ১৩ প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত ও গতকাল এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

চট্টগ্রাম : রাউজান উপজেলার পাহাড়তলীতে গতকাল সকালে বাস খাদে পড়ে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু এবং ২৫ জন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন– রাঙ্গুনিয়ার আবদুল মালেকের স্ত্রী জাহানারা বেগম (৫৫) ও গাড়িচালকের সহকারী ইমাম হোসেন (৪৫)। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চট্টগ্রাম মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। **হবিগঞ্জ :** হবিগঞ্জের বাহুবলে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। উপজেলার দৌলতপুর এলাকায় গতকাল ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– পুটিজুরি ইউনিয়নের আতিক উল্লাহর ছেলে আবদুর রকিব ও আশরাফ আলীর ছেলে আক্তার মিয়া। **মৌলভীবাজার :** সদর উপজেলার বাউরভাগ এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা-পিকআপভ্যান সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও চারজন। নিহতরা হলেন– মুজাহিদুর রহমান ও আল আমিন। **গোপালগঞ্জ :** মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক আরোহীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা গতকাল বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার রাজিব শেখ (২৩) ও জিন্নাত মোল্লা (৬৫)। **ফেনী :** ফুলগাজীর বন্দুয়ায় হাজী স্টোর নামক স্থানে গতকাল বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে অটোচালক বেলাল হোসেন (২২) নিহত হয়েছেন। বেলাল ছাগলনাইয়া উপজেলার বাতানিয়ার করম উল্লাহর ছেলে।

এ ছাড়া সোমবার রাতে একই সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় মারা গেছেন মোটরসাইকেল আরোহী তপুরা আক্তার (৪০)। **সিলেট :** কানাইঘাটে গতকাল সকালে ট্রাক্টর উল্টে চালক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম দবিরুল ইসলাম (৩৫)। তার বাড়ি দিনাজপুরে। **নেত্রকোনা :** শ্যামগঞ্জ বিরিশিরি সড়কের পূর্বধলা উপজেলার আতকাপাড়ায় ট্রাকচাপায় নাসির উদ্দিন (৪২) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। নাসির পূর্বধলা উপজেলার শীজকান্দি গ্রামের কাজিম উদ্দিনের ছেলে। **চাঁদপুর :** শাহরাস্তি উপজেলায় দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে মোস্তফা কামাল (৫৫) নামে একজন নিহত হন। সোমবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তফা কামাল হাজীগঞ্জ উপজেলার মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা। এ ছাড়া রংপুরে ওভারটেক করতে গিয়ে গতকাল বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে চালকসহ ১৫ জন আহত হয়েছেন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২০,

বাসের সঙ্গে ইজিবাইকের সংঘর্ষে নিহত চারজন

দিনাজপুরের বিরামপুরে নিহত তিন মোটরসাইকেল আরোহী হলেন নবাবগঞ্জের উত্তর খালেকপুর সেগুনবাগান এলাকার মো. সুজন (৩২), আবদুল গনি (৩০) ও বিপ্লব হোসেন (৩০)। তাঁরা একই মোটরসাইকেলে করে নবাবগঞ্জ যাচ্ছিলেন। পথে জোলাগাড়ি এলাকায় কালভার্টের নির্মাণকাজের জন্য মহাসড়কে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি ভেকু মেশিনে ধাক্কা খায় মোটরসাইকেলটি। ঘটনাস্থলেই আবদুল গণি ও বিপ্লব হোসেন মারা যান। হাসপাতালে নেওয়ার পর সুজনকেও মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

যশোর সদর উপজেলার বাহাদুরপুরে যশোর-মাগুরা মহাসড়কে ও রাজারহাট এলাকায় যশোর-খুলনা মহাসড়কে সকালে পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন দুজন। তাঁরা হলেন মো. মহির উদ্দীন (৬২) ও শাহাবুর মিয়া (৪৫)। মহির যশোরের বাঘারপাড়ার জয়নগর গ্রামের বাসিন্দা ও সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের যশোর উপশহর শাখায় নৈশপ্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শাহাবুর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছোট সলুয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সবজি ব্যবসায়ী ছিলেন। মহির কাজ শেষে যশোর উপশহর থেকে বাইসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে বাইসাইকেলের ধাক্কা লাগে। আর শাহাবুর একটি পিকআপে যশোর শহরের দিকে আসছিলেন। পথে মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক গাড়ির সঙ্গে পিকআপটির ধাক্কা লাগে।

ফরিদপুরের মধুখালীর বাঁশতলায় দুপুরে আখভর্তি একটি ট্রলির চাপায় সিয়াম শেখ (৭) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়। সে শ্রীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির ছাত্র ছিল ও শ্রীপুর গ্রামের জিন্নাত শেখের ছেলে। নাটোরের বড়াইগ্রামের কালিকাপুর গ্রামে সকালে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আবদুস সামাদ (৬৫) নামের এক বাসযাত্রী নিহত ও অপর ১৭ যাত্রী আহত হয়েছে।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মাদামবিবিরহাট কেএসআরএম গেট এলাকায় গতকাল বিকেলে বাসচাপায় মো. ফারুক হোসেন (৩৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের ফৌজদারহাট এলাকার বাসিন্দা।

সমকাল
বুধবার। ২৯ জানুয়ারি ২০২০

বাহুবলে গাড়িচাপায় প্রাণ গেল ২ অটোরিকশা চালকের

ছয় জেলায় সড়কে আরও নিহত ১০

ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) : ঘাটাইলে ট্রাক্টরের ওপর বাঁশবোঝাই ট্রাক উল্টে পড়ে লাভু ভূঁইয়া (৪০) নামে এক ট্রাক্টর চালক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার ধলাপিড়া ইউনিয়নের সরিষাআটা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার সরিষা আটা গ্রামের মৃত নূর মোহাম্মদ ভূঁইয়ার ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১৬ মাঘ ১
৩০ জানুয়ারি ২০২০

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১২

বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) : বাকেরগঞ্জে ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক রিয়াজ জোমাদ্দার (২৩) নিহত হয়েছেন। গতকাল গারুড়িয়া পেয়ারপুর ব্রিজের পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি গারুরিয়ার ভৌজমহল গ্রামের।

বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : বাঞ্ছারামপুরে আটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মো. ইউনুছ মিয়া (৬০) নামে এক বিমা কর্মী নিহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলা সদরে ভিটি ঝগড়ারচর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ৩০ জানুয়ারি ২০২০

বাসচাপায় প্রাণ গেল মা-ছেলেসহ ৪ জনের

আর 'ভাতা' নিতে যাবে না ওরা

ভাংনামারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুন নূর খোকা বলেন, তার ইউনিয়নের ভাতাভোগী কার্যক্রম উন্মুক্তভাবে কয়েকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত কাজে হয়তো ওই তারা উপজেলা শহরে যাচ্ছিল। তবে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

গৌরীপুর থানার ওসি বোরহান উদ্দিন বলেন, বাসচাপায় ইজিবাইকের চালকসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। বাসটি জব্দ করে থানায় রাখা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ৩১ জানুয়ারি ২০২০
kalerkantho.com

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশি নিহত

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার জেদ্দায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তিনজন হলেন ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের চরমছলন্দ উত্তর নয়াপাড়ার শাকিল মিয়া (২৫), টাঙ্গাইলের কালিহাতীর নাগবাড়ী ইউনিয়নের আওলাতৈল গ্রামের আল-আমিন (৩২) ও নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার উত্তর কাচিকাটা গ্রামের কাউসার মিয়া (২৫)।

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) **প্রতিনিধি** জানান, কামাল উদ্দিনের ছেলে শাকিল মিয়া জমি বিক্রি করে ২০১৫ সালে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে সৌদি আরবের জেদ্দায় যান। সাত-আট মাস আগে ছুটি নিয়ে দেশে আসেন। এরপর বিয়ে করে আবার সৌদি চলে যান। গত বুধবার কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে তাঁদের গাড়িটি পানি সরবরাহকারী একটি গাড়িতে ধাক্কা খেলে উল্টে যায়।

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি জানান, নিহত আল আমিন (৩২) ফরহাদ আলীর ছেলে। তিনি জেদ্দায় গাড়ি চালাতেন। তাঁর স্ত্রী বিলকিস বেগম জানান, আল আমিন ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি পরিবারের সবার বড়। তাঁর একটি ছোট বোন রয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাড়ি আসার কথা ছিল। বিলকিস বেগম বলেন, 'সরকার যেন স্বামীর লাশ দ্রুত আনার ব্যবস্থা করে।' ফরহাদ আলী বলেন, 'ছেলে বিদেশ যাওয়ার সময় ঋণ করেছিলাম। এখনো তিন লাখ টাকা ঋণ আছে। কিভাবে শোধ করব ভেবে পাচ্ছি না।'

মনোহরদী (নরসিংদী) **প্রতিনিধি** জানান, কাজল মিয়ার একমাত্র ছেলে কাউসার ২০১৮ সালে সৌদি আরবে যান। সেখানকার একটি বেসরকারি কম্পানিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন তিনি। বছর তিনেক আগে মনোহরদীতে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর বাবাও নিহত হন। এখন তাঁর মা একা।

সমকাল
শুক্রবার। ৩১ জানুয়ারি ২০২০

মিরসরাইয়ে সড়কে বাবা ছেলেসহ নিহত ৩

ছয় জেলায় আরও নিহত ৬

■ সমকাল ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বাবা-ছেলেসহ তিনজন, নারায়ণগঞ্জে একজন, দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে একজন, ভোলার চরফ্যাসনে একজন, খুলনার ফুলতলায় একজন, বগুড়ার শেরপুরে একজন ও জামালপুরের সরিষাবাড়িতে একজন নিহত হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) : মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলে নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার বড়দারোগারহাট এলাকার কমরআলী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– উপজেলার পূর্ব বালিয়াদি গ্রামের মজিবুল হক ও তার ছেলে হাসান। চৌধুরীহাট হাইওয়ে পুলিশের আইসি উপ-পরিদর্শক সোহেল সরকার জানান, কমরআলী সড়কের মুখে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল সড়কের বাইরে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলে দুই আরোহী নিহত হন।

অন্যদিকে মিরসরাইয়ে ট্রাক উল্টে চালক মো. জাবেদ নিহত হয়েছেন। সুফিয়া রোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি মুন্সীগঞ্জের ধোবরা পইসা গ্রামের মো. আনমান খাঁর ছেলে। মিরসরাই থানার এসআই মাহফুজুল আলম জানান, ট্রাকচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ১৭ পৌষ
১ জানুয়ারি ২০২০

সিদ্ধিরগঞ্জে গার্মেন্টস কর্মীকে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার ২

■ সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

সিদ্ধিরগঞ্জে গার্মেন্টস কর্মীকে (২১) দুই বন্ধু মিলে পালাক্রমে ধর্ষণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত দুই জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জের আটি হাউজিংয়ের হাজী জলিল মিয়ার বহুতল ভবনের তৃতীয় তলায় এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে সোমবার রাতে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলো—পটুয়াখালীর গলাচিপা থানার রতনপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর হাওলাদারের ছেলে সোহান হাওলাদার (২১) ও কুমিল্লার দাউদকান্দির ভবানীপুর গ্রামের গিয়াস উদ্দিন বেপারীর ছেলে মেহেদী হাসান (১৯)।

জানা যায়, ধর্ষণের শিকার ঐ গার্মেন্ট কর্মী ও অভিযুক্তরা আদমজী ইপিজেডের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করে। চাকরির সূত্র ধরে সোহান হাওলাদারের সঙ্গে ঐ গার্মেন্ট কর্মীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। একপর্যায়ে ঐ গার্মেন্ট কর্মীর সঙ্গে সোহান হাওলাদারের বিয়ের বিষয়ে কথা বলার জন্য মেহেদী হাসান তার বোনের আটি হাউজিংয়ে ভাড়া বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে প্রথমে সোহান হাওলাদার ও পরে মেহেদী হাসান জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল ফারুক জানান, ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত দুই জনকেই গ্রেফতার করে মঙ্গলবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধর্ষণের শিকার ঐ গার্মেন্ট কর্মীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সমকাল
বুধবার। ১ জানুয়ারি ২০২০।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

■ মাধবপুর (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে শেখ রাজিব নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। গত রোববার ইস্ট লন্ডনের বাফেলো সিটির নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তিনি। নিহত রাজিব হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার শাহজাহানপুর গ্রামের প্রয়াত ফজলুল হকের ছেলে।

নিহত রাজিবের চাচাতো ভাই শেখ দুলাল জানান, প্রায় আট বছর আগে জীবিকার তাগিদে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমান রাজিব। আগে থেকেই সেখানে তার দুই ফুফাতো ভাই থাকতেন। প্রথমে তাদের সঙ্গে গিয়ে কাজ করতেন রাজিব। চার বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইস্ট লন্ডনের বাফেলো সিটিতে নিজেই একটি মুদি দোকান দেন তিনি। গত রোববার রাত ৮টায় একদল আফ্রিকান সন্ত্রাসী ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে গুলি করে রাজিবকে হত্যা করে। রাজিবের ফুফাতো ভাই হানিফ বাংলাদেশে তার বড় ভাই শেখ লিটনকে ফোন করে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। রাজিবের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজিবের বড় ভাই শেখ লিটন বলেন, অনেক কষ্ট করে আমরা রাজিবকে বিদেশে পাঠাই। সে আফ্রিকায় যাওয়ার পর আমাদের পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসে। তার মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলো শেষ হয়ে গেল। বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় তার লাশ দেশে আনতে চাই। এ জন্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সহকারী কমিশনার (ভূমি) আয়েশা আক্তার জানান, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ২ জানুয়ারি ২০২০।

স্ত্রীকে বেঁধে স্বামীকে গলা কেটে হত্যা

■ সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ পৌরসভায় নিজ ঘরে স্ত্রীকে বেঁধে রেখে স্বামীকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খুনের শিকার উত্তম কুমার রাজমিস্ত্রি ছিলেন। এ ঘটনায় তার স্ত্রী ললিতা রানী গুরুতর আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উত্তমের বাড়ি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁতিপাড়া মহল্লায়। দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যার পর মেঝেতে ফেলে রেখে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় উত্তমের স্ত্রীর হাত, পা এবং মুখ বাঁধা ছিল। বাড়ির পাশে হরিসভা চলার কারণে পরিবারের সদস্যরা সেখানে ছিল।

স্থানীয়রা আরও জানান, ঘরের মধ্যে চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে প্রতিবেশী জোসনা রানী দেবনাথ উত্তমের বাবা-মাকে খবর দেন। এ সময় পুত্রবধূ ললিতা রানীর চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে চিৎকার করতে থাকেন উত্তমের মা। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে টিনের বেড়া ভেঙে ললিতা রানীকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। এ সময় উত্তম রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছিল। তিনি ওই মহল্লার নিবারণ চন্দ্রের ছেলে। এক বছর আগে প্রতিবেশী সুকুল চন্দ্রের মেয়ে ললিতার সঙ্গে উত্তমের বিয়ে হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ললিতা রানী জানান, তিন অপরিচিত যুবক ঘরে ঢুকে স্বামীর সঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ নিয়ে তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে তার হাত, পা এবং মুখ বেঁধে ফেলে। এরপর স্বামীকে গলা কেটে হত্যা করে পালিয়ে যায় তারা। তিনি ওই যুবকদের দেখলে চিনবেন।

রাতেই ওসি আব্দুল্লাহিল জামান ও পৌর মেয়র আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। গতকাল বুধবার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। এ নিয়ে উত্তমের বড় ভাই গোপাল চন্দ্র দেবনাথ অজ্ঞাত তিনজনকে আসামি করে থানায় মামলা করেছেন।

ওসি জানান, তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। দ্রুত দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১৮ পৌ
২ জানুয়ারি ২০২০

ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে কাভার্ড ভ্যানচালক নিহত

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

গতকাল বুধবার ভোরে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে এক কাভার্ড ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। নিহত সিরাজ ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার কইলাইশখালী গ্রামের মো. মনু বেপারীর ছেলে। ঘটনাটি ঘটে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল মোড় ইউটার্নে। জানা যায়, ছিনতাইকারীরা কাভার্ড ভ্যানের (ঢাকা মেট্রো-ট-২০-২১৪৩) গতিরোধ করে চালক সিরাজকে (৩২) টেনেহিচড়ে গাড়ি থেকে নামায়। এ সময় তারা সিরাজের সঙ্গে থাকা নগদ টাকাসহ মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। এর আগে সিরাজ কিছুটা বাধা দিলে ছিনতাইকারীরা তার বুকের বা দিকে আঘাত করে। এতে বুকে গভীর ক্ষত হয়। আহত সিরাজের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন সিরাজকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক সিরাজকে মৃত ঘোষণা করেন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই সিরাজ মারা যান। পরে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ মর্গে পাঠায়। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) আজিজুল হক জানায়, মামলার প্রস্তুতি চলছে। এখনো কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৯ পোষ
৩ জানুয়ারি ২০২০

সোনারগাঁয়ে শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু

■ সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

সোনারগাঁওয়ের বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের হামছাদী এলাকায় আব্দুস সালাম নামে এক শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়ন পরিষদের পেছন থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রাহিমা আক্তার বাদি হয়ে মামলা করেন। মামলার আসামিরা হলেন, নিহতের বড় ভাই আবু কালাম, শফিকুল ইসলাম, শরিফ, বোন রহিমা, ভাতিজা রনি ও জা মাজেদা বেগম।

সোনারগাঁও থানার ওসি মনিরুজ্জামান জানান, সালাম নিহতের ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। ময়না তদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বিষয়টি জানা যাবে।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

যুগান্তর | শুক্রবার ৩ জানুয়ারি ২০২০ | ১৯ পৌষ ১৪২৬

বালাগঞ্জে সালিশ বৈঠকে ছুরিকাঘাতে দিনমজুর খুন

বালাগঞ্জ (সিলেট) প্রতিনিধি

বালাগঞ্জে সালিশ বৈঠক চলাকালে ছুরিকাঘাতে আঞ্জব উল্লা (৬০) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাত ১০টায় পশ্চিম গৌরীপুর ইউনিয়নের হরিশ্যাম গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আঞ্জব উল্লা ওই গ্রামের ইজ্জত আলীর ছেলে।

কিছুদিন আগে আঞ্জব উল্লাহর ভাই দিনমজুর ফয়জুল্লা একই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য আহমদ আলীর কাছ থেকে এক হাজার টাকা নেন। বিনিময়ে বোরো জমিতে চারা রোপণ করে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু জমিতে পানি বেশি থাকায় ফয়জুল্লা ও তার ছেলেরা চারা রোপণে অনীহা প্রকাশ করেন। এতে আহমদ আলী ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে চারা রোপণ করতে চাপ সৃষ্টি করেন। এতে উভয়পক্ষে বাকবিতণ্ডা হয়। বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দু'পক্ষ আবদুন নূরের বাড়িতে রাতে সালিশ বৈঠকে বসে। বৈঠক চলাকালে দু'পক্ষে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি শুরু হয়। এ সময় আহমদ আলীর লোকেরা আঞ্জব উল্লার পেটে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে।

গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ

জামালপুরে আ'লীগ নেতার বাড়ি ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরে কিশোরী গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে সদর উপজেলার শরিফপুরের বাদেচান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ খবর আশপাশে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ জনতা বৃহস্পতিবার দুপুরে ধর্ষক চাঁন মিয়াকে গ্রেফতার দাবিতে তার বাড়ি ঘেরাও করে। পরে জামালপুর-ময়মনসিংহ সড়কের বাদেচান্দি এলাকায় গাছের গুঁড়ি ফেলে ১ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। ধর্ষিতার বাবার অভিযোগ, তার মেয়েকে ঘরের কাজকর্ম করার জন্য বুধবার বাড়িতে নিয়ে যায় চাঁন মিয়া।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২ জানুয়ারি ২০২০

তুচ্ছ ঘটনার জের

শাহরাস্তিতে দিনমজুরকে কুপিয়ে হত্যা

চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে রফিকুল ইসলাম নামে এক দিনমজুরকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার চেড়িয়ারা গ্রামের নিজ বাড়ির সামনে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, চেড়িয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাশের এক দোকানে চেয়ারে বসেছিল। এ সময় চেড়িয়ারা গ্রামের রাশেদ আহম্মেদ কালু দোকানে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের চেয়ার ছেড়ে দিতে বলেন। ছাত্ররা চেয়ার ছেড়ে অন্যপাশে গিয়ে বসে। এরপর কালুর ছেলে মুন্না শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। কালুও তাদের মারধর করে। এ ঘটনা শিক্ষার্থীরা পরিবারের সদস্যদের বললে তারা ইউপি চেয়ারম্যানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিষয়টি অবহিত করেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শে শিক্ষার্থীদের স্বজনরা সন্ধ্যার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানাতে রওনা হলে কালুসহ ১৫/২০ জনের একটি দল তাদের ওপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় দিনমজুর রফিকুল ইসলাম মাটি কাটার কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। প্রতিপক্ষ ভেবে হামলাকারীরা তাকেও এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে। মুহূর্তেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। হামলাকারীরা চলে যাওয়ার পর এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে শাহরাস্তি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।

ঘটনার রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে রাশেদ আহম্মেদ কালুকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় ১৩ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ | শনিবার। ৪ জানুয়ারি ২০২০

সৌদি আরবে বাংলাদেশি নিখোঁজ

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি ▷

সৌদি আরবে আনোয়ার আলী নামে (৩৮) এক প্রবাসী বাংলাদেশি চার দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। গত মঙ্গলবার দেশটির দাম্মাম শহরের আলবাদিয়া এলাকার ভাড়া বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে তিনি নিখোঁজ হন। আনোয়ার মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার চর আজিমপুর গ্রামের ফজু শেখের ছেলে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ১৫ বছর আগে কাজের সন্ধানে সৌদি আরবে যান আনোয়ার। তিনি দাম্মাম শহরের আলবাদিয়া এলাকার ১২ নম্বর রোডের ২২৬ নম্বর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। সেখানেই তিনি আল-ইব্রাহীম নামে এক সৌদি নাগরিকের তত্ত্বাবধানে বাসা-বাড়ির প্রিন্টিং ও রঙের কাজ করতেন। তিন মাস আগে আনোয়ার দেশে ছুটি কাটিয়ে আবারও দাম্মামে ফিরে গিয়ে কাজে যোগ দেন। আনোয়ার আলীর বড় ভাই শের আলী বলেন, 'গত ৩১ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় সকাল ১১টার দিকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হয় আনোয়ার। এরপর সে আর বাসায় ফেরেনি। আনোয়ারের ব্যবহৃত মুঠোফোনে কল করলেও তা বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

The Daily Star

DHAKA THURSDAY JANUARY 2, 2020,

Hawkers' leader stabbed to death

Two arrested in Ctg

STAFF CORRESPONDENT, *Ctg*

Police arrested two persons after a group of criminals stabbed a local hawkers' leader to death and injured another in port city's Shershah area on Tuesday night.

The arrestees are Md Momin (32) and Showkat (34), said police. The deceased Md Ripon (28) was Jalalabad Hawkers Samiti's general secretary.

The injured Al Amin (32), who is Ripon's friend, is undergoing treatment at Chattogram Medical College Hospital.

Officer-in-Charge (OC) Priton Sarkar of Bayezid Bostami Police Station said criminals swooped on the two while they were returning from a programme and started beating them around 10:30pm.

At one point, criminals stabbed the two, the OC said. Locals rushed them to CMCH where the doctors declared Ripon dead.

Police reviewed CCTV footage of the area, and about half an hour later, arrested the two from the spot, he said.

OC Priton said police suspect the incident took place due to previous enmity, and they are trying to arrest the others.

Police and locals said Shershah is home to many local businesses and violent incidents are not unusual as different groups try to establish supremacy there.

Ripon's body was sent to CMCH morgue for autopsy, and a case was lodged by his brother, said the OC.

প্রথম আলো • রোববার, ৫ জানুয়ারি ২০২০,

আশুলিয়ায় গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

ঢাকার আশুলিয়ায় লাবনী আক্তার নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকালে আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, লাবনীকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

লাবনী আক্তার (২৮) মাদারীপুর সদর উপজেলার হোগলাতিয়া গ্রামের কবির হাওলাদারের মেয়ে। আট বছর আগে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার মাসুদ রানার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁরা নরসিংহপুরের একটি বাড়িতে ভাড়া থেকে পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

আশুলিয়া থানার পুলিশ জানায়, লাবনীর ফ্রিজে মাছ রাখতেন পাশের ঘরের জান্নাত বেগম নামের এক নারী। তিনি গতকাল সকাল নয়টার দিকে লাবনীর ঘরে মাছ আনতে যান। এ সময় তিনি লাবনীকে খাটের ওপর গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তখন ওই ঘরে আর কেউ ছিলেন না এবং দরজা খোলা ছিল। তিনি ডাকাডাকি করে লাবনীর সাড়া না পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবেশীদের জানান। পরে প্রতিবেশীরা ওই বাসায় গিয়ে লাবনীকে দেখে বুঝতে পারেন, তিনি মারা গেছেন। এরপর তাঁরা আশুলিয়া থানায় জানান। খবর পেয়ে পুলিশ সেখান থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল হুদা ভূঁইয়া বলেন, প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, লাবনীকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর স্বামী মাসুদ রানা জড়িত বলে ধারণা করছেন। কারণ, ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

টঙ্গীতে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

সংবাদদাতা, *গাজীপুর* জানান, টঙ্গীতে এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে টঙ্গীর মধ্য আরিচপুর এলাকার একটি বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত গৃহকর্মীর নাম নুরুন নাহার (১৮)। তাঁর বাবার নাম মো. জীন ইসলাম। বাড়ি সিলেটের হবিগঞ্জের মাধবপুর থানার পিয়াম গ্রামে। নুরুন নাহার টঙ্গীতে মো. মোশারফ হোসেন নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে কাজ করতেন।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, নুরুন নাহার গত আগস্ট মাস থেকে মোশারফ হোসেনের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করছিলেন। এর মধ্যে শুক্রবার রাত ১১টার দিকে সবাই ঘুমাতে গেলে নুরুন নাহারও নিজ ঘরে ঘুমাতে যান। গতকাল সকালে ঘুম থেকে ওঠার জন্য নুরুন নাহারকে ডাকাডাকি করলেও তিনি সাড়া দিচ্ছিলেন না। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর মোশারফ হোসেন ৯৯৯-এ কল করে পুলিশ ডাকেন। এরপর পুলিশ ঘরের দরজা খুলে দেখে, নুরুন নাহারের লাশ ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে।

টঙ্গী পূর্ব থানার উপপরিদর্শক মো. আবদুল্লাহ জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে।

যুগান্তর
শনিবার ৪ জানুয়ারি ২০২০ ● ২০

কাহালুতে মাঠ থেকে কাঠমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ার কাহালুতে আলম মণ্ডল (২৫) নামে এক কাঠমিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুকে ও পিঠে ধারালো অস্ত্রের আঘাত করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে বীরকেদার ইউনিয়নের জাঙ্গালপাড়ার মাঠ থেকে তার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আলম মণ্ডল শিবগঞ্জ উপজেলার মাঝিহট্ট ইউনিয়নের নলডুবির লাল চাঁনের ছেলে। তিনি দুপটাচিয়ায় ফার্নিচারের দোকানে কাজ করতেন।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, আলম মণ্ডল বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশে বের হন। কাজ শেষে রওনা হলেও বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের লোকজন তার মোবাইল ফোন বন্ধ পান। শুক্রবার সকালে স্থানীয়রা জাঙ্গালপাড়ার মাঠে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। পূর্ব কোনো বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষ তাকে ওই মাঠে ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে বলে স্থানীয়দের ধারণা। কাহালু থানার ওসি জিয়া লতিফুল ইসলাম জানান, তাৎক্ষণিকভাবে হত্যার কারণ জানা যায়নি। লাশ বগুড়া শজিমেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিকালে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি।

চট্টগ্রামে যমুনা টিভির সাংবাদিকের ওপর হামলা

তিন আনসার সদস্য প্রত্যাহার

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম নগরীর ফয়'স লেকে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে যমুনা টেলিভিশনের দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা করেছেন কয়েক আনসার সদস্য। তারা রিপোর্টার আসহাবুর রহমান শোয়েব ও ক্যামেরাপারসন সঞ্জয় মল্লিককে শারীরিকভাবে নাজেহাল করেন। শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে। হামলায় জড়িত তিন আনসার সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে রাতে যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন ফয়'স লেকের জনসংযোগ কর্মকর্তা বিশ্বজিত ঘোষ।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হাজী মুহম্মদ মহসীন কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহ করতে ফয়'স লেকে যান যমুনা টেলিভিশনের এ দুই সাংবাদিক। প্রথমে গাড়ি ঢোকানোর সময় তাদের বাধা দেন এক আনসার সদস্য। এরপর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে গাড়ি ঢোকানো হয়। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে উপস্থিত আনসার সদস্যরা দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা চালান। পরে গাড়ি বের করার সময়ও আনসার সদস্যরা দুর্ব্যবহার করেন। ফয়'স লেকের জনসংযোগ কর্মকর্তা বিশ্বজিত ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, আনসারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে অভিযোগ শোনার পর তিন আনসার সদস্যকে প্রত্যাহার করে নেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২২ পৌষ
৬ জানুয়ারি ২০২০

চালককে হত্যা করে ইজিবাইক ছিনতাই

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

ফতুল্লায় টিপু হাওলাদার নামে এক যুবককে ছুরিকাঘাত করে ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক ছিনিয়ে নিয়েছে ছিনতাইকারীরা। এ সময় লোকজন আহত অবস্থায় চালক টিপুকে উদ্ধার করে শহরের খানপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। গত শনিবার গভীর রাতে উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের চর কাশিপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

টিপু বরিশালের সাহেবের হাট থানার দিদারপুর গ্রামের মুনসুর আলীর ছেলে। তিনি ফতুল্লার ভোলাইল এলাকায় মামুনের বাড়িতে ভাড়া থেকে অটোরিকশা চালাতেন। ফতুল্লা মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মিজানুর রহমান-২ বলেন, টিপু হাওলাদারের পিঠে ও কোমরে দুটি ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ খানপুর হাসপাতাল থেকে জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ছিনতাইকারীদের ধরতে অভিযান চলছে।

সংবাদ
মঙ্গলবার ২৩ পৌষ ১৪২৬
Tuesday 7 January 2020

গার্মেন্টস কর্মীকে গণধর্ষণ : গ্রেফতার নেই ৬ দিনেও

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর কাফরুলে স্বামীকে বেধে রেখে গার্মেন্টস কর্মী স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় ৬ দিন পার হয়ে গেলেও এখনও দুই আসামিকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। গত ১ জানুয়ারি সোমবার ভোরে কাফরুলে ওই গার্মেন্টস শ্রমিকের ঘরে ঢুকে সেচ্ছাসেবকলীগ নেতার নেতৃত্বের গণধর্ষণ করা হয়। ঘটনায় মামলা হলে পুলিশ জড়িত ৩ জনের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই রবিউল ইসলাম জানান, গত ১ জানুয়ারি ২৭ বছর বয়সী গৃহবধূকে ধর্ষণ করা হয় ঘরের মধ্যে। ধর্ষকরা তার ঘরে প্রবেশ করে স্বামীকে বেধে রেখে তাকে গণধর্ষণ করে। এ ঘটনায় ওই নারী পুলিশের কাছে অভিযোগ করলে

গার্মেন্টস : কর্মীকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসিতে) পাঠানো হয়। মেডিকেল পরীক্ষায় ধর্ষণের আলমত পাওয়া যায়। ওই নারী জাহাঙ্গির, জনি ও আতিক দেওয়ান নামে ৩ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। এসআই রবিউল জানান, গত শনিবার জাহাঙ্গিরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জনি ও আতিক দেওয়ান এখনও পলাতক রয়েছে। তাদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। মামলার বাদীর ভাষ্য অনুযায়ী ওই ৩ জন স্থানীয় সেচ্ছাসেবকলীগের নেতা। পুলিশের তদন্তেও তাদের রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া গেছে।

ভুক্তভোগী নারী সাংবাদিকদের জানান, কাফরুলের ইমাম নগরে একটি টিনশেড বাসায় তার দিনমজুর স্বামীকে নিয়ে গত এক বছর ধরে ভাড়া থাকছেন। থার্টি ফার্স্ট নাইটে ভোর ৪টার দিকে ক্ষুধা লাগলে স্বামীকে নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। ওই এলাকায় দুটি দোকান সারারাত খোলা থাকে। কিন্তু সেদিন দোকান দুটি বন্ধ দেখে ফেরার পথে জনি ও আতিকের কবলে পড়েন তারা। তিনি বলেন, 'পাশের একটি গলিতে ঢুকলে স্বেচ্ছাসেবক লীগের ক্লাবের জনি ও আতিক দেওয়ান পথ আটকে বলে, এত রাতে তারা (ভুক্তভোগী নারী ও তার স্বামী) রাস্তায় কেন? তারা ওই তাকে 'খারাপ মেয়ে আখ্যা দিয়েই তার স্বামীকে গালমন্দ করে আর মারধর শুরু করে। এক পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীর পরিচয় হিসেবে কাবিননামা দেখতে চায়। উপায় না দেখে যে বাসায় থাকি, সে বাসার ম্যানেজার জাহাঙ্গীর আলমকে ডাকি। কিন্তু উনার কাছ থেকে সহযোগিতা পাইনি, উনি এসে জনি ও আতিকের সামনে উল্টাপাল্টা বলতে শুরু করে। এরপর জাহাঙ্গীর, জনি ও আতিকের মধ্যে 'আকার ইঙ্গিতে' কিছু কথা বলতে দেখি। জনি আমাকে বলে, 'চল তোর বাসায় গিয়ে দেখি কাবিননামা'। এই বলে তার স্বামীকে ক্লাবে রেখে জনি ও জাহাঙ্গীর বাসায় আসে। বাসায় ঢুকে জনি বলে, 'তোর স্বামীকে মেরে ফেলব যদি তুই চিৎকার করিস'। এরপর জনি ও আতিক তাকে ধর্ষণ করে এবং জাহাঙ্গীর বাইরে পাহারা দেয়। তাকে ধর্ষণ করার পর তারা তার স্বামীকে ছেড়ে দেয়। পরে তিনি স্বামীকে ঘটনা জানিয়ে থানায় গিয়ে ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

The Daily Star
DHAKA MONDAY JANUARY 6, 2020,

Auto-rickshaw driver killed in N'ganj

OUR CORRESPONDENT, *N'ganj*

A battery-run auto-rickshaw driver was killed in Narayanganj yesterday.

The deceased -- identified as Tipu Howlader, 25 -- was from Fatullah's Bhoile area.

A gang of snatchers stabbed Tipu in the back and waist at Chhara Kashipur in Fatullah and fled with his auto-rickshaw around 1:30am, said Fatullah Model Police Station Officer-in-Charge Aslam Hossain, quoting locals.

Later, locals took Tipu to a hospital in the city's Khanpur where doctors declared him dead, he said.

Police recovered the body from the hospital in the morning and sent it to Narayanganj General Hospital morgue for autopsy.

The OC said they are investigating the incident and trying to arrest the culprits.

বণিকবার্তা বুধবার, জানুয়ারি ৮, ২০২০

সিরাজগঞ্জে নিখোঁজের দুদিন পর শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সিরাজগঞ্জ

নিখোঁজের দুদিন পর সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থেকে এক তাঁত শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বিকালে উপজেলার আটারদাগ গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত শ্রমিকের নাম ইয়াকুব আলী (২০)। তিনি এনায়েতপুর থানার রূপনাই গাছপাড়া গ্রামের ইয়াসিন আলীর ছেলে।

স্থানীয় ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন ইয়াকুব আলী। রাতে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। গতকাল দুপুরে এনায়েতপুরের ইসলামপুর আটারদাগ এলাকায় সরিষা ক্ষেতে একটি মরেদহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় গ্রামবাসী। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে এনায়েতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা মাসুদ পারভেজ জানান, গত রোববার সন্ধ্যা থেকে তাঁত শ্রমিক ইয়াকুব আলী নিখোঁজ ছিলেন। গতকাল দুপুরে এনায়েতপুরের ইসলামপুর আটারদাগ এলাকায় সরিষা ক্ষেতে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

ওসি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পরিকল্পতিভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিহতের গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। দুর্বৃত্তরা শ্বাসরোধে তাকে হত্যা করে মরদেহ সরিষা ক্ষেতে ফেলে রেখে গেছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে। আশা করছি দ্রুতই অপরাধীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৫ পৌ
৯ জানুয়ারি ২০২০

পাঁচবিবিতে হোটেল শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

■ পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় জিহাদ (১৫) নামে এক হোটেল শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। বুধবার উপজেলার চাঁনপাড়া এলাকার একটি আলুর ক্ষেত থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। সে উপজেলার ফিচকাঘাট গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে।

নিহত জিহাদের মামা শরিফুল ইসলাম জানায়, গত মঙ্গলবার বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাবার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়।

থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মনসুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, লাশটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জয়পুরহাট আধুনিক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে তাকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

হস্পতিবার ২৫ পৌষ ১৪২৬
Thursday 9 January 2020

এনায়েতপুরে তাঁত শ্রমিককে হত্যা

প্রতিনিধি, চৌহালী (সিরাজগঞ্জ)

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে তাঁত শ্রমিককে শ্বাসরোধে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। নিহত ইয়াকুব আলী (২০) থানার রূপনাই গাছপাড়া গ্রামের ইয়াসিন আলীর ছেলে। তার মরদেহ খুকনী আটারদাগ টাকিমারা বিলের সরিষা ক্ষেত থেকে গত মঙ্গলবার দুপুরে উদ্ধার করেছে। এনায়েতপুর থানার ওসি মোল্লা মাসুদ পারভেজ ও নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত রোববার ইয়াকুব কাজের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। মঙ্গলবার দুপুরে তার লাশ টাকিমারা বিলের সরিষা ক্ষেতে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে তারা এসে লাশ উদ্ধার করে। ইয়াকুবের গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নিহতের পরিবার অভিযোগ করে জানিয়েছে পরিকল্পিতভাবেই কেউ তাকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১০ জানুয়ারি ২০২০
২৬ পৌষ ১৪২৬

পাবনায় শ্রমিককে গলা কেটে হত্যা

পাবনা প্রতিনিধি

পাবনায় অনিক হোসেন (১৮) নামের এক হোসিয়ারি শ্রমিককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার চরশিবরামপুর কলাবাগান স্লুইসগেট থেকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। অনিক হেমায়েতপুর ইউনিয়নের চরসাধুপাড়ার মো. ইসহাকের ছেলে। এ ঘটনায় ইমন ও মানিক নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পাবনা সদর থানার ওসি নাসিম আহমেদ জানান, সাধুপাড়ায় একটি হোসিয়ারি কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন অনিক। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় কয়েকজন পরিচিত যুবক তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। সন্ধ্যা ৭টায় এলাকাবাসী চরশিবরামপুর কলাবাগান স্লুইসগেটে তার গলাকাটা দেখে পুলিশকে খবর দেন। হত্যার কারণ জানতে পুলিশ তৎপরতা শুরু করেছে।

সমকাল
শনিবার | ১১ জানুয়ারি ২০২০

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে গাড়িচালক খুন

দারুসসালামে আরেকজনকে শ্বাসরোধে হত্যা

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুরের শাহ আলীতে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের (বোটানিক্যাল গার্ডেন) ভেতর আবুল কাশেম (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ। তাকে হত্যার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে তিন দিন আগে বাসা থেকে বের হওয়ার পর তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এদিকে দারুসসালামের জহুরাবাদের বাসায় আনোয়ার হেসেন নামে এক ব্যক্তিকে শ্বাসরোধে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

শাহ আলী থানার ওসি সালাহউদ্দিন মিয়া সমকালকে বলেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন কর্তৃপক্ষ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে লাশ পড়ে থাকার খবরটি জানায়। এরপরই সেখানে যায় পুলিশ। নিহত ব্যক্তি পেশায় গাড়িচালক ছিলেন। কী কারণে তাকে হত্যা করা হয়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ জানায়, আবুল কাশেমের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায়। তার বাবার নাম হাবিবুর রহমান।

দারুসসালামে আরেক ব্যক্তি খুন : দারুসসালামের জহুরাবাদ এলাকার ভাড়া বাসা থেকে গতকাল দুপুরে আনোয়ার হোসেন (৪৫) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দারুসসালাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দুলাল হোসেন জানান, ব্যক্তিগত বিরোধের জের ধরে এক বা একাধিক ব্যক্তি আনোয়ারকে শ্বাসরোধে হত্যা করে পালিয়ে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় তার বড় ভাই চাঁন মিয়া মামলা করেছেন।

প্রথম আলো • শনিবার, ১১ জানুয়ারি ২০২০,

আশুলিয়া

পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় তানজিনা আক্তার (২২) নামের এক পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে আশুলিয়ার জিরাবো বাজারের পাশে টেঙ্গুরি কোনাপাড়া এলাকায় একটি ভাড়া বাসা থেকে ওই নারী শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। নিহত তানজিনা গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সাচিয়া গ্রামের তারা মিয়ার মেয়ে। তিনি আশুলিয়ার গোহাইলবাড়ি বটতলা এলাকার ডিজাইনার ফ্যাশন নামের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। আশুলিয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, টেঙ্গুরি কোনাপাড়া এলাকায় বাচ্চু মণ্ডলের বাসায় স্বামী ও তানজিনা থাকতেন। গতকাল সন্ধ্যায় ঘরের ভেতর তানজিনার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন ওই বাসার এক ভাড়াটে। খবর পেয়ে রাত আটটার দিকে পুলিশ ওই বাসা থেকে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফজর আলী বলেন, নিহত নারীর গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ঘটনার পর থেকে তানজিনার স্বামী পলাতক। তাঁর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

প্রথম আলো • রোববার, ১২ জানুয়ারি ২০২০

রূপগঞ্জ

অটোরিকশাচালকের হাত-পা বাঁধা লাশ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নিখোঁজের দুই দিন পর ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক মজর উদ্দিনের (৪৫) হাত-পা ও মুখ বাঁধা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার পূর্বাচল উপশহরের ২ নম্বর সেক্টরের ১ নম্বর প্লটের পরশি এলাকার সবজিবাগান থেকে ওই অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত মজর উদ্দিন উপজেলার বাগবেড় টিনর এলাকার আপতুর উদ্দিনের ছেলে। রূপগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফরিদ উদ্দিন আহাম্মেদ জানান, সকালে পূর্বাচল উপশহরের সবজিবাগানে লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এসআই আরও জানান, নিহত মজর উদ্দিনের মাথার পেছনের অংশে আঘাত রয়েছে। এ ছাড়া হাত-পা ও মুখ বাঁধা ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মজর উদ্দিনকে দুর্বৃত্তরা হাত-পা ও মুখ বেঁধে শ্বাসরোধে এবং মাথায় আঘাত করে হত্যার পর তাঁর ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি নিয়ে গেছে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

প্রথম আলো • রোববার, ১২ জানুয়ারি ২০২০,

সিঙ্গাইরে চালককে হত্যা করে ইজিবাইক ছিনতাই

নিহত আয়নাল হক (৩০) রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার পূর্ব কচুয়া গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে।

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার ধল্লা ফোর্ডনগর এলাকা থেকে গতকাল শনিবার সকালে আয়নাল হক নামের এক ইজিবাইক চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের লোকজন গতকাল রাতে থানায় মামলা করেছেন। স্বজনদের অভিযোগ, তাঁকে হত্যা করে ইজিবাইক ছিনতাই করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

নিহত আয়নাল হক (৩০) রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার পূর্ব কচুয়া গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে। তিনি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ঢাকার সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের হেমায়েতপুর কাঁঠালপাড়া এলাকায় মঞ্জু মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ এবং নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আয়নাল ও তাঁর স্ত্রী বিলকিস আক্তার হেমায়েতপুরে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। প্রায় দুই মাস আগে আয়নাল পোশাক কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে ইজিবাইক চালাতে শুরু করেন। গত শুক্রবার দুপুরে আয়নাল ইজিবাইক নিয়ে বের হন। এরপর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না স্বজনেরা। তাঁর মুঠোফোনও বন্ধ পাওয়া যায়।

গতকাল সকাল ১০টার দিকে সিঙ্গাইরের ধল্লা ফোর্ডনগর এলাকায় একটি সড়কের পাশে তাঁর লাশ পড়ে থাকার খবর পান স্বজনেরা। এরপর তাঁরা লাশ সাভার থানার আওতাধীন হেমায়েতপুর ট্যানারি পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সেখান থেকে লাশ সিঙ্গাইর থানা-পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

নিহতের স্ত্রী বিলকিস আক্তার বলেন, তাঁর স্বামীকে হত্যা করে ছিনতাইকারী চক্রের সদস্যরা ইজিবাইক নিয়ে গেছে।

গতকাল রাত আটটার দিকে সিঙ্গাইর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, নিহত আয়নাল হকের গলা ও ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য ও ইজিবাইক উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবার থানায় মামলা করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২৮ পৌষ ১৪
১২ জানুয়ারি ২০২০

ধামরাইয়ে বাসে নির্যাতনের পর নারীশ্রমিককে হত্যা

বাসসহ চালক আটক

■ ধামরাই (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার ধামরাইয়ে কাওয়ালীপাড়া-বালিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসে সিরামিক্স কারখানার একনারী শ্রমিককে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে ঐ নারী শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করে ধামরাই থানা পুলিশ। লাশের গলাসহ বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ও পরনের কাপড় ছেঁড়া ছিল। এ ঘটনায় বাসসহ চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চালকের মুখমণ্ডলে, গলায় নখের আঁচড়ের চিহ্ন রয়েছে। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে মেয়েটি চালকের মুখমণ্ডলে এ ধরনের আঁচড় কেটেছে বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসী ও স্বজনরা।

মৃতের স্বজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কুশুরা ইউনিয়নের কাঠালিয়া গ্রামের শাজাহান মেন্টুর মেয়ে মমতা বেগম (১৮) ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে ডাউটিয়া এলাকায় একটি সিরামিক্স

ধামরাইয়ে বাসে নির্যাতনের

কারখানায় প্রায় ৬ মাস ধরে কাজ করছিলেন। প্রতিদিনের মত কাজে যোগদানের উদ্দেশে শুক্রবার ভোরে তার মা জুলেখা তাকে গাড়িতে তুলে দেন। দিন শেষে মেয়ে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন বিভিন্ন স্থানে খোঁজখবর নেয়। কোন সন্ধান না পেয়ে তার বাবা শুক্রবার রাতে ধামরাই থানায় জিডি করেন। ঐ রাতেই পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে উপজেলার কাওয়ালীপাড়া-বালিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে হিজলীখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে পরিত্যক্ত বাড়ির জঙ্গল থেকে মমতার লাশ উদ্ধার করে। ঐ রাতেই বাসসহ চালক সোহেলকে (২৫) উপজেলার জেঠাইল এলাকায় তার শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ধামরাই থানার অফিসার ইনচার্জ দীপক চন্দ্র সাহা বলেন, থানায় জিডি হওয়ার পর রাতেই আমরা মেয়েটির লাশ উদ্ধার ও হত্যাকারীসহ বাসটিকে আটক করেছি। তবে হত্যার পূর্বে মেয়েটি ধর্ষণের শিকার হয়েছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ধামরাই থানাধীন কাওয়ালীপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ রাসেল মোল্লা জানিয়েছেন, গ্রেফতার হওয়া চালকের মুখে হাতে গলায় নখের আঁচড়ের চিহ্ন রয়েছে। মমতার ভাই আলমগীর হোসেন তার বোনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে ঐ চালকের বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

এদিকে শনিবার বিকালে ধামরাই উপজেলার বাঙ্গাল পাড়া এলাকার খাল থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির (৬০) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, লাশটির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৯ পৌষ ১
১৩ জানুয়ারি ২০২০

সাভারে পৃথক স্থান থেকে এক স্কুলছাত্রীসহ দুই জনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে পৃথক স্থান থেকে এক স্কুলছাত্রীসহ দুই জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার রাতে পৌর এলাকার মজিদপুর থেকে স্কুলছাত্রী শামিমা আক্তার (১৫) ও জামসিং মহল্লা থেকে সাইফুল ইসলাম মনির (৩০) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে সাভার মডেল থানা পুলিশ।

নিহত শামিমা বগুড়ার ভোক্তাছিরা চাল নওদা গ্রামের মৃত শামছুল হকের মেয়ে। সে সাভারের মজিদপুর এলাকার ইমরানের বাড়িতে তার মায়ের সঙ্গে ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছিল। সে স্থানীয় একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। খবর পেয়ে নিহতের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সামিউল ইসলাম বলেন, প্রেমঘটিত ব্যাপারে শামিমা আত্মহত্যা করে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অপরদিকে একই রাতে রেডিও কলোনি জামসিং এলাকার জাকির হোসেনের বাড়ি থেকে সাইফুল ইসলাম মনির নামের এক নির্মাণশ্রমিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে বরিশালের মুলাদী উপজেলার চর কমিশনার গ্রামের ফরিদ ব্যাপারীর ছেলে।

বাড়ির মালিকের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের কক্ষের দরজা ভেঙে ঘরের আড়ার সঙ্গে গামছা প্যাঁচানো ঝুলন্ত অবস্থায় মনিরের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামান বলেন, এ বিষয়ে কারো কোনো অভিযোগ না থাকায় মৃতদেহটি নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মঙ্গলবার ১৪ জানুয়ারি ২০২০
৩০ পৌষ ১৪২৬

মঙ্গলবার। ১৪ জানুয়ারি ২০২০।
কালের কণ্ঠ
kalerkantho.com

যুগান্তর

নাছির উদ্দিন

কুমিল্লায় মহাসড়ক থেকে চা দোকানির খণ্ডিত লাশ উদ্ধার

কুমিল্লা ব্যুরো ও চান্দিনা প্রতিনিধি

চান্দিনায় নাছির উদ্দিন (২৬) নামের এক নিহত চা দোকানির খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে মাধাইয়া ইউনিয়নের নাওতলায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে লাশের টুকরোগুলো উদ্ধার করা হয়। গাড়ির চাকায় পিষ্ট হওয়া লাশটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে দেড় কিলোমিটারজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। রাতে ধারালো অস্ত্রের কোপে দোকানে হত্যা করার পর সন্ত্রাসীরা লাশ মহাসড়কে ফেলে যায়। নাছির ওই গ্রামের রবিউল্লাহর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, নাওতলা সিনিয়র মাদ্রাসার পার্শ্ববর্তী বাচ্চু মিয়া চেয়ারম্যান মার্কেটে ছোট চা দোকান করতেন নাছির। তার বাবা রবিউল্লাহ ওই মার্কেটের নৈশপ্রহরী। ৩ বছর ধরে ব্যবসার পাশাপাশি কোনো কোনো রাতে বাবার পরিবর্তে নৈশপ্রহরীর দায়িত্ব পালন করতেন নাছির। মার্কেটের মালিক নাজমুল হাসান মোহন জানান, রোববার রাতে নৈশপ্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে আসেন রবিউল্লাহ। সোমবার ভোরে রবিউল্লাহ দোকানের সামনে রক্ত দেখে চিৎকার করতে থাকেন। এতে লোকজন ছুটে আসেন এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহাসড়কে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয়দের ধারণা, রাতে নাছিরকে দোকানেই কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা লাশ মহাসড়কে ফেলে গেছে। এরপর লাশটি বাস-ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়েছে।

দাউদকান্দি সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবু সালাম চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান, ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা কম্বল, শরীরের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশসহ বিভিন্ন আলামত উদ্ধার করেছে পুলিশ। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আশুলিয়ায় নারী শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ঢাকার আশুলিয়ায় পোশাক কারখানার এক শ্রমিক ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নরসিংদীর চিনিশপুরে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বলাৎকারের অভিযোগে এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে। বাগেরহাটের কচুয়ায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে দুজন। কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে নড়াইলের লোহাগড়ায়। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবরে বিস্তারিত—

সাভার : আশুলিয়ার ঘোষবাগ এলাকায় তৈরি পোশাক কারখানার এক নারী শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত ইকবাল হোসেন (৩৪) পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার বাসিন্দা। অভিযোগ অনুযায়ী, ইকবাল ওই নারীকে গত শনিবার হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করেন।

নরসিংদী : চিনিশপুর ইউনিয়নে তৃতীয় শ্রেণির স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবকের নাম আল-আমিন। তিনি পলাশ উপজেলার মাঝেরচরের বাসিন্দা। মামলার এজাহারের উদ্ধৃতি দিয়ে নরসিংদী সদর মডেল থানার ওসি সৈয়দুজ্জামান জানান, রবিবার সন্ধ্যায় শিশুটি বাড়ির পাশের দোকানে পিঠা কিনতে যায়। ফেরার পথে বাজারের কলা ব্যবসায়ী আল আমিন তাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

মুন্সীগঞ্জ : সিরাজদিখানে পূর্ব রাজদিয়া দারুস সালাম কওমি মাদরাসার এক শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের অভিযোগে শিক্ষক রবিউল হাসানকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ৭ জানুয়ারি ওই ছাত্র নির্যাতনের শিকার হয়। মাওলানা রবিউল হাসান (২২) ঠাকুরগাঁওয়ের দেওগাঁও গ্রামের বাসিন্দা।

চিতলমারী-কচুয়া : কচুয়া উপজেলায় নবম শ্রেণির স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হলো রাঢ়িপাড়া ইউনিয়নের বেলায়েত সেখের ছেলে নাইম হাসান নিলয় ও কলমিবুনিয়া গ্রামের হারুন সেখের ছেলে রাকিব।

লোহাগড়া : কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, জয়পুর ইউনিয়নের ওই কিশোরী গত রবিবার সন্ধ্যায় চাচার বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিল। পথে তাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করেন চর আড়িয়ারা গ্রামের আলামিন মোল্যা (১৮)। তাঁকে সহযোগিতা করে একই গ্রামের শিহাব, মকুল, জাহাঙ্গীর ও ইয়াসিন।

যুগান্তর
বুধবার ১৫ জানুয়ারি ২০২০
১ মাঘ ১৪২৬

রূপগঞ্জে বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতার সিন্ডিকেট

স্কুলছাত্রীর আগে গার্মেন্টকর্মীকেও ধর্ষণ করেছে তারা

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের ঘনটায় বহিষ্কৃত তারাব পৌরসভা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি আবু সুফিয়ানের রয়েছে একটি সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেট সদস্যরা এর আগে গার্মেন্টকর্মীকেও ধর্ষণ করেছে। থানা সূত্র জানায়, ২০১৯ সালের ১৪ এপ্রিল রূপসী নিউ মডেল স্কুল মাঠে 'বৈশাখী মেলা' বসে। মেলা থেকে ফেরার পথে মৈকুলী এলাকার অ্যারেস্টা ফ্যাশন কেয়ার গার্মেন্টের দুই কর্মীকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যায় রূপসী প্রধানবাড়ি এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে আকাশ, ইমান আলীর ছেলে ইসমাইল প্রধান, জামালপুর জেলার মেলান্দহ থানার টুপকারচর এলাকার ওয়াজেদ আলীর ছেলে আনিছুর রহমান ও লাইছউদ্দিনের ছেলে হাবুসহ বেশ কয়েকজন। রূপসী প্রধানবাড়ি বালুর মাঠে নিয়ে ওই দুই গার্মেন্টকর্মীর একজনকে গণধর্ষণ করে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত আকাশ, ইসমাইল প্রধান ও আনিছুর রহমানকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠালেও অভিযুক্ত অন্যরা পলাতক রয়েছে। তারা সবাই আবু সুফিয়ান সিন্ডিকেটের সদস্য। ওই ঘটনার রেশ না কাটতেই ৯ জানুয়ারি আবু সুফিয়ান, তৌসিফ, আফজাল ও তানভীরসহ কয়েকজন গন্ধর্বপুরে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে জোরপূর্বক মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে দু'দিন আটকে রেখে গণধর্ষণ করে। এ ঘটনায় ১২ জানুয়ারি আবু সুফিয়ানসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে তৌফিক ও আফজাল নামের দু'জন ওইদিনই নারায়ণগঞ্জ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। আদালত তাদের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এদিকে ছাত্রলীগের এ কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি ফয়সাল আলম শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ফরিদ মাসুম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত তারাব পৌরসভা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি আবু সুফিয়ানকে বহিষ্কার করা হয়।

The Daily Star
DHAKA THURSDAY JANUARY 16, 2020,

In debt father abets rape of daughter

Father held, rapist on the run

STAR REPORT

Failing to pay off a debt of Tk 6,000, a man let the lender rape his 13-year-old daughter multiple times throughout a year in the capital's Kamrangirchar.

The father, arrested Tuesday morning, used to force his daughter to take sedatives and contraceptives before the lender would rape the girl, locals said.

The alleged rapist, Abul Hossain, 35, owner of a poultry store managed to flee. Police said they were looking for him.

Residents of the neighbourhood learnt what had been going on after a woman of the neighbourhood saw the girl dozing off and slurring her words in front her father's rented tin-shack Monday night, locals said.

As the woman asked her if she was okay, the girl showed her the packs of

In debt father

FROM PAGE 1

sedatives and contraceptives she was given the night before.

The girl then told the woman that her father gave her the pills because his employer would come to visit around 3:00am on Tuesday to spend "some time with her".

The woman then called some locals and the girl told them that she was often given the pills and forced to sleep with her father's employer.

One of the neighbours filmed her statement.

"The victim told us that her father forced her to do this. Her father used to help the rapist in the brutality," a neighbour told The Daily Star, quoting the girl.

Police said the girl, her father, and her elder brother lived in a rented room -- one in a row of such rooms in a tin-shack.

"She must have been given the sedatives so that she cannot scream," a neighbour told The Daily Star.

Locals said a police team led by a sub-inspector went to the area Tuesday morning.

A resident said, "The officer tried to bury the incident at first. He said we were spreading rumours. But we protested."

Over 20 locals, mostly women, talked to this correspondent and gave identical accounts.

"We told the police that we recorded the victim's statement and threatened them with larger protests. The SI then left the scene, saying he was ill," a woman said.

Another team of police then arrested the father.

Asked, Mostafa Anwar, inspector of Kamrangirchar Police Station, refuted the allegation that they tried to bury the incident. He said the SI in question was really sick and would not be able to speak.

Locals said the girl often requested them to arrange a marriage for her. "'My father will never get me married,' she used to tell us," said a woman.

Police arrested the father Tuesday night after the girl informed them, but the alleged rapist Abul Hossain, 35, managed to flee.

A case was filed with Kamrangirchar Police Station against Abul and the father, said Sub-inspector Sheikh Mohammad Morshed Ali of the police station.

The father borrowed Tk 6,000 from Abul over a year ago and was not able to pay the debt, he added.

Abul then told the father that he would not need to repay if he let him have sex with the girl, the SI said.

The father agreed and the first rape occurred in the girl's house a year ago, the officer said.

The girl's mother is a migrant worker and her brother a labourer.

Abul would visit her at home occasionally and rape her, Morshed added, quoting the girl.

"A neighbour called 999, the national emergency helpline," he said, adding that police rescued the girl and arrested her father hours later.

The girl was sent to one-stop crisis centre of Dhaka Medical College Hospital later that night.

OCC coordinator Bilkis Begum said doctors found evidence of rape after examining the girl.

GARMENT WORKER GANGRAPED

A garment worker was allegedly gang raped by her landlord and three others in Savar's Ashulia area after the woman and her husband failed to pay rent.

Police arrested the 45-year-old landlord after the 22-year-old woman filed a case with Ashulia Police Station yesterday.

According to the case statement, the woman and her family had been living in the house for a year. She had not paid rent for December.

Around 11:30pm Tuesday, the four suspects went to the woman's house and asked for the money. When the woman and her husband sought time, the suspects beat them up.

At one point, they confined the husband to a room and raped her in another, the case statement reads.

The suspects also took away a gold chain and some belongings of the family, Selim Reza, sub-inspector Ashulia Police Station, told our Savar correspondent.

Police are trying to arrest the other accused.

TWO GANG-RAPED IN MOULVIBAZAR

Two women aged 18 and 20 were gang-raped in Moulvibazar town Tuesday evening.

The women were going home when they were stopped by four men who allegedly raped them.

Police arrested one of the suspects, Munna Mia, 30, a resident of Uttar Jagannathpur area of the town, reports our correspondent.

The suspects took the women to a bush near the road, tied their hands and gagged them with tape, and then raped them, said Alamgir Hossain, officer-in-charge of Moulvibazar Police Station.

The women are being treated at a hospital.

GIRL RAPED IN DINAJPUR

Police arrested a man on charge of raping a six-year-old girl in Chirirbandar upazila of Dinajpur Tuesday night after her father filed a case.

Mursalin, 21, was sent to jail yesterday.

The girl was admitted to a hospital in Dinajpur.

According to the First Information Report, the girl was playing near her home Tuesday afternoon when the suspect took her girl to an under-construction luring her with chocolates.

Subrata Sarkar, officer-in-charge of Dinajpur Police Station, said the man raped the girl there. As the girl cried for help, villagers rushed there and rescued her.

The accused fled the scene, but was arrested later, the OC said.

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ৪ মাঘ ১৪২৬
১৮ জানুয়ারি ২০২০

ফতুল্লায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

ফতুল্লায় আব্দুর রহিম নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পেশায় তিনি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বলে জানা গেছে। গতকাল শুক্রবার ফতুল্লার মাসদাইর গুদারাঘাট এলাকায় রাত ৯টার দিকে তাকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে তাকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আব্দুর রহিম মাসদাইর এলাকার বাসিন্দা ঈমান আলীর ছেলে।

ঈমান আলী জানান, গুদারাঘাট এলাকায় ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লোকজন তাকে খবর দেয়। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে তা জানাতে পারেননি ঈমান আলী। ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসলাম হোসেন জানান, আব্দুর রহিমের পেটে ও পিঠে বেশ কয়েকটি ছুরিকাঘাত করার চিহ্ন পাওয়া গেছে। পুলিশের কয়েকটি টিম দুর্বৃত্তদের গ্রেফতারে অভিযান চালাচ্ছে।

NEW AGE
THURSDAY, JANUARY 16, 2020,

4 rape garment worker keeping husband confined

Our Correspondent · Gazipur

A GROUP of four men raped a female garment worker early Wednesday at her rented house keeping her husband confined in an adjacent room in Jamgara area of Ashulia, on the outskirts of the capital.

The 20-year-old victim, in her complaint, alleged that house owner Abul Kalam, 40, and five of his associates on Wednesday at about 12:15pm came to their room and asked for Tk 2,000 arrear rent.

She and her husband said that they were unable to pay the money right then as they were yet to get their salaries, she said.

Later, two associates of Kalam took her husband, a bus driver by profession, away and kept him confined in the adjacent room and the four, including Kalam, raped her one after another till early morning, she said in her complaint.

She alleged that the rapists took away her gold necklace and earring when they left the room at about 4:00am.

She said that she later freed her husband from the adjacent room, went to Ashulia Police station and lodged the complaint.

Ashulia Police Station sub-inspector Selim Reza said that they had already arrested house owner Abul Kalam and were trying to nab other accused.

He said that they will send the victim to Dhaka Medical College Hospital for medical tests.

সমকাল
তিবার | ১৬ জানুয়ারি ২০২০ | ২ মাঘ ১৪

বাসা ভাড়া বাকি, সাভারে পোশাক শ্রমিককে গণধর্ষণ

■ সমকাল ডেস্ক

সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বাসা ভাড়া পরিশোধ করতে না পারায় বাড়ির মালিক ও তার সহযোগীরা এক পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় পুলিশ মালিক কালামকে আটক করলেও অন্যরা পলাতক। সোমবার গভীর রাতে আশুলিয়ার পশ্চিম জামগড়া এলাকার একটি বাড়িতে ওই ঘটনা ঘটে। আটক কালামের ওষুধের দোকান আছে। এদিকে, মৌলভীবাজার জেলা শহরের স্টেডিয়াম এলাকার নির্জন স্থানে কলেজছাত্রী ও তার বান্ধবী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। কলেজ থেকে ফেরার পথে তাদের ওই স্থানে তুলে নিয়ে যায় চার বখাটে। মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটলেও রাতে জানাজানি হয়। গণধর্ষণের ঘটনায় বখাটেদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ওই রাতেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তারা গতকাল বুধবার মৌলভীবাজার সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কাজী বাহাউদ্দীনের আদালতের খাসকামরায় ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। জড়িত অপর বখাটেকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। ভোলার চরফ্যাসনে স্বামীকে খুঁজতে এসে এক নারী গণধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া

মৌলভীবাজারে কলেজছাত্রী ও তার বান্ধবী এবং ভোলায় গৃহবধূসহ শিকার আরও ৮

বাসা ভাড়া বাকি, সাভারে পোশাক শ্রমিককে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

গেছে। এ ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে ওই নারী তিনজনকে আসামি করে চরফ্যাসন থানায় মামলা করেছেন। এ ছাড়া দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে শিশু, ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নার্সকে এবং বরিশালের উজিরপুরে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় এক পুলিশ সদস্য এবং সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। টাঙ্গাইলের সখীপুরে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তার শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বিস্তারিত অফিস, নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতার পাঠানো খবরে–

সাভার : গণধর্ষণের শিকার পোশাক শ্রমিকের অভিযোগ, তিনি পশ্চিম জামগড়ার কালামের বাড়ির একটি কক্ষে ভাড়া থেকে ডিইপিজেডের তৈরি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। সোমবার রাতে পরিবহন চালক স্বামীকে নিয়ে তিনি কক্ষেই ছিলেন। রাত ১২টার দিকে কালাম তার কয়েক সঙ্গী নিয়ে ডিসেম্বরের বকেয়া বাসা ভাড়া দুই হাজার টাকার জন্য আসে। এ সময় কারখানা থেকে এখনও বেতন পরিশোধ করা হয়নি বলে বাড়ির মালিককে জানালে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পরে স্বামীকে পাশের কক্ষে আটকে রেখে তার স্বর্ণের চেইন, চুরি, কানের দুল ও নাকের ফুল খুলে নেয় তারা। একপর্যায়ে তারা তাকে ধর্ষণ করে চলে যায়। এ ঘটনায় নারী শ্রমিক মঙ্গলবার দুপুরে আশুলিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এরপর রাতেই অভিযান চালিয়ে হোতা কালামকে আটক করা হয়। আশুলিয়া থানার এসআই সেলিম রেজা জানান, অন্যদেরও আটকের চেষ্টা চলছে।

অন্যদিকে, গত রোববার পৌর এলাকার আড়াপাড়া মহল্লায় ভাড়াটিয়া এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে বৃদ্ধের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্ত নয়ন মোল্লা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেত্রীর বাবা। গতকাল এ তথ্য জানান সাভার মডেল থানার ওসি এ এফ এম সায়েদ। তবে আওয়ামী লীগ নেত্রীর দাবি, ছয় মাসের বকেয়া বাসা ভাড়ার জন্য চাপ দেওয়ায় তার বাবাকে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। সাভার মডেল থানার এসআই পলি আক্তার বলেন, শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া প্রাথমিক তদন্তে শিশুটিকে ধর্ষণচেষ্টার সত্যতা মিলেছে। ওসি জানান, আসামি নয়ন মোল্লাকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

মৌলভীবাজার : সরকারি মহিলা কলেজের এক ছাত্রী ও তার বান্ধবী গত মঙ্গলবার ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। পথ থেকে চার বখাটে তাদের একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলে স্টেডিয়াম এলাকার নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ধর্ষণ করা হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় ধর্ষণের শিকার এক তরুণী থানায় মামলা করেন। ছাত্রী ও তার বান্ধবীকে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। পরে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা হলো উত্তর জগন্নাথপুর গ্রামের মুন্না, হুমায়ুন আহম্মদ ও আকাশ মিয়া। গতকাল তাদের আদালতে পাঠানো হয়। ধর্ষণের শিকার দুই মেয়ের বাড়ি সদর উপজেলার মনুমুখ ইউনিয়নের একটি গ্রামে।

চরফ্যাসন (ভোলা) : ঢাকা থেকে চরফ্যাসনে স্বামীকে খুঁজতে এসে গণধর্ষণের ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে তিনজনকে আসামি করে স্থানীয় থানায় মামলা করেন গৃহবধূ। পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে গতকাল চরফ্যাসন সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করেছে। তারা হলো চরফ্যাসন পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কামাল উদ্দিন মিস্ত্রির ছেলে নয়ন ও একই ওয়ার্ডের আনছল হক মাঝির ছেলে মনির। অপর অভিযুক্ত একই ওয়ার্ডের রাসেল পলাতক। তারা তিনজনই রিকশাচালক। মঙ্গলবার সকালে ওই ওয়ার্ডের পরিত্যক্ত বাড়িতে এ গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) : সম্প্রতি এক কলেজছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন ডিএমপির পশ্চিম জোন মিরপুর অঞ্চলে কর্মরত পুলিশ কনস্টেবল আশিক মাহমুদ পুষ্প। পরে নানা প্রলোভনে ছাত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন তিনি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়া এই পুলিশ সদস্যকে গতকাল আদালতে সোপর্দ করা হয়। আশিক উপজেলার রাজীবপুর ইউনিয়নের রামগোবিন্দপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। গত ১৫ ডিসেম্বর তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে ঈশ্বরগঞ্জ থানায় মামলা করেন ওই ছাত্রী।

দিনাজপুর : চিরিরবন্দরে ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোরসালিন নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। সে প্রতিবেশী নূর হোসেনের ছেলে।

হরিণাকুণ্ডু (ঝিনাইদহ) : এক নার্সকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে জেলা শহরের হাসপাতাল মোড়ে অবস্থিত ভাই ভাই ক্লিনিক মালিক আসমত আলীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী গতকাল ক্লিনিক মালিকসহ দু'জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন।

গৌরনদী (বরিশাল) : প্রতিবেশী কিশোরীকে বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে উজিরপুরের বখাটে হৃদয় হাওলাদারের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদ করায় ওই বখাটে গতকাল মেয়েটির নানাকে পিটিয়ে আহত করেছে। হৃদয় উপজেলার বামরাইল ইউনিয়নের মামুন হাওলাদারের ছেলে।

সখীপুর (টাঙ্গাইল) : সখীপুরে ধর্মীয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার পর থেকে ওই ছাত্রী বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। গত সোমবার মেয়েটি ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নাসির উদ্দিনের কাছে ধর্ষণের শিকার হওয়ার কথা তার পরিবারকে জানায়। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর থেকে উপজেলার কাহারতা উচ্চ বিদ্যালয়ের ওই শিক্ষক পলাতক।

সিরাজগঞ্জ : ঝাঐল ইউনিয়নের কামারখন্দের একটি গ্রামে চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে এক শিশু শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবেশী ভ্যানচালক ইনু মিয়াকে গতকাল গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় বিচার না পেয়ে শিশুটির মা মঙ্গলবার রাতে থানায় মামলা করেন।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

সমকাল
শুক্রবার । ১৭ জানুয়ারি ২০২০

কোটচাঁদপুরে মেয়রের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা

■ সমকাল ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে গৃহবধূ, গার্মেন্ট কর্মী ও কলেজছাত্রীসহ পাঁচজন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে এক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়রের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গার্মেন্ট শ্রমিক ও রংপুরের মিঠাপুকুরে কলেজছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ঝিনাইদহ : এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে কোটচাঁদপুর পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম এবং কোটচাঁদপুর নার্সিং হোম ও ক্লিনিকের মালিক আজাদসহ চারজনের নামে মামলা হয়েছে। পুলিশ মামলার এক আসামি ক্লিনিকের আয়া গুলবানুকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হলে পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম বলেন, ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানি না। একটি মহল আমাকে সমাজে হেয় করার জন্য এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত এ মামলা দিয়েছে। তবে ধর্ষণের শিকার নারী বুধবার সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন, ২০১৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ক্লিনিকে নিয়ে মৌলবি ডেকে কাবিননামা লিখে আজাদ তাকে বিয়ে করেন। পরে কাবিনের বিষয়টি ভুয়া বলে জানাজানি হলে তিনি আজাদকে ঘরে তোলার জন্য চাপ দেন। এ নিয়ে তিনি ওই বছর ২৬ আগস্ট দেখা করতে নার্সিং হোমে গেলে আজাদ তার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে মোবাইল ফোনে মেয়র জাহিদুলকে ডেকে আনেন। এ সময় নার্সিং হোমের আয়া রুমা ও গুলবানু তাকে একটি কক্ষে আটকে রাখে। মেয়র জাহিদ ওই রুমে এলে তারা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এ সুযোগে জাহিদুল তাকে ধর্ষণ করেন। আসামিরা প্রভাবশালী হওয়ায় এতদিন তিনি বিষয়টি কাউকে জানাতে পারেননি।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ওসি মাহবুবুল আলম জানান, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। মামলা দায়েরের পর থেকে তিন আসামি পলাতক রয়েছে।

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : রূপগঞ্জে ক্রাফটন অ্যাপারেলস অ্যান্ড টেক্সটাইল মিলের সুপারভাইজার জিন্নাহ আলী একই গার্মেন্টের এক শ্রমিককে ধর্ষণ করেছে। শনিবার রাতে তারাব হাটপাড়ায় কারখানার ভেতরেই এ ঘটনা ঘটে। ধর্ষণের শিকার তরুণী বাদী হয়ে বুধবার রাতে রূপগঞ্জ থানায় মামলা করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত জিন্নাহকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জিন্নাহ সিরাজগঞ্জ সদর থানার একডালা এলাকার হোসেনের ছেলে। রূপগঞ্জ থানার ওসি মাহমুদুল হাসান জানান, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সমকাল
শুক্রবার । ১৭ জানুয়ারি ২০২০

ঘরে ঢুকে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুমিল্লা*

কুমিল্লা বরুড়ায় পল্লী বিদ্যুতের কর্মী শরিফ উদ্দীন খানকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার রাত দেড়টার দিকে আড্ডা গ্রামের ভাড়া বাসায় ওই ঘটনা ঘটে। পুলিশ আশঙ্কাজনক অবস্থায় শরিফকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত শরিফ সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার মধ্য ভদ্রঘাট এলাকার স্কুলশিক্ষক সাইফ উদ্দিন খানের ছেলে। তিনি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর আড্ডা অভিযোগ কেন্দ্রের লাইন টেকনিশিয়ান ছিলেন।

নিহত শরিফ উদ্দীন খান

স্থানীয় ও থানা সূত্র জানায়, উপজেলার আড্ডা ইউনিয়নের আড্ডা কলেজ সংলগ্ন আড্ডা পল্লী বিদ্যুৎ অভিযোগ কেন্দ্রে চাকরির সুবাদে তিন মেয়ে, স্ত্রী উম্মে মোনালিছা হিমুসহ দুই বছর ধরে ভাড়া বাসায় থাকতেন শরিফ। প্রতিদিনের মতো পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে মুখ বাঁধা চারজন পুরুষ টিনশেড বাড়ির রান্নাঘরের জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত শরিফের মাথায় রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। পাশের রুমে স্ত্রী হিমু ও তিন মেয়েকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। দুর্বৃত্তরা স্ত্রী

ঘরে ঢুকে পল্লী বিদ্যুৎ

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

হিমুর হাত-পা বেঁধে গলার চেইন ও কানের দুল এবং তার স্বামীর পরনের প্যান্টের পকেট থেকে টাকা নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে হিমুর চিৎকারে প্রতিবেশী ইদ্রিস মিয়া তার হাতের বাঁধন খুলে দেন। খবর পেয়ে পুলিশ গুরুতর আহত শরিফকে প্রথমে বরুড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পিবিআইয়ের পুলিশ পরিদর্শক ইফতেখার আলম ও বরুড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ইকবাল বাহার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

ইকবাল বাহার বলেন, পল্লী বিদ্যুতের আড্ডা অভিযোগ কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন শরিফ উদ্দীন খান। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। বৃহস্পতিবার থানায় মামলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছি।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৭ জানুয়ারি ২০২০
৩ মাঘ ১৪২৬

শ্রীপুরে পোশাক শ্রমিকের আত্মহত্যা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে পারিবারিক কলহে পোশাক শ্রমিক কামাল হোসেন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কামাল শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার হাসলিগাঁও গ্রামের আবদুল করিমের ছেলে। বৃহস্পতিবার শ্রীপুর পৌরসভার বেড়াইদেরচালা গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। শ্রীপুর থানার এসআই আমিনুল ইসলাম জানান, প্রায় পাঁচ বছর আগে বেড়াইদেরচালা গ্রামের জয়নালের মেয়েকে বিয়ে করে কামাল। কামাল শ্বশুরবাড়িতে থেকে পোশাক কারখানায় চাকরি করত। তিন মাস আগে তার চাকরি চলে যায়। এ নিয়ে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে তার প্রায়ই ঝগড়া লেগে থাকত। সে শ্বশুরবাড়িতে থাকলেও স্ত্রী একই গ্রামে অন্যত্র বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত। তিনদিন ধরে স্ত্রীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না বলে স্থানীয়রা জানায়। বুধবার বাসা থেকে বের হয়ে সে আর রাতে বাসায় ফেরেনি। সকালে স্থানীয়রা বাড়ির বাহিরে পাশের জলপাই গাছে গলায় দড়ি পেঁচানো অবস্থায় তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে। লাশের গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

সংবাদ
শনিবার ৪ মাঘ ১৪২৬
Saturday 18 January 2020

পায়ুপথে হাওয়া দিয়ে নির্যাতন পাটকল শ্রমিক হাসপাতালে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, খুলনা

খুলনার দিঘলিয়ায় আশরাফুল আলী (২২) নামে এক পাটকল শ্রমিকের পায়ুপথে ময়লা পরিষ্কার করার মেশিনে হাওয়া দিয়ে নির্যাতন করেছে তার সহকর্মীরা। এতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই যুবক। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকালে দিঘলিয়ার সাগর জুটমিলে এ ঘটনা ঘটে। আশরাফুল ওই জুটমিলের শ্রমিক ও স্থানীয় সেনহাটি এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে। আশরাফুলের চাচা মাসুদ শেখ জানান, কাজ শেষে মিলের মধ্যে ঘুমিয়েছিলো আশরাফুল। এ সময় মিলের শ্রমিক নাজমুলসহ কয়েকজন তার হাত-পা চেপে ধরে পাটকলের ময়লা পরিষ্কার করার মেশিনের নল মলদ্বারে ঢুকিয়ে হাওয়া দেয়। এতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে আশরাফুল। পরে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে দিঘলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মঞ্জুর মোরশেদ বলেন, সাগর জুটমিলের এক শ্রমিকের পায়ুপথে ময়লা পরিষ্কার করার মেশিন দিয়ে হাওয়া দেয়ার কথা শোনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও তাকে হাসপাতালে দেখে এসেছি আমরা। লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. ফারুকুজ্জামান জানান, তার অপারেশন করা হয়েছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে তার চিকিৎসা চলছে। তিনি বলেন, ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত না হলে বলা যাবে না, সে শঙ্কামুক্ত কি-না । প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৫ সালের ৩ আগস্ট খুলনার টুটপাড়া এলাকায় রাকিব নামে এক শিশুকে পায়ুপথে হাওয়া দিলে তার মৃত্যু হয়।

সংবাদ
শনিবার ৪ মাঘ ১৪২৬
Saturday 18 January 2020

সুন্দরবনে মুক্তিপণের দাবি : ২ জেলে অপহৃত

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

সুন্দরবন, সাতক্ষীরা রেঞ্জে মুক্তিপণের দাবিতে দুই জেলেকে অপহরণ করেছে বনদস্যু জিয়া বাহিনীর সদস্যরা। গতকাল শুক্রবার ভোররাতে সুন্দরবনের বাটুলা নদীতে মাছ ধরার সময় তাদের অপহরণ করা হয়। মুক্তিপণের জন্য মাথাপিছু তিন লাখ টাকা দাবি করেছে অপহরণকারীরা। অপহৃত জেলেরা হলেন, শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের নাপিতখালী গ্রামের মোকিম হাওলাদারের ছেলে খবির হাওলাদার (২৭) ও সিরাজুল হাওলাদারের ছেলে রিপন হাওলাদার (২৬)। গাবুরা ইউপি চেয়ারম্যান জি.এম মাছুদুল আলম জানান, সপ্তাহখানেক আগে বন অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে সুন্দরবনে বাটুলা নদীতে মাছ ধরতে যায় অপহৃতরা। সেখান থেকে ভোররাতে তাদের অপহরণ করে মাথাপিছু তিন লাখ টাকা করে দাবি করেছে বনদস্যুরা। সুন্দরবন সাতক্ষীরা সহকারী রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) এম.এ হাসান বলেন, অপহরণের কোন অভিযোগ আমরা পায়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রথম আলো • রোববার, ১৯ জানুয়ারি ২০২০,

গরম খুন্তি দিয়ে গৃহকর্মী শিশুকে ছেঁকা

যাত্রাবাড়ী

শিশুটির খালার অভিযোগ, বিভিন্ন কাজের অজুহাতে শিশুটিকে প্রায়ই মারধর করতেন গৃহকর্ত্রী।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অনটনের পরিবার। ১০ বছরের শিশুটিকে রাজধানীতে গৃহকর্মীর কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন মা। দুই বছর সময় বয়ে যায়। ছোট্ট সেই শিশুটির ওপরই চড়াও হন গৃহকর্ত্রী। মুরগি চুরির অভিযোগে খুন্তি আগুনে গরম করে, সেটার ছেঁকায় পুড়িয়ে দেন তার শরীরের বিভিন্ন অংশ। এখানেই শেষ নয়। এক সপ্তাহ ধরে শিশুটিকে কোনো ধরনের চিকিৎসাও করাননি ওই গৃহকর্ত্রী। শেষমেশ গত শুক্রবার পালিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিলে চিকিৎসার জন্য তাকে পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে।

শিশু নির্যাতনের এ ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায়। নির্যাতনের শিকার ওই শিশুর (১০) বাড়ি পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার হাজিরা গ্রামে। অভিযুক্ত গৃহকর্ত্রী দিলারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে নার্সের চাকরি করেন। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী রাজীবকে আটক করেছে যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ।

শিশুটির খালা সোমা আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, বিভিন্ন কাজের অজুহাতে শিশুটিকে প্রায়ই মারধর করতেন গৃহকর্ত্রী। সপ্তাহখানেক আগে ওই পরিবারের একটি মুরগি হারিয়ে যায়। শিশুটি ওই মুরগিটি মেরে ফেলে দিয়েছে, এমন অভিযোগ আনেন গৃহকর্ত্রী। গরম খুন্তি দিয়ে দুই পায়ের উরু এবং পেছনে ছেঁকা দেন।

সোমা আক্তার বলেন, ওই শিশুর মা পটুয়াখালীতেই থাকেন। গৃহকর্ত্রী দিলারার বাড়ি তাঁদের বাড়ির কাছেই। চেনাজানার মধ্যে থাকায় তিনি শিশুটিকে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। কয়েক দিন ধরে কোনো খোঁজ না পেয়ে শুক্রবার ওই শিশুর মা তাঁকে ফোন করে শিশুটিকে দেখতে যেতে বলেন। তিনি গিয়ে দেখেন শিশুটি অন্য একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। ওই পরিবারের লোকেরাই পরে পুলিশে খবর দেন।

যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাজহারুল ইসলাম বলেন, শিশুটির দুই পায়ে পোড়া জখম আছে। এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে।

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ২০, ২০২০ ■

বড়লেখায় স্ত্রীসহ ৪ জনকে কুপিয়ে হত্যার পর যুবকের আত্মহত্যা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় স্ত্রী-শাশুড়িসহ চারজনকে কুপিয়ে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছেন নির্মল কর্মকার (৪০) নামে এক যুবক। নিহতরা সবাই চা বাগানের শ্রমিক ছিলেন। গতকাল ভোরে উপজেলার পাল্লাতল চা বাগানে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বাকিরা হলেন নির্মলের স্ত্রী জলি ব্যানার্জি (৩৫), তার শাশুড়ি লক্ষ্মী ব্যানার্জি (৬০), পাশের ঘরের বসন্ত ভৌমিক (৬০) ও বসন্তের মেয়ে শিউলি ভৌমিক (১৬)। এছাড়া নির্মলের দায়ের কোপে গুরুতর আহত হয়েছেন বসন্ত ভৌমিকের স্ত্রী কানন ভৌমিক। তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল ভোরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে নির্মল স্ত্রী জলিকে দা দিয়ে কোপাতে থাকেন। এ সময় জলিকে বাঁচাতে লক্ষ্মী ব্যানার্জি এগিয়ে এলে নির্মল তাকেও কুপাতে শুরু করেন। পরে পাশের ঘরের বসন্ত ও তার মেয়ে শিউলি এগিয়ে এলে তাদেরও কুপিয়ে হত্যা করে নির্মল। এছাড়া নির্মলের সৎ মেয়ে চন্দনা পালিয়ে রক্ষা পায়। পরে নির্মল একটি ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। খবর পেয়ে দুপুরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

স্থানীয়রা জানায়, নির্মলের বাড়ি অন্য এলাকায়। এক বছর আগে জলির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এটি জলির দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়ের পর থেকে নির্মল শ্বশুর বাড়িতেই থাকত। সে মাদকাসক্ত ছিল। এ নিয়ে জলির সঙ্গে তার প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ হতো। গতকাল ঝগড়ার এক পর্যায়ে সে জলিকে কুপাতে শুরু করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পুলিশ সুপার মো. ফারুক আহমদ জানান, ঘটনার কারণ হিসেবে এখন পর্যন্ত পারিবারিক কলহের বিষয়টিই পাওয়া গেছে। মরদেহগুলোর সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

সমকাল
সোমবার ।২০ জানুয়ারি ২০২০

বিকাশ কর্মীকে কুপিয়ে ৭ লাখ টাকা ছিনতাই

■ কিশোরগঞ্জ অফিস

করিমগঞ্জে দিনদুপুরে মাহিন শাহ নামে বিকাশ কর্মীকে কুপিয়ে সাত লাখ টাকা নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। রোববার দুপুরে উপজেলার কাদিরজঙ্গল ইউনিয়নের মলাইফকির বাজারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। মাহিন শাহ আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশে ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড সেলস ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি করিমগঞ্জ সদরের সিদলারপাড় এলাকার নূরুল ইসলামের ছেলে।

মাহিন শাহ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কিশোরগঞ্জ শহর থেকে বিকাশের টাকা নিয়ে তিনি মোটরসাইকেলে করিমগঞ্জের পিটুয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে নামাপাড়া ও ভাংগীরচর এলাকার মাঝামাঝি রাস্তায় পৌঁছলে তিনটি মোটরসাইকেলে আসা চার-পাঁচ ছিনতাইকারী তার পথরোধ করে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এ সময় মাহিন আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। এ সুযোগে ছিনতাইকারীরা তার টাকার ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

সংবাদ
মঙ্গলবার ৭ মাঘ ১৪২৬
Tuesday 21 January 2020

বিকাশ কর্মীকে কুপিয়ে সাড়ে ৬ লাখ লুট

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

করিমগঞ্জে এক বিকাশ কর্মীকে কুপিয়ে মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা ৬ লাখ ৬৪ হাজার টাকা নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত রোববার দুপুরে সদর উপজেলার বৌলাই বিকাশ কেন্দ্র থেকে টাকাগুলো উঠিয়ে একটি ব্যাগে করে বিকাশের বিতরণ ও বিক্রয় প্রতিনিধি মাহিন শাহ (২২) একটি মোটরসাইকেলে চড়ে করিমগঞ্জের পিটুয়া বাজারের বিকাশ কেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। পিটুয়া বাজারের অদূরে নামাপাড়া এলাকায় তিনটি মোটরসাইকেলে চড়ে মুখোশধারী ৯ দুর্বৃত্ত মাহিন শাহকে আটকে তাকে কুপিয়ে টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৭ মাঘ ১৪২
২১ জানুয়ারি ২০২০

পরীবাগে দুই সাংবাদিককে হত্যার চেষ্টা পুলিশের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর পরীবাগে দুই সাংবাদিককে মোটরসাইকেলে চাপা দিয়ে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন পুলিশের এক সদস্য। এ ঘটনায় বাংলা ট্রিবিউনের স্টাফ রিপোর্টার জাহাঙ্গীর আলম আহত হয়েছেন। বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) তীব্র নিন্দা জানিয়ে জড়িত পুলিশ সদস্যকে অবিলম্বে শনাক্ত করে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে। পুলিশের হত্যাচেষ্টার শিকার দুই সাংবাদিক হলেন বাংলা ট্রিবিউনের স্টাফ রিপোর্টার শেখ জাহাঙ্গীর আলম ও আলোকিত বাংলাদেশের স্টাফ রিপোর্টার সাজ্জাদ মাহমুদ খান। গতকাল সোমবার পরীবাগে কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী দুই সাংবাদিক জানান, সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া সেন্টার থেকে মোটরসাইকেলযোগে পান্থপথে কর্মস্থল বাংলা ট্রিবিউন অফিসে যাচ্ছিলেন শেখ জাহাঙ্গীর। তার সঙ্গে ছিলেন আলোকিত বাংলাদেশের সাজ্জাদ মাহমুদ। এ সময় পরীবাগের রাস্তার বিপরীত দিক থেকে আসা পুলিশের একটি বাইক তাদের ধাক্কা দেয়। একবার ধাক্কা দেওয়ার পর আবারও ইচ্ছাকৃত জাহাঙ্গীরের পায়ে চাপা দেন ঐ পুলিশ সদস্য। জাহাঙ্গীর ও সাজ্জাদ প্রতিবাদ করলে তিনি জাহাঙ্গীরকে লাথি মারেন এবং অকথ্য ভাষায় তাদের গালিগালাজ করেন। পরে মোটরসাইকেলে চাপা দিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে চলে যান পুলিশের পোশাক পরা ওই ব্যক্তি। তার মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর—ঢাকা মেট্রো হ-১২-৭৫০৫।

এদিকে এ ঘটনায় ক্র্যাব সভাপতি আবুল খায়ের ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বিকু এক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, পুলিশ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, জনগণের সেবক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের প্রত্যেক সদস্যের মানবিক ও পেশাদার আচরণ করা উচিত। দুজন পেশাদার সাংবাদিককে রাস্তায় এভাবে হেনস্তা ও অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং মেরে ফেলার হুমকির ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষী পুলিশ সদস্যকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার
২১ জানুয়ারি ২০২০।

চকরিয়ায় পোশাককর্মী গণধর্ষণের শিকার

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজারের চকরিয়ায় সম্প্রতি মারা যাওয়া বড় ভাইয়ের চেহলাম অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ফের কর্মস্থলে ফেরার সময় গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৭ বছর বয়সী এক পোশাককর্মী। রবিবার বিকাল ৪টায় লোকসমাগমে ভরপুর ডুলাহাজারা থেকে টমটমে তুলে নিকটস্থ বালুচরের স্থানীয় চেয়ারম্যানের খামারবাড়িতে নিয়ে তিন ঘণ্টা জিম্মি রেখে প্রতারক প্রেমিকসহ চার বখাটে ওই তরুণী পোশাককর্মীকে গণধর্ষণ করে। এ সময় ধর্ষণে সহায়তা করে টমটম চালক। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে বেলাল উদ্দিন নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

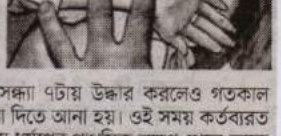

গণধর্ষণের শিকার তরুণীকে রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় উদ্ধার করলেও গতকাল দুপুরে উপজেলা জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দিতে আনা হয়। ওই সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তরুণীকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে ধর্ষণের প্রাথমিক লক্ষণ পেলে তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের ওসিসিতে রেফার করেন। গণধর্ষণের শিকার তরুণীর বড় বোন মুঠোফোনে এ প্রতিবেদককে বলেন, আমার ছোট বোন চট্টগ্রামের একটি গার্মেন্টে চাকরি করেন। ১৬ দিন আগে মারা যাওয়া আমার ভাইয়ের চেহলাম অনুষ্ঠানে গ্রামের বাড়িতে আসে ছোট বোন। রবিবার বিকালে উত্তর মেধাকচ্ছপিয়া থেকে ইজিবাইক করে ডুলাহাজারা স্টেশনে যায়। ওই সময় মোটরসাইকেল করে দুই তরুণ তরুণীকে জোরপূর্বক ইজিবাইকে তুলে নেয়। বালুচর এলাকায় আমিন চেয়ারম্যানের খামারবাড়িতে জিম্মি করে চার বখাটে গণধর্ষণ করে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২০
৯ মাঘ ১৪২৬

গৃহকর্মীসহ ৩ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে গুলশানে স্বর্ণা (১৬) নামে এক গৃহকর্মী, ভাটারায় জুলেখা আক্তার জুলি (১৫) নামে মাদ্রাসাশিক্ষার্থী ও সবুজবাগে ফিরোজ কবির (১৯) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পুলিশের দাবি, তারা আত্মহত্যা করেছে। বুধবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে তাদের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

গুলশান থানার এসআই মামুন মিয়া বলেন, গুলশানের ৪৮ নম্বর রোডের ১৮/বি বাড়ির রেজাউল করিম খানের বাসার সার্ভেন্ট রুমের দরজা ভেঙে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গৃহকর্মীর স্বর্ণার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই বাসার লোকজনের বরাত দিয়ে তিনি জানান, মেয়েটি ওই বাসায় দীর্ঘদিন ধরে গৃহকর্মীর কাজ করত। মঙ্গলবার দুপুরের পর অন্য কাজের বুয়া শেফালী ও কমলা স্বর্ণার রুমের দরজা বন্ধ পায়। ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে বাসার মালিক রেজাউল করিম খানকে জানান তারা। তিনি থানায় ফোন করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা ভেঙে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় তার লাশ দেখতে পায়। স্বর্ণা কিশোরগঞ্জের বত্রিশ গ্রামের ফাইজুল ইসলামের মেয়ে।

মঙ্গলবার দুপুরে ভাটারা বোর্ডঘাট এলাকার মজিবরের টিনশেড বাসায় ভাড়াটিয়া জুলেখা আক্তার জুলি (১৫) নামে এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ভাটারা থানার এসআই নুর ইসলাম সিকদার পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, মেয়েটি স্থানীয় একটি মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তার বাবা আবদুল জলিল সিএনজি অটোরিকশা চালক। তার মা মর্জিনা বেগম গার্মেন্টকর্মী। ওইদিন সকালে মৃতের বাবা, মা, বোন সবাই সকাল ৭টায় কাজে চলে যায়। দুপুরে বাবা বাসায় এসে দেখতে পান দরজা চাপানো অবস্থা। রুমে প্রবেশ করে মেয়েকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তিনি। বুধবার সকালে রাজধানীর সবুজবাগ থানার মধ্য বাসাবো এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনে ফ্যানের হুকের সঙ্গে গলায় রশি পেঁচিয়ে ফাঁস দেন ফিরোজ কবির (১৯) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক। সবুজবাগ থানার এসআই মামুনুর রশিদ বলেন, তিনি একটি নির্মাণাধীন ভবনে রডমিস্ত্রির কাজ করতেন। সেখানেই তিনি থাকতেন। মঙ্গলবার রাতে যে কোনো সময় সবার অগোচরে গলায় ফাঁস দেন ফিরোজ কবির। তিনি গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ধনারপাড়া গ্রামের ইনছার আলীর ছেলে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২০

কলাপাড়ায় গার্মেন্ট কর্মীকে অপহরণের পর ধর্ষণ

পুলিশের সহায়তায় মাকে উদ্ধার

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

স্বামী পরিত্যক্ত গার্মেন্ট কর্মী এক সন্তানের জননীকে অপহরণের পর রাতভর ধর্ষণ শেষে ঢাকায় যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এমনকি গার্মেন্ট কর্মীর বৃদ্ধা মাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, যাতে থানা পুলিশকে না জানাতে পারে। এজন্য হত্যারও হুমকি দেয়া হয়। বুধবার বেলা ১১টায় পুলিশ খবর পেয়ে গার্মেন্ট কর্মীর মাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পটুয়াখালীর কলাপাড়ার পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকার লোন্দার শীর্ষ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী মোড়ল বাহিনীর প্রধান পলাশ মোড়লের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সমকাল
বৃহস্পতিবার । ২৩ জানুয়ারি ২০২০

কৃষকের লাঠির আঘাতে আরেক কৃষকের মৃত্যু

■ ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

ফটিকছড়িতে কৃষকের লাঠির আঘাতে জামাল উদ্দিন শাহেদ নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। বুধবার উপজেলার খিরাম ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। খিরাম ইউনিয়নের বাসিন্দা জামাল উদ্দিন শাহেদ ও মো. ইলিয়াছ ক্ষেতের মরিচ চুরি নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়ার একপর্যায়ে ইলিয়াছ তাকে লাঠি দিয়ে মারধর করে। এ সময় চিৎকার শুনে স্থানীয়রা শাহেদকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। নিহত শাহেদ খিরাম ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের সোলায়মান বাড়ির সোনা মিয়ার ছেলে। খবর পেয়ে পুলিশ ইলিয়াছকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

ফটিকছড়ি থানার ওসি বাবুল আকতার জানান, এ ঘটনায় ইলিয়াছকে আটক করা হয়েছে। মামলা করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১১ মাঘ ১৪২৬
Dhaka : Saturday 25 January 2020

কুমিল্লায় নৈশপ্রহরী নাছির খুন

ক্লুলেস চাঞ্চল্যকর হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন গ্রেফতার দুই

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

কুমিল্লায় ক্লু-লেস চাঞ্চল্যকর নৈশপ্রহরী নাছির উদ্দিন হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ। প্রতিবন্ধী এক কিশোরীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের তিরস্কার করায় ক্ষোভে গত ১২ জানুয়ারি রাতে পরিকল্পিতভাবে তাকে খুন করা হয়। প্রথমে ঘটনাটি সবার কাছে সড়ক দুর্ঘটনা মনে হলেও পুলিশ এ ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড হিসেবে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এ ঘটনার ১০ দিনের মাথায় জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ অটোরিকশা চালক সানাউল্লাহ ও মোয়াজ্জেমকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা এ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে কুমিল্লা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলাম। এদিকে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই ঘাতক গ্রেফতার হওয়ায় নিহতের পরিবারসহ এলাকাবাসীর মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ১৩ জানুয়ারি সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে জেলার চান্দিনা উপজেলার নাওতলা এলাকায় প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা থেকে নৈশপ্রহরী নাছির উদ্দিনের টুকরো টুকরো হাড়সহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মরদেহের বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের বাবা রবিউল্লাহ বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে চান্দিনা থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় জেলা ডিবি পরিদর্শক মোহা. ইকতিয়ার উদ্দিনকে। হত্যাকাণ্ডের ১০ দিনের মাথায় জড়িত দুই ঘাতককে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত বটি দা উদ্ধার করা হয়। ঘাতকরা হচ্ছে- জেলার চান্দিনা উপজেলার বাখরাবাদ গ্রামের মাদুল মিয়ার ছেলে মোফাজ্জেল ওরফে মোয়াজ্জেম (২৪) এবং একই উপজেলার নাওতলা গ্রামের মৃত সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে সানাউল্লাহ (২০)। পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলাম জানান, 'আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি এবং সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে ডিবির এলআইসি টিম গত বুধবার বিকেল ৩টার দিকে মোয়াজ্জেম নামে একজনকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে সে নাছির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে এবং অপর আসামি সানাউল্লাহর নাম প্রকাশ করে। পরে বুধবার রাতে সানাউল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কেউ যাতে তাদের সন্দেহ করতে না পারে এজন্য তারা এলাকা ছেড়ে যায়নি।' ঘটনার বর্ণনা দিয়ে পুলিশ সুপার আরও জানান, 'সানাউল্লাহ এবং মোয়াজ্জেম দু'জনেই ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক। গত ১২ জানুয়ারি রাতে চা খাওয়ার জন্য নৈশপ্রহরী নাছিরের দোকানে যায় সানাউল্লাহ। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল মোয়াজ্জেম। সম্প্রতি সানাউল্লাহ প্রতিবন্ধী এক কিশোরীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কারণে সামাজিক বিচারে জরিমানা দেয়। এ নিয়ে তাকে তিরস্কার করে নৈশপ্রহরী নাছির উদ্দিন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মোয়াজ্জেমের সহায়তায় দোকানে থাকা বটি দিয়ে নাছিরের মাথায় কোপ দেয়। এ সময় আত্মরক্ষার্থে নাছির দৌড়ে মহাসড়কে ছুটে যায় এবং অজ্ঞাতনামা গাড়ি চাপায় সে ঘটনাস্থলে মারা যায়। সারারাত নাছিরের মৃতদেহের ওপর দিয়ে গাড়ি চলার কারণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে নাছিরের শরীরের বিভিন্ন অংশ।' সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন ও আজিম-উল আহসানসহ জেলা পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা। এদিকে, ক্লু- লেস এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই ঘাতক গ্রেফতার হওয়ায় নিহতের পরিবারসহ এলাকাবাসীর মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে। নিহত নাছিরের স্ত্রী কারজানা আক্তার জানান, 'পাষণ্ড ঘাতকরা আমার নিরপরাধ স্বামীকে খুন করেছে। একমাত্র মেয়েটারে এতিম কইরা দিছে। আমি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ফাঁসি চাই।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ২৪ জানুয়ারি ২০২০।

শিশু, তরুণী ও পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানীর সবুজবাগের উত্তর বাসাবো এলাকায় শিশু, পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নারী পোশাক শ্রমিক এবং কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে কলাপাড়ার নারীকে অপহরণের পর যৌন নির্যাতন করা হয়।

সবুজবাগের উত্তর বাসাবো এলাকায় গত ১৬ জানুয়ারি সকালের ঘটনায় গত বুধবার রাতে সবুজবাগ থানায় মামলা করে শিশুটির পরিবার। আসামির নাম জুবায়ের। তিনি শিশুটির পরিবারের পরিচিত।

সবুজবাগ থানার ওসি মো. মাহবুব আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, শিশুটির (৭) মা-বাবা চাকরি করেন। ১৬ জানুয়ারি তার মা-বাবা কাজের জন্য বাইরে যান। এ সুযোগে জুবায়ের শিশুটিকে তাঁর কক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করেন। শিশুটিকে পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নে গত শনিবার রাতে ঢাকার পোশাক কারখানার এক শ্রমিককে অপহরণের পর ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। গত রবিবার নির্যাতিতা নারীর মা কলাপাড়া থানায় মামলাটি করেন। প্রধান আসামি হলেন ধানখালীর লোন্দা গ্রামের 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' পলাশ মোড়ল। অন্য আসামিরা হলেন নকিব দেওয়ান, দোলন গাজী ও পলাশের স্ত্রী শিল্পী বেগম। নকিবকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নির্যাতিতা নারী জানান, গত শুক্রবার তিনি বাড়িতে মায়ের কাছে বেড়াতে আসেন। শনিবার রাতে নিজ ঘরে জায়গা সংকট থাকায় তিনি পার্শ্ববর্তী দাদির ঘরে ঘুমাতে যান। পলাশ মোড়ল সেখানে গিয়ে অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি করে ইয়াবা সেবন করেন। পরে তিনি তাঁকে (পোশাক শ্রমিক) গলায় ছুরি ধরে হত্যার ভয় দেখিয়ে একটি বাগানে নিয়ে যৌন নির্যাতন করেন। ভোররাতে তাঁকে বাড়িটিতে রেখে কাউকে ঘটনা জানালে হত্যার হুমকি দিয়ে চলে যান পলাশ। একপর্যায়ে পোশাক শ্রমিককে ঢাকায় যেতে বাধ্য করা হয়। সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, নির্যাতিতা নারীর পরিবারসহ গ্রামের দরিদ্ররা সন্ত্রাসী পলাশ মোড়ল বাহিনীর অত্যাচারে ভীত। এর ধারাবাহিকতায় পলাশের স্ত্রী স্বামীর ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দিতে নির্যাতিতা নারীর পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেন এবং নির্যাতিতাকে গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন।

ধানখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রিয়াজ তালুকদার জানান, পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশের ওপর হামলা, স্থানীয় দরিদ্র মানুষদের জিম্মি করে নির্যাতনসহ নানা অপকর্মে জড়িত পলাশ। কলাপাড়া থানার ওসি মনিরুল ইসলাম জানান, অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে গত মঙ্গলবার রাতে এক তরুণীকে কথা বলার জন্য ডেকে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে প্রেমিকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় নির্যাতিতা তরুণী বুধবার রাতে নাঙ্গলকোট থানায় মামলা করেন। রাতেই অভিযুক্ত মো. শাহিনকে (৩০) গ্রেপ্তার করে গতকাল বৃহস্পতিবার কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। শাহিন উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নের আজিয়াপাড়া তেঁতৈয়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে। গতকাল তরুণীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, শাহিন গ্রামে মুদি মালের ব্যবসা করেন। সম্প্রতি স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। পরে তিনি স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়া ওই তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়েন। গত মঙ্গলবার রাতে বাড়ির পাশে নির্জন স্থানে তাঁকে কথা বলার জন্য ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন তিনি। তরুণীর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে গেলে শাহিন পালিয়ে যান।

নাঙ্গলকোট থানার ওসি বখতিয়ার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, তরুণীর মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়ার পর মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রতিবেদনটি তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, ঢাকা এবং **কলাপাড়া** (পটুয়াখালী) ও **নাঙ্গলকোট** (কুমিল্লা) **প্রতিনিধি**।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

প্রথম আলো • শনিবার, ২৫ জানুয়ারি ২০২০,

সিলেটে চাকা খোলা ট্রাকের মধ্যে দুই চালকের লাশ

সিলেট অফিস

সিলেটের শহরতলির লালমাটিয়া এলাকায় সড়কের পাশে দাঁড়ানো ছিল চাকাহীন একটি ট্রাক। ট্রাকটির কেবিনের মধ্যে দুজনের লাশ। নিহত দুজনই ট্রাকচালক। তাঁদের হত্যার পরে দুর্বৃত্তরা ট্রাকটির ছয়টি চাকা নিয়ে গেছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন জাহাঙ্গীর মিয়া (২৫) ও রাজু আহমদ (২৫)। তাঁরা চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা বাগদী গ্রামের বাসিন্দা।

ট্রাকটির মালিক আলমডাঙ্গার আতাউর রহমান। তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার রাতে দুই চালক খালি ট্রাক নিয়ে সিলেটের উদ্দেশে রওনা দেন। তাঁরা হাত বদল করে গাড়িটি চালাতেন। ভোরের দিকে তাঁদের সিলেটে পৌঁছানোর কথা ছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে স্থানীয় লোকজন থানা-পুলিশকে খবর দেন যে সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের সিটি করপোরেশনের ময়লার ভাগাড় লালমাটিয়া এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাকের কেবিনের ভেতর থেকে দুটি লাশ উদ্ধার করে। প্রথম দিকে ঘটনাটিকে সড়ক দুর্ঘটনা বলে ভাবা হলেও পরবর্তী সময়ে ট্রাকের কোনো চাকা ঘটনাস্থলে না পেয়ে পুলিশের ধারণার পরিবর্তন হয়।

পুলিশ বলছে, ময়লার ভাগাড়-সংলগ্ন হওয়ায় সড়কে যাতায়াত করা যানবাহনগুলো দ্রুত এ স্থান ত্যাগ করে। এ সুযোগে দুর্বৃত্তরা পূর্বপরিকল্পনা করে এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

সিলেট নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মো. জেদান আল মুসা প্রথম আলোকে বলেন, ধারণা করা হচ্ছে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। একজনের মরদেহ ট্রাকের চালকের আসনে এবং অন্যজনের দেহ পাশের আসনে ছিল।

মো. জেদান আল মুসা বলেন, তাঁদের শরীরের মাথা, গলাসহ বিভিন্ন জায়গায় ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এমনিতে দুর্ঘটনা হলে ট্রাকের চাকা খুলে যাওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া ঘটনাস্থলে দুর্ঘটনার আলামতও পাওয়া যায়নি। গাড়িটি অক্ষত রয়েছে। পুলিশ বলছে, তদন্ত চলছে।

যুগান্তর

শনিবার ২৫ জানুয়ারি ২০২০
১১ মাঘ ১৪২৬

পূর্ব শত্রুতার জের
আশুলিয়ায় ভবনের ছাদ থেকে ফেলে কর্মচারী হত্যা

আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আশুলিয়ায় তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে ফিলিং স্টেশনের এক কর্মচারীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার দুপুরে বাইপাইলের সন্ধার ফিলিং স্টেশনের তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে কর্মচারী ফয়েজ আহমদ আকন্দকে (৩৫) হত্যা করা হয়।

জানা গেছে, ময়মনসিংহের পাগলা থানার বুরবুরিশিয়া এলাকার সফিজ উদ্দিন আকন্দের ছেলে ফয়েজ দীর্ঘদিন ধরে সন্ধার ফিলিং স্টেশনে কাজ করে আসছেন। সন্ধার ফিলিং স্টেশনের মালিক ওমর আলী। ফয়েজের বড় ভাই সফিকুর রহমান আকন্দ বলেন, ফয়েজকে সরানোর জন্য ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার সোহেলসহ কয়েকজন দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। ওমর আলীর নির্দেশে ম্যানেজার সোহেল মোবাইল ফোনে বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ফয়েজকে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ডাকেন। রাতে ফয়েজ দেখা না করায় সোহেল ক্ষিপ্ত হন। এ ঘটনা মোবাইল ফোনে ফয়েজ তাকে (সফিকুর) ওই রাতে জানিয়েছিল। শুক্রবার দুপুর সোয়া ১টার দিকে ফয়েজকে ভবনের ছাদে নিয়ে ব্যাপক মারধর করা হয়। একপর্যায়ে তার অবস্থার অবনতি হলে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়। আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক একরামুল হক বলেন, ফয়েজকে হত্যা করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে তার লাশ পাঠানো হয়েছে। তবে লাশে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে এবং ময়নাতদন্তের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শুক্রবার ২৪ জানুয়ারি ২০২০
১০ মাঘ ১৪২৬

প্রথম আলো •

ফুলবাড়ীতে নৈশ্যপ্রহরীকে কুপিয়ে হত্যা

দিনাজপুর প্রতিনিধি

ফুলবাড়ীতে বাদশা মণ্ডল (৫০) নামে নৈশ্যপ্রহরীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নৈশ্যপ্রহরী বাদশা মণ্ডল ফুলবাড়ী উপজেলার বেতদিঘী ইউনিয়নের আরাজী সাহাপুর গ্রামের মৃত আবদুস সামাদের ছেলে।

ফুলবাড়ী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঞা মো. আশিক বিন হাসান জানান, বাদশা মণ্ডল উপজেলার নন্দীগ্রাম স্কুলের পাশে মেসার্স তামিম এগ্রো কোম্পানির পুকুরের নৈশ্যপ্রহরীর দায়িত্ব পালন আসছিলেন। বগুড়ার তামিম এগ্রো কোম্পানি এই পুকুরটিতে মাছ চাষ করে আসছিল। বৃহস্পতিবার সকালে পুকুর পাড়ের ছোট কুড়ে ঘরের সামনে তার রক্তমাখা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর এম. আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেন।

পুলিশ জানায়, বুধবার রাতে কে বা কারা তাকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তবে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে জানায় পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

রোববার, ২৬ জানুয়ারি ২০২০,

পায়ুপথে বাতাস ঢোকানোর পর গুরুতর অসুস্থ শ্রমিক

প্রতিনিধি, ফেনী

ফেনীতে পায়ুপথে বাতাস ঢোকানোর ঘটনায় একজন কারখানার শ্রমিক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রামের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একই কারখানার অপর এক শ্রমিককে আটক করেছে পুলিশ।

অসুস্থ ওই শ্রমিকের নাম মো. মামুন (১৮)। তিনি নোয়াখালীর চর জব্বার থানার উত্তর বাগধারা গ্রামের বাসিন্দা। মামুন ফেনী সদর উপজেলার পাঁচগাছিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ কাশিমপুর এলাকায় অবস্থিত স্টার লাইন ফুড প্রোডাক্টস কারখানার শ্রমিক। আটক হয়েছেন একই কারখানার শ্রমিক দেলোয়ার হোসেন (২২)। তিনি নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও কারখানার শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার দুপুরে স্টার লাইন ফুড প্রোডাক্টস কারখানায় মধ্যাহ্নভোজের বিরতি চলছিল। বেলা একটার দিকে কয়েকজন শ্রমিক যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস দিয়ে কারখানার একটি কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করছিলেন। ওই কাজে নিযুক্ত শ্রমিক দেলোয়ার হোসেন বাতাসের পাইপটি অপর শ্রমিক মামুনের পায়ুপথে ধরেন। এতে তাঁর পায়ুপথে বাতাস ঢুকে যায়। মামুন তাৎক্ষণিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে কারখানার মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। অন্য শ্রমিকেরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একজন পল্লিচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। তাঁর পরামর্শে মামুনকে ফেনী ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পরে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে এক শ্রমিককে অসুস্থ করার ঘটনাটি কারখানা কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। এই কারখানায় প্রতিদিনই দুপুরের খাবারের বিরতির সময় কয়েকজন শ্রমিক বাতাসের সাহায্যে বিভিন্ন কক্ষ পরিষ্কার করে থাকেন। ওই সময়ে দুই শ্রমিকের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে গেছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দেলোয়ার নামের একজন শ্রমিককে পুলিশের হাতে আটকের বিষয়টিও কর্তৃপক্ষ অবগত আছে জানিয়ে স্টার লাইন ফুড প্রোডাক্টস কারখানার পরিচালক মাঈন উদ্দিন বলেন, এ বিষয়ে তাঁরা খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার, ১৩ মাঘ
২৭ জানুয়ারি ২০২০

চৌগাছায় যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

■ চৌগাছা (যশোর) সংবাদদাতা

যশোরের চৌগাছায় আব্দুস শুকুর রানা (২২) নামে এক ইজিবাইক চালকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার উপজেলার স্বরূপদাহ ইউনিয়নের সাঞ্চাডাঙ্গা গ্রামের একটি কলা খেত থেকে তার লাশটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় কৃষকরা ঐ খেতের মধ্যে থাকা ইপিলইপিল গাছে তার লাশ ঝুলতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছেন। সে উপজেলার আড়সিংড়ি পুকুরিয়া গ্রামের জুলফিকার হোসেনের ছেলে। চৌগাছা থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই বিপ্লব রায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার, ১৩ মাঘ ১
২৭ জানুয়ারি ২০২০

বিল থেকে ভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার

■ সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা

সুন্দরগঞ্জে পুলিশের তাড়া খেয়ে বিলের পানিতে নিখোঁজ ভ্যানচালক ওয়াহেদুল ইসলামের (৩৫) লাশ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার সকালে এলাকাবাসী উত্তর মরুয়াদহ বিল থেকে তার ভাসমান লাশ উদ্ধার করে। ছাপড়হাটী ইউনিয়নের উত্তর মরুয়াদহ গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে। এলাকাবাসী ও পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করে জানায়, শনিবার বিকালে স্থানীয় কিছু ছেলে বিলের পাশে তাস খেলছিল। এ সময় পুলিশ তাদের ধাওয়া করলে গোসল করতে যাওয়া ওয়াহেদুল ভয়ে বিলের পানিতে ঝাঁপ দেয়। থানার ওসি আব্দুল্লাহিল জামান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

যুগান্তর | রোববার ২৬ জানুয়ারি ২০২০ | ১২ মাঘ ১৪২৬

সিলেটে ডাবল মার্ডার

চাকরি হারানো ট্রাক চালকের পরিকল্পনায় নতুন চালককে হত্যা

সিলেট ব্যুরো

সিলেটে চাঞ্চল্যকর ডাবল মার্ডারের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। চাকরিচ্যুত ট্রাকচালক ইব্রাহিম তালুকদার ও হেলপার ফজর আলীকে গ্রেফতারের পর এ হত্যাকাণ্ডের রহস্য বেরিয়ে আসে। আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে ঘাতক হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে।

পুলিশ জানায়, চাকরি হারানোর ক্ষোভে পুরাতন ট্রাকচালক ইব্রাহিম ও হেলপার ফজর মিলে নতুন ট্রাকচালক জাহাঙ্গীর মিয়া ও তার বন্ধু রাজু আহমদকে হত্যা করেছে। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাজুর ভাই আতাউর রহমান মোগলাবাজার থানায় হত্যা মামলা করেন। এরপর ট্রাকমালিকের দেয়া তথ্যে ইব্রাহিম ও ফজরকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ট্রাকের চাকার ক্রেতা জয়নালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতের বিচারক শারমিন খানম নীলার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় ঘাতক ইব্রাহিম ও ফজর।

ঘাতকসহ গ্রেফতার ৩, আদালতে স্বীকারোক্তি

গলায় রশি দিয়ে হত্যা করে দুর্ঘটনার নাটক

ঘাতক ট্রাকচালক ইব্রাহিম জানায়, তাকে চাকরিচ্যুত করায় ক্ষুব্ধ হয়ে নতুন ট্রাকচালক জাহাঙ্গীর ও তার প্রতিবন্ধী বন্ধু রাজুকে হত্যা করেছে। তাদের লাশ ট্রাকে রেখেই ইচ্ছা করে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ট্রাকটি ফেলে আসে। সড়ক দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীর ও রাজু নিহত হয়েছে বলে নাটক সাজাতে তারা এমন কাজ করে। ইব্রাহিম জানায়, গলায় রশি দিয়ে ট্রাকের মধ্যে প্রথমে প্রতিবন্ধী রাজুকে খুন করা হয়। এরপর পেছনের সিটে ঘুমন্ত জাহাঙ্গীরকে খুন করা হয়। সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের শাহবাজপুর থেকে জগদীশপুরের মাঝখানে হত্যাকাণ্ড চালানোর সময় তারা গাড়িতে জোরে গান বাজায়। হত্যাকাণ্ডের পর মাধবপুর এলাকার জয়নালের কাছে ১০ চাকার ট্রাকটির চারটি চাকা পাঁচ হাজার টাকায় তারা বিক্রি করে। এরপর ট্রাকটি চালিয়ে সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের পারাইরচক এলাকায় নিয়ে যায়।

ঘাতক ইব্রাহিম জানায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রাকটি পারাইরচক পাকা দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে দেয়া হয়। এ সময় দেয়ালের আংশিক ভেঙে যায়। ট্রাকটি সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ে দুজন নিহত হয়েছেন বলে চালিয়ে দেয়ার জন্য কাজটি করা হয়। কিন্তু ট্রাকের ভেতর জাহাঙ্গীর ও রাজুর লাশের সুরতহাল দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। ট্রাকের মালিকের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে পুলিশের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। ডিসি দক্ষিণের তদারকিতে মোগলাবাজার থানা পুলিশের একাধিক টিম মাঠে নামে। একপর্যায়ে চালক ইব্রাহিমকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর বেরিয়ে আসে হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক বর্ণনা। মঙ্গলবার ইব্রাহিমকে বাদ দিয়ে নতুন চালক হিসেবে জাহাঙ্গীরকে নিয়োগ দিয়েছিলেন ট্রাকের মালিক। ঢাকায় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ইব্রাহিমকে পরিচয় করিয়ে দেন ট্রাকের মালিক। পথ-ঘাট শিখিয়ে-বুঝিয়ে দেয়ার অজুহাতে চতুর ইব্রাহিম তাদের নিয়ে রওনা হয়। বৃহস্পতিবার গাজীপুরের জয়দেবপুর ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে ট্রাকটি নিয়ে চারজন সিলেটের উদ্দেশে রওনা হয়। শুক্রবার সকালে সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের পারাইরচক এলাকা থেকে ট্রাকচালক জাহাঙ্গীর ও রাজুর লাশ উদ্ধার করা হয়। দু'জনের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার আইলাদিপুর গ্রামে। জাহাঙ্গীরের বাবার নাম কাদের মিয়া এবং রাজুর বাবার নাম ইসমাইল আলী। সিলেট এয়ারপোর্ট থানার ধোপাগুল মোরারগাঁও এলাকার ফৌজদার মিয়ার ছেলে ইব্রাহিম। আর হেলপার ফজর বিশ্বনাথ উপজেলার শাসসাম গ্রামের রুস্তম আলীর ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার, ১৩ মাঘ ১৪২৬ | ২৭ জানুয়ারি ২০২০

পঞ্চগড়ে পুলিশ-র‍্যাবের সঙ্গে পাথর শ্রমিকদের সংঘর্ষ

শ্রমিক নিহত, আহত ৩০

■ পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার ভজনপুরে পুলিশ ও র‍্যাবের সঙ্গে পাথর উত্তোলনকারী শ্রমিকদের সংঘর্ষে এক পাথর শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ১১ পুলিশ-র‍্যাব সদস্যসহ কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। গুরুতর আহত চার জনকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যরা পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছে। নিহত পাথর শ্রমিকের নাম জুমারউদ্দিন (৫৫)। তার বাড়ি জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর ইউনিয়নের গনাগছ গ্রামে। সাড়ে ৪ ঘণ্টা অবরোধের পর দুপুর আড়াইটার দিকে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ, হাসপাতাল ও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ড্রিল ড্রেজার মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলন হয়ে আসছিল। এর ফলে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পঞ্চগড়ের বর্তমান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী যোগদানের পর থেকে সব প্রকার পাথর উত্তোলন বন্ধ করে দেন। প্রায় পাঁচ মাস ধরে এই পাথর উত্তোলন বন্ধ রয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে পাথর উত্তোলনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবিতে সড়ক অবরোধের ঘোষণা দেয় তেঁতুলিয়ার ভজনপুর এলাকার পাথর শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা। রবিবার সকাল থেকে ভজনপুর বাজারে অবস্থান নেয় কয়েক হাজার পাথর শ্রমিক।

পরিস্থিতি শান্ত করতে ঐ এলাকায় বিপুল পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পাথর শ্রমিকরা সকাল ১০টায় পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা মহাসড়কের ভজনপুরে সড়ক অবরোধ করে। পুলিশ অবরোধকারীদের বাঁধা দিলে তারা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এ সময় পুলিশ পাথর শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এসময় ঐ পাথর শ্রমিক মারা যায়।

পঞ্চগড়ের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী জানান, মূলত বোমা মেশিন চক্রের সদস্য ও সুবিধাভোগীরা শ্রমিকদের উসকানি দিয়ে মাঠে নামিয়েছে। তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে পুলিশ ও র‍্যাবের ওপর হামলা করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার, ১৩ মাঘ ১৪২৬ | ২৭ জানুয়ারি ২০২০

সোনারগাঁওয়ে ছিনতাইকারীর হাতে কাভার্ডভ্যানের হেলপার খুন

■ সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে পুলিশ চেকপোস্টের সামনে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে ছুরিকাঘাতে খুন হয় সাগর (৩০) নামের কাভার্ডভ্যানের হেলপার। গত শনিবার রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁওয়ের আষাঢ়িয়ার চর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত হয় কাভার্ডভ্যান চালক। পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করে। এ ঘটনায় গতকাল রবিবার দুপুরে নিহতের বড়ো ভাই বাদী হয়ে সোনারগাঁও থানায় একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করে।

সমকাল
সোমবার | ২৭ জানুয়ারি ২০২০

পিকআপ ভ্যানে গণধর্ষণের শিকার পোশাককর্মী

চালকসহ জড়িত ৩

■ জামালপুর প্রতিনিধি

ঢাকার আশুলিয়া থেকে জামালপুরে আসার পথে পিকআপ ভ্যানে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক পোশাককর্মী। পরে মেয়েটিকে চলন্ত পিকআপ থেকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। গত শুক্রবার ঘাটাইলের সাগরদীঘি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শনিবার দুপুরে স্থানীয়দের সহায়তায় মেয়েটির স্বজনরা তাকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

স্বজনরা জানায়, ঢাকার আশুলিয়ার একটি কারখানায় কাজ করেন ওই

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

পোশাককর্মী। গ্রামের বাড়িতে তার একটি শিশুসন্তান রয়েছে। ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার জন্য বাস ধরতে শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিনি আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় যান। সেখানে এক পিকআপ চালক নিজেকে জামালপুরের পরিচয় দিয়ে তাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে ভ্যানে তোলে।

মেয়েটির বরাত দিয়ে স্বজনরা আরও বলেন, রাস্তায় চালক, হেলপার ও আরেকজন তাকে জোর করে জোস খাওয়ায়। এর পর তিনি আর কিছুই স্মরণ করতে পারেন না। ঘাটাইলের সাগরদীঘি এলাকা থেকে স্থানীয়রা তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে মোবাইল ফোনে তাদের খবর দেয়। পরে তারা শনিবার দুপুরে মেয়েটিকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। রাত ৭টার দিকে তার জ্ঞান ফিরতে শুরু করলেও ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. হাবিবুর রহমান ফকির বলেন, প্রাথমিক আলামতে মনে হয়েছে, মেয়েটি ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহ করে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন এলেই ধর্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এ ঘটনায় এখনও কাউকে আটক করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এ বিষয়ে জামালপুর থানার ওসি সালেমুজ্জামান বলেন, নির্যাতনের শিকার মেয়েটিকে যেহেতু সাগরদীঘি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাই মামলা হবে ঘাটাইল থানায়।

নির্যাতিত পোশাককর্মীর মা বলেন, আমরা গরিব। মেয়ের চিকিৎসা কিংবা মামলা কোনো কিছুই করার ক্ষমতা আমাদের নেই। স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী জাহাঙ্গীর সেলিম বলেন, তারা মেয়েটির সুচিকিৎসা ও আইনি সহায়তা দেবেন। তবে এটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে জানান তিনি।

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সুলতানা কামাল সমকালকে বলেন, বিচার না হওয়ায় ধর্ষকরা ধরেই নিয়েছে তাদের কিছুই হবে না। তাই দেশে একের পর এক বেড়েই চলছে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন। তিনি এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৮ জানুয়ারি ২০২০
১৪ মাঘ ১৪২৬

কালিয়াকৈরে মিলল কারখানা শ্রমিকের লাশ

সাভারে কঙ্কাল উদ্ধার

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) ও সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার আন্দারমানিক পূর্বপাড়া এলাকার ইলিয়াস হোসেনের বাড়ি থেকে সোমবার কারখানা শ্রমিক আলহাজ হোসেনের লাশ উদ্ধার করেছে মৌচাক ফাঁড়ি পুলিশ। হোসেন নাটোরের লক্ষ্মীকলা এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে। তিনি উপজেলার আন্দারমানিক এলাকার ইলিয়াস হোসেনের বাড়িতে ভাড়া থেকে স্থানীয় কারখানায় চাকরি করতেন।

জানা যায়, কয়েক বছর আগে আলহাজ কাজের সন্ধানে গাজীপুরের কালিয়াকৈর আসেন। সেখানে আন্দারমানিক এলাকায় ইলিয়াস হোসেনের বাড়িতে সপরিবারে ভাড়া থেকে স্থানীয় কারখানায় চাকরি করতেন তিনি। ওই দিন পরিবারের সঙ্গে অভিমান করে গলায় রশিতে ফাস দিয়ে আত্মহত্যা করেন আলহাজ।

এদিকে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের ধলেশ্বরী নদীর তীরে জলাধার থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে কঙ্কালের বিষয়ে বিস্তারিত নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারেনি পুলিশ। সোমবার সাভার মডেল থানার ট্যানারি ফাঁড়ির ইনচার্জ এমারত হোসেন কঙ্কাল উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

থানা পুলিশ জানায়, সোমবার সকালে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের হরিণধরা এলাকায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে একটি জলাধারে এক ব্যক্তির কঙ্কাল দেখতে পান স্থানীয়রা। বিষয়টি সাভার মডেল থানা পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কঙ্কালটি উদ্ধার করে। সাভার মডেল থানার ট্যানারি ফাঁড়ির ইনচার্জ এমারত হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করেছে। তবে কেউ হত্যা করে দীর্ঘদিন লাশটি ওই স্থানে রেখেছিল।

সমকাল
২৭ জানুয়ারি ২০২০ | ১৩ মাঘ ১৪২

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এলো শাকিলের পোড়া লাশ

■ দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

জীবিকার তাগিদে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়ে পোড়া লাশ হয়ে ফিরলেন কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার যুবক শাকিল মিয়া। পরিবারে সচ্ছলতা আনতে দুই বছর আগে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি।

গতকাল রোববার ভোরে উপজেলার গৌরীপুর ইউনিয়নের পেন্নাই গ্রামে তার মরদেহ পৌঁছে। শাকিলের বিকৃত মরদেহ দেখে রিকশাচালক বাবা হোসেন মিয়া, মা সামসুন নাহার ও স্ত্রী শান্তা বেগমের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। সকাল ১১টায় পেন্নাই ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

স্বজনরা জানান, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের কাছে পামব্রিজ এলাকায় ২০ জানুয়ারি একদল সন্ত্রাসী শাকিলের দোকানে ঢুকে লুটপাট চালায়। প্রতিবাদ করলে বেধড়ক মারধর করে শাকিলকে ভেতরে রেখেই পেট্রোল ঢেলে দোকানটিতে আগুন ধরিয়ে হামলাকারীরা চলে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন শাকিলকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। বুধবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাকিলের মৃত্যু হয়।

গতকাল ভোরে শাকিলের লাশ পেন্নাই গ্রামে পৌঁছালে গোটা বাড়িই শোকে স্তব্ধ দেখা যায়। দেড় বছরের মেয়ে সিনথিয়াকে কোলে নিয়ে শাকিলের স্ত্রী শান্তা আক্তার বিলাপ করছিলেন। বাবা হোসেন মিয়া কাঁদতে কাঁদতে বারবার মূর্ছা যান। মা সামসুন নাহার ও একমাত্র বোন লিপি আক্তার অঝোরে কাঁদছিলেন। শাকিলের

বাবা হোসেন মিয়া বলেন, 'রিকশা চালিয়ে ছেলেমেয়েদের বড় করেছি। এখন আর রিকশা চালাতে পারি না, যখন যে কাজ পাই, সে কাজ করি। তার ওপর ঋণের বোঝা। কী করব বুঝতে পারছি না!' শাকিলের স্ত্রী শান্তা আক্তার বলেন, মৃত্যুর এক ঘণ্টা আগেও তার সঙ্গে ফোনে কথা হয় শাকিলের। তাকে বলেছিলেন, তার ব্যবসা করতে খুবই ভয় লাগে। ঋণ শোধ হয়ে গেলে দেশে ফিরে আসবেন। আবার বাসের সুপারভাইজারের চাকরিতে যোগ দেবেন। তিনি ফিরলেন ঠিকই, কিন্তু পোড়া লাশ হয়ে।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার | ২৮ জানুয়ারি ২০২০

গাজীপুরে চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরে চালককে খুন করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাই হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে নগরীর সদর থানার রাহাপাড়া এলাকা থেকে অটোরিকশাচালকের হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত রাসেল চৌকিদার (২৫) নগরীর পুবাইল থানার হায়দরাবাদ এলাকার মৃত মো. রতন চৌকিদারের ছেলে। পুলিশ জানায়, গতকাল সকালে রাহাপাড়া এলাকায় হাত-পা বাঁধা লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন থানায় খবর দেয়। পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে লাশ শনাক্ত করে।

গাজীপুর সদর থানার ওসি মো. আলমগীর হোসেন পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে জানান, সড়কের পাশে হাত-পা বাঁধা লাশ পাওয়া গেলেও রাসেলের অটোরিকশাটি পাওয়া যায়নি।

সমকাল ২৯ জানুয়ারি ২০২০

উত্তরায় বাসায় পরিবহন কর্মীর গলাকাটা লাশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর উত্তরায় দুর্বৃত্তরা বাসায় ঢুকে কাজী গোলাপ হোসেন (৪৫) নামে এক পরিবহন কর্মীকে গলা কেটে হত্যা করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। গোলাপ হোসেন আবদুল্লাহপুরে একটি পরিবহন কাউন্টারের ম্যানেজার ছিলেন। কারা, কেন তাকে হত্যা করেছে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোলাপ হোসেন স্ত্রী ও এক মেয়ে নিয়ে উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের ১০ নম্বর রোডের ছয়তলা একটি বাড়িতে থাকতেন। সপ্তাহখানেক আগে তার স্ত্রী ও সন্তান গ্রামের বাড়ি কুমিল্লায় যান। দুর্বৃত্তরা গোলাপের গলা ও পেট কেটে হত্যা করেছে। এ ছাড়া তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের চিহ্ন রয়েছে।

ওই বাড়ির কেয়ারটেকার রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, গোলাপ হোসেনের স্ত্রী মঙ্গলবার সকালে তাকে ফোন দিয়ে জানান, সোমবার থেকে তার স্বামীর ফোন বন্ধ পাচ্ছেন। তিনি বাসায় রয়েছেন কিনা তা জেনে তাকে জানাতে বলা হয়। এরপর তিনি ষষ্ঠতলার ছাদে গোলাপের বাসার সামনে গিয়ে দেখেন দরজায় তালা ঝুলছে। পরে খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় গোলাপকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ সময় তিনি চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তালা ভেঙে লাশ উদ্ধার করে। উত্তরা-পশ্চিম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী আবুল কালাম সমকালকে জানান, পুলিশ ধারণা করছে, গত রোববার রাত থেকে সোমবার রাতের মধ্যে গোলাপকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে। বাসায় অস্ত্র পাওয়া যায়নি। মনে হচ্ছে, বঁটি দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

প্রথম আলো • বুধবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২০,

পাওনা চাইতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার পোশাককর্মী

নারী ও শিশু নির্যাতন

- ভোলায় ধর্ষণের শিকার চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা। বেত্রাঘাত ও কান ধরে ওঠবস করিয়ে শাস্তি।
- ঘাটাইলে তিন ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় দুজনের জবানবন্দি।

প্রথম আলো ডেস্ক

ঢাকার আশুলিয়ায় পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে এক পোশাকশ্রমিক গণধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভোলার চরফ্যাশনে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে (১৩) কয়েক মাস ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক নির্মাণশ্রমিকের বিরুদ্ধে। শিশুটি এখন ২৭ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। আর টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে তিন স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার দুজন গতকাল মঙ্গলবার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (অপারেশন) জিয়াউল ইসলাম বলেন, ধর্ষণের অভিযোগে গত সোমবার রাতে মামলা করেছেন এক নারী পোশাককর্মী। এজাহারে তিনি বলেছেন, পাওনা টাকার জন্য রোববার বিকেলে তিনি একজনের বাড়িতে যান। এ সময় কয়েকজন মিলে তাঁকে মারধর ও ধর্ষণ করেন। এ ঘটনায় ওই নারী সোমবার মামলা করেছেন। এরপর পুলিশ আসাদুল ইসলাম নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল তাঁকে ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়।

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে কয়েক মাস ধরে শিশুটিকে নানা কিছু কিনে দিয়ে নির্মাণাধীন একটি ভবনে নিয়ে ধর্ষণ করতেন আওলাদ হোসেন। বিষয়টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে জানালে তাঁরা দুজনকে বেত্রাঘাত ও কান ধরে ওঠবস করিয়ে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেন। মেয়েটির শারীরিক পরিবর্তন বুঝতে পেরে পরীক্ষা করিয়ে পরিবার জানতে পারে, সে ২৭ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। গতকাল চরফ্যাশন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুহুল আমিনের সামনে এ অভিযোগ করেন মেয়েটির বাবা। ইউএনও থানাকে মামলা গ্রহণ করতে বলেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

চরফ্যাশন থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, এ ঘটনায় আওলাদকে আসামি করে মামলা করেছেন মেয়েটির বাবা। আওলাদ পলাতক। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে।

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে তিন স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ ও এক ছাত্রীকে লাঞ্ছনার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুজন গতকাল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। জবানবন্দি দেওয়ার পর ওই দুজনসহ তিন আসামিকে জেলহাজতে পাঠান আদালত।

রোববার দুপুরে দুই বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে বের হন নবম শ্রেণির চার ছাত্রী। এ সময় স্থানীয় পাঁচ-ছয়জন যুবক জঙ্গলের মধ্যে তাদের আটকে বন্ধুদের মারধর করে তিন ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন।

ঘাটাইল থানার পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম জানান, ধর্ষণে জড়িত অভিযোগে সোমবার সন্ধানপুর গ্রামের মোকছেদ আলীর ছেলে বাবুল (২১) ও জব্বার আলীর ছেলে সবুজ ওরফে বাবু (৩০) এবং মানাজিটানপাড়া গ্রামের আনছার আলী খানের ছেলে ইউসুফ আলী খানকে (২৭) গ্রেপ্তার করা হয়। ইউসুফ ও বাবুল গতকাল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ১৫ মাঘ ১৪২৬
২৯ জানুয়ারি ২০২০

সোনারগাঁওয়ে থানার কাছে বিকাশ এজেন্টকে ছুরিকাঘাত

২ লাখ টাকা ছিনতাই

■ সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে থানার ৩০ গজ দূরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ছিনতাইকারীর দল এক বিকাশ এজেন্টকে কুপিয়ে ও ছুরিকাঘাত করে নগদ প্রায় ২ লাখ টাকা, ২টি মোবাইল সেট ও স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সোনারগাঁও থানার ৩০ গজ দূরে ব্রিজের ওপারে ভবনাথপুর এলাকায় এ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত বিকাশ এজেন্ট মো. জুলহাসকে (২৮) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার সোনারগাঁও থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এলাকাবাসী ও আহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, জুলহাস সোনারগাঁও থানার সামনে রাকিব টেলিকম নামের বিকাশ এজেন্ট ও ফ্লেক্সিলোডের দোকান খুলে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা করে আসছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জুলহাস জানান, গত সোমবার রাতে দোকান বন্ধ করে মোটরবাইক চালিয়ে ভাটিবন্দরে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন তিনি। পথে সোনারগাঁও থানা সংলগ্ন ব্রিজের ওপারে ভবনাথপুর এলাকায় মোল্লা এন্টারপ্রাইজ নামের বালুর গদির সামনে আসতেই সিএনজি অটোরিকশাযোগে চার-পাঁচ জন ছিনতাইকারী জুলহাসের গতিরোধ করে তার ওপর হামলা চালায়। ছিনতাইকারীরা জুলহাসের ঘাড়ে, পিঠে, হাতে, পেটে ছুরিকাঘাত করে তাকে মারাত্মকভাবে জখম করে এবং জুলহাসের সঙ্গে থাকা নগদ ২ লাখ টাকা, মোবাইল সেট ও গলার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। আহত জুলহাস উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের ভাটিবন্দর এলাকার মো. শহীদুল্লার ছেলে। জুলহাস বলেন, ছিনতাইকারীদের কাউকে তিনি চেনেন না। তিনি কখনো কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করেননি। কারো সঙ্গে তার কোনো শত্রুতাও নেই। তবে সোনারগাঁও থানার ওসি মনিরুজ্জামান বলেন, ধারণা করা হচ্ছে পূর্বশত্রুতার জের ধরে এ ঘটনা ঘটতে পারে।

উল্লেখ্য, গত শনিবার রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পিরোজপুর ইউনিয়নের আষাঢ়িয়ারচর এলাকায় একদল ছিনতাইকারী একটি কাভার্ড ভ্যানের চালক ও হেলপারকে ছুরিকাঘাত করে টাকা ও মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। আহত হেলপার পরে মারা যান।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৬ মাঘ ১৪২৬
Dhaka : Thursday 30 January 2020

অভিযোগ করতে আসা আহত অটোচালককে ৭ ঘণ্টা হাজতে!

প্রতিনিধি, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল)

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর প্রতিপক্ষের হামলায় আহত স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে থানায় অভিযোগ করতে আসলে অভিযোগ না নিয়ে আহত ছেলেকে প্রায় সাত ঘণ্টা থানাহাজতে আটকে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে এক এস আইয়ের বিরুদ্ধে। গত মঙ্গলবার মির্জাপুর থানায় এ ঘটনা ঘটে। আটককৃত আহত ছেলে সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালক জাকির হোসেন (২৫)। সে মির্জাপুর উপজেলার আনাইতারা ইউনিয়নের চামারী ফতেপুর গ্রামের আদম আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী জাকির জানান, গত রোববার সন্ধ্যার দিকে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তার প্রতিবেশী (সম্পর্কে চাচা) ফেরদৌস মিয়ার সঙ্গে তার বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে ফেরদৌস তাকে লাঠি দিয়ে পেটায়। এ ঘটনা দেখে তার মা বেগম এগিয়ে গেলে তিনি তাকে লাঠি ও ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। এতে সে গুরুতর আহত হলে প্রথমে তাদের জামুকীস্থ মির্জাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে দুইদিন চিকিৎসার পর মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে জাকির এবং তার মা বেগমকে নিয়ে তার বাবা মির্জাপুর থানায় অভিযোগ করতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই) ফজলুর রহমান অভিযোগ না নিয়ে জাকিরকে আটকে রাখেন। অনেক কাকুতী মিনতি করলেও তিনি তাকে ছাড়েননি। পরে বিষয়টি মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সায়েদুর রহমান জানলে তার নির্দেশে রাত সাতটার দিকে ফজলুর রহমান তাকে ছেড়ে দেন।

এস আই ফজলুর রহমান জানান, মারামারির ঘটনায় তাদের প্রতিপক্ষ থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছিলেন। এলাকায় গিয়ে তাদের না পাওয়ার কারণে থানার কাছে একটি দোকানের পাশে পেয়ে গত মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে তাকে আটক করা হয়েছিল। ওসি সাহেবের নির্দেশে পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে ওসি মো. সায়েদুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন আটকের বিষয়টি জানতে পেরে তাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সমকাল
১ জানুয়ারি ২০২০ । ১৭ পৌষ ১৪২

বশেমুরবিপ্রবি

বকেয়া বেতন দাবিতে কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচি

■ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরবিপ্রবি) দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত ১৭৬ কর্মচারী তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধসহ তিন দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে বসে এ অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। দুপুর ১টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলে। কর্মসূচি চলাকালে কর্মচারী ইব্রাহিম শেখ, শেখ নাঈমুর রহমান, কাজী রুমা, সেলিম আহমেদসহ অনেকে বক্তব্য দেন।

বক্তারা বলেন, তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ, চাকরি স্থায়ীকরণ ও দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মচারীর স্থায়ী নীতিমালা করার তিন দফা দাবিতে গত এক মাস ধরে তারা এ কর্মসূচি পালন করছেন। এই তিন দফা দাবি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. শাহজাহান বলেন, 'আন্দোলনরত কর্মচারীদের বিষয়ে ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। সেখান থেকে যে নির্দেশনা আসবে, আমরা সেই অনুযায়ী তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব। এখন পর্যন্ত ইউজিসির কোনো নির্দেশনা পাইনি।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ১৭ পৌষ
১ জানুয়ারি ২০২০

গতকাল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বিভিন্ন দাবিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বিক্ষোভ

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ বন্ধ, শূন্য পদে নিয়োগ এবং পদোন্নতির ব্যবস্থাসহ ৫ দফা দাবি বাস্তবায়নে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি সমন্বয় পরিষদ। এ সময় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের নেতারা যোগ দেন। গতকাল বুধবার সকাল ১০ থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী সমিতি পরিষদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী সমিতি সমন্বয় পরিষদের সভাপতি মো. আবু সাঈদ মিয়া। তিনি বলেন, সরকারি হাসপাতালে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ প্রথা বাতিল করতে হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি সব পদে রাজস্ব খাতে নিয়োগ দিতে হবে। ডিপিসির মাধ্যমে পদোন্নতি যোগ্য শূন্যপদে অতিসত্বর পদোন্নতি দিতে হবে। ২১ জানুয়ারির মধ্যে দাবি না মানলে আরো কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

বিক্ষোভ সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারী কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি এম এ হান্নান, তৃতীয় শ্রেনি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি এস এম আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান খান, বক্ষব্যাধি সরকারি হাসপাতালেরর সভাপতি মো. নাসির আলম, মিটফোর্ড হাসপাতালের সভাপতি মোজাফফর হোসেন বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো. মনির হোসেন প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
, ১৭ পৌষ ১৪২৬
১ জানুয়ারি ২০২০

খুলনায় অনশনে অর্ধশত পাটকল শ্রমিক অসুস্থ

■ খুলনা অফিস

খুলনায় মজুরি কমিশন বাস্তবায়নসহ ১১ দফা দাবি আদায়ে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন অব্যাহত রেখেছে। তবে পৌষের কনকনে শীতের মধ্যে দিনরাত সড়কের ওপর কর্মসূচি পালন করার কারণে তীব্র ঠান্ডায় গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত অন্তত অর্ধশত শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা আরো বাড়ছে।

খালিশপুর বিআইডিসি সড়কে গিয়ে দেখা যায়, প্ল্যাটিনাম জুবিলি জুট মিলের গেটের সামনে সড়কের ওপর তাঁবু টানিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করে তার মধ্যে ক্রিসেন্ট, প্ল্যাটিনাম, স্টার, খালিশপুর ও দৌলতপুর জুট মিলের শ্রমিকরা অনশন কর্মসূচি পালন করছেন। তীব্র শীতে সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত অন্তত ২৫ শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ শ্রমিকদের স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে।

সমকাল
বৃহস্পতিবার । ২ জানুয়ারি ২০২০ ।

পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ, মজুরি কমিশন বাস্তবায়নসহ ১১ দফা দাবিতে বুধবার রাজধানীতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের মিছিল ■ সমকাল

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সমকাল
২ জানুয়ারি ২০২০ | ১৮ পৌষ ১৪২

শ্রমিক ফ্রন্টের বিক্ষোভ

পাটশিল্পের আধুনিকায়ন দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকারি পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া বেতনসহ ১১ দফা দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট। এ সময় তারা পাটশিল্পের আধুনিকায়নের দাবি জানান।

গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংগঠনটি এ কর্মসূচি পালন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শ্রমিক নেতা রাজেকুজ্জামান রতন। বক্তব্য দেন শ্রমিক ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, কোষাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু নাঈম খান বিপ্লব, জাতীয় পার্টির শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, স্বাধীনতা-পূর্ব ৭৫টি পাটকল থেকে ভুল সরকারি-বেসরকারি নীতির ফলে বর্তমানে কোনোমতে ২৫টি কারখানা টিকে আছে। একসময় পাটকলগুলো দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত ছিল; দেশের গৌরব ছিল। কিন্তু আজ সরকারের ভুল নীতি ও দুর্নীতির কারণে তা ধ্বংস হতে চলেছে।

বক্তারা আরও বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো দেশের অর্থনীতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করার জন্যই সরকার ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেছে। এ চক্রান্তমূলক নীতির কারণেই পাটকল শ্রমিকদের মজুরি মাসের পর মাস আটকে রাখা হচ্ছে। ২০১৫ সালে ঘোষিত মজুরি আজও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। ফলে শ্রমিকরা অনশনে নেমেছেন। এরই মধ্যে অনশন, আন্দোলন করতে গিয়ে দুই শ্রমিক মারা গেছেন।

রাজেকুজ্জামান বলেন, এখনও আমাদের পাটকলগুলো চলছে শত বছরের পুরোনো মেশিন দিয়ে। ফলে এসবের উৎপাদন ক্ষমতা কমে গেছে। এসব পাটকল আধুনিকায়ন করে পাটের বহুমুখী উৎপাদনে যাওয়া উচিত।

খুলনায় পাটকল শ্রমিকদের অনশনের চতুর্থ দিনে বুধবার সংহতি প্রকাশ করে শ্রমিকদের সন্তানরা। এ সময় তাদের হাতে বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড দেখা যায়

খুলনায় পাটকল শ্রমিকদের পাশে সন্তানরা

■ খুলনা ব্যুরো

রাজপথে অনাহারেই বছর শুরু হলো খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের। নতুন বছরকে বরণ করতে প্রথম প্রহরে দেশের মানুষ যখন উন্মাদনায় মগ্ন, তখন প্রচণ্ড শীতে অনশনের আরেকটি রাত পার করেছেন তারা। গতকাল বুধবার টানা চতুর্থ দিনের মতো আমরণ অনশন করছেন পাটকল শ্রমিকরা।

অভুক্ত পাটকল শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের সন্তানরা। গতকাল দুপুর দেড়টায় স্কুল থেকে শিশুরা এসে অনশনস্থলে জড়ো হয়। তাদের হাতে বিভিন্ন দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড ছিল। এতে লেখা ছিল– 'পিতার চাকরির নিশ্চয়তা চাই', 'আমি শ্রমিকের সন্তান, এটাই কি আমার অপরাধ?' 'বাবা মিলে চাকরি করে, আমি কেন পাই না খেতে', 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ, ব্যর্থ মন্ত্রী করল শেষ'। এক শিশু হাতে লেখা ছিল– 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি কি রাসেল না?' শ্রমিকদের সন্তানরা সেখানে প্রায় আধাঘণ্টা বিক্ষোভ করে। পরে অন্য শ্রমিকরা এসে তাদের সরিয়ে দেন।

এদিকে গতকাল বুধবার বিকেল পর্যন্ত অনশনে থাকা ২০ জনের মতো শ্রমিককে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়েছে ৬০ জনের মতো শ্রমিককে। আর শীতের কারণে অসুস্থ পাঁচ শতাধিক শ্রমিক। শ্রমিকরা বলছেন, অনশনে যখন বসেছেন, তখন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবেন না। মজুরি কমিশনের তথ্য খাতায় লিপিবদ্ধ করার পর তারা অনশন ভাঙবেন। গত মঙ্গলবার বিকেলে পাটকল শ্রমিক নেতাদের নিয়ে বৈঠক করতে চেয়েছিলেন খুলনা জেলা প্রশাসক। কিন্তু শ্রমিকরা তার আহ্বানে সাড়া দেননি।

শ্রমিকরা অনশন কর্মসূচি পালন করছেন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ-নন সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে। ওই সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক ও খুলনার ক্রিসেন্ট জুট মিল সিবিএর সাবেক সভাপতি মুরাদ হোসেন বলেন, এর আগে মজুরি কমিশন নিয়ে আন্দোলনের সময় জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। সর্বশেষ বৈঠকে মজুরি কমিশন বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনিও। কিন্তু শ্রমিকরা এখনও মজুরি কমিশন পাননি। যেহেতু জেলা প্রশাসক তার আগের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি, তাই শ্রমিকরা তার আহ্বানে সাড়া দেননি। খুলনা অঞ্চলে মোট রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি পাটকল রয়েছে। এর মধ্যে খুলনায় রয়েছে সাতটি ও যশোরে দুটি। টানা অনশন কর্মসূচি চলার কারণে খুলনার সাতটি মিল বন্ধ রয়েছে।

The Daily Star
JANUARY 3, 2020, POUSH 19, 142

Demonstrating jute mill workers being administered saline in front of Platinum Jute Mills gate in Khulna yesterday, the fifth consecutive day of their hunger strike to press home their 11-point demand, including timely payment of wages. Their leaders called off the strike last night following assurance from the government.

JUTE MILLS

Leaders say demo over, workers say not yet

977 fall sick during hunger strike

STAFF CORRESPONDENT

On assurance from the government that the National Wage Board-2015 would be implemented, leaders of jute mill workers called off their strike last night.

However, workers were continuing their strike as of filing this report at 12:20am today, reports our local correspondent.

Speaking to The Daily Star, Mizanur Rahman, a worker of Platinum Jute Mill in Khulna, said they will not call off the strike until their leaders convey the assurance to them.

Last evening, leaders of Bangladesh Jute Mill Workers' League and State-Owned Jute Mill CBA and Non-CBA Sangram Parishad had talks with Textile and Jute Minister Golam Dastagir Gazi and State Minister for Labour and Employment Monnujan Sufian at the Jute Diversification Promotion Centre to discuss the matter, said a press release.

"On the basis of the discussions, it is to be informed that workers will be given slips of the National Wage Scale-2015," it said.

"Therefore, upon the declaration of leaders regarding the calling off of the strike, all the workers are requested to withdraw their movements and join work," it added.

Meanwhile, hundreds of workers from eight state-run jute mills in the Khulna and Jashore industrial belts have fallen sick so far, as they continued their fast-unto-death protest for the fifth consecutive day yesterday.

The protest was held to press home an 11-point demand, including implementation of the 2015 wage commission and the timely payment of their wages.

Around 26 workers were admitted to local hospitals and clinics since the beginning of the protest at 3:00pm on Sunday. At least 12 from different mills were admitted to Khulna Medical College Hospital.

Apart from that, at least 977 workers fell ill during the same period, while 63 workers were having to take saline until yesterday, said the president of Crescent Jute Mill Employees Union and Joint Convener of Collective Bargaining Agents (CBAs) and non-CBA Sangram Parishad.

The jute mill workers marched through the BIDC Road and the Dhaka-Khulna highway at Notunrasta Mor and Kabirbottala of Sonadanga-Notunrasta Road in Khulna city. They blocked the highway around 11:00am, halting vehicular movement from both sides.

Around 12:00pm, they freed the road and went to the hunger strike venue.

Tareq Sheikh, a first-year student of Brajalal college in Khulna, told The Daily Star that he could not confine himself to the classroom while his father was protesting on the streets.

"Four of my friends yesterday expressed their solidarity and joined the demonstrations at Notunrasta Mor," Tareq said.

Iqbal Hassan, a worker of Crescent Jute Mill, said, "I am in a fix. Should I have left the job or should I wait to get wage commission?"

"My three children joined the demonstrations and took part in the hunger strike even though I forbade them to do so... I would rather die than see my daughter from the seventh grade on the street with us.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Leaders say demo over

"Our children should go to school but they are now in the movement to help their parents," he said.

Around 3:00pm, six-year-old Yasin Sheikh said, "I came to see my father, Rafiqul Islam, who has not been home for the last four days."

Rafiqul is a temporary worker at Platinum Jute Mill.

"Twenty-one leaders of the workers were in Dhaka to attend a meeting with the jute minister at Bangladesh Jute Mills Corporation yesterday afternoon," said Sarder Abdul Hamid, convener of CBAs and non-CBA Sangram Parishad.

BNP's Khulna city and district unit formed a human chain in front of its party office at KD Ghosh Road yesterday noon. There, BNP leaders said the government has made false promises to jute workers several times.

Nazrul Islam Monju, president of Khulna BNP, said the government should immediately implement the wage commission for thousands of jute workers.

Around 31,000 workers went into work abstention and observed fast-unto-death from December 10 to December 13.

Production in nine mills came to a halt due to the demonstrations. Carpeting Jute Mills in Jashore, however, was operating partially.

Later, workers postponed their protest until December 17 upon assurances from State Minister Monnujan Sufian of fulfilling their demands.

On December 27, leaders of "Sangram Parishad" announced they would resume their demonstrations as their demands were not met.

The demands include cancellation of public-private ownership initiative, allocation of necessary funds for the jute sector, insurance for families of dead workers, ensuring payment of provident funds and gratuity accumulations for retired workers, and the job regularisation for temporary workers.

যুগান্তর

রোববার ৫ জানুয়ারি ২০২০
২১ পৌষ ১৪২৬

ন্যায্য মজুরি দাবি

বেনাপোল স্থলবন্দর হ্যান্ডলিং শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি

শ্রমিকদের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে শনিবার দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন বেনাপোল স্থলবন্দর হ্যান্ডলিং শ্রমিকরা। বেনাপোল স্থলবন্দর প্রশাসনিক ভবনের সামনে দেড় কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। ফলে সকাল থেকে বন্ধ হয়ে যায় বন্দরে মালামাল লোড-আনলোড। কর্মসূচিতে দুটি শ্রমিক সংগঠনের কয়েক হাজার শ্রমিক মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন। ৮৯১ বন্দর হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি কলিম উদ্দিন জানান, দেশের ভোমরা, সোনা মসজিদ, মংলাবন্দরসহ অন্য স্থলবন্দরে শ্রমিকদের মজুরি ৩০ টাকা ৫৩ পয়সা ধার্য করা হলেও বেনাপোল স্থলবন্দর শ্রমিকদের মজুরি ধার্য করা হয়েছে মাত্র ২২ টাকা। সেক্ষেত্রে সাধারণ শ্রমিকরা পাচ্ছে ১৬ টাকা, প্রতি মেট্রিক টন মালামাল লোড-আনলোড করার মজুরি সর্বনিম্ন ২০ টাকা দাবি শ্রমিকদের। দাবিকৃত মজুরি না পেলে বন্দর অচল করে দেয়ার কর্মসূচির কথা জানান তিনি। বেনাপোল বন্দরের ডাইরেক্টর মামুন হোসেন জানান, বিষয়টি সমাধানের জন্য বন্দর শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। কোনোভাবেই বন্দরে কাজ বন্ধ করতে দেয়া হবে না।

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার, ২২ পৌষ ১
৬ জানুয়ারি ২০২০

সাংবাদিকদের ওপর জুয়াড়িদের হামলার প্রতিবাদে অবস্থান ধর্মঘট

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে সাংবাদিকদের ওপর জুয়াড়িদের হামলার প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে সাংবাদিকরা। রবিবার ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় চত্বরের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এর আগে জুয়া আসরের মূল হোতাদের গ্রেফতারে প্রশাসনকে ৪৮ ঘণ্টা আল্টিমেটাম দিয়েছিল সাংবাদিকরা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি শাহআলম প্রামানিক, সাবেক সভাপতি আসাদুল ইসলাম বাবুল, সহসভাপতি সিরাজুল ইসলাম কিসলু, আব্দুল আলীম আকন্দ সাবেক সহসভাপতি আতোয়ার রহমান মি_, যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ সরোয়ার সাদী রাজুসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদিকরা। এ সময় একাত্মতা প্রকাশ করে অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম অ্যাডভোকেট।

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ৬, ২০২০

বকেয়া পরিশোধের দাবি

দুপচাঁচিয়া পৌরকর্মীদের অবস্থান ধর্মঘট

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বগুড়া

নয় মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট পালন শুরু করেছেন বগুড়ার দুপচাঁচিয়া পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। গতকাল সকালে দুপচাঁচিয়া পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে তারা এ কর্মসূচি পালন শুরু করেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। এ সময় তারা মেয়রের বিরুদ্ধে ফান্ডের টাকা আত্মসাতেরও অভিযোগ করেন।

বগুড়ার দুপচাঁচিয়া পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহজাহান সিরাজ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং প্রভিডেন্ট ও আনুতোষিক ফান্ডের কর্তনকৃত টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার বিষয়ে পৌর মেয়র বেলাল হোসেনকে বলা হলেও তিনি বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেননি। বেতন না পেয়ে আমরা পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতন জীবন যাপন করছি। এর আগে এ বিষয়ে আমরা জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ করেছি। কিন্তু কোনো ফল পাইনি।

এ ব্যাপারে দুপচাঁচিয়ার পৌর মেয়র বেলাল হোসেন বলেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন পাওয়ার দাবিদার। আমি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বকেয়া বেতন পরিশোধ করে আসছি। রাজস্ব ফান্ডে টাকা এলে চলতি মাসের মধ্যেই আগের কয়েক মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড ও আনুতোষিক ফান্ডের কর্তনকৃত টাকা আত্মসাতের অভিযোগটি সত্য নয়। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন ও হয়রানির জন্য কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ষড়যন্ত্র করছেন।

NEW AGE WEDNESDAY, JANUARY 8, 2020

Journalists rally against torture, handcuffing of fellow in Khulna

Our correspondent. Khulna

THE journalist community in Khulna on Tuesday staged demonstration protesting against the torture and handcuffing of one of their fellow on Sunday.

They demanded exemplary punishment for the attackers immediately while demonstrating in front of Khulna Press Club in the city.

The journalist leaders also issued an ultimatum that police must arrest the attackers within 48 hours.

Tough agitation programmes would be launched unless their demands were fulfilled within the time, they warned.

They feared that if the attackers were not punished, attacks on the journalist community would continue to rise.

An attack on a journalist was an attack on freedom of press, they said.

Leaders of Khulna Press Club, Khulna Union of Journalists, Khulna TV Reporters' Unity, Khulna TV Camara Journalists Association, Khulna Crime Reporters' Association and several political and professional organisations spoke there.

Khulna Press Club president SM Nazrul Islam presided over the demonstration rally.

On January 5, two unidentified foreigners and three to four of local workers of a KWASA project beat 71 TV Khulna bureau chief Rakib Uddin Pannu and his camara person.

At the time, they were filming WASA development works on camera, focusing irregularities, said a case statement by Rakib submitted to Khalishpur police station.

On instruction of an unidentified KWASA official, the attackers tortured Rakib, vandalized his camera and snatched his mobile phone and traffic inspector Rezaul Bashar joined the attackers and handcuffed him, said the statement.

Investigation officer of the case, sub-inspector Salim Hossain said that they were trying to identify the attackers and to collect their addresses as per the video footage they got in their hands.

'A three-member probe committee has been formed and tasked with preparing a report within three days,' said Khulna Metropolitan Police additional daputy commissionar Sheikh Monniruzzaman Mithu.

Traffic inspector Rezaul Bashar had been closed and attached to the police line, Monniruzzaman added.

যুগান্তর
সোমবার ১৩ জানুয়ারি ২০২০
২৯ পৌষ ১৪২৬

চার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

যুগান্তর রিপোর্ট

সময় টিভির বার্তাপ্রধান, প্রধান বার্তা সম্পাদক ও মাদারীপুর জেলা প্রতিবেদকসহ চারজনের বিরুদ্ধে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দায়ের করা ভিত্তিহীন হয়রানিমূলক মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ঢাকার মাদারীপুর জেলা সাংবাদিক সমিতি। রোববার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সংগঠনটির সভাপতি মামুন ফরাজীর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবু জাফর সূর্য, আরেক অংশের সাধারণ সম্পাদক মো. শহিদুল ইসলাম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শাজাহান মিয়া, ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার সাদত সবুজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, ঢাকার মাদারীপুর জেলা সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি সিকদার আবদুস সালাম, যুগ্ম সম্পাদক আবুল হাসান হৃদয়, সাংগঠনিক সম্পাদক এমএ মান্নান মিয়া প্রমুখ বক্তব্য দেন। কর্মসূচিতে ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সাবেক প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, ঢাকার মাদারীপুর জেলা সাংবাদিক সমিতির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবুল-মায়ের খানসহ শতাধিক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, 'আগামী ৩ দিনের মধ্যে এ মামলাটি প্রত্যাহার করেত হবে। তা না হলে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

বণিক বার্তা রোববার, জানুয়ারি ১২, ২০২০

রূপগঞ্জে দুটি পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বকেয়া বেতন-ভাতা নিয়ে দুটি রফতানিমুখী পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে গতকাল উপজেলার তারাব পৌরসভার বরপা অন্তিম নিটিং ডায়িং অ্যান্ড ফিনিশিংয়ের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবস্থান নিলে যান চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ এসে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সরিয়ে দেয়। একই দিন হাটাব হান্ডি মার্কেট এলাকার সিনহা গ্রুপের পৃথা ফ্যাশনের শ্রমিকরাও বিক্ষোভ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রমিকরা জানান, অন্তিম নিটিং ডায়িং অ্যান্ড ফিনিশিং কারখানায় ছয় থেকে সাত হাজার শ্রমিক কাজ করেন। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বেতনভাতা পরিশোধ করা হয়ে থাকলেও চলতি মাসে এখনো মালিকপক্ষ বেতনভাতা পরিশোধ করেনি। গতকাল বিকালে শ্রমিকরা গত ডিসেম্বরের বকেয়া বেতনভাতা চাইতে গেলে মালিকপক্ষ দিতে অপারগতা জানায়। এতে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে শ্রমিকরা একত্র হয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে সড়কের উভয় দিকে যানবাহন আটকা পড়ে জট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে রূপগঞ্জ থানা ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে দাবিদাওয়ার বিষয়টি শোনে। পরে তারা মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে। তখন মালিকপক্ষ আগামী ২৩ জানুয়ারি বকেয়া বেতনভাতা পরিশোধ করবে বলে আশ্বস্ত করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

এ বিষয়ে অন্তিম নিটিং, ডায়িং অ্যান্ড ফিনিশিংয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহাবুবুর রহমান বলেন, বকেয়া বেতনভাতা দিতে দেরি হওয়ায় শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। পরে তাদের বোঝানোর পর শান্ত হয়ে যান। ২৩ জানুয়ারি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতনভাতা পরিশোধ করা হবে।

এদিকে বকেয়া বেতনভাতাসহ পাওনা পরিশোধের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন পৃথা ফ্যাশন কারখানার শ্রমিকরা। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, পৃথা ফ্যাশনে কর্মরত ২৬৬ জন শ্রমিকের পাওনা বেতন, ৫৬ জনের চাকরি ছাড়ার এককালীন ভাতাসহ অন্যান্য পাওনা বকেয়া রয়েছে। এ পাওনা পরিশোধ না করে রাতের আঁধারে কারখানা গেটে নোটিস ঝুলিয়ে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে মালিকপক্ষ। নোটিসে বলা আছে, ৬০ দিনের মধ্যে সব শ্রমিকের সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। তবে মালিকপক্ষ পাওনা পরিশোধ না করেই কারখানার সব মালপত্র সরিয়ে নিচ্ছে।

শ্রমিক বিক্ষোভের ব্যাপারে পৃথা ফ্যাশনে মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হাসান বলেন, পোশাক কারখানা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২০,

ধর্ষণ বন্ধে নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের মানববন্ধন

প্রচলিত ধর্ষণ আইনের সংশোধন ও আধুনিকায়নের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র। সংগঠনটি বলছে, অপরাধীকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে অপরাধী নয়। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নারী ও শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এই দাবি জানানো হয়। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু। বক্তব্য দেন কেন্দ্রের সদস্য শাহনাজ সিদ্দীকি, দিল রওশন, দিলরুবা খান, দেলোয়ারা ইয়াসমিন, ফাহমিনা তন্নী, বিউটি আখতার, রূপম আখতার প্রমুখ। বক্তারা বলেন, নারী ও শিশু ধর্ষণের মহামারি বন্ধ করতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে ধর্ষকের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। পর্নো সাইটগুলোয় প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের কারাতে প্রশিক্ষণসহ আত্মরক্ষার কৌশল শেখা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৩ মাঘ ১৪২৬
১৭ জানুয়ারি ২০২০

শ্যামলীতে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, দীর্ঘ যানজট

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে রাজধানীর শ্যামলী এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন পোশাক শ্রমিকরা। সকাল ১০টার দিকে শ্রমিকেরা সড়কে অবস্থান নিয়ে এ বিক্ষোভ শুরু করলে রাস্তার দুইপাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে যানবাহন ভাঙচুরের কোনো ঘটনা ঘটেনি। আলোচনার মাধ্যমে এক ঘণ্টা পর শ্রমিকরা উঠে যান। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানা যায়, সকালে রাস্তায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয় ডায়নামিক গ্রুপের ক্রিয়েটিভ ফ্যাশনের শ্রমিকেরা। এ সময় তারা দাবি আদায়ে বিভিন্ন স্লোগানও দেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, গত ২/৩ মাস ধরে মালিকপক্ষ তাদের ঠিকমতো বেতন ও অন্যান্য ভাতা দিচ্ছে না। এ কারণে বিক্ষোভ করছেন তারা। এদিকে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করায় শ্যামলীর ঐ সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন ঐ সড়ক দিয়ে চলাচলকারীরা। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে শ্রমিকদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে পুলিশ। কিন্তু শ্রমিকরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সড়ক থেকে উঠে যেতে অস্বীকৃতি জানায়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মোহাম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল লতিফ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পরে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দিলে এক ঘণ্টা পর তারা রাস্তা ছেড়ে চলে যান।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৩ মাঘ ১৪২৬
Dhaka : Friday 17 January 2020

ন্যায্য মজুরির দাবিতে শ্রমিকদের কর্মবিরতি

প্রতিনিধি, কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)

পরিশ্রমের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে। গত বুধবার সন্ধ্যায় সংগঠনটির শহরের রেল গেটস্থ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেন। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য বলা হয় কালীগঞ্জ শহরের ধান হাটায় প্রায় দেড় শতাধিক শ্রমিক গাড়িতে ধান লোডের কাজ করেন। আশপাশের বাজারগুলোতে প্রতিমণ ধান লোডের জন্য শ্রমিকেরা ১৮ টাকা পান। কিন্তু কালীগঞ্জ শহরের ধান আড়তের মালিকেরা সিন্ডিকেট করে তাদের প্রতিমণ ধান লোডের জন্য ১২ টাকা দেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আড়ত মালিকদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনায় বসেও কোন কাজ হয়নি। তাই তারা বাধ্য হয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কর্মবিরতি ঘোষণা করছেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বাদশা মিয়া লিখিত বক্তব্যে আরও বলেন, গত ২৭ ডিসেম্বর এ বিষয়টি নিয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এরপরও কোন সমাধান হয়নি।

ঝিনাইদহ

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৪ মাঘ ১৪২
১৮ জানুয়ারি ২০২০

বকেয়া বেতনের দাবিতে সাভারে সড়ক অবরোধ, ভাঙচুর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন রাকেফ এ্যাপারেলস লিমিটেড নামক একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার তেঁতুলঝোড়া কলেজসংলগ্ন সিংগাইর-হেমায়েতপুর শাখা সড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ করেন তারা। এ সময় কারখানাটিতে হামলা ও ভাঙচুরেরও ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার সকালে অজ্ঞাত ৬০ জনের নামে সাভার মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছেন কারখানাটির উপ-মহাব্যবস্থাপক শাকিল মাহমুদ। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বহিরাগত চার যুবককে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো—ঠাকুরগাঁওয়ের রাসেল, লালমনিরহাটের ইয়াছিন, ফরিদপুরের সিয়াম ও সৈয়দপুরের মিলন।

শ্রমিকরা জানান, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি চলে এলেও এখনো কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের ডিসেম্বর মাসের বেতন পরিশোধ করেনি। বারবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর বৃহস্পতিবার বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ব্যাংকের জটিলতার কারণে বৃহস্পতিবার রাতে বেতন দেওয়া হবে না বলে জানানো হলে রাস্তায় নেমে আসেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এ সময় বকেয়া বেতনের দাবিতে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সিংগাইর-হেমায়েতপুর শাখা সড়ক অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এ সময় কারখানাটিতে ভাঙচুরও করে শ্রমিকরা।

শিল্প পুলিশ-১ এর ইন্সপেক্টর মাহমুদুর রহমান জানান, রাকেফ এ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা রাতে বকেয়া বেতনের দাবিতে কারখানা থেকে বেরিয়ে সড়কে অবস্থান নেন। পরে রাত ১০টার দিকে শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাভার মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) এনামুল হক বলেন, পোশাক কারখানায় ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভাঙচুরের সময় আটক চার বহিরাগত যুবককে মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনায় কারখানাটির সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। দ্রুত শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হবে বলে জানিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২০,

গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির প্রতিবাদী মানববন্ধন

নিপীড়ন রুখতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি। গতকাল শুক্রবার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদী মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে ধর্ষণ ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে। এ ধরনের ঘটনার প্রতিরোধে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা। পাশাপাশি কর্মস্থলে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যবস্থা নিতে বলেন। মানববন্ধনে বক্তারা আশুলিয়া ও কাফরুলে দুই পোশাকশ্রমিককে গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ জানান এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি করেন। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন তাসলিমা আক্তার, জুলহাস নাইন, অঞ্জন দাস প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৫ মাঘ ১৪২৬
১৯ জানুয়ারি ২০২০

নির্মাণ শ্রমিকদের ১২ দফা দাবিতে মানববন্ধন

নিরাপত্তা এবং ক্ষতিপূরণসহ ১২ দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে নির্মাণ শ্রমিকরা। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (ইনসাব) বাংলাদেশের উদ্যোগে এই মানববন্ধন ও দাবি দিবস পালিত হয়।

ইনসাবের সভাপতি রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের পরিচালনায় মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খানসহ ইনসাবের কার্যকরী সভাপতি মিজানুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক হারুন অর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলি হোসেন ও প্রচার সম্পাদক শরিফ মিয়া প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, দেশে নির্মাণ শিল্পে ৩৫ লাখ শ্রমিক রয়েছে। নির্মাণ শ্রমিকদের কাজটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতিনিয়ত কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। কর্মস্থলে নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। এ শিল্পের নিরাপত্তা দেখভাল করার কথা শ্রম মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের। কিন্তু তাদের অবহেলা ও অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ, নির্মাণসামগ্রী যত্রতত্রভাবে রাখায় পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষণ হচ্ছে। যার কারণে নির্মাণ শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে বাস করছে। মালিকদের অতি মুনাফার লোভে নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মস্থলে আজ মরণস্থল পরিণত হয়েছে। কিন্তু এদের জীবনমান উন্নয়নের তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।—প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মামলাবাজ সিন্ডিকেট থেকে বাঁচতে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের মানববন্ধন —ইত্তেফাক

গার্মেন্টস কারখানায় ১০ ধরনের অনিয়ম

চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

'বেআইনিভাবে' সাভারের আশুলিয়ার জামগড়া এলাকার একটি কারখানায় ১২১ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদ ও আইনানুগ পাওনা পরিশোধের দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে শ্রমিকরা। এ সময় তারা কারখানাটির ১০ ধরনের অনিয়মের তথ্য তুলে ধরেন। জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত ঐ বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন। শ্রমিক নেতারা বলেন, অতীতে কারখানার শ্রমিকরা আইনানুগ সব ধরনের সুবিধা ভোগ করতেন। কিন্তু গত অক্টোবর থেকে হঠাৎ করে বাৎসরিক ছুটির টাকা না দেওয়া, জোর করে রাতে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো, অতিরিক্ত কাজের সময়ের জন্য দেওয়া টিফিন বন্ধ করাসহ কিছু অনিয়ম শুরু করেন। শ্রমিকরা পূর্বের সুবিধা বহালের দাবি জানালেও কর্তৃপক্ষ তা পূরণ করেনি। উপরন্তু গত ডিসেম্বরে ১২১ জন শ্রমিককে কারখানার কাজ থেকে বিরত রেখেছে। তাদের ক্ষতিপূরণ কিংবা বেতন-ভাতাও পরিশোধ করা হয়নি। এছাড়া কারখানাটিতে শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময়ে কাজ করানোর জন্য টাকা পরিশোধ না করা, টিফিন বন্ধ করে দেওয়া ও খাবারের জন্য সময় না দেওয়া, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির টাকা পরিশোধ না করা, নারী শ্রমিকদের জোরপূর্বক সকাল ৮টা থেকে পরের দিন সকাল ৮টা পর্যন্ত কাজ করানো, শ্রমিকদের শারীরিক নির্যাতন করা, বহিরাগত মাস্তান দিয়ে শ্রমিকদের ভয়-ভীতি দেখানো এবং অসুস্থতাজনিত ছুটি না দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও আনেন তারা। সমাবেশে শ্রমিক নেতারা চাকরিচ্যুত ইউফোরিয়া অ্যাপারেলসের ১২১ শ্রমিককে চাকরিতে পুনর্বহাল করা এবং আইনানুগ পাওনা পরিশোধের দাবি জানান। কারখানাটিতে ১ হাজার ৮০০ শ্রমিক কাজ করতেন। সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আরিফা আক্তার, একতা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান, শ্রমিক নেত্রী সাফিয়া পারভীন, রফিকুল ইসলাম রফিক প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
২০ জানুয়ারি ২০২০। ৬ মাঘ ১৪২৬

১২ দাবিতে ইনসাবের মানববন্ধন

কর্মস্থলে নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবারকে অন্তত ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ও আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসাসহ ১২ দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব)। গতকাল রবিবার 'দাবি দিবস' উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে তারা। মানববন্ধনের সময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো. রবিউল ইসলাম। সমাবেশ পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুর রাজ্জাক। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ২১ জানুয়ারি ২০২০

টঙ্গীতে শ্রমিক বিক্ষোভ

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

টঙ্গীর হিমারদিঘী এলাকায় স্প্রেকটার সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি, বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছেন। গতকাল সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, চলতি মাসের বেতনসহ শ্রমিকদের তিন মাস ও কারখানার কর্মীদের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। বেতন চাইলে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বাহানা দিয়ে সময় পার করছে। একপর্যায়ে মালিকপক্ষের লোকজন শ্রমিকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ শুরু করে এবং বিনা নোটিশে তাঁদেরকে কারখানা থেকে বের করে দেয়। এতে শ্রমিকরা অতিষ্ঠ হয়ে গতকাল সকাল থেকে কর্মবিরতি পালন করেন। পরে দুপুরে প্রায় আট শ শ্রমিক মিলে তিস্তারগেট-ময়মনসিংহ রোড এলাকায় শাখা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৯ মাঘ ১৪
২৩ জানুয়ারি ২০২০

৯ দফা দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের সংবাদ সম্মেলন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাজারদর বিবেচনায় ৩০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল পুনর্বহাল, শতভাগ পেনশন উত্তোলন, সুদবিহীন গৃহনির্মাণ ঋণ, আউটসোর্সিং নিয়োগ বন্ধ, ৩০ ভাগ পোষ্য কোটা চালুসহ ৯ দফা দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ ১৬-২০ গ্রেড সরকারি কর্মচারী সমিতি (বাচসকস) কেন্দ্রীয় কমিটি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েমের পরিচালনায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মোহাম্মদ আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মো. আব্দুল খালেক, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মিজানুর রহমান, সহসভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন, মো. নাসির উদ্দিন, নিজামুল ইসলাম ভূঁইয়া, শহিদুল ইসলাম, মোকাররম হোসেন, শেখ আব্দুল সালাম সুজন, সালাউদ্দিন, আর কে চৌধুরী রিজন, মো. আব্দুল হালিম মিয়া, মো. শাহজাহান সিরাজ, আবুল হাসেম শান্তি, মো. আনিসুর রহমান, সরোয়ার জমাদ্দারসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত ৯ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান সংগঠনের সম্পাদক আবু সায়েম ও সভাপতি মোহাম্মদ আলী।

The Financial Express Saturday | January 25, 2020

Samajtantrik Sramik Front brought out a procession from in front of the National Press Club in the city on Friday pressing for revocation of all the 'unconstitutional provisions' of the labour laws and policies. — FE photo

সংবাদ
শুক্রবার ১০ মাঘ ১৪২৬
: Friday 24 January 2020

টাঙ্গাইলে বেতন গ্রেড উন্নতির দাবিতে বাকাসাসের কর্মবিরতি

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল

পদবি পরিবর্তন ও বেতন গ্রেড উন্নিতকরণের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কালেক্টরেট সমিতি বাকাসাস টাঙ্গাইল জেলা শাখার উদ্যোগে কর্মবিরতি পালন করছেন জেলা কালেক্টরেট অফিসের চাকরিজীবীরা। গত বুধবার সকাল থেকে এই কর্মবিরতি পালন করছে তারা। এতে উপস্থিত ছিলেন বাকাসাস টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভাপতি মজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মোতালেব সিদ্দিকীসহ সকল কালেক্টরেট কর্মচারীরা। এ সময় আন্দোলনকারীরা বলেন, পূর্বে সচিবালয়ের কর্মচারীদের পদ পদবী আর কালেক্টরেট অফিসের কর্মচারীদের পদ পদবী এক থাকলেও ২০০০ সালে সচিবালয়ের পদ পদবী পরিবর্তন করে পদোন্নতিসহ বেতন গ্রেড উন্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কালেক্টরেট অফিসের চাকরিজীবীদের পদ পদবী পরিবর্তন করা হয়নি। বিগত ২০০১ সাল থেকে বাকাসাস কর্মচারী সমিতি এ ব্যাপারে সচিবালয়ের ন্যায় আন্দোলন করার পরেও সরকার কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

সংবাদ
শনিবার ১১ মাঘ ১৪২৬
Saturday 25 January 2020

বেনাপোল স্থলবন্দরে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন

প্রতিনিধি, বেনাপোল

বেনাপোল স্থলবন্দরে হ্যান্ডলিং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে মানববন্ধন করেছে বন্দর শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সকালে ৯২৫নং হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অহেদুজ্জামানের নেতৃত্বে বেনাপোল স্থলবন্দর রাজস্ব দপ্তরের সামনে বন্দরের দুটি হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

৯২৫ হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রাজু আহম্মেদ বলেন, মংলা, বুড়িমারী, হিলি, সোনা মসজিদ, আখাউড়া, চট্টগ্রাম বন্দরসহ অন্যান্য বন্দরগুলোতে আমদানিকৃত মালামাল লোড আনলোডের জন্য শ্রমিকদের প্রতি মেট্রিক টন ৩০ টাকা ৫৩ পয়সা নির্ধারণ করা হলেও বেনাপোল স্থলবন্দরে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে প্রতি মেট্রিক টন ২২ টাকা। এক্ষেত্রে সাধারণ শ্রমিকরা পাচ্ছে ১৬ টাকা।

৮৯১নং হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি কলি মোল্লা বলেন, একই দেশে দুই নিয়ম চলতে পারে না।

সমকাল
শনিবার। ২৫ জানুয়ারি ২০২০

বেতন বৈষম্য নিরসন দাবি সরকারি চাকরিজীবীদের

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকারি চাকরিজীবীদের অষ্টম পে-স্কেল সংশোধন করে বেতন বৈষম্য নিরসন, এক ও অভিন্ন নিয়োগবিধি বাস্তবায়নসহ আট দফা দাবি জানিয়েছে ১১ থেকে ২০ গ্রেডের সরকারি চাকরিজীবীদের সম্মিলিত অধিকার আদায় ফোরাম। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন ফোরামের নেতারা।

তাদের অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে– গ্রেড অনুযায়ী বেতন স্কেলের পার্থক্য সমহারে নির্ধারণ ও গ্রেড সংখ্যা কমানো, সব পদে পদোন্নতি বা পাঁচ বছর পরপর উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, পুনর্বহালসহ বেতন জ্যেষ্ঠতা বজায় রাখা, সচিবালয়ের মতো পদবি ও গ্রেড পরিবর্তন করা, সব ভাতা বাজার চাহিদা অনুযায়ী সমন্বয় করা, নিম্ন বেতনভোগীদের জন্য রেশন, শতভাগ পেনশন চালুসহ পেনশন গ্র্যাচুইটির হার ১ টাকা সমান ৫০০ টাকা করা, কাজের ধরন অনুযায়ী পদের নাম ও গ্রেড একীভূত করা।

সমকাল শনিবার। ২৫ জানুয়ারি ২০২০

রানা প্লাজা ধসের ৮১ মাস সাভারে শ্রমিকদের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

সাভারের রানা প্লাজা ধসের ৮১ মাস পূর্তি উপলক্ষে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল শুক্রবার সকালে রানা প্লাজার সামনে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

এ সময় রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানাসহ দোষীদের বিচার ও শাস্তি, শ্রমিক ছাঁটাই, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম এবং ওভারটাইম চুরি বন্ধ, পোশাক শ্রমিক গণধর্ষণের বিচার ও কারখানায় যৌন নিপীড়ন বন্ধের দাবি জানান তারা।

সংগঠনের সাভার থানা শাখার সম্পাদক সেলিনা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, সাধারণ সম্পাদক জুলহাসনাইন বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম শামা, রূপালী আক্তার, রাহেলা বেগম ও অন্যরা।

তাসলিমা আখতার বলেন, গত ১৫ জানুয়ারি আশুলিয়ার ইউনিকে ইপিজেডের নারী পোশাক শ্রমিক এবং কাফরুলে ৩১ ডিসেম্বর রাতে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সারাদেশে শ্রমিক, শিক্ষার্থী, শিশু কোনো নারীই নিরাপদ নেই। সমাজে পুরুষতান্ত্রিক এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে ধর্ষণ ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি বলেন, পোশাক কারখানায় নারী শ্রমিকদের যৌন নিপীড়নের ঘটনা অহরহ ঘটছে। জীবন দিয়ে যারা উৎপাদনের চাকা সচল রাখছেন, তারা যদি মানুষ হিসেবে, নারী হিসেবে ন্যূনতম সম্মান না পান, তাহলে তা এই শিল্পের চরম ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ।

বণিক বার্তা শনিবার, জানুয়ারি ২৫, ২০২০

পোশাক শ্রমিকদের জীবনমান নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

পোশাক কারখানায় যৌন নিপীড়ন বন্ধ, নারী পোশাক শ্রমিকদের ধর্ষণের বিচার, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম, ওভারটাইম কম করে দেখানোসহ পোশাক শ্রমিকদের জীবনমান নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি। গতকাল বেলা ১১টায় সাভারের রানা প্লাজার সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মানববন্ধন থেকে রানা প্লাজা ধসের ৮১ মাসে সোহেল রানাসহ দোষীদের বিচার ও শাস্তির দাবি জানান বক্তারা। এছাড়া গত ১৫ জানুয়ারি আশুলিয়া ইপিজেড এলাকায় এক নারী পোশাক শ্রমিক এবং কাফরুলে গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে আরেক পোশাক শ্রমিককে গণধর্ষণের ঘটনায় তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বলেন, সারা দেশে শ্রমিক, শিক্ষার্থী, শিশুসহ কোনো শ্রেণীর নারী নিরাপদ নেই।

এ সময় বক্তারা সব কারখানায় যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা ও অভিযোগ সেল গঠন করতে বিজিএমইএ এবং সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তাদের অভিযোগ, বিজিএমইএ কারখানায় যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ সেল আছে বললেও তার নজির শ্রমিক বা শ্রমিক নেতাদের কাছে নেই। আর যদি কোনো কারখানায় নীতিমালা বা যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ সেল থেকে থাকে, তাহলে তার পূর্ণ তালিকা ও প্রক্রিয়া প্রকাশের দাবি করেন তারা। পাশাপাশি সব কারখানায় হাইকোর্ট নির্দেশিত নীতি ও সেল বাস্তবায়নের আহ্বান জানান বক্তারা।

সাভার থানা শাখার সম্পাদক সেলিনা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, সাধারণ সম্পাদক জুলহাসনাইন বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম শামা প্রমুখ।

NEW AGE TUESDAY, JANUARY 28, 2020,

Prime mover workers to go on strike for licences

Staff Correspondent · Chattogram

PRIME movers and trailers workers on Monday announced that they would observe a 24-hour strike in Chattogram demanding licences for operating heavy vehicles.

The work abstention will begin at 6:00am on Thursday (January 30) and continue up to 6:00am on Friday, said the leaders.

During the strike, the heavy and long vehicles would not move on the road, said Chattogram Prime Mover-Trailer Workers' Union general secretary Abu Bakkar Siddque at a press conference in Chattogram Press Club on Monday.

He said that the authority should provide licences for driving heavy vehicle to 282 prime mover and trailer drivers by taking direct examination.

Under this organisation there are 17,000 heavy vehicle drivers. Among them 18 per cent drivers have licences to drive heavy vehicles, but the rest have licences to operate medium or light vehicles.

He said that in August 2019, the 282 drivers applied for licences for heavy vehicles. Though five months had passed, the Bangladesh Road Transport Authorities did not give licences to all and said that it would give licence to only 71 out of 282.

Bakkar said that they the BRTA authorities should take exams and give licences to all the members of the Prime Mover-Trailer Workers' Union.

বণিক বার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ৩, ২০২০

বন্ধের শঙ্কায় চট্টগ্রামের ১৫ পোশাক কারখানা

দেবব্রত রায় ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

পোশাক খাতের কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশ ও শ্রমনিরাপত্তা মূল্যায়নে কারখানা সংস্কারে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল সরকার। পরবর্তী সময়ে এসব কারখানা ও বিভিন্ন সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিকবার সংস্কারের সময় বৃদ্ধি করে কর্তৃপক্ষ। তবে চলতি বছরের জুনের পর নতুন করে কারখানাগুলোকে আর সময় দিতে আগ্রহী নয় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। অন্যদিকে এ বর্ধিত সময়ের মধ্যে অনেক কারখানা সংস্কার সম্পন্ন করতে পারবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। আর্থিক ও প্রয়োজনীয় অন্য সহযোগিতা না পেলে অন্তত ১৫ পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এবং কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তথ্যমতে, কর্মপরিবেশ ও শ্রম নিরাপত্তা মূল্যায়নে কারখানা সংস্কারে বাংলাদেশের তালিকাভুক্ত ১৬২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রামের কারখানার সংখ্যা ৫০টির বেশি। এখন পর্যন্ত কিছু কারখানা সংস্কার সম্পন্ন করতে সমর্থ হলেও বেশির ভাগের পক্ষেই এখনো তা সম্ভব হয়নি। এমনকি অনেক কারখানা সংস্কার না করতে পেরে বন্ধ হয়ে গেছে।

চট্টগ্রামের পোশাক খাতের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বিজিএমইএর প্রস্তুতকৃত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অনুযায়ী, চট্টগ্রামে ৬৮৬টি পোশাক কারখানার মধ্যে ২০১৮ সালে চালু ছিল ৩৬৪টি। তবে চালু থাকা এসব কারখানার সংখ্যা চলতি বছর কমে দাঁড়িয়েছে ৩২৮-এ। এর মধ্যে বর্তমানে সরাসরি রফতানি কার্যক্রমে আছে ১৮৬টি কারখানা। অর্থাৎ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে ৩৬টি পোশাক কারখানা। পাশাপাশি সরাসরি রফতানি কার্যক্রমে জড়িত কারখানার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। পোশাক কারখানা মালিক ও খাতসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বন্ধের শঙ্কায় আছে কমপক্ষে ১৫ পোশাক কারখানা।

চট্টগ্রাম কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক মো. আল-আমীন *বণিক বার্তাকে* জানান, নিয়মানুযায়ী স্থাপন না করা চট্টগ্রামের কতগুলো পোশাক কারখানার একটি তালিকা গত বছর আমাদের হাতে আসে। সেগুলো ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সংস্কার করার কথা ছিল। কারখানাগুলো সংস্কার করতে না পারায় অনেকবার সময় বাড়ানো হয়। ২০২০ সালের জুনে কারখানা সংস্কারে এ বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার কথা। সময় আর নতুন করে বাড়ানো হবে কিনা এমন সিদ্ধান্ত এখনো নেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে বিজিএমইএর প্রকৌশলী মো. মঈন জানান, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের বিভিন্ন শর্তের কারণে কারখানাগুলোকে সংস্কার করার কথা বলা হয়। অ্যালায়েন্সের বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়েছে। তবে অ্যাকর্ডের সময় ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত বর্ধিত আছে। অ্যাকর্ডের সময় শেষ হলে তখন এ কাজের তদারক করবে আরএমজি সাসটেইনেবল কাউন্সিল (আরএসসি)। তখন ব্র্যান্ড কোম্পানি, শ্রমিক সংগঠন ও বিজিএমইএর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত দল এ বিষয়গুলো মনিটরিং করবে।

কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের তালিকায় থাকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা *বণিক বার্তাকে* বলেন, আমাদের কারখানায় সংস্কার শুরু করা হলেও এখনো কাজ শেষ করা যায়নি। এজন্য শেয়ারিং কারখানা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। তবে নতুন করে জায়গা কিনে কারখানা আবার চালুর বিষয়ে আলোচনা করছি। তবে পেরে উঠব কিনা সে বিষয় নিশ্চিত নই। বিষয়টি নিয়ে আমরা বিপদে আছি। অন্য কারখানাগুলোর অবস্থাও একই। এ বিষয়ে বিজিএমইএ বিশেষ ভূমিকা না নিলে আমাদের মতো ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয় যাবে।

এদিকে সংস্কার করতে হবে এমন কোম্পানির তালিকায় থাকা একাধিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জানান, তালিকায় চট্টগ্রামের যেসব প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেছে কল-কারখানা পরিদপ্তর, তার মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চালু আছে, তার মধ্যে ৩০-৩৫টি প্রতিষ্ঠানের ইউডি চালু আছে, বাকিগুলো বন্ধ আছে। তাছাড়া রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনস বিপর্যয়ের পর অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে চট্টগ্রামে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন শিল্পপল্লী এ অঞ্চলে গড়ে না ওঠায় অনেকে শহরের বাইরে জমি কিনে প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন করে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। সেখানে এ ধরনের চিঠি পোশাক খাতের ব্যবসায়ীদের বিরূপ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেবে। সেজন্য ছোট ব্যবসায়ীরা এ বাজারে টিকে থাকতে পারবেন না। ছোট কারখানার ব্যাপারে সরকারের সঠিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজিএমইএর পরিচালক *বণিক বার্তাকে* জানান, পোশাক খাতের সূচনা হওয়া এ চট্টগ্রামেই সবচেয়ে বেশি কারখানা একের পর এক বন্ধ হচ্ছে। কারণ শুরু থেকেই শেয়ারিং করে এখানে কারখানাগুলো চালু ছিল। সংস্কারে ভবন মালিকগুলোর সহযোগিতা না পাওয়ায় ফায়ার সেফটিসহ অন্যান্য কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে চট্টগ্রামের কারখানা বেশি বন্ধ হচ্ছে। তাছাড়া দু-একজন শহরের বাইরে জায়গা কিনে নতুন করে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্যা সমাধানে আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছি।

শুক্রবার ৩ জানুয়ারি ২০২০
১৯ পৌষ ১৪২৬

যুগান্তর

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

পাটকল শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো ১৫ দিনের মধ্যে

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পাটকল শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো অনুযায়ী পে-স্লিপ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গাজী গোলাম দস্তগীর। বৃহস্পতিবার রাতে পাটকল শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা জানান। এদিকে মন্ত্রীর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে পাটকল শ্রমিকরা আমরণ অনশনসহ অন্যসব আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেছেন।

আন্দোলন স্থগিত

রাজপথে শ্রমিক পরিবারের সন্তানরা

আরও ২৯ শ্রমিক অসুস্থ

বৈঠকে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, শ্রম সচিব কেএম আলী আজম, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু প্রমুখ। ফার্মগেটের জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) কার্যালয়ে বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়নসহ ১১ দফা দাবিতে আন্দোলনে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে সরকার। বৈঠকে পাটকল শ্রমিক নেতা, সিবিএ, নন-সিবিএ সংগঠনের প্রায় ৫০ জন অংশ নেন।

আন্দোলন স্থগিতের খবর নিশ্চিত করে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ, নন-সিবিএ সংগ্রাম

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

পাটকল শ্রমিকদের নতুন মজুরি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল হামিদ সরদার বলেন, পে-স্লিপ পাওয়ার আশ্বাসে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। যদি পে-স্লিপ না পাই, তাহলে ১৭ জানুয়ারি থেকে আবারও কর্মসূচি শুরু করব। তিনি বলেন, পাটমন্ত্রী তাদের জানিয়েছেন ১৬ জানুয়ারি থেকে জাতীয় মজুরি স্কেল ২০১৫ কার্যকর করা হবে।

এদিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি স্কেল-২০১৫ বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)। সংস্থাটির চেয়ারম্যান আবদুর রউফ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

১১ দফা দাবিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিক সিবিএ, নন-সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ১০ ডিসেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন শ্রমিকরা। ১৫ ডিসেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সঙ্গে বৈঠকের পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ, নন-সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক সরদার আবদুল হামিদ তাদের কর্মসূচি ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিতের ঘোষণা দেন। দাবি পূরণে তারা ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও দাবি পূরণ না হওয়ায় খুলনা, রাজশাহী ও নরসিংদীর অন্তত ১১টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা ২৯ ডিসেম্বর ফের আমরণ অনশনে বসেন। বৃহস্পতিবারও এ তিন জেলায় শ্রমিকরা অনশন করেন। এদিন শ্রমিকদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে আসেন তাদের স্কুলপড়ুয়া সন্তান, স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যরা। টানা পঞ্চম দিনের মতো অনশনে আরও ২৯ শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

খুলনা : বৃহস্পতিবার রাজপথে নামেন শ্রমিক পরিবারের সন্তান, স্ত্রীসহ স্বজনরা। তারা শিল্পাঞ্চল এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। খালিশপুর, আটরা ও যশোর শিল্প এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলে বিক্ষোভ ও অনশন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন প্রায় অর্ধলাখ শ্রমিক-কর্মচারী। এদিন ২০ জন শ্রমিকসহ ৫ দিনে মোট ৫৫ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। অনশনস্থলে অনেক শ্রমিককে স্যালাইন দেয়া হয়েছে। খালিশপুর বিআইডিসি রোড, খুলনা-যশোর মহাসড়কে প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তায় শ্রমিকরা কর্মসূচি পালন করেন। সকাল সাড়ে ১০টায় খালিশপুর, ক্রিসেন্ট, প্লাটিনাম ও স্টার জুট মিলের স্কুলের শিক্ষার্থী শ্রমিক সন্তানরা রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এ সময় কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও মিছিলে যোগ দেয়। নিজ নিজ স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল খালিশপুর বিআইডিসি রোড ঘুরে নতুন রাস্তা খুলনা-যশোর মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে নিজ নিজ স্কুলের সামনে সমাবেশের মাধ্যমে বিক্ষোভ শেষ হয়।

নবম শ্রেণির ছাত্র মনিরুল ইসলাম বলেন, আমার বড় ভাই খালিশপুর জুটমিলে চাকরি করে। অর্ধাভাবে আমরা খেয়ে না খেয়ে থাকি। গত কয়েকদিন ধরেই বড় ভাই বাড়ি ফেরে না। তাই আমিও এসেছি এখনে।

নরসিংদী : বাবার মুখে হাসি ফেরাতে বৃহস্পতিবার রাস্তায় নেমেছে নরসিংদী ইউএমসি জুট মিলের শ্রমিকদের সন্তানরা। দাবি আদায়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে শত শত কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থী। যোগ দিয়েছেন তাদের বৃদ্ধ মা ও স্বজনরাও। মঞ্চস্থলে এসে অঝোরে কেঁদেছে শিশু শিক্ষার্থীরা। কাঁদিয়েছে শ্রমিক বাবা ও উপস্থিত সবাইকে। বাবা ও সন্তানদের কান্নায় আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শিশুরা প্রশ্ন তোলে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় শ্রমিকরা কেন রাস্তায়। অনশন করতে গিয়ে এদিন আলমগীর, মনির হোসেন, মনির মিয়াসহ ৪ শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের আমরণ অনশন মঞ্চের সামনেই স্যালাইন দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। নবম শ্রেণির ছাত্রী বর্ষা বলে, আমরা শ্রমিক সন্তান। আমার বাবার মুখে হাসি নেই। ঘরে খাবার নেই। শ্রমিক সন্তান হয়েছি বলে কী অন্যায় করেছি। এখানে আমাদের আসার কথা ছিল না। আমরা স্কুলে থাকতাম। বাবার কষ্ট সইতে না পেরে আমরা আন্দোলনে এসেছি।

রাজশাহী : আমরণ অনশনে রাজশাহী পাটকলের চার শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে কর্মসূচি চলাকালে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারা হলেন— মুক্তিযোদ্ধা নওসাদ আলী, এমরান আলী, নজরুল ইসলাম ও মো. ইসলাম। তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রোববার দুপুর থেকে রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠ কাটাখালী এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত এই পাটকলের প্রধান ফটকের সামনে শ্রমিকরা কর্মসূচি শুরু করেন। রাতেও তারা থাকছেন পাটকলের সামনে। রাজশাহী পাটকল সিবিএ, নন-সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জিল্লুর রহমান জানান, তীব্র শীত উপেক্ষা করেই তারা কর্মসচি পালন করছেন। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

The Daily Star

DHAKA FRIDAY JANUARY 3, 2020, *POUSH 19, 1426 BS*

Meet the jute mill workers' just demands

Pay them their dues, let them live

WE are worried to learn that 20 jute mill workers had to be taken to hospital in Khulna as they fell sick while continuing their fast-unto-death programme while at least 576 others became ill in the last few days as they had to stay on roads in cold temperatures. Workers of the nine state-owned jute mills in Khulna have been demonstrating for the last few months to press home their 11-point demand which include cancellation of public-private ownership of jute mills, payment of provident fund and gratuity for retired workers, regularisation of weekly wages, implementation of the 2015 wage commission and payment of their arrears. The workers had to take to the street several times last year with the same demands because despite repeated assurances from the government, their demands were not met. And now the situation has worsened.

It is shocking to see the children of the workers taking to the streets with their parents, many of whom will have to leave school if their parents are not paid their salaries. While with the meagre salary a jute worker gets, it is not possible to ensure three square meals for their children and bear their educational expenses, when they are not paid for months in a row it will be impossible for them to survive at all.

Needless to say, our jute sector is in a shambles. The state-run jute mills have been running at a loss for decades and so it has become difficult for the Bangladesh Jute Mills Corporations (BJMC) to pay its workers regularly. But the question is, what steps has the BJMC taken so far to make this sector profitable again? If the privately-run jute mills can make profit, why can't the state-run ones? Here the issues of corruption, bad planning and poor management come in.

Reportedly, a lot of money is wasted every year in purchasing raw jute because the money is never allocated at the proper time by the government. Efficiency of the mills is also not satisfactory because they are running with old machinery. In addition, no substantial steps have been visible on part of the BJMC for diversifying the jute goods to attract the international market. These are just some of the issues that need to be addressed by the government to revitalise the sector. If that can be done, lakhs of people depending on this sector will be able to live a decent life.

Meanwhile, to solve the present crisis, the BJMC should immediately pay the workers their dues so that the workers and their families do not have to go hungry.

বণিকবার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ৩, ২০২০

গাজীপুরে অগ্নিকাণ্ডের শিকার কারখানা

অনিয়ম-অবহেলায় প্রাণ ঝরে শ্রমিকের

এসএম মাহফুল হাসান হান্নান ■ শ্রীপুর

গাজীপুর জেলা সদরের কেশোরিতা এলাকার লাক্সারি ফ্যান কারখানায় গত ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সংঘটিত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অনুমোদনবিহীন কারখানাটিতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ঘটে অন্তত ১০ শ্রমিকের। এভাবে গাজীপুরে গত পাঁচ বছরে সাত কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি হয়েছে অন্তত ৭৬ জনের। এর মধ্যে তিনটিরই কোনো অনুমোদন ছিল না। বাকিগুলোর অনুমোদন থাকলেও ছিল না অগ্নিনির্বাপণের তেমন কোনো ব্যবস্থা।

পাঁচ ব
জনে

কল-কারখানা ও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৩ জানুয়ারি থেকে গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছরে সাতটি বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৭৬ শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন পাঁচ শতাধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাণহানি ঘটে ২০১৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। টঙ্গীর টাম্পাকো ফয়েলস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে মারা যান ৩৩ জন। এছাড়া গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের মাল্টিফ্যাব গার্মেন্টের বয়লার বিস্ফোরণে ১৩ জন, কালিয়াকৈরের এফএস কসমেটিকে পাঁচ, শ্রীপুরের অটো স্পিনিংয়ে ছয়, টঙ্গীর ন্যাশনাল ফ্যান কারখানায় দুই, পুবাইলের স্মার্ট মেটাল অ্যান্ড কেমিক্যালে সাত ও সম্প্রতি লাক্সারি ফ্যান কারখানায় ১০ জনের মৃত্যু হয়।

রে ৭৬
মৃত্যু

এর মধ্যে স্মার্ট মেটাল, এফএস কসমেটিক ও লাক্সারি ফ্যান নামের কারখানাগুলোর সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থারই অনুমোদন ছিল না। স্মার্ট মেটাল পুরনো টায়ার পুড়িয়ে ভেজাল বিটুমিন ও তেল, লাক্সারি ফ্যান কারখানায় সিলিং ফ্যান এবং এফএস কসমেটিকসে মেহেদি, শেভিং ফোম, শেভিং ক্রিম, চুলের কলপসহ বিভিন্ন ধরনের কসমেটিকস তৈরি করা হতো। প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ডের শিকার অন্য চার কারখানার বিরুদ্ধেও ছিল নানা অনিয়মের অভিযোগ। ত্রুটিমুক্ত ছিল না কোনো কারখানাই। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো।

অন্যদিকে টাম্পাকোর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, টঙ্গীর বিসিক শিল্পনগরীর টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড কারখানা ভবন ছিল পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ। কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিসের অনুমোদন নবায়ন না করেই কার্যক্রম চালাচ্ছিল কারখানাটি।

জানা গেছে, গাজীপুরে অনুমোদনহীন কারখানা রয়েছে শতাধিক। অভিযোগ রয়েছে, কেবল প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ড ঘটলেই এগুলোর বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠে প্রশাসন। এছাড়া সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড নিয়ে তদন্তের জন্য কমিটি করা হয় ঠিকই, কিন্তু তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কারখানাগুলো পুনরায় মেরামতে অগ্নিনির্বাপণের কোনো ব্যবস্থা না করেই কারখানা চালু করে দেয়। ফলে এক ধরনের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এসব কারখানায় কাজ করে যান শ্রমিকরা। প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতেও নানা বেগ পোহাতে হয় নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে।

এছাড়া দায়ী হিসেবে অভিযুক্তরা প্রায়ই শাস্তি এড়িয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। পুবাইলের কয়ের গ্রামের বাসিন্দা মজিবুর রহমান অভিযোগ করেন, ২০১৬ সালের ২৩ জানুয়ারি স্মার্ট মেটালে বিস্ফোরণের ফলে অগ্নিকাণ্ডে সাতজনের মৃত্যু হয়। এর আগে কারখানাটি চলেছে পাঁচ বছর। কারখানাটিতে টায়ার পোড়ানোর কারণে নিঃসৃত বিষাক্ত ধোঁয়ায় এলাকার মানুষ নানা স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হতে থাকে। কারখানা বন্ধের জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও কল-কারখানা অধিদপ্তরে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরও বহাল-তবিয়তে কার্যক্রম চালিয়ে গেছে কারখানাটি। অগ্নিদুর্ঘটনার পর সাত শ্রমিকের মৃত্যু হলে পুলিশ বাদী হয়ে কারখানার মালিক-ম্যানেজার ও জমির মালিককে আসামি করে মামলা করে। ঘটনার পর জেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আলাদা দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। দটি কামাটহ দুর্ঘটনার জন্য কারখানার মালিক পুবাইলের বসুগাঁও এলাকার ইমান উদ্দিন, জমির মালিক বাছেদ বেপারী, কারখানার ম্যানেজার মো. শাহীন (৩৫), কল-কারখানা অধিদপ্তর গাজীপুরের সাবেক দুই উপমহাপরিদর্শক মো. সহিদুল ইসলাম ও ফরিদ আহমেদ, পরিবেশ অধিদপ্তর গাজীপুরের তৎকালীন উপপরিচালক সোনিয়া সুলতানা ও পুবাইল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো. সুলতান উদ্দিন আহমেদকে দায়ী করে। তাদের সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে কমিটি। কিন্তু এক বছরের মাথায় পুলিশ কারখানার মালিক, জমির মালিক ও ম্যানেজারকে বাদ দিয়ে মামলার প্রতিবেদন দিলে আসামিরা অব্যাহতি পান। অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা ও সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেও নেয়া হয়নি কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

ওই দুর্ঘটনায় নিহত স্বাধীন মিয়ার ছেলে আরিফ হোসেন (২২) ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঘটনার পর সরকারি কর্মকর্তাদের তৎপরতা দেখে অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম কারখানার মালিক গ্রেফতার হবে, বিচার হবে। এক-দুজন নয়, সাতজন মানুষ পুড়ে মরল। কিন্তু তাদের (অভিযুক্তদের) কিছুই হলো না।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কথা জানতে চাইলে জেলায় অনুমোদনহীন কারখানা থাকার কথা স্বীকার করেন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর গাজীপুরের উপমহাপরিদর্শক ইউসুফ আলী। লাক্সারি ফ্যান কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে তিনি জানান, কারখানাটি প্রত্যন্ত গ্রামে চলছিল। তাই তাদের নজরে আসেনি। কেউ অভিযোগও করেনি। অন্য অনুমোদনহীন কারখানাগুলো মূলত সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করা ছোট ছোট গার্মেন্ট প্রতিষ্ঠান। কাজ না থাকার কারণে এসব কারখানা এখন বন্ধ। এগুলোর বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হবে। এছাড়া জনবল ঘাটতির কারণেও এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হচ্ছে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. মামুনুর রশিদ বলেন, শিল্পনগরী হিসেবে গাজীপুরের সব কারখানাতেই অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন করে দেখা হবে।

ইত্তেফাক শুক্রবার, ১৯ পৌষ
৩ জানুয়ারি ২০২০

গেজেটভুক্ত বনভূমিতে শিপইয়ার্ড নয় : হাইকোর্ট

এ ধরনের বনভূমি সংরক্ষণে সরকারকে নির্দেশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনা ছিল গেজেটভুক্ত বনসহ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জাহাজভাঙা ইয়ার্ড স্থাপন করা যাবে না। কিন্তু ওই নির্দেশনা আমলে নেয়নি জেলা প্রশাসন। আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার উত্তর সলিমপুর মৌজায় বিবিসি স্টিল লিমিটেডের অনুকূলে সাত একর বনভূমি জাহাজভাঙা ইয়ার্ড স্থাপনের জন্য ইজারা দিয়ে চুক্তিনামা করে। গতকাল বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট এক রায়ে ওই চুক্তিনামা অবৈধ ঘোষণা করেছে। বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি খোন্দকার দিলিরুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেন। রায়ে বন আইনের ৪ ধারায় গেজেটভুক্ত কোনো বনভূমি জাহাজভাঙা ইয়ার্ডের অনুকূলে ইজারা প্রদান না করতে সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে এই আইনের অধীনে গেজেটভুক্ত সব বনভূমি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। হাইকোর্ট বলেছে, সংরক্ষিত বনের জন্য চিহ্নিত বনভূমি এবং সংরক্ষিত বনে কোনো ধরনের জাহাজভাঙা ইয়ার্ড স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার সুযোগ নেই।

ম্যানগ্রোভ বনের ৭ দশমিক ১০ একর বনভূমি জাহাজভাঙা ইয়ার্ড স্থাপনের জন্য একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষর করে। গত ২১ মার্চ ওই চুক্তিনামা এক বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। নবায়নের এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)। ওই রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত ১৩ মে হাইকোর্ট ওই বনভূমিতে ইয়ার্ড নির্মাণ কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একই সঙ্গে ওই চুক্তিনামা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে। রুলের ওপর রিটকারী পক্ষে অ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও সাঈদ আহমেদ কবীর শুনানি করেন। শুনানি শেষে হাইকোর্ট উপরিউক্ত রায় দেয়।

১৯৭৪ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রাম জেলার ১ লাখ ৬৫ হাজার একর সমুদ্র সিকস্তি চরভূমি বনায়নের জন্য বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর সরকার এই পরিমাণ বনভূমিকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যে বন আইনের ৪ ধারায় গেজেট প্রকাশ করে। এই ৪ ধারায় বলা হয়েছে, রিজার্ভ ফরেস্ট (সংরক্ষিত বন) ঘোষণার জন্য সরকার একটি গেজেট জারি করবে। এরপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর ঐ আইনের ২০ ধারায় সংশ্লিষ্ট বনের নির্দিষ্ট ভূমিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

এ লক্ষ্যে ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে উত্তর সলিমপুর মৌজায় বন বিভাগ ৪০০ একর ভূমিতে বনায়ন করে। ২০০৯ সালে আপিল বিভাগ এক রায়ে গেজেটভুক্ত কোনো বনভূমি তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ব্যবহার না করা এবং জাহাজভাঙা ইয়ার্ড স্থাপনে ইজারা না দেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে রায় দেয়। কিন্তু এই নির্দেশনা উপেক্ষা করে ২০১৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক বিবিসি স্টিলের অনুকূলে ঐ মৌজার ৪০০ একর ঘন

কালের কণ্ঠ শুক্রবার। ৩ জানুয়ারি ২০২০।

যৌন হয়রানি ঠেকাতে হাইকোর্টের রায়

আদালতেও উপেক্ষিত

রায় বাস্তবায়িত হয়নি ১১ বছরেও

এম বদি-উজ-জামান ▷

গত নভেম্বরে খুলনায় অনুষ্ঠিত শেখ রাসেল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ টেনিস টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ঢাকায় এসেছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক নারী টেনিস খেলোয়াড়। কিন্তু তাঁকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগে তাঁর বাবা গত ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মামলা করেছিলেন। এ ছাড়া মৌলভীবাজারের অ্যাথলেট একাডেমির এক কোচের বিরুদ্ধেও যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন এক নারী অ্যাথলেট। যৌন হয়রানির এমন অভিযোগ আছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও। আবুধাবীগামী বিমানের এক পাইলটের বিরুদ্ধে ককপিটে দুই নারী কেবিন ক্রুকে যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্ত করছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। একটি বেসরকারি ব্যাংকেও নারী সহকর্মীকে হয়রানির অভিযোগ ওঠে।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ কমিটি করার নির্দেশনা দিয়ে সাড়ে ১১ বছর আগে হাইকোর্ট রায় দিলেও এখনো তা কার্যকর হয়নি। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কমিটি করলেও সরকারি দপ্তর দূরে থাক, খোদ সুপ্রিম কোর্টেও কোনো কমিটি হয়নি। দেশের অন্য কোনো আদালতেও হয়নি কমিটি। হাইকোর্টের ওই রায় সুপ্রিম কোর্টের মতো অধস্তন আদালতেও উপেক্ষিত। রিট আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনকে চিঠি দেওয়া হলেও তাতে কাজ হয়নি। এমনকি আইনজীবীদের পক্ষ থেকেও করা হয়নি কোনো কমিটি।

এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নারী নেত্রীরা। তাঁরা বলছেন, আদালত রায় দিয়ে নিজেরাই যদি তা বাস্তবায়ন না করেন তাহলে অন্যরা তো অমান্য করার সাহস দেখাবেই।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন মুন্নী বিস্ময় প্রকাশ করে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আদালতের রায়ে বলা হয়, যত দিন আইন করা না হবে তত দিন এই রায়ই আইন হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই রায় বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের জন্য এটা লজ্জাজনক।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ৭ আগস্ট একটি রিট আবেদন করেছিলেন বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির নির্বাহী পরিচালক সালমা আলী। শুনানি শেষে ২০০৯ সালের ১৪ মে রায় দেন হাইকোর্ট। পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। রায়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ কমিটি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। একটি হটলাইন চালু করার নির্দেশনাও ছিল। রায়ে বলা হয়, যাতে হয়রানির শিকার নারীরা তাৎক্ষণিক আইনি প্রতিকার পান সে জন্য হটলাইন থাকতে হবে। সরকার একটি ডাটাবেইস তৈরি করবে যাতে জানা যাবে, কোন জেলায় কতগুলো ঘটনা ঘটেছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ওই রায়ের ১১ বছর পর গত মাসে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কমিটি করার জন্য সার্কুলার জারি করেছে। আগের বছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) চিঠি দেওয়ার পর কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করে। এরপর আর কোনো অগ্রগতি নেই। সুপ্রিম কোর্টও কোনো কমিটি গঠন করেনি। রায় বাস্তবায়নের জন্য মহিলা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন, অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিকে চিঠি দিলেও সাড়া মেলেনি।

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের প্রতি হাইকোর্ট বিভাগের যদি কোনো নির্দেশনা থাকে, আর তা যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে এ বিষয়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে অবহিত করে তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট এ এম আমিন উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, হাইকোর্টের এই রায় সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মেনে চলা উচিত। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে কোনো কমিটি করা হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আইনজীবী সমিতি কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। এটা ক্লাবের মতো। তাই এখানে কোনো কমিটি করার প্রয়োজন নেই।

ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট গাজী শাহ আলম বলেন, হাইকোর্টের ওই রায় বাস্তবায়ন করা উচিত। সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কমিটি করা হবে।

FRIDAY, JANUARY 3, 2020,

NEW AGE

Govt must look into jute mills workers' grievances

THE government's inaction about and negligence of the demands of state-owned jute mill workers is worrying. Workers of 12 state-owned jute mills resumed their fast-unto-death on December 29 after the government failed to address their demands by December 26, that the government earlier set to come to terms with the workers. This is the fourth phase of agitation and hunger strike in one year that the workers have held to push for their demands, including the implementation of the National Wage and Productivity Commission Award 2015, the payment of wages in arrears and retirement benefits, an adequate budgetary allocation for the sector and the settlement of insurance benefits for families of the deceased workers. In the recent phase of the agitation that began in November, one worker of the Platinum Jute Mills died while hundreds had to be sent to hospital as they fell sick. At least 23 protesters are reported to be cared for in hospital and about 650 others are reported to be cared for on the location of their demonstrations because of cold-related diseases and low blood pressure.

The jute sector, which was the backbone of the economy in the past, now appears to be fighting for survival as the sector is mired in improper planning, mismanagement, corruption, politicisation and persistent labour unrest. While the Bangladesh Jute Mills Corporation speaks of heavy losses that the mills incurred because of high production cost and low productivity, experts believe that the losses are incurred only because of rampant financial mismanagement, wrong policies and corruption. The losses incurred for whatsoever reasons should, however, not cause irregular wage payment and non-payment of retirement benefits that have left the workers and their families in a vulnerable situation. The 2017 Bangladesh Jute Mills Corporation report says that it owed Tk 387 crore to workers and officials who retired or died in service as of July 2013. Moreover, the National Wage and Productivity Commission Award 2015 is yet to be in force despite repeated assurances from the authorities concerned. The situation at hand could be prevented by the government with timely action to address the grievances of the workers. But the government has not taken that road although it assured the workers more than once of addressing address the issues.

শোভন কাজ

The Financial Express Friday, January 3, 2020

A 'happening year' for RMG

THE Readymade Garments (RMG) sector has come to news with some mixed signals. A report in the Financial Express on the first day of the year told a lot about the sector's ups and downs in recent times. While, the first part of 2019 has been good, the later part of the year saw some downturns in export earnings. The US, EU and Canada have remained the main destinations for our products, while other countries like China and Vietnam have diversified in all aspects. Our products have been cotton-based mostly, calculated at being nearly three-fourths the total yield. Five items like trousers, t-shirts, sweaters, shirts and jackets constitute nearly three-fourths of Bangladesh's total RMG exports. All these signal the need for diversification. For instance, China has made "techwear", items that are made of special fabric and are water-resistant, helps breathability and increases comfort. A Centre for Policy Dialogue (CPD) study found more or less the same thing, pointing to the pre-dominance of cotton-based products. It also brought up the issues surrounding the garments sector throughout the whole year in 2019. Its labour cost is still the lowest among the competing countries. In human capital index, Bangladesh once occupied the third position among the big four in garments sector, even surpassing India.

A sector that caters to hundreds of thousands of jobs, employs the largest number of women and earns so much hard currency may occupy the centre stage; yet a thrust on export diversification should be the key element of the overall strategy going forward

However, there is an adverse side to all these. A combination of competing countries has been fighting Bangladesh not on export issues, but trying to undermine it citing its record on labour rights and related matters. The country must guard against it and focus upon its truths on the international forum. It must also work at home to improve things so that it gets a clean chit from the outside world. Our record since the Rana Plaza disaster has been mixed. The international consortium of Accord was here for a couple of years, looking after the related issues of workers' rights and working environment. Then there was the Alliance, which folded up a year ago. A lot indeed remains to be done. Among the four big garments producers, Bangladesh lies behind the remaining three of China, India and Vietnam in timeliness of shipments. Vietnam's progress is eye-catching. It even has surpassed China in matters of human capital index. So there are issues that have to be solved at the Bangladesh end.

The President of the Bangladesh Garments Manufacturers' and Exporters' Association (BGMEA) Dr Rubana Huq summed up the sector by saying that 2019 was a `happening year' for the sector. The BGMEA president mentioned both positive and not-so-positive indicators. The formation of the 'RMG Sustainability Council' (RSC) is a positive development. Indeed sustainability is the core issue. While established houses have expanded, many factories folded up to October 2019, making a job-loss of nearly 30,000. At the same time new units have been established that could create 50,000 jobs. Taking everything into consideration, 2019 appears to be an `in and out kind' of year. The government must step in to help the sector with infusion of more facilities. The BGMEA's demand for single-digit lending rate deserves immediate implementation. Top management of the important banks have already agreed to it. So there should not be any delay. A sector that caters to hundreds of thousands of jobs, employs the largest number of women and earns so much hard currency may occupy the centre stage; yet a thrust on export diversification should be the key element of the overall strategy going forward.

The Daily Star
DHAKA THURSDAY JANUARY 2, 2020,

HUNGER STRIKE DAY-4

20 jute mill workers taken to hospital

OUR CORRESPONDENT, *Khulna*

Many workers of nine state-run jute mills in Khulna fell sick as they continued their fast-unto-death for the fourth consecutive day yesterday to press home their 11-point demand.

The demands include implementation of the 2015 wage commission award and timely payment of wages.

Abdul Hamid, convener of Collective Bargaining Agents (CBAs) and non-CBA Sangram Parishad, claimed that 20 workers were admitted to local hospitals and clinics since the beginning of the protest at 3:00pm on Sunday.

Besides, at least 576 others became ill during the same period.

Yesterday, around 200 students of Platinum High School joined the demonstration on BIDC road in Khulna city's Khalishpur area. Many of them are dependents of jute workers.

During a visit there, this correspondent met Sumaiya Parvin and her elder sister Robina, students of class IV and VII at the school. Their father Mizanur Rahman is a worker of Platinum Jute Mills.

"My father cannot maintain our four-member family smoothly due to poverty. How would he bear our educational expenses?" she said.

Sumaiya said her father was trying to send them to their village in Gopalganj's Moksedpur upazila within a month as he was struggling to meet basic household costs.

Sahana Sharmin, president of Platinum Jute Mills Employees Union, said the deputy commissioner of Khulna had asked them to sit in a meeting with him on Tuesday night, but they didn't agree.

"State Minister [for labour and employment] Monnujan Sufian had taken the workers' movement to the wrong path by requesting the workers to refrain from carrying out the movement. Now we don't have trust in any such requests," she said.

Sahana said many workers fell sick in the last four days as they had to stay on roads round the clock amid the cold weather.

Meanwhile, sources at the Khulna deputy commissioner's office said Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) has called a meeting for today at its office in the capital to discuss the workers' demands.

Worker leaders said they were invited to the meeting by the BJMC, but they were yet to make a decision in this regard.

কৃষক বাঁচলেই বাঁচবে দেশ

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ১৮ পৌষ ১৪২৬
Thursday 2 January 2020

আনোয়ারুল হক নিজামী

কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ। একসময় এ দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ কৃষিনির্ভর ছিলেন। বর্তমানেও গ্রাম বাংলায় শুধু নিরক্ষর মানুষ কৃষিনির্ভর নন। অনেক শিক্ষিত যুবক ডিগ্রি-মাস্টার্স শেষ করে কৃষিতে আত্মনিয়োগ করছেন। এতে শুধু তার জীবনের পরিবর্তন নয় সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে দেশের জাতীয় উৎপাদন। কৃষিতে আসছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যেখানে ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সাড়ে ৭ লাখ মানুষের জন্য খাদ্য ঘাটতি ছিল সেখানে আজ আবাদি জমি কমার পরে ও প্রায় ১৮ কোটি মানুষের বাংলাদেশে খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে খাদ্য রফতানির সুযোগ হচ্ছে। কিভাবে আমরা এ আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ পেলাম? নিশ্চয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কৃষিতে আত্মনিয়োগ ও সমসাময়িক বিশ্বকৃষির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদনই এ পরিবর্তন।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বিগত কয়েক বছর বাংলাদেশের কৃষক অসহায়ের মতো নীরবে চোখের পানি ফেলছেন। ব্যাংক লোন কিংবা এনজিও লোন বা ধারদেনা করে কৃষিতে বিনিয়োগ করে সঠিক দাম না পাওয়ায় বারবার হতাশ হচ্ছেন। যার ফলে কৃষি বিভাগ থেকে জানা যায় ২০২০ সালে উৎপাদিত বোরো ধান চাষে জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ধানের বীজ বিগত সময়ের তুলনায় কম বিক্রি হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৯ চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার ১৩নং মায়ানী ইউনিয়নের কৃষক জসিম উদ্দিন জানান, তিনি এ বছর বর্গা জমিসহ প্রায় ৩ কানি জমি চাষ করতে প্রায় ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু হতাশ কণ্ঠে জানান, ধানের দাম কম আড়ি প্রতি ১৫০ টাকা হওয়ায় তাকে প্রায় ৩০ হাজার টাকার মতো লোকসান গুনতে হবে।

মীরসরাই উপজেলার ১৬নং সাহেরখালী ইউনিয়নের কৃষক শামসুল হক জানান, তিনি নিজের ও বর্গা মিলে প্রায় ৫ কানি জমি চাষ করেছেন সব মিলে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকার খরচ হয়েছে। কিন্তু ধানের দাম কেজি প্রতি ১৩ টাকা হারে আড়ি ১৫০ টাকা হওয়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে বিপাকে পড়বেন বলে তিনি জানান।

সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি চাল আমদানি নিরুৎসাহিত করতে শুল্ক ২৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫৫ শতাংশ বা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যবস্থাই নেয়া হচ্ছে অনেক দেরিতে। দরিদ্র কৃষকরা এরই মধ্যে তাদের ধান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যদিকে গত ১০ মাসে তিন লাখ টনের বেশি চাল আমদানি করা হয়ে গেছে, যার প্রভাব পড়ছে ধান-চালের বাজারে।

প্রায় প্রতি বছরই উৎপাদন মৌসুমে একই ধরনের চিত্র দেখা যায়। সরকার ধান-চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও উৎপাদন মৌসুমের শুরুতে সরাসরি ধান ক্রয় করতে পারে খুবই কম। সেই সুযোগ নেয় চালকল মালিক, আড়তদার, ফড়িয়া তথা মধ্যস্বত্বভোগীরা। তারা নানা কৌশলে কৃষককে বাধ্য করে সবচেয়ে কম দামে ধান বিক্রি করতে। অবস্থাপন্ন কৃষকরা এ সময় ধান বিক্রি না করেও থাকতে পারে কিন্তু সমস্যা হয় দরিদ্র কৃষকদের। ফলে সরকার বেশি দামে ধান-চাল কিনলেও দরিদ্র কৃষকরা তাতে লাভবান হন না।

আবার অনেকে মনে করেন, দরিদ্র কৃষকদের বিক্রিযোগ্য ধানের অনুপাতে ব্যাংকগুলো যদি দু-তিন মাসের জন্য সামান্য সুদে বা বিনা সুদে ঋণ দেয়, তাহলে দরিদ্র কৃষকরা এত কম দামে ধান বিক্রি না করে কিছুদিন ধরে রাখতে পারবেন। স্থানীয় সমবায় সৃষ্টির মাধ্যমেও এ কাজটি করা যেতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

বাংলাদেশে শিল্প বিপ্লব হওয়া আগ পর্যন্ত আধুনিক বিশ্বের কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি কার্যক্রম চালিয়ে রাষ্ট্রকেই কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। আমরা আশা করি, প্রয়োজনে বিশেষ কমিটি গঠন করে কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়ানো অতীব জরুরি।

anowar.up@gmail.com

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারি ২০২০,

সড়ক দুর্ঘটনা কমলেও প্রাণহানি বাড়ছে

২০১৯ সালের প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত বছরে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা কমলেও প্রাণহানি বেড়েছে। গত বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ হাজার ৬২৮ জন। ২০১৮ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৪ হাজার ৫৮০ জন। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে সড়কে প্রাণহানি বেড়েছে ৪৮ জনের।

এই তথ্য শিপিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন রিপোর্টার্স ফোরামের (এসসিআরএফ)। সংগঠনটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। গতকাল বুধবার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২০১৯ সালে সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যানসংবলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে ৪ হাজার ২১৯টি। এর আগের বছর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৩১৭। অর্থাৎ এক বছরে দুর্ঘটনা কমেছে ৯৮টি। গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন ৮ হাজার ৬১২ জন। আগের বছর আহত ছিল ১০ হাজার ৮২৮ জন। এক বছরের ব্যবধানে আহতের সংখ্যা কমেছে ২ হাজার ২১৬। বিশেষজ্ঞ ও সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো বলছে, সড়ক দুর্ঘটনার প্রকৃত হিসাব পাওয়া বেশ কঠিন। কারণ, ছোট এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার বেশির ভাগেরই মামলা হয় না। স্থানীয়ভাবে মীমাংসা হয়ে যায়। ফলে এই তথ্য পুলিশের কাছে থাকে না। অনেক সময় গণমাধ্যমেও এর খবর আসে না। এ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। সেই হিসাবও গণমাধ্যমে আসে না।

সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে যাওয়ার পরও প্রাণহানি বাড়ার পেছনে মূল কারণ ছোট যানবাহন বলে মনে করে থাকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, এখন মহাসড়কে দ্রুতগতির যানের সঙ্গে ধীরগতির যান চলাচল বেড়ে গেছে। বিশেষ করে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, নছিমন, করিমন, ভটভটি ও মোটরসাইকেলের সংখ্যা বেড়েছে। দ্রুতগতির বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে ছোট যানের যাত্রীদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কমে যায়। এ জন্য প্রাণহানিও বেড়ে যাচ্ছে।

পরিবহন খাত নিয়ে কাজ করা এসসিআরএফের জন্ম ২০০৭ সালে। প্রতিবেদনে এসসিআরএফ বলেছে, তাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে সড়ক দুর্ঘটনার জন্য ১২টি প্রধান কারণ বেরিয়ে এসেছে। এগুলো হচ্ছে চালকদের বেপরোয়া মনোভাব, চলন্ত অবস্থায় চালকের মুঠোফোনে কথা বলা, ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং, বিরতি ছাড়াই দূরপাল্লার পথে একটানা যানবাহন চালানো, অদক্ষ ও লাইসেন্সবিহীন চালক নিয়োগ, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল বন্ধে আইনের প্রয়োগে শিথিলতা, মহাসড়কে মোটরসাইকেলসহ ছোট যানবাহনের অবাধ চলাচল, বেহাল সড়ক ও ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক, নিয়োগপত্র না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা, চালক ও সহকারীকে চুক্তিতে যান চালাতে দেওয়া, বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজির কারণে শ্রমিক অসন্তোষ এবং পথচারীদের অসতর্কতা।

পুলিশের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে গবেষণা করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউট (এআরআই)। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তথ্যের বিশ্লেষণ বলছে, ৯০ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনার পেছনে কোনো না কোনোভাবে চালক দায়ী।

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে ও সড়কে শৃঙ্খলা আনতে গত ১ নভেম্বর থেকে নতুন সড়ক পরিবহন আইন কার্যকর করেছে সরকার। আইনে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির দায়ে শাস্তি এবং বিভিন্ন অপরাধের দণ্ড ও জরিমানা কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু পরিবহনমালিক-শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে সরকার আইনের প্রয়োগে শিথিলতা দেখাচ্ছে।

এআরআইর পরিচালক অধ্যাপক মিজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় বহু হতাহত হলেই আলোনায় আসে। ফলে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বা প্রাণহানি নিয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন। এরপরও যে সংখ্যা জানা যাচ্ছে তা খুবই পীড়াদায়ক। সড়ক নিরাপদ করতে হলে আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে, সড়ক ও যানবাহনের ত্রুটি সারাতে হবে, দক্ষ চালক গড়ে তুলতে হবে। এগুলো এমনি এমনি হয়ে যাবে না। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে লাগাতার কাজ করতে হবে।

সমকাল
বুধবার | ১ জানুয়ারি ২০২০ | ১৭

নারীবান্ধব হোক কর্মস্থল ও গৃহ

শাহীন আনাম

লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে বাংলাদেশ। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের এমন কিছু সফলতা রয়েছে, যা বিশ্বে বিরল। প্রায় দুই যুগ ধরে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নারীরা। ক্রমেই এ দেশে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। এই দুই পদকে ছাপিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন নারীরা। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, শিক্ষামন্ত্রী, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, উচ্চ আদালতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তারা। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিমানের পাইলটসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় সফলতার সঙ্গে নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছেন নারীরা। নারীদের এই অগ্রগতি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। দ্রুত ঘুরছে দেশের অর্থনীতির চাকা। তবে নারীদের এত সব অর্জনে কিন্তু দেশের সব শ্রেণির নারীর অংশগ্রহণ নেই। আমরা সমাজে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, দক্ষ, অদক্ষ, প্রতিবন্ধী, সচ্ছল, অসচ্ছল, উপজাতিসহ বিভিন্ন শ্রেণির নারী দেখতে পাই। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের যে সফলতা দেখছি, তার সিংহভাগজুড়েই রয়েছে শিক্ষিত, দক্ষ ও সচ্ছল নারীরা। শিক্ষিত ও দক্ষ নারীদের আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অদক্ষ নারীরা এখনও দুর্বল। তাদের টেনে আনতে হবে। অন্যথায় ভারসাম্য আসবে না। আমরা একটি বছর পাড়ি দিয়ে আজ নতুন আরেকটি বছরে পদার্পণ করলাম। নতুন বছরকে ঘিরে নারীর ক্ষমতায়নে, লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতে, নারীর কাজের স্বীকৃতি, নারীর নিরাপত্তা, নারীর মর্যাদা সমুন্নতকরণে আমাদের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। আমরা চাই সব নারীই চলমান উন্নয়ন স্রোতে শামিল হোক। কেননা সবার অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে ও লিঙ্গ সমতায় একটি ঈর্ষণীয় পর্যায়ে এসেছে; কিন্তু এ দেশে নারীর পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা-নির্যাতনের ঘটনাগুলো আমাদের উদ্বিগ্ন করে। আমরা নারীর ক্ষমতায়নে অনেক সফল হয়েছি– এটা বলে বসে থাকার সুযোগ নেই। নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদে আরও অনেক কাজ করতে হবে। দেশের বিচারব্যবস্থা নারীবান্ধব হওয়া দরকার। যাতে কোনো নারী নির্যাতিত হলে বিচারের দরজায় কড়া নাড়তে পারে। তার মধ্যে একটা আস্থা জন্মে যে, সে বিচার পাবে। আমাদের দেশে ধর্ষণের ঘটনা মোটেই কম নয়; ধর্ষক জানে যে সে পার পেয়ে যাবে। তাই নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত হওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সংবেদনশীল মানসিকতা নিয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা দরকার। আমরা চাই, নারী নিপীড়নের আর কোনো ঘটনা না ঘটুক। এ জন্য দরকার সচেতনতা। বিশেষত তরুণ ও শিশুদের সচেতন ও মানবিক করে তোলা, যাতে তারা সব মানুষের প্রতি বিশেষত নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। নারীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জাগলেই কেবল নিপীড়ন কমতে পারে। এ ক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারে শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এর সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। নারী ইস্যুতে নেতিবাচক প্রচারণা চালায় ও পর্নোগ্রাফি ছড়িয়ে দেয়, এমন সাইটগুলো বন্ধে সরকারি হস্তক্ষেপ দরকার। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত বিজ্ঞাপনে নারীদের পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে দেখি। এটি নারীর সম্মান ও ক্ষমতায়নে বড় প্রতিবন্ধক। এ ধরনের মানসিকতা থেকে বের হয়ে ইতিবাচক চিন্তা করা দরকার। নতুন বছরে আমার প্রথম প্রত্যাশা হবে, সব ধরনের সহিংসতা রোধ হোক। মানুষ নারী ও শিশুর প্রতি, ভিন্নমত এবং ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোক। গত বছরের তুলনায় নতুন বছরে মাত্রা ও সংখ্যার দিক থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন কমে আসবে, সেটাই কাম্য।

নারীর ক্ষমতায়নে অপরিহার্য উপাদান শিক্ষা। এ ক্ষেত্রেও দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে দ্রুত নারী শিক্ষার প্রসার ঘটছে। এরপরও বিভিন্ন চাকরিতে নারী কোটাগুলো পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। নারীরা উচ্চপদে নিয়োগ পাচ্ছেন; কিন্তু সামাজিক কারণে মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিক থেকে তারা এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। গ্রামীণ নারীদের অবস্থান আরও শোচনীয়। তারা রাতদিন ঘরে কাজ করলেও কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। তাদের কাজেরও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দরকার। নতুন বছরে যেন সেই অবহেলিত নারীরা তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতিটুকু পান। নারীদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটির আইন করা হয়েছে। এই আইন একটি যুগান্তকারী আইন। আমরা এই আইনকে সাধুবাদ জানাই। আইনে মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে ডে কেয়ার পদ্ধতি চালুর কথা বলা হয়েছে। এটা নিশ্চিত হলে নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর থাকলেও অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আইন মানছে না। ফলে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন নারীরা। অনেকেই বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে পরবর্তীকালে বেকার থাকছেন। সরকারকে এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা দরকার। শুধু আইন করলেই হবে না, আইনের পুরো বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে। সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে।

নতুন বছরে আমাদের প্রত্যাশা– কর্মস্থলগুলো নারীবান্ধব, সম্মানজনক ও যৌন হয়রানিমুক্ত হোক। যৌন হয়রানি রোধ ও এসব ঘটনা তদারকির জন্য সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত। অবশ্য অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই এই কমিটি গঠন হয়নি। শুধু উচ্চ আদালতের নির্দেশনায় সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। আমরা নতুন এ ধরনের একটি আইন চাই। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ হলে কর্মস্থলগুলোও নারীবান্ধব হবে। কর্মস্থল নিরাপদ ও সম্মানজনক না হলে নারীরা একসময় আগ্রহ হারিয়ে ফেলব। সাম্প্রতিক সময়ে গণপরিবহনে নারী নিপীড়নের যেসব ঘটনা ঘটছে, তাতে সবাই উদ্বিগ্ন। গণপরিবহনে নারীদের হয়রানি রোধে বিআরটিএ ও মালিকপক্ষের দায় রয়েছে। তাদেরকে সেই জায়গা থেকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। চালকদের মানবিক ও শ্রদ্ধাশীল হিসেবে গড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের কঠোর নির্দেশ দিতে হবে। সহিংসতার জন্য মালিকপক্ষকে বিচারের মুখোমুখি করা হলে তারাও সচেতন থাকতে বাধ্য হবে। সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে-বাইরে সম্মান বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে দরকার সচেতনতা। এ জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে একটি প্রচারাভিযান চালাতে হবে। একই সঙ্গে নারীকেও নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা ও নিরাপত্তার বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

■ নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ২ জানুয়ারি ২০২০

পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন

দাবি পূরণে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হোক

খুলনা-যশোর অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল রয়েছে ৯টি। খুলনায় সাতটি ও যশোরে দুটি। স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করেন এসব পাটকলে। বিভিন্ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের শুরুর দিকে শিল্পনগরী খুলনায় তাঁরা আন্দোলন শুরু করেন। থেমে থেমে সারা বছর ধরেই তা চলেছে। ১১ দফা দাবিতে তাঁদের আন্দোলন এখনো চলছে। সভা-সমাবেশ, মিলগেটে বিক্ষোভ, ভুখা মিছিল, সড়ক অবরোধ, মানববন্ধন প্রভৃতি কর্মসূচি পালন শেষে গত ১০ ডিসেম্বর শুরু হয় আমরণ গণ-অনশন কর্মসূচি। প্রথম দফার গণ-অনশনকালে দুজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ১১ দফার মধ্যে বকেয়া মজুরি পরিশোধ ও মজুরি কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন মূল দাবি। পাটের মৌসুমে মিলগুলোকে পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ দেওয়া, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ব্যবস্থা বাতিল করা, বদলি শ্রমিকদের স্থায়ী করা, বরখাস্ত বন্ধ করা ও বরখাস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের পুনর্বহাল করা এবং পাটকলগুলোকে লাভজনক করার দাবিও রয়েছে।

আমরণ গণ-অনশন কর্মসূচি রাষ্ট্রপক্ষের আশ্বাসে ১৪ ডিসেম্বর স্থগিত করা হয়। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় নিয়েছিল রাষ্ট্রপক্ষ। দাবিনামা পূরণ না হওয়ায় গত রবিবার আবার আমরণ গণ-অনশন শুরু করেন শ্রমিকরা। খুলনা-যশোর শিল্পাঞ্চলের রাজপথেই রাত-দিন পার করছেন তাঁরা। তাঁদের টানা কর্মসূচিতে মিলগুলোর উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। ফলে ওই সব মিলে প্রতিদিন কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, দ্বিতীয় দফায় গত ২৯ ডিসেম্বর আমরণ অনশন শুরু হয়েছে। বিজেএমসি বা সরকারের পক্ষ থেকে দাবি মানার বিষয়ে এখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। খুলনা-যশোর অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর দৈনিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২৭২.১৭ মেট্রিক টন। উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ৮৬.৩৯ মেট্রিক টন। শুধু খুলনায় নয়, রবিবার থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করছেন নরসিংদীর ইউএমসি জুটমিলের শ্রমিকরাও। অনশন করতে গিয়ে এরই মধ্যে তাঁদের তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তীব্র শীতের মধ্যেও দিন-রাত মিলের সামনে অনশন করছেন তাঁরা।

NEW AGE
SUNDAY, JANUARY 5, 2020, PAUSH 21, 1426 B

LABOUR RIGHTS CONCERNS

Govt submits time-bound action plan to EU

Moinul Haque

THE government has submitted a time-bound action plan to the European Union to address within six months to two years most of the bloc's concerns on labour rights in Bangladesh

It has promised to frame the Bangladesh Labour Rules by amending the existing one in line with the Bangladesh Labour (amended) Act 2018 by the first half of the current year and to revise the BLA further by the end of 2022 in line with the recommendations of the International Labour Organisation.

The government on Thursday submitted the time-bound action plan to the EU in response to a call from the union to take decisive steps and lasting measures to address shortcomings in human and labour rights to continue receiving tariff preferences within the economic bloc under everything but the arms facility.

In the last week of November 2019, the EU provided a list of 'suggested actions on labour rights' to the Bangladesh government and requested it to develop and submit to it a draft time-bound roadmap by January 2 to address the issues.

The nine issues concerned are amendment of the Bangladesh Labour Act, labour rules and EPZ labour law in line with the International Labour Organisation conventions, establishment of an action plan to eliminate child labour by 2025, combating violence against workers, increasing the success rate of trade union registration application, eliminating the backlog of cases at labour courts, filling of the vacant posts of labour inspectors, ensuring the proper functioning of the remediation coordination cell and ratifying the ILO conventions 29 and 138.

'We have already submitted a time-bound action plan to the EU setting the timeframe between six months and six years to implement the suggested actions on labour rights provided by the economic bloc,' labour secretary KM Ali Azam told New Age on Saturday.

He said that Bangladesh had placed its roadmap to address the EU's concerns on specific labour issues and experts from both the EU and Bangladesh would finalise the action plan in February with support from the ILO.

সমকাল
রোববার | ৫ জানুয়ারি ২০২০

মালয়েশিয়ায় ৭৮ বাংলাদেশি শ্রমিক আটক

■ সমকাল ডেস্ক

মালয়েশিয়ায় ৭৮ বাংলাদেশিসহ ৪৭৪ অবৈধ প্রবাসী শ্রমিককে আটক করেছে দেশটির অভিবাসন পুলিশ। নতুন বছরের প্রথম দুই দিনের অভিযানে তাদের আটক করা হয়। অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালকের বরাত দিয়ে গত শুক্রবার এ খবর প্রকাশ করেছে মালয়েশিয়ার পত্রিকা 'দ্য স্টার'।

খবরে বলা হয়, বাংলাদেশিসহ বিদেশি অবৈধ শ্রমিকদের নিজ দেশে ফেরত যাওয়ায় জন্য মালয়েশিয়া সরকার গত বছরের ১ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছিল। যারা এ সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন বা সুযোগ নেননি তাদের আটকের জন্য অভিযান চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১ ও ২ জানুয়ারি দুই দিনে সারাদেশে ১২৪টি অভিযান চালানো হয়। এ সময় ১ হাজার ৮৭১ বিদেশি নাগরিকের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়।

এ অভিযানে আটকদের মধ্যে বাংলাদেশি ছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার ২২০ জন, চীনের ৮৯, মিয়ানমারের ৪২, ফিলিপাইনের ২২ ও অন্যান্য দেশের নাগরিক রয়েছে।

মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালকের বিবৃতিতে জানানো হয়, দেশজুড়ে অবৈধ শ্রমিকদের আটক করতে অভিযান চালানোর সময় চারজন নিয়োগদাতাকেও আটক করা হয়েছে। চলতি বছর অন্তত ৭০ হাজার অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মহাপরিচালকের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, অভিবাসন আইন অনুযায়ী যারা অবৈধ অভিবাসীদের নিয়োগ দেয় তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গত ৩১ ডিসেম্বর 'ব্যাক ফর গুড' (বিফোরজি) প্রত্যাবাসন কর্মসূচি শেষ হয়ে যায়। পরদিনই শুরু হয় দেশব্যাপী অভিযান। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। বিফোরজি কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন দেশের ১ লাখ ৯০ হাজার ৪৭১ অবৈধ অভিবাসী নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন বলেও ওই বিবৃতিতে জানানো হয়।

যুগান্তর | শনিবার ৪ জানুয়ারি ২০২০
২০ পৌষ ১৪২৬

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিক

আর যেন তাদের রাস্তায় নামতে না হয়

বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ এবং মজুরি কমিশন বাস্তবায়নসহ ১১ দফা দাবিতে আন্দোলনে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা আশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের আন্দোলন স্থগিত করেছেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিক সিবিএ-নন সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ১০ ডিসেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন তারা। ১৫ ডিসেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সঙ্গে বৈঠকের পর সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক সরদার আবদুল হামিদ তাদের কর্মসূচি ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিলেন। দাবি পূরণে তারা ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও দাবি পূরণ না হওয়ায় খুলনা, রাজশাহী ও নরসিংদীর অন্তত ১১টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা ২৯ ডিসেম্বর আবারও আমরণ অনশনে বসেন। বৃহস্পতিবার শ্রমিকদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে আসেন তাদের সন্তান, স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যরা। টানা পঞ্চম দিনের অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েন আরও ২৯ শ্রমিক। এ প্রেক্ষাপটেই আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পাটকল শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো অনুযায়ী পে-স্লিপ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গাজী গোলাম দস্তগীর। বৃহস্পতিবার পাটকল শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ ঘোষণা দেন। আন্দোলনরত সংগ্রাম পরিষদ অবশ্য বলেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পে-স্লিপ পাওয়া না গেলে ১৭ জানুয়ারি থেকে তারা আবারও কর্মসূচি পালন শুরু করবেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা যে দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছেন, সেগুলোর প্রায় সবই যৌক্তিক। এটা ঠিক, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো যুগের পর যুগ লোকসান দিয়ে আসছে এবং সে কারণে বিজেএমসির পক্ষে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিজেএমসি পাটকলগুলোকে লাভজনক করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? বেসরকারি পাটকলগুলো যদি লাভের মুখ দেখতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো পারছে না কেন? এটা ঠিক যে, দুর্নীতি, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ও নিম্নমানের ব্যবস্থাপনাই এ জন্য দায়ী। আমরা মনে করি, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর লোকসানের দায় শ্রমিকদের নয়। ফলে তাদের বেতন-ভাতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনো অধিকার নেই কর্তৃপক্ষের। শুধু বেতন-ভাতা নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের অন্যান্য দাবিও ন্যায়সঙ্গত। কাজেই ১৬ জানুয়ারি থেকে জাতীয় মজুরি স্কেল ২০১৫ কার্যকর করাই শুধু নয়, শ্রমিকদের অন্যান্য দাবিও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত করতে হবে।

The Financial Express

January 5, 2020

Millers urge govt to stop raw jute smuggling

FE REPORT

Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) has urged the government to launch drive against the hoarders of raw jute and strengthen vigilance in the border areas to stop cross-border smuggling of raw jute.

They also requested the government to impose appropriate duty on export of raw jute.

The leaders of the trade association put forward the demands at the BJMA's 36th Annual General Meeting (AGM) at its office in the capital on Saturday.

The private jute millers at the AGM elected Mohammed Mahbubur Rahman Patwari as its new chairman for the session 2020-21.

Sk. Akram Hossain has been elected as vice chairman while Muhammad Shams-uz Zoha, M.A. Raihan , Md. Harunoor Rashid, Mohammad Shahjahan ,Giridhari Lal Modi, Bijoy Kumar Modi, Zahid Miah as the executive committee members.

In a written speech, immediate past BJMA chairman Muhammad Shams-uz Zoha said the millers were facing problems in procuring raw jute because of its non-availability and higher prices.

According to the BJMA, some 380,000 bales of raw jute were exported during July-November period of last year.

BJMA gets new committee

The government in 2018 imposed a ban on export of Bangla Tossa Rejection (BTR) and Bangla White Rejection (BWR), but lifted the ban on May 29 last year following a write petition by the traders. It has made the raw jute price unstable again in the domestic market, Mr. Zoha said.

He said the sector is passing through a very hard time due to a serious financial crisis. After imposing anti-dumping duty by India, he said, the jute goods export to India dropped significantly.

Besides, the export of traditional jute products has reduced significantly in others markets because of political unrest in the Middle East, economic slowdown in Europe and the jute goods market in Africa being captured by India.

Under the circumstances, the BJMA has urged the authorities concerned to bring down the rate of interest on bank loans to single digit to protect the interests of the jute goods producers.

They also sought necessary fund and proper enforcement of the Mandatory Jute Packaging Act 2010 to increase local consumption of the jute goods.

Their other demands included rationalisation of the price of Jute Batching Oil (JBO) and recognising jute products as agro-processed goods for extending facilities to the sector.

arafat_ara@hotmail.com

প্রথম আলো • রোববার, ৫ জানুয়ারি ২০২০

সড়কে দুর্ঘটনা ও মৃত্যু দুটোই বেড়েছে

নিসচার প্রতিবেদন

সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঢাকা জেলায়, সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ময়মনসিংহে। বেড়েছে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

একের পর এক কমিটি গঠন, কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ প্রদান, এরপর তা আর বাস্তবায়িত না হওয়া, সড়ক আইনের প্রয়োগে শিথিলতা—এই চক্রেই চলছে দেশের সড়ক পরিবহন খাত। এর প্রভাব সড়কে স্পষ্ট। গত বছর দেশে সড়ক দুর্ঘটনা এবং হতাহতের সংখ্যা—দুটোই বেড়েছে।

নিরাপদ সড়কের দাবিতে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)-এর হিসাব বলছে, গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে ৫ হাজার ২২৭ জন। ২০১৮ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় ৪ হাজার ৪৩৯ জন। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে সড়কে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েছে ৭৮৮ জন। প্রাণহানি বৃদ্ধির হার প্রায় ১৮ শতাংশ। আর দিনে গড়ে ১৪ জনের বেশি মারা যাচ্ছে। এই এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে ১ হাজার ৫৫৯টি। অবশ্য আগের বছরের তুলনায় গত বছর আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা কমেছে ৪৭২ জন।

নিসচার করা '২০১৯ সালের সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যানে' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন করে থাকে সংগঠনটি। এবারের প্রতিবেদনটি ১১টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, টিভি চ্যানেল ও অনলাইন গণমাধ্যম এবং নিসচার ১২০টি শাখা সংগঠনের তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরম খাঁ মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে নিসচা।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে নিসচা বলেছে, অশিক্ষিত ও অদক্ষ চালক, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, অসচেতনতা, অনিয়ন্ত্রিত গতি, রাস্তা নির্মাণে ত্রুটি, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, আইনের যথারীতি প্রয়োগ না করার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটছে।

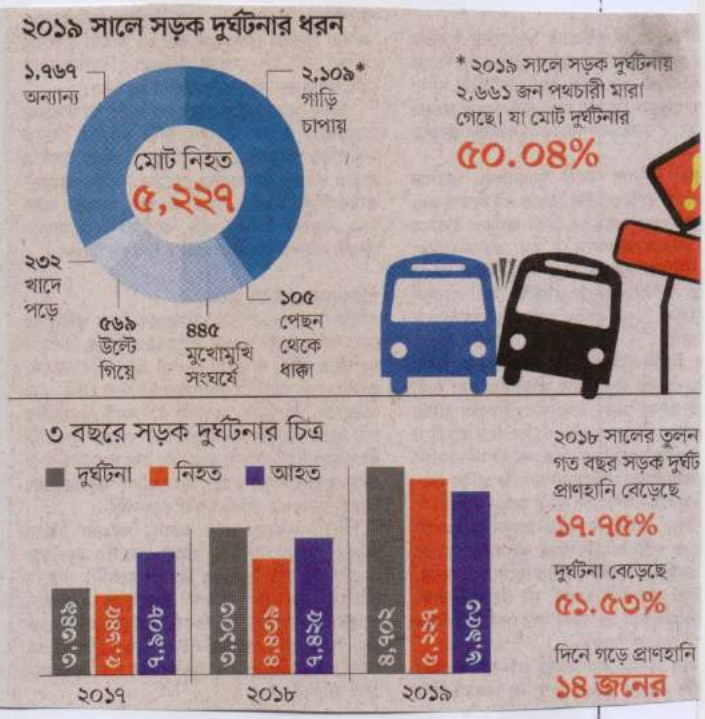

সড়কে দুর্ঘটনা ও মৃত্যু দুটোই বেড়েছে

প্রতিবেদন অনুসারে, গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় ২ হাজার ৬৬১ জন পথচারী মারা গেছে, যা মোট প্রাণহানির অর্ধেক। পথচারীরা গাড়ি চাপায়, পেছন দিক থেকে ধাক্কাসহ বিভিন্নভাবে দুর্ঘটনায় পড়ছে। ট্রাফিক আইন সম্পর্কে ধারণা না থাকা, রাস্তা চলাচল ও পারাপারের সময় মুঠোফোন ব্যবহার, জেব্রা ক্রসিং, আন্ডারপাস, ফুটওভারব্রিজ ব্যবহার না করা, যত্রতত্র পারাপারের ফলে পথচারীরা দুর্ঘটনায় পড়ছে। গত বছর ১২১ জন বাস-ট্রাকের চালক ও সহকারী মারা গেছেন।

বিশেষজ্ঞ ও সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো বলছে, সড়ক দুর্ঘটনার প্রকৃত হিসাব পাওয়া বেশ কঠিন। কারণ, ছোট এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার বেশির ভাগেরই মামলা হয় না। স্থানীয়ভাবে মীমাংসা হয়ে যায়। ফলে এই তথ্য পুলিশের কাছে থাকে না। অনেক সময় গণমাধ্যমেও এর খবর আসে না। এ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। সেই হিসাবও গণমাধ্যমে আসে না।

এসব কারণে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাবে দুর্ঘটনার সংখ্যা ও প্রাণহানির তারতম্য দেখা যায়। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) তথ্য বলছে, ২০১৮ সালের জুলাই থেকে গত বছরের জুন পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে ৩ হাজার ১৯২ জন। কয়েক বছর পরপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে বৈশ্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। সর্বশেষ ২০১৮ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় ২৪ হাজার ৯৫৪ জন।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন নিসচার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে ২০১৮ সালে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি কিছুটা কমেছিল। কিন্তু গত বছর দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি—দুটোই বেড়েছে।

ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার প্রকৃত সংখ্যা সঠিক ও নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা তাঁদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এর দায়িত্ব সরকারের। এর আগে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ, সিভিল সার্জন ও জেলা প্রশাসন থেকে নিরাপত্তা কাউন্সিলে নিয়মিত কোনো তথ্য প্রদান করেনি। এ কারণে সরকারিভাবে কোনো পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় না। দুর্ঘটনা অনুসন্ধান সেল গঠনের দাবি জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন। পাশে বিআরটিএর সাবেক চেয়ারম্যান আইয়ুবুর রহমান। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে। ছবি : প্রথম আলো

মোটরসাইকেলে দুর্ঘটনা বাড়ছে

নিসচার প্রতিবেদন অনুসারে, গত বছর মোটরসাইকেলে ১ হাজার ৯৮টি দুর্ঘটনায় ৬৪৮ জন মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী নিহত হয়েছে। বিআরটিএর গত অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব অনুসারে, দেশে মোটরসাইকেলের সংখ্যা ২৭ লাখ ৮৬ হাজার ৯৫৪। কিন্তু চালকের লাইসেন্স আছে ১৩ লাখ ৬০ হাজার ৯০৩টি।

ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, এতে প্রতীয়মান হয় যে সোয়া ১৪ লাখ চালক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে অবৈধভাবে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে। শহরে মোটরসাইকেলচালকদের হেলমেট পরার অভ্যাস এবং সচেতনতা বাড়লেও গ্রামে, জেলা পর্যায়ে তা না পরার প্রবণতা লক্ষণীয়।

দুর্ঘটনা বেশি ঢাকায়, মৃত্যু বেশি ময়মনসিংহে

২০১৯ সালের প্রতিবেদনে জেলাভিত্তিক হিসাবে সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকায় (৩০৯টি)। এতে নিহত হয়েছে ৩৩৫ জন ও আহত হয়েছে ৩২৭ জন। সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা ঘটেছে ঝালকাঠিতে (৭টি)। এতে নিহত হয়েছে ২৭ জন ও আহত হয়েছে ১০ জন। গত বছর দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি মারা গেছে ময়মনসিংহে (৪৮৮ জন)। আর সবচেয়ে কম মারা গেছে ঝালকাঠিতে (৫ জন)।

সংবাদ সম্মেলনে নিসচার পক্ষ থেকে আটটি সুপারিশ দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ট্রাফিক সংকেত মেনে চলা, যত্রতত্র পার্ক না করা, ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ, সড়ক নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয় স্কুলের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা, গণমাধ্যমে সচেতনতা কার্যক্রম বাড়ানো, দক্ষ চালক তৈরিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মহাসড়ক ও প্রধান সড়ক চার লেনে উন্নীত করা, সড়কের ত্রুটি দূর করা। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নিসচার মহাসচিব সৈয়দ এহসান-উল হক, উপদেষ্টা ও বিআরটিএর সাবেক চেয়ারম্যান আইয়ুবুর রহমান খান, নিসচার যুগ্ম মহাসচিব লিটন এরশাদ প্রমুখ।

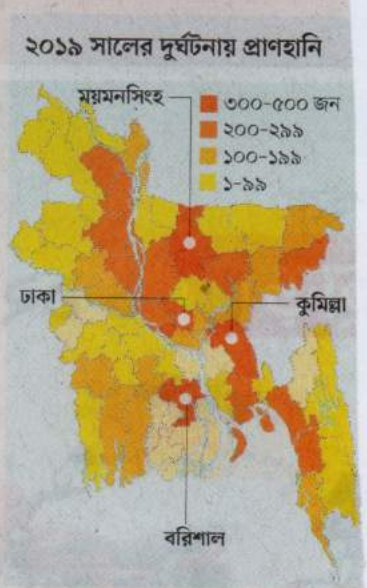

আন্দোলন, কমিটি, সুপারিশ

২০১৮ সালের আগস্টে বাসচাপায় রাজধানীর শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুজন শিক্ষার্থী মারা যাওয়ার পর সারা দেশের শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনে নামে। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে সড়ক দুর্ঘটনায় শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে নতুন সড়ক পরিবহন আইন সংসদে পাস করে সরকার। কিন্তু আইনটি কার্যকরে এক বছরের বেশি সময়ক্ষেপণ করা হয়। গত ১ নভেম্বর আইনটি কার্যকর করলেও তা সীমিতভাবে প্রয়োগ

শোভন কাজ

NEW AGE
SUNDAY, JANUARY 5, 2020,

LOOKING BACK 2019

Migrant worker skills still low

Md Owasim Uddin Bhuyan

BANGLADESH has become widely known as supplier of unskilled workers to foreign countries due to its inability to groom skilled manpower for overseas jobs.

Unskilled Bangladeshi workers who are going to work abroad earn lower wages, remit less and frequently face various problems in the host countries.

The Technical Training Centres, run by Bureau of Manpower, Employment and Training, groom a poor number of skilled manpower every year though TTC certificates are not recognised by the overseas employers, said BMET officials and experts.

Polytechnic institutes and technical schools under education ministry also groom very poor number of manpower every year, they said.

When asked, Ovibashi Karmi Unnayan Program chairman Shakirul Islam told New Age that to be able to groom skilled manpower for overseas jobs, the country's education system should be focused on providing vocational education.

'As there is no concentration to make the education system vocational or realistic our education system became examination and certificate oriented,' he said, adding that with BA, BBA, MA and MBA certificates most of the educated people become unfit for jobs.'

The upshot is that Bangladesh is branded abroad as the source country of unskilled workers.

And except for paying occasional lip service, the government seems to have no concern to change the situation though it stigmatized the nation, said experts.

Every year, they said, thousands of educated youths come to job market but remain unemployed at home and they cannot be sent abroad for lacking the skills or proper technical training.

Jurist and Refugee and Migratory Movements Research Unit, RMMRU chairman Shahdeen Malik recently said at a news conference that Bangladesh had earned the reputation of supplying unskilled workers to foreign countries.

He said that this happened due to collapse of the education system.

He said that no country wants to recruit educated people from Bangladesh.

According to BMET data, 70 TTCs produce around 55,000 technically skilled workers in different trades with training courses varying from six months to four-year diplomas.

And 49 polytechnic institutes and 64 technical schools run by the Technical Education Directorate produce around 35,000 diploma certificate holders in different vocations.

BMET officials told New Age that 75 per cent of these diploma holders find jobs in Bangladesh, a few of them pursue higher education in engineering and technology while the rest migrate for overseas jobs.

In 2018, over 7.34 lakh workers migrated of them 43 per cent were certified as skilled and less than 0.5 per cent as professionals by the BMET.

The workers certified by the government as 'skilled' get no recognition in the destination countries, said Dhaka University professor and RMMRU founding chair Tasneem Siddiqui.

She said that in fiscal 2018-19 Bangladesh sent only 2,073 professionals abroad that is barely one per cent of the migrants, mostly unskilled workers.

Experts said that Bangladeshi workers face abuse, torture and mass deportation by destination countries.

They identified exceptionally high cost of migration due to corruption and irregularities in the migration process as the biggest challenge for Bangladesh.

In 2019, overseas employment dropped by 10 per cent for the Bangladeshi workers compared to 2018.

About 6.04 lakh Bangladeshi workers migrated from January to November 2019, compared to 7.34 lakh in 2018, show BMET data.

Expatriates' Welfare and Overseas Employment minister Imran Ahmad admitted that indeed job opportunities shrank for the Bangladeshi workers even in the traditional labour markets as each country wanted skilled workers.

Migration experts say that Bangladesh was far behind the Philippines, Sri Lanka, Pakistan and India with regard to sending skilled workers abroad.

An unskilled worker from Bangladesh gets monthly wage equivalent to between $220 and $250 in the Middle East or Malaysia while a skilled worker earns double the wage, they said.

Bangladesh government's failure to provide protection to its migrant workers caused huge sufferings to many of them, said experts.

The government should develop partnership with the recipient countries to get the workers skilled according to their needs, said film-4peace foundation executive director Pervez Siddiqui.

He said that manpower should be created for the overseas markets to suit the requirements of the host counties and the Bangladesh government should fully bear the training costs.

Bangladesh Civil Society for Migration co-chair Syed Saiful Haque said that the host countries generally hire skilled workers with no migration costs.

So sending skilled workers abroad would not only reduce the migration costs but also many problems migrant workers had been facing in the host countries, he said.

Bangladeshi physicians, nurses, engineers, teachers, IT specialists and other professionals, found fewer overseas jobs in 2018 compared with 2017 and 2016.

বণিক বার্তা শনিবার, জানুয়ারি ৪, ২০২০ ■ পৌষ ২০, ১৪২৬

গাজীপুরের কোনাবাড়ী বিসিক শিল্পনগরী

বন্ধ হয়ে গেছে ১৫টি শিল্প-কারখানা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে অবস্থিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট জয়দেবপুর বা বিসিক শিল্পনগরীতে নিয়মিত ব্যাংকঋণ পরিশোধ করতে না পারা, বিদেশী কার্যাদেশ কমে যাওয়া, স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের অযৌক্তিক নানা দাবি-দাওয়াসহ বিবিধ কারণে বন্ধ হয়েছে অন্তত ১৫ শিল্প-কারখানা। বিসিক কর্তৃপক্ষ বলছে, এরইমধ্যে বন্ধ হওয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নোটিস দেয়া হয়েছে এবং নিয়মানুযায়ী এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিসিক সূত্রে জানা গেছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-কারখানার উন্নয়নে ১৯৯৭ সালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে ৪৪ দশমিক ৫০ একর জায়গার ওপর এ শিল্পনগরীটি গড়ে ওঠে। এখানে ২৭৪টি প্লট রয়েছে। এসব প্লটের মধ্যে ১৪৫টি শিল্প ইউনিট আছে। এগুলোর মধ্যে নির্মাণাধীন রয়েছে ছয়টি ইউনিট। অন্যদিকে ১৫টি শিল্প ইউনিট নিষ্ক্রিয় বা রুগ্‌ণ। বন্ধ কারখানাগুলো দ্রুত চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প মালিকদের চিঠি দিয়ে তাগাদা দিচ্ছে বিসিক কর্তৃপক্ষ। তবে নানা জটিলতায় চালু করতে না পেরে অনেকেই শিল্প ইউনিট হস্তান্তর করছেন নতুন উদ্যোক্তাদের কাছে।

শিল্পনগরী ঘুরে দেখা গেছে, একসময় লাভজনক ও সম্পূর্ণ রফতানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা নাইটিঙ্গেল ফ্যাশন লিমিটেড গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে বন্ধ। নিটিং অ্যান্ড ডায়িংসহ এখানে থাকা কোম্পানিটির তিনটি কারখানার সবগুলোর কার্যক্রমই এখন বন্ধ। কোম্পানিটির এমডি আব্দুস সালাম মাসুম বলেন, বিদেশী ক্রেতাদের কার্যাদেশ কমে যাওয়ার পাশাপাশি ট্রেড লাইসেন্স নবায়নে সমস্যা, নানা ইস্যুতে আন্দোলন, শ্রমিক নেতাদের উৎপাতসহ নানা সমস্যার কারণে কারখানাগুলো বন্ধ করে দিতে হয়েছে। তিনি জানান, চলতি জানুয়ারি থেকে কারখানাগুলো ফের চালুর জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

শুধু নাইটিঙ্গেল নয়, এ শিল্পনগরীতে এ রকম আরো ১৫ শিল্প ইউনিট বন্ধ রয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে মেসার্স তুলসী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ, ম্যাক্স ড্রাগ লিমিটেড, হাজি প্লাস্টিক লিমিটেড, পারিজাত কেমিক্যাল অ্যান্ড মিনারেলস লিমিটেড, ব্রাইট টিউব ইত্যাদি। এছাড়া অনেকে কারখানা চালু করতে না পেরে নতুন উদ্যোক্তার কাছে শিল্প ইউনিট হস্তান্তর করছেন। শিহাব নামে একজন উদ্যোক্তা হাজি প্লাস্টিক লিমিটেডের কারখানায় শিগগিরই তৈরি পোশাক কারখানার কার্যক্রম শুরু করবেন বলে জানান।

বিসিক শিল্পনগরী কোনাবাড়ীর কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান রাসেল জানান, ঢাকার খুব কাছে অবস্থিত এটি একটি ইমার্জিং শিল্পনগরী। এখানকার সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারলে এটি দেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সম্প্রতি বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোকে নোটিস দেয়া হয়েছে। প্লট খালি করতে অথবা হস্তান্তরের জন্য নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ হবে।

এদিকে গাজীপুর জেলা বিসিক কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'কারখানা মালিকদের সঙ্গে কথা জানা গেছে, মূলত ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার কারণেই অধিকাংশ কারখানা বন্ধ হয়েছে।'

তবে এ শিল্পনগরীসংশ্লিষ্ট অধিকাংশ লোকজনই এখানকার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা ও রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা নিয়ে নানা ভোগান্তির কথা বলেছেন। তাদের মতে, বিদেশী ক্রেতাদের কথা চিন্তা করে এখানকার অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি।

শিল্পনগরী ঘুরে দেখা গেছে, বিসিক অফিসের পাশ দিয়ে প্রধান যে সড়কটি ভেতরে প্রবেশ করেছে, সেটির নানা জায়গা ভাঙা এবং কার্পেটিং উঠে গিয়ে ছোটখাটো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতের পাশের সড়কটিরও একই দশা। মাশরিকি টেক্সটাইল ও লাইফ টেক্সটাইলের সামনের রাস্তাসহ অনেক সড়কের ওপর পানি জমে রয়েছে। গর্ত সৃষ্টি হয়ে তার মধ্যে জমে থাকা পানি ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশে। অধিকাংশ ড্রেনের অবস্থা নাজুক, ময়লা-আবর্জনা জমে চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে পানি উপচে পড়ছে। ড্রেন দিয়ে পানি নিষ্কাশিত না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তায় জমে থাকে। লাইফ টেক্সটাইলের ম্যানেজার (অ্যাডমিন) শোয়েব আহমেদ খান জানান, সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যায়। তখন মাল বোঝাই গাড়ি ও এখানে কর্মরত কর্মীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

বিসিক কর্তৃপক্ষ জানায়, বেশ কয়েকটি রাস্তার কাজ করা হয়েছে, বাকি রাস্তাগুলোও পর্যায়ক্রমে মেরামত করা হবে। আর ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার জন্যও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং কিছু জায়গায় কাজ করা হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

ইত্তেফাক
রোববার, ২১ পৌষ ১৪২৬
৫ জানুয়ারি ২০২০

খুলনায় পাটকলগুলো আবার কর্মচঞ্চল

■ খুলনা অফিস

টানা পাঁচ দিন আমরণ গণঅনশন কর্মসূচি পালনের পর কাজে যোগ দিয়েছেন খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা। গতকাল শনিবার সকালের শিফটে কাজে যোগ দেন তারা। ফলে পাটকলগুলোতে আবারও কর্মচঞ্চলতা ফিরে এসেছে। এর আগে জাতীয় মজুরি কমিশন-২০১৫ আগামী ১৬ জানুয়ারির মধ্যে প্রদানের আশ্বাসে শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ঘরে ফেরেন। উৎপাদন শুরু হওয়া খুলনার পাটকলগুলো হচ্ছে ক্রিসেন্ট জুট মিল, খালিশপুর জুট মিল, দৌলতপুর জুট মিল, প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিল, স্টার জুট মিল, আলিম জুট মিল ও ইস্টার্ন জুট মিল। রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ-ননসিবিএ সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. মুরাদ হোসেন বলেন, '১৫ দিনের মধ্যে মজুরি কমিশনের স্লিপ প্রদান করা হবে মর্মে আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেছি। আগামী ১৬ জানুয়ারি আমাদের স্লিপ প্রদান করা হবে।'

বিজেএমসি সূত্র জানায়, আমরণ অনশনের সময় খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত ৯ পাটকলের মধ্যে যশোরের জেজেআই ও কার্পেটিং জুট মিল বাদে বাকি সাতটি পাটকলের উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। এ পাটকলগুলোতে প্রতিদিন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২৭২ দশমিক ১৭ মেট্রিক টন। সেখানে চালু থাকা ঐ দুটি পাটকলে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৮৬ দশমিক ৩৯ মেট্রিক টন। পাটকলগুলোতে প্রতিদিনের উৎপাদিত পণ্যের বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা। সে হিসাবে শ্রমিকদের পাঁচ দিনের অনশনে ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

শনিবার, ৪ জানুয়ারি ২০২০, ২০ পৌষ ১৪২৬ • প্রথম আলো

আনন্দে মাতোয়ারা মালিক-শ্রমিক

অন্য রকম গায়েহলুদ

কারখানাটি সেজেছিল অপরূপ সাজে। বধূ পোশাকশ্রমিক নন, মালিকের মেয়ে।

প্রণব বল, *চট্টগ্রাম*

সেদিনের সকালটি তাঁদের কাছে ছিল ভিন্নতর। মেয়েরা খোঁপায় ফুল গুঁজে হলুদ শাড়ি পরে আর ছেলেরা পাঞ্জাবি পরে কাজে গেছেন। কারখানাটিও সেজেছিল অপরূপ সাজে। ছাদে প্যান্ডেল টানিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। হলুদ গাঁদা দিয়ে সাজানো মঞ্চ। বেজেছে বিয়ের গান। মঞ্চে বসা নববধূর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে নেচেছেন, গেয়েছেন সবাই।

শহরের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকার ইনডিপেনডেন্ট অ্যাপারেলসের দেড় হাজার শ্রমিক-কর্মচারী গত বৃহস্পতিবার এই অন্য রকম আয়োজনে মাতোয়ারা ছিলেন। কারখানাটি পরিণত হয়েছিল বিয়ের কমিউনিটি সেন্টারে। সুই-সুতা তুলে রেখে সবাই মেতেছিলেন গায়েহলুদ অনুষ্ঠানে। বধূ বেশে যিনি মঞ্চ আলোকিত করেছেন, তিনি পোশাকশ্রমিক নন, তিনি এ কারখানার মালিকের একমাত্র মেয়ে সাইকা তাফাদ্দম।

চট্টগ্রাম চেম্বারের পরিচালক এস এম আবু তৈয়ব কারখানাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। মেয়ের গায়েহলুদের একটি অনুষ্ঠান কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে কারখানাতেই উদ্‌যাপন করল তাঁর পুরো পরিবার। নেচে-গেয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করেছেন, ছবি তুলেছেন, একসঙ্গে খেয়েছেন। একই রকম পাঞ্জাবি পরেছেন আবু তৈয়ব ও তাঁর দুই ছেলে। স্ত্রী পরেছেন নারী শ্রমিকদের মতোই হলুদ শাড়ি। আবু তৈয়ব বিয়ে উপলক্ষে সবাইকে শাড়ি-পাঞ্জাবি দিয়েছেন।

পোশাকমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক প্রথম সহসভাপতি আবু তৈয়ব এ আয়োজনের প্রচার চাননি। তবু এ কান, ও কান হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে।

জানতে চাইলে আবু তৈয়ব বলেন, 'আমি প্রচারের জন্য এটা করিনি। আমি আমার শ্রমিকদের আমার পরিবারের সদস্য মনে করি। তাই একমাত্র মেয়ের গায়েহলুদের একটি অনুষ্ঠান কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়ে করেছি। কারণ, তাঁদের আমি পরিবারের সদস্যদের মতো মনে করি।'

আরেকটি গায়েহলুদের আয়োজন ছিল গতকাল চট্টগ্রাম ক্লাবে। কাল রোববার বিয়ে।

ইনডিপেনডেন্ট অ্যাপারেলসে সাত মাস আগে কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন রুবি আকতার। তিনি বলেন, 'আমি অভিভূত। এমন মালিক হয় না। আমাদের পরিবারের সদস্যদের মতো আগলে রাখেন তিনি। সাইকা আপুকে হলুদ লাগিয়েছি সবাই। এ রকম একটি আয়োজন আমাদের মুগ্ধ করেছে।'

লোকমান হোসেন ১২ বছর ধরে এখানে কাজ করেন। তিনি আইয়ুব বাচ্চুর 'সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে...' গানটি গান। শ্রমিক-কর্মচারীরা নাচগান, ফ্যাশন শোসহ নানা আয়োজনে অংশ নেন।

চার বছর ধরে কাজ করা শ্রমিক মিনা আকতার বলেন, 'আমাদের ভাইবোনদের বিয়েশাদি হলে যে রকম আনন্দ করি, সেভাবেই সবকিছু করেছি। নিজ হাতে আপাকে হলুদ লাগিয়েছি। এক টেবিলে খেয়েছি।'

শুধু এই অনুষ্ঠান বলে কথা নয়, শ্রমিকদের বিয়েশাদি, অসুখ-বিসুখেও আবু তৈয়ব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বলে শ্রমিকেরা জানান। তাই তাঁরা নিজেদের অভিভাবক মনে করেন তাঁকে। গায়েহলুদে শ্রমিকেরা চাঁদা তুলে নববধূকে একটি সোনার হারও উপহার দেন। আবু তৈয়ব বলেন, তাঁরা ঘামের টাকায় আমার মেয়ের জন্য যে উপহার দিয়েছেন, তা অমূল্য।

অনুষ্ঠানে তৈয়বের স্ত্রী, দুই ছেলে, বড় ছেলের স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও গানের তালে তালে উৎসাহ দিয়েছেন শ্রমিকদের। জড়িয়ে ধরে শ্রমিকদের সঙ্গে ছবিও তুলেছেন তাঁরা।

কারখানার কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর লোকমান হোসেন বলেন, 'মনেই হয়নি আমরা শ্রমিক। তাঁরা মালিক। সব কারখানায় যদি এমন মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক থাকত, তাহলে অনেক সংকট কেটে যেত।'

ইনডিপেনডেন্ট অ্যাপারেলসের শ্রমিক-কর্মচারীরা তাঁদের মালিকের মেয়ের গায়েহলুদের অনুষ্ঠানে আনন্দে মেতেছিলেন। গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকায়। ছবি : সংগৃহীত

The Daily Star

JRDAY, JANUARY 4, 2020

UNDOCUMENTED BANGLADESHIS

Saudi to issue exit permits

They must return home within 15 days after receiving documents

JAMIL MAHMUD

Bangladeshi migrants without residence permit who are employed by Saudi Arabian companies will get an opportunity to return under an initiative taken by the Gulf country recently.

Those who have been flagged as absconding or employed as housekeeper or chauffeur are not eligible for the opportunity, officials said.

As per the initiative, a migrant, who doesn't have work permit or whose document had expired over a month ago, will have to apply to Saudi labour court for an exit visa.

The application will have to be submitted through Bangladesh mission in Riyadh, according to officials.

Similar opportunities are being given to workers by Bangladesh Consulate General's labour welfare wing in Jeddah, said an expatriates' welfare ministry official.

The workers will have to return home within 15 days of obtaining the visa, according to a notice issued by the mission.

Meanwhile, another notice addressed to Bangladeshis living in Riyadh said on Tuesday that they can avail the opportunity without having to pay any fees.

The mission issued the notices after receiving a directive from the Saudi authorities. Workers from other countries will also have opportunities to return to their homes, officials said.

Mohammad Ashaduzzaman, first secretary at Riyadh labour welfare wing, said they had been receiving applications since December 22.

"The process will continue until further notice," he told this correspondent over phone.

About 1,000 workers have already applied for the opportunity, said a top official at the expatriates' welfare ministry.

Throughout last year, Saudi Arabia deported thousands of undocumented Bangladeshi migrant workers after detaining them on various grounds.

Until mid-November, some 22,000 workers were deported by the Gulf country, according to Brac Migration Programme.

Many of them did not have the residency permission, locally known as iqama.

The notices were also posted on the Facebook page of Bangladesh mission in Riyadh.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শোভন কাজ

Saudi to Issue exit permits

A Facebook user named Khondokar Faisal commented that he had been in Saudi Arabia for five months but had not received his iqama yet.

"I live in Dammam Al Jubail and I don't know where my kafil [sponsor] is," he wrote.

Faisal also expressed his desire to return home.

Seeking anonymity, an official at the expatriates' welfare ministry said when a migrant worker fails to obtain iqama they become illegal and faces the risks of legal action.

It is the responsibility of Saudi employers to arrange iqama for foreign workers and renew it every year, he said.

The employer has to pay a certain amount of money in fees to the authorities for the iqama, he added.

However, in 5 to 10 percent of the cases, employers refuse to pay the money or renew their employees' iqama, he said, adding that in such circumstances it falls upon the Saudi authorities to hold the employer accountable.

Besides, there are migrant workers whose iqama expired months ago, but they somehow continued working, he said.

In such a situation, the repatriation initiative will be an easier option for those undocumented workers, he added.

There will be no bar on their re-entry to the Gulf country after they have returned to Bangladesh, he added.

Around 2 million Bangladeshi nationals live in the Kingdom of Saudi Arabia at present, according to Bangladesh mission.

Contacted over phone, Ahmed Munirus Saleheen, additional secretary at the expatriates' welfare ministry, said the ministry was aware of the repatriation initiative.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার
৫ জানুয়ারি ২০২০। ২১

ভালো নেই তাঁতশিল্পীরা

আব্দুল লতিফ লিটু, ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও সদরের কিসমত কেশুরবাড়ি গ্রামে কান পাতলেই শোনা যায় তাঁতের খটখট শব্দ। বিভিন্ন বাড়িতে দেখা যায়, আঙিনায় কারিগর নিপুণ হাতে বুনে চলেছেন কম্বল। এই তাঁতশিল্প এখানকার মানুষকে আর্থিক সচ্ছলতা দিয়েছিল। এখন সেই দিন অতীত।

পুঁজির অভাবে তাঁতিরা এ ব্যবসায় আগের মতো আর বিনিয়োগ করতে পারছেন না। বেশির ভাগ তাঁতিই পুঁজি জোগাতে মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীর সুদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। সুদ পরিশোধেই চলে যাচ্ছে তাদের পুঁজির বড় অংশ। তাঁতিরা জানান, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এখানে শুরু হয় তাঁতযন্ত্রের মাধ্যমে কম্বল তৈরির কাজ। গ্রামে প্রায় ৫০০ পরিবারের বাস। অধিকাংশই কম্বল বুননের কাজে জড়িত। তারা বলসুতা, পুরনো সোয়েটারের উল দিয়ে কম্বল, গায়ের চাদর, মাফলারসহ অনেক কিছু তৈরি করেন। কম্বল কিনতে ইতিমধ্যে গ্রামটিতে ভিড় জমাচ্ছেন পাইকাররা। তবে পুঁজির অভাবে এবার চাহিদা মতো কম্বল তৈরি করতে পারছেন না বলে জানান কারিগররা। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এখানকার পাঁচ শতাধিক পরিবারের প্রায় ১২০০ মানুষ বংশানুক্রমে এখনো তাঁত শিল্পের সঙ্গে জড়িত। তারা আগে শাড়ি-লুঙ্গি তৈরি করলেও বর্তমানে শুধু কম্বল বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই দুই থেকে ছয়টি তাঁতকল রয়েছে। কারিগর ধনেশ দুঃখ নিয়ে বলেন, 'শীত আসলে আমরা এই কম্বল তৈরি করে সংসারের খরচ চালাই। গরমের সময় কম্বল তৈরির কাজ থাকে না। তখন শহরে গিয়ে রিকশা চালাতে হয় বা ইট ভাটায় কাজ

করতে হয়। কম্বল বিক্রির টাকায় কিছুদিন ভালোভাবে চলা যায় তারপর আবার কষ্ট শুরু। সরকার কোনো সহযোগিতা দিলে সারা বছর আমরা তাঁতের কাজ করতে পারতাম।' আরেক কারিগর সুরেন্দ্র দেবনাথ বলেন, 'সুতার দাম এলা অনেক বেশি, কম্বলও বেশি বিক্রি হয় না। এলা মেশিনের কম্বল অনেক কম দাম দিয়া পাওয়া যাচ্ছে তাই হামার কম্বল কেহ নিবা চাহে না।'

The Financial Express Tuesday | January 7, 2020

Poor progress in remediation work

DIFE asks apparel trade bodies to punish more units

MONIRA MUNNI

The government has instructed the apparel-sector trade bodies to stop issuing utilisation declaration (UD) certificates to more 189 'non-compliant' factories due to poor progress in their remediation work, officials said.

In letters written separately, they said, the government has asked the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) to suspend the issuance of UD certificates to those units for a period of three months.

The Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) took the move after the RMG factories concerned failed to make required progress in the remediation work despite repeated reminders, they added.

Of the units, 143 are registered with the BGMEA and 46 with the BKMEA.

DIFE inspector general Shib Nath Roy in a letter written to the BGMEA on January 05 said the 143 BGMEA members didn't take any move towards remediation and submit any drawing and design for remediation work to the department todate.

In another letter sent to the BKMEA on December 29, he also attached the list of 46 non-compliant factories.

Referring to a decision taken at the 15th meeting of the National Tripartite Committee (NTC) under the labour ministry, the DIFE chief asked both the trade bodies to suspend the issuance of UD certificates to 189 units.

When asked, BGMEA president Dr Rubana Huq said a total of 54 out of 143 factories have taken UD according to their UD status for year 2019.

"We are studying all their structural, electrical, fire submissions and checking updated status," she said, adding that after that they would be in a position to give a decision.

Last time, she said, the BGMEA suspended issuance of UD certificates to some 51 factories.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

DIFE asks apparel

Earlier in September 2018, the DIFE requested the two garment trade groups, representing the woven and knitwear sectors, to stop providing the facility to more than 200 factories, sources said.

Of the units listed with the DIFE, some 142 were registered with the BGMEA and 74 with the BKMEA while 11 others were members of both trade bodies.

Nine months after the DIFE instructions, BGMEA in June 2019 suspended issuance of UD to some 51 out of 142 factories, they added. When contacted, BKMEA senior vice-president Mohammad Hatem said they received a list of 46 factories from the DIFE.

"We will comply with the DIFE instructions. But before that we will also investigate the issue," he noted.

While talking about the previous list, he said they received a list of 19 BKMEA member factories and they sought time to complete the remediation work.

Immediately after the Rana Plaza building collapse in April 2013, three initiatives were launched in the ready-made garment industry to improve workplace safety.

A total of 3,780 garment factories underwent safety audits under three initiatives--the European retailers' platform Accord, North American buyers' platform Alliance and the government and ILO-supported national initiative. The rate of remediation progress has been recorded at over 90 per cent in factories listed with Accord and Alliance

But the progress under the national initiative is relatively poor, industry people said.

munni_fe@yahoo.com

সংবাদ
মঙ্গলবার ২৩ পৌষ ১৪২৬
Tuesday 7 January 2020

নারী শ্রমিকের সন্তানদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং নারীর ক্ষমতায়ন

মো. জাহাঙ্গীর আলম

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় শাহানা আক্তার ও বাবুল মিয়া দম্পতির একমাত্র মেয়ে সোহানা, বয়স দুই বছর। এই দম্পতি দুই জনেই গার্মেন্টস কারখানায় চাকরি করে। তাদের মেয়েটিকে পাশের একটি ডে-কেয়ার সেন্টার (শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র)-এ রেখে তারা গার্মেন্ট চাকরিতে যায়। গত এক বছর যাবৎ তারা মেয়েকে সকালে ডে-কেয়ার সেন্টারে রেখে আসে এবং সন্ধ্যায় নিয়ে আসে। শাহানা ও বাবুল দম্পতি পাঁচ বছর ধরে গার্মেন্টে চাকরি করে। সন্তান জন্ম নেয়ার পর শাহানা প্রায় এক বছর চাকরি ছেড়ে বাসায় সন্তানটিকে লালন-পালন করতেন। তিনি ভেবেছিলেন তার আর চাকরি করা হবে না। প্রতিবেশী রেবেকা নামের একজন গার্মেন্ট কর্মীর মাধ্যমে জানতে পারে, তারা যে এলাকায় থাকেন সেখানে সরকারিভাবে পরিচালিত একটি ডে-কেয়ার সেন্টার রয়েছে। সেখানে মেয়ে রেখে সে গার্মেন্ট এ কাজ করতে পারবে। সেই থেকে শাহানা আক্তার তার মেয়েকে ওই ডে-কেয়ার সেন্টারে রেখে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করছেন। দুই জনেই চাকরি করায় সংসারে আগের তুলনায় বেশি স্বচ্ছলতা এসেছে।

শাহানা-বাবুল দম্পতির মতো অনেকেই ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ সারা দেশে অনেক নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত দম্পতিই এইভাবে সন্তানকে ডে-কেয়ার সেন্টার এ রেখে চাকরি করছেন। কর্মজীবী বাবা-মায়ের শিশু সন্তানদের লালন-পালনে ডে-কেয়ার সেন্টারে রেখে আসাই এক মাত্র ভরসা।

গত এক দশকে দেশে নারী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে হার প্রায় ৩৬ শতাংশ। যদিও নারীদের আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের তুলনায় অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের হার বেশি। দেশে দিনে দিনে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন নগর অঞ্চলে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয় কর্মসংস্থানে যুক্ত হওয়াতে তাদের ব্যস্তময় জীবনে শিশু সন্তানদের লালন-পালনে ডে-কেয়ার সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যস্ত বা কর্মজীবী বাবা-মায়েদের সন্তানদের বেড়ে ওঠা এবং মানসিক বিকাশ, লেখাপড়া এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বর্তমানে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিবারের দায়িত্বের কাজ করছে। ব্যস্তময় নগর জীবনে শিশুর মানসিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই সব দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহে গড়ে উঠেছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা এ সব দিবাযত্ন কেন্দ্রে ওপর নির্ভর করে পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয় নিশ্চিতে চাকরি করেছেন। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে যে শুধু শিশুকে কিছু সময় রেখে দেয়া হয় তা নয়, শিশুকে খাওয়ানো, খেলাধুলা, আঁকা, গান শেখানোসহ অন্যান্য নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত করানো হয়। শিশুরা অন্য শিশুদের সঙ্গে সারা সময় হেসে, খেলে, দুষ্টুমি করে কাটায় এ সকল শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিশু একা নিঃসঙ্গ বোধ করে না। একক পরিবারের ক্ষেত্রে শিশুর সামাজিকীকরণ ও সামাজিক দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই সব শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কর্মসংস্থান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীরা বিবাহ অথবা সন্তান জন্মদানে পর প্রায় নারীরা কর্মসংস্থান ছেড়ে পরিবারকে সময় দেয় এবং শিশু সন্তান লালন-পালনে ব্যস্ত হয়ে পরে। স্বামীরা একাই সংসারের খরচ সংগ্রহের দায়িত্ব নেয়; আর স্ত্রীরা সংসারের রান্না-বান্না, পানি আনা, ঘর গোছানো, সন্তান লালন-পালনসহ অন্যান্য সব কর্ম করে থাকে। পুরুষই শুধু ব্রেডউইনার এবং নারী হোম-মেকার বা হাউজ-ওয়াইফ হবে, এই প্রচলিত ধারণা থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে নারীর ক্ষমতায়ন এবং দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা-৫ নারী-পুরুষের সমতা অর্জন করাও সম্ভব নয়। নারীর শতভাগ ক্ষমতায়নে নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। আর নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সন্তান জন্মদানের পর একটা দীর্ঘ সময় নারীকে সন্তান লালন-পালন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তার জন্য তাকে কর্মসংস্থান ছাড়তে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে শিশুদের লালন-পালনের জন্য সুষ্ঠু সুন্দর নিরাপদ পরিবেশ চান সকাল অভিভাবক। ডে-কেয়ার সেন্টার বা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান/জায়গা সেখানে কর্মজীবী বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানকে রেখে নিশ্চিতে কর্মস্থলে যেতে পারে পারেন।

সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কারণে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বা বৈষম্যের এ অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর সংশোধনীতে ৯৮ ধারায় শিশু-কক্ষবিষয়ক আইন যুক্ত করা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, একটি অফিসে ৪০ জন বা এর অধিক নারী কর্মরত থাকলে এবং তাদের ছয় বছরের কম বয়সী শিশু সন্তান থাকলে তাদের সুবিধার্থে কর্মক্ষেত্রে একটি শিশু-কক্ষ স্থাপন করতে হবে। বড় বড় শহরের উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত কর্মজীবী মায়েরা সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিশুর যত্নে ডে-কেয়ার সেন্টারের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তবে নিম্নবিত্ত কর্মজীবী বাবা-মায়ের সন্তানদের লালন-পালন সুযোগ বেশ কম। সরকারি উদ্যোগে বর্তমান সরকারে একটি প্রকল্পের ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নিম্নবিত্তদের জন্য সাতটি এবং মধ্যবিত্তদের চারটিসহ মোট ১১টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করে এবং পরবর্তীতে এ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। সরকারি উদ্যোগে গার্মেন্টস কারখানায় নারী শ্রমিকদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চলমান রয়েছে, বর্তমানে এ কর্মসূচির ২য় পর্যায় চলমান রয়েছে। জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মোট ১৫টি স্থানে এ সকল ডে-কেয়ার সেন্টার চলমান রয়েছে। প্রায় দেড় হাজার শিশুকে দিবাযত্ন কেন্দ্রে দিবাকালিন সেবা দেওয়া হচ্ছে।

সরকারি এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো : গার্মেন্ট ও কারখানার মহিলা শ্রমিকেরা দুশ্চিন্তা ও অসুবিধা হতে দুরে থেকে যাতে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে সেজন্য তাদের কর্মস্থলের আশে পাশে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন তাদের শিশুদের নিরাপদ পরিবেশে সযত্নে দেখা শোনার সুযোগ সৃষ্টি করা; তাদের এক থেকে ছয় বছর সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার করা; শিশুদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, অক্ষরজ্ঞান দান, অভ্যন্তরীন খেলাধুলা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস শিল্পের অবদান অসামান্য। এ খাতে প্রায় ১৬ লাখের অধিক নারী কর্মী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। পারিবারিক প্রয়োজন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য দেশে স্বল্প শিক্ষিতি ও দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা গার্মেন্ট কারখানায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে হিসেবে বেছে নেয়। পরবর্তীতে এসকল নারীরা বিয়ের পর এবং সন্তান জন্মদানে পর গার্মেন্টস কারখানার চাকুরি ছেড়ে দেয় এবং শিশু সন্তান লালন-পালন ও পরিবারের ঘর ঘর-সংসার গোছানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পরে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনে তারা শিশু সন্তানদের রেখে নিশ্চিত চাকুরি করতে পারছে। যদিও গার্মেন্ট কারখানার নারী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় এ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র অপ্রতুল। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কিছু ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন হচ্ছে। নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে অধিক সংখ্যক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। নারী ও উন্নয়নকে এক সুতায় গেঁথে দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মত জরুরি প্রয়োজনীয় বিষয়কে মূলধারার পরিকল্পনা নীতিমালা গুরুত্বসহকারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা তাদের কর্মসূচিতে আরও অগ্রাধিকার দিয়ে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করতে হবে।

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম ফিচার)

শোভন কাজ

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৭ জানুয়ারি ২০২০

গাফিলতির শাস্তি পাচ্ছে ১৮৯ কারখানা

পোশাকশিল্পে সংস্কারকাজ

তিন মাসের জন্য কারখানাগুলোর ইউডি স্থগিত করতে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কর্মপরিবেশের উন্নয়নে নেওয়া ত্রুটি সংস্কারকাজে সন্তোষজনক অগ্রগতি না থাকায় ১৮৯টি পোশাক কারখানাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)। এরই অংশ হিসেবে কারখানাগুলোর ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) সেবা তিন মাস স্থগিত রাখতে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএকে চিঠি দিয়েছে ডিআইএফই।

ডিআইএফইর মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায় ১৮৯টি কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গত ২৯ ডিসেম্বর ও ৫ জানুয়ারি সংগঠন দুটিকে পৃথক চিঠি দেন। এতে বলা হয়েছে, জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনার অধীনে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১ হাজার ৫৪৯টি পোশাক কারখানায় প্রাথমিক পরিদর্শন শেষ হয়। সে সময় কারখানাগুলোর বৈদ্যুতিক, অগ্নি ও কাঠামোগত ত্রুটি চিহ্নিত করে সংস্কারকাজের সুপারিশ করা হয়। তবে ১৮৯টি কারখানা সংস্কারকাজ করার উদ্যোগ নেয়নি।

ইউডি স্থগিত করা হলে কারখানাগুলো শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানি করতে পারবে না। তবে ইউডি স্থগিত করার বিষয়টি বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করছে। বারবার তাগিদ দেওয়ার পরও সংস্কারকাজ শুরু না করায় ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ২১৬টি কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছিল অধিদপ্তর। আট মাস পর গত জুনে ৫১টি কারখানার ইউডি স্থগিত করে বিজিএমইএ।

অধিদপ্তরের তালিকা অনুযায়ী, ১৮৯টি পোশাক কারখানার মধ্যে ১৪৩টি বিজিএমইএর সদস্য। বাকি ৪৬ কারখানা বিকেএমইএর সদস্য। কারখানাগুলোর মধ্যে ঢাকার ৯০টি, গাজীপুরের ৫২টি, নারায়ণগঞ্জের ২৪টি, চট্টগ্রামের ১৯টি, নরসিংদীর ২টি ও মাগুরার ২টি।

পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক গতকাল সোমবার প্রথম আলোকে বলেন, '১৪৩টি কারখানার মধ্যে ৫৪টি গত বছর ইউডি নিয়েছে। সবগুলো কারখানার বৈদ্যুতিক, অগ্নি ও ভবনের কাঠামোগত সংস্কারকাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। গত বছর আমরা ৫১টি কারখানার ইউডি স্থগিত করেছিলাম।'

অন্যদিকে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম প্রথম আলোকে বলেন, 'কলকারখানা অধিদপ্তরের নির্দেশনা আমরা পেয়েছি। সেটির সঙ্গে আমরা একমত। তবে ইউডি স্থগিত করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমরা সদস্যদের কাছে লিখিতভাবে জানতে চাইব, তারা কেন সংস্কারকাজ করেনি। কালই (আজ) ৪৬ কারখানাকে চিঠি দেওয়া হবে।'

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। তখন কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স গঠিত হয়। গত অক্টোবর পর্যন্ত অ্যাকর্ডের সদস্য ১ হাজার ৬৮৮ কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত ত্রুটির ৯১ সংশোধনের কাজ শেষ হয়েছে। আর ২০১৮ সালে কার্যক্রম গোটানো অ্যালায়েন্সের ৬৫২ কারখানার ৯৪ শতাংশ ত্রুটি সংস্কারকাজ শেষ। অন্যদিকে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনার অধীনে থাকা দেড় হাজার কারখানার মধ্যে বর্তমানে ৭৪৫ কারখানা তদারক করছে আইএলওর নেতৃত্বে ও ডিআইএফইর তত্ত্বাবধানে গঠিত সংশোধন সমন্বয় সেল (আরসিসি), যদিও বেশ কিছুদিন ধরে কারখানার সংস্কারকাজ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ৭ জানুয়ারি ২০২০ • ২৩

চুপিসারে গড়ে তোলা হয়েছে শতাধিক রাসায়নিক গুদাম

আবু জাফর, *কেরানীগঞ্জ*

পুরান ঢাকার বড় কাটারার একটি আবাসিক ভবনের দ্বিতীয়তলায় ছিল আবেদা কসমেটিকসের রাসায়নিক গুদাম ও প্রসাধনীর কারখানা। গত বছর চকবাজার ট্রাজেডির পর প্রশাসনের চাপের মুখে তা সরিয়ে নেয়া হয় কেরানীগঞ্জের খোলামোড়া হাসপাতাল রোডের একটি আবাসিক এলাকায়। সেখানে প্রশাসনের অগোচরেই গড়ে তোলা হয়েছে গোডাউন। মজুদ করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের দাহ্য কেমিক্যাল। এতে ঝুঁকিতে পড়েছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুধু খোলামোড়া নয়, কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় এরকম শতাধিক গুদামে মজুদ করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন রাসায়নিক দাহ্য পদার্থ।

জানা যায়, নিমতলী ও চকবাজার ট্রাজেডির পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চাপের মুখে চকবাজার, ইমামগঞ্জ ও মিটফোর্ডের কেমিক্যাল ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগ তাদের গোডাউন কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় সরিয়ে নিয়েছেন।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত দেবনাথ যুগান্তরকে বলেন, কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় কী পরিমাণ রাসায়নিকের গোডাউন আছে, এর সঠিক সংখ্যা জানা নেই। গত ১১ ডিসেম্বর চুনকুটিয়ার প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের চিঠি দেয়া হয়েছে। চিঠিতে তার নিজ নিজ এলাকায় কী ধরনের শিল্প কারখানা, কেমিক্যাল গোডাউন আছে তা জানাতে বলা হয়েছে। বুধবারের মধ্যে তালিকা জমা নেয়া হবে। এরপর যাচাই বাছাই করে আমরা চূড়ান্ত সংখ্যা বলতে পারব। এই তালিকার মাধ্যমে যেসব অবৈধ শিল্পকারখানা ও রাসায়নিকের গোডাউনের তথ্য পাওয়া যাবে সেগুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

> রাসায়নিক আনা নেয়া করা হয় রাতের বেলায়

উপজেলার গদাবাগ, দেওশুর, ব্রাহ্মণকীর্তা, কোনাখোলা, খোলামোড়া, চুনকুটিয়া, আগানগর, কালিগঞ্জ, বোরহানীবাগ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গোডাউনগুলো। সব মিলিয়ে শতাধিক কেমিক্যাল গোডাউন রয়েছে। এসব গোডাউন দিনে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ থাকে। রাতে ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে রাসায়নিক আনা-নেয়া করা হয়।

কালিন্দী ইউনিয়নের বোরহানীবাগ পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. জিলহাজ জানান, তার বাড়ির পাশে প্রায় ৭-৮ কাঠা জমির ওপর একটি কেমিক্যাল গোডাউন রয়েছে। এর মালিক পুরান ঢাকার একজন কেমিক্যাল ব্যবসায়ী। তিনি আবাসিক এলাকার মধ্যে রাসায়নিকের গুদাম বানিয়ে পুরো এলাকা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।

ব্রাহ্মণকীর্তা এলাকায় সরেজমিন গিয়ে তিনটি কেমিক্যাল গোডাউন তালাবদ্ধ পাওয়া যায়। এসব গোডাউন আবাসিক এলাকার মধ্যে। একটি গোডাউনের পাশের ভবনে বসবাস করছে অনেক পরিবার। আরেক পাশে আছে একটি গরুর খামার। অন্য গোডাউনগুলোর চার পাশে বসতবাড়ি রয়েছে। এই এলাকায় গোডাউন ছাড়াও অনেক বসতবাড়ির মধ্যে ভাড়া বাসায় কেমিক্যাল মজুদ আছে। রোববার কেরানীগঞ্জের বন্দ ডাকপাড়ার আবাসিক

চুপিসারে গড়ে তোলা হয়েছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এলাকার মধ্যে গড়ে তোলা ২টি কেমিক্যাল গোডাউনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর নড়েচড়ে বসেছে উপজেলা প্রশাসন। বিস্ফোরণের ঘটনায় দুটি কেমিক্যাল গোডাউনের দেয়াল, ছাদ উড়ে গেছে। আশপাশের অন্তত ৩০টি বাড়ির দরজা জানালার গ্লাস ভেঙে গেছে। কয়েকটি বাড়ির দেয়ালে দেখা দিয়েছে ফাটল।

এ ঘটনার পর কেরানীগঞ্জে অবৈধ রাসায়নিক কারখানার বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

ইতিমধ্যে এ ঘটনায় আট সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য সচিব উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম জানান, বিস্ফোরণের সম্ভাব্য কারণ, কিভাবে এটি আবাসিক এলাকায় স্থাপিত হয়েছে ও এ থেকে প্রতিকারের বিষয়ে তারা প্রতিবেদন দেবেন।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী মইনুদ্দিন জানান, বিস্ফোরণের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে থানায় জিডি করা হয়েছে।

যতটুকু জানতে পেরেছি গোডাউনের মালিকের নাম মারুফ হোসেন। পুরান ঢাকায় তার বাসা।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

সোমবার

৬ জানুয়ারি ২০২০ । ২২

তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল

গাজীপুরে ফ্যান কারখানায় আগুনে কর্তৃপক্ষ দায়ী

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সদর উপজেলার কেশোরিতা এলাকায় রুজা হাইটেক লিমিটেডের লাক্সারি ফ্যান তৈরির কারখানায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গাজীপুর জেলা প্রশাসকের গঠিত তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তদন্ত কমিটির প্রধান গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীনুর ইসলাম বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসক এস এম তরিকুল ইসলামের কাছে প্রতিবেদনটি জমা দিলেও গতকাল বিষয়টি প্রকাশ হয়। তদন্ত কমিটি এরূপ ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ৯ দফা সুপারিশমালা দিয়েছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কারখানার তৃতীয় তলায় অগ্নি কবলিত টিনশেডটি সম্পূর্ণরূপে অবৈধভাবে নির্মিত। যা ফায়ার লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্তি ছিল না। প্রতিষ্ঠানে একটি বিকল্প সিঁড়ি ও তৃতীয় তলার টিনশেডে অতিরিক্ত একটি দরজা থাকলে অগ্নিকাণ্ডে নিহতরা তাদের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হতো।

যুগান্তর | সোমবার ৬ জানুয়ারি ২০২০
২২ পৌষ ১৪২৬

মালয়েশিয়ায় ৯২ বাংলাদেশিসহ আটক ৩১৫

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় সাধারণ ক্ষমার সুযোগ শেষ হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে অবৈধ অভিবাসী আটকে অভিযান শুরু করেছে মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন পুলিশ। বছরের প্রথম ৪ দিনের অভিযানে ৯২ বাংলাদেশিসহ ৩১৫ জন বিদেশি অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে। তাদের রাখা হচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। তাদের বিচার করতে দুটি বিশেষ আদালত বসছে আজ। সেলাঙ্গর রাজ্যের সিমুনিয়া ও কেডাহের লঙ্কাউইতে আটকদের বিচার করবে আদালত। অভিবাসন বিভাগের আইনের ১৯৫৯ ধারায় অবৈধ অভিবাসীদের বিশেষ আদালতে দ্রুত বিচার পরিচালনা করা হবে। দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থা বার্নামার খবরে এসব তথ্য বলা হয়েছে। মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেফতারে মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন পুলিশ ১-৪ জানুয়ারি ১২৫টি অভিযান পরিচালনা করে। এসব অভিযানে ২ হাজার ১০ জনকে আটক করা হয়। এর মধ্যে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে ৩১৫ অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার দেখানো হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশিদের বাইরে আরও বিভিন্ন দেশের শ্রমিক রয়েছেন। মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন বিভাগ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যেসব অবৈধ কর্মী সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নেননি তাদের আটক করা হবে।

দ্রুত বিচারে আজ বিশেষ আদালত

এদিকে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন আটক কর্মীদের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইমিগ্রেশন বিভাগের প্রধান খায়রুল দাজাইমি দাউদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১ আগস্ট থেকে সরকারের দেয়া সাধারণ ক্ষমা কর্মসূচির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন দেশের ১ লাখ ৯০ হাজার ৪৭১ জন দেশে ফিরে গেছেন।

NEWAGE
MONDAY, JANUARY 6, 2020,

176 more workers deported from Saudi Arabia

United News of Bangladesh · Dhaka

SOME 176 more Bangladeshi workers have been sent back to the country from Saudi Arabia.

Two flights of Saudi Airlines — SV-804 and SV-802 — carrying 106 Bangladeshi workers landed at the Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka around 11:20pm on Saturday and 1:30am on Sunday respectively.

Besides, another flight carrying 70 other workers arrived in Dhaka on Sunday noon, said Shariful Hasan, programme head of BRAC Migration Programme adding that around other 100 workers were scheduled to arrive in Dhaka at night.

The BRAC Migration Programme authorities had provided necessary assistance, including food, to the Bangladeshi workers.

Among them, 15 female workers returned home following alleged abuse by their employers.

The female workers had taken shelter at immigration camp and Safe Home run by Bangladesh Embassy due to torture by their employers, said Shariful Hasan.

The BRAC official said that 24,281 workers were deported to Bangladesh from Saudi Arabia in 2019. In the last four days, a total 317 workers returned home.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৭ জানুয়ারি ২০২০

শ্রমবাজারের চাহিদামতো শিক্ষা কার্যক্রম চালু করুন : রাষ্ট্রপতি

বাসস, *ঢাকা*

শ্রমবাজারের বর্তমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে এবং বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

সামরিক বাহিনী পরিচালিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, সময়োপযোগী ও চাকরিনির্ভর শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে।

সমাবর্তনে মোট ১ হাজার ৭৭৮ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ৭ জন গবেষক পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ নিজ বিভাগে অসাধারণ ফলের জন্য ৩৪ জন শিক্ষার্থীর হাতে স্বর্ণপদক তুলে দেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষা কেবল নোট বইয়ের মাধ্যমে সার্টিফিকেট অর্জন অথবা পরীক্ষায় পাসের বিষয় নয়। বরং আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা গভীর দেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িক জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়নে সহায়তা করে।

জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সমাবর্তন বক্তব্য দেন। সমাবর্তনে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত প্রমুখ। বিইউপির উপাচার্য মেজর জেনারেল মো. এমদাদ-উল-বারী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রথম আলো • সোমবার, ৬ জানুয়ারি ২০২০,

দুই ধাপ পেছাল বাংলাদেশ

ডব্লিউইএফের বৈশ্বিক নারী-পুরুষবৈষম্য প্রতিবেদন

সূচকের শীর্ষ ১০ দেশ (পয়েন্ট স্কোরে)

দক্ষিণ এশিয়ার চিত্র

- বাংলাদেশ নারী-পুরুষের বৈষম্য ৭২ শতাংশের বেশি কমিয়েছে। বর্তমানে ১৫৩ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫০তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের ধারেকাছে কেউ নেই।
- নেপাল ১০১তম, শ্রীলঙ্কা ১০২তম, ভারত ১১২তম, মালদ্বীপ ১২৩তম, ভুটান ১৩১তম ও পাকিস্তান ১৫১তম স্থানে আছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাত

বৈশ্বিক নারী-পুরুষ বৈষম্য সূচকে ১৫৩ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫০তম। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানের মতো দেশগুলোর চেয়েও বাংলাদেশ এগিয়ে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দুই ধাপ পিছিয়েছে। ১৫৩টি দেশের মধ্যে এখন বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম। আগেরবারের অবস্থান ছিল ৪৮তম।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) প্রকাশিত বৈশ্বিক নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রতিবেদন ২০২০-এ এমন চিত্র পাওয়া গেছে। তবে ডব্লিউইএফ বলছে, দুই ধাপ পিছিয়ে গেলেও নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাসে ভালো পারফরম্যান্স করা ১০টি দেশের একটি বাংলাদেশ। অন্য দেশগুলো হলো আইসল্যান্ড, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, নিকারাগুয়া, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি ও রুয়ান্ডা।

নারী-পুরুষনির্বিশেষে অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সুযোগ; শিক্ষা; স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন—এই চারটি সূচক দিয়ে কোন দেশে নারী-পুরুষের বৈষম্য কেমন, তা নির্ধারণ করা হয়। ডব্লিউইএফের এবারের তালিকায় শীর্ষ স্থানে আছে আইসল্যান্ড। ২০০৬ সাল থেকে এক বছর পরপর এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করছে সংস্থাটি।

দুই ধাপ পেছানোর পরও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের ওপরে অবস্থান বাংলাদেশের। যুক্তরাষ্ট্র ৫৩তম স্থানে আছে। গতবারও যুক্তরাষ্ট্রের ওপরে ছিল বাংলাদেশ।

গত কয়েক দশকে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমাতে বাংলাদেশ বেশ এগিয়েছে। এক যুগের ব্যবধানে ৪১ ধাপ এগোল বাংলাদেশ। অন্যদিকে একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ২৩তম স্থান থেকে ৩০ ধাপ পিছিয়ে ৫৩তম স্থানে নেমে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র পিছিয়ে পড়ার কারণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ও সুযোগ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সূচকে দেশটির অবনতি হয়েছে।

বাংলাদেশ শুধু যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে আছে, তা নয়। বরং দক্ষিণ এশিয়ায় সবার শীর্ষে আছে। এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলো তো প্রথম ১০০টি দেশের মধ্যে নেই। এমনকি চীন-জাপানের চেয়েও এগিয়ে আছে বাংলাদেশ।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী প্রথম আলোকে বলেন, নারী-পুরুষের বৈষম্য কমানোয় বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্বসভায় প্রশংসিত হচ্ছে। প্রায় তিন দশক ধরে নারীর নেতৃত্বে সরকার চলেছে। তবু নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য আছে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলো এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়ন নারীকে দেওয়ার কথা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বে নারী থাকলেও মাঠপর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের আসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

রাশেদা কে চৌধূরীর মতে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুই জায়গায় বৈষম্য বেশি। একটি হলো নারী-পুরুষের মজুরিবৈষম্য। অপরটি হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনো নারীরা বেশ পিছিয়ে আছেন।

ডব্লিউইএফের এবারের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, দেশটি নারী-পুরুষের বৈষম্য ৭২ শতাংশের বেশি কমিয়ে ফেলেছে। এটিই দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স করা দেশ। কিন্তু এখনো নারীর অধিকার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিতে পারেনি দেশটি। এ ছাড়া নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ আরও বাড়াতে হবে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ হলো একমাত্র দেশ, যেখানে গত ৫০ বছরের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে একজন নারী সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপরও মন্ত্রিসভায় মাত্র ৮ শতাংশ এবং জাতীয় সংসদে মাত্র ২০ শতাংশ নারী প্রতিনিধি আছেন। এখনো জমি, মূলধন ও ব্যাংক-সুবিধায় নারীরা বেশ পিছিয়ে রয়েছেন। বাংলাদেশে নারীদের তুলনায় পুরুষেরা ৩ দশমিক ৮ গুণ বেশি আয় করেন।

ওই প্রতিবেদনে ২০০৬ সালের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা করা হয়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম। তখন বাংলাদেশের স্কোর ছিল ১ পয়েন্টের মধ্যে দশমিক ৬২৭ পয়েন্ট। এখন স্কোর দশমিক ৭২৬। এটি সম্ভব হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে একজন নারী সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সূচকে বেশ ভালো করেছে দেশটি। তবে বাকি তিনটিতেই বাংলাদেশের অবস্থান পিছিয়েছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭তম। এবারের প্রতিবেদনে এই সূচকে বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে। তবে বাকি তিনটি সূচকে বাংলাদেশ পিছিয়েছে। সার্বিকভাবে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমলেও অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে এ দেশের নারীরা বেশ পিছিয়ে আছেন। এই সূচকে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ছিল ১০৭তম। এখন ১৪১তম। শিক্ষায় ৯৫তম স্থান থেকে নেমে ১২০তম এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১১৩তম স্থান থেকে ১১৯তম স্থানে নেমেছে বাংলাদেশ।

ডব্লিউইএফ চারটি সূচককে ১৪টি উপসূচকের মাধ্যমে নির্ধারণ করে থাকে। ওই সব উপসূচকের মধ্যে সরকারপ্রধান হিসেবে নারী, জন্ম অনুপাত, প্রাথমিক শিক্ষায় নিবন্ধন ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিবন্ধন—এই চারটিতে সারা বিশ্বে এক নম্বর অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। অবশ্য এসব উপসূচকে একাধিক দেশ এক নম্বরে আছে। বাকি উপসূচকগুলোর মধ্যে আটটিতে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০-এর বেশি।

দক্ষিণ এশিয়ায় ধারেকাছে কেউ নেই

সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ বেশ এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের পরে ওই তালিকায় নেপাল ও শ্রীলঙ্কা যথাক্রমে ১০১ ও ১০২তম স্থানে আছে। এ ছাড়া ভারত ১১২তম, মালদ্বীপ ১২৩তম, ভুটান ১৩১তম ও পাকিস্তান ১৫১তম স্থানে রয়েছে। এই তালিকায় আফগানিস্তান নেই।

অর্থনীতিতে সমতা আনতে ২৫৭ বছর লাগবে

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা আনতে ২৫৭ বছর সময় লাগবে। বর্তমান গতিধারায় উন্নতি হলে নারী-পুরুষের সমতা আনতে ২২৭৭ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

১১ বছর ধরে আইসল্যান্ড এই তালিকার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। দেশটি ১ পয়েন্টের মধ্যে পেয়েছে দশমিক ৮৭। পরের তিনটি স্থানে আছে যথাক্রমে নরডিক দেশ নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন। পঞ্চম স্থানে আছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ নিকারাগুয়া। এ ছাড়া জার্মানি ১০ম, কানাডা ১৯তম, যুক্তরাজ্য ২১তম, চীন ১০৬তম, জাপান ১২১তম স্থানে আছে।

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ৮, ২০২০

অবৈধ প্রবাসীদের প্রত্যাবাসনে সৌদি আরবের বিশেষ কর্মসূচি

মনজুরুল ইসলাম

অবৈধ প্রবাসীদের দেশে ফেরার বিশেষ সুযোগ দিয়েছে সৌদি আরব। 'স্পেশাল এক্সিট প্রোগ্রাম' শীর্ষক এ কর্মসূচির আওতায় জেল-জরিমানা ছাড়াই দেশে ফিরতে পারবেন মেয়াদোত্তীর্ণ ইকামাধারীরা। তবে শুধু বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মরতরাই এ সুবিধা পাবেন। হুরুব (কর্মস্থল থেকে পলাতক) ঘোষিত যেসব শ্রমিকের নামে এখনো কোনো মামলা হয়নি, তাদেরও এ কর্মসূচির আওতায় দেশে ফিরতে দেবে সৌদি সরকার। গত ২২ ডিসেম্বর রিয়াদের এ বিশেষ কর্মসূচি শুরু হয়।

বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিনা মূল্যে এ বিশেষ প্রত্যাবাসন সুবিধা দিচ্ছে রিয়াদ লেবার অফিস। এ প্রসঙ্গে রিয়াদের বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইং সূত্রে জানা গেছে, মূলত রেসিডেন্স পারমিটের মেয়াদ শেষ হওয়া ও কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া কর্মীরা (মামলাবিহীন) এ বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইং কাউন্সেলর মেহেদী হাসান জানান, অবৈধ প্রবাসীদের জেল-জরিমানা ছাড়া দেশে ফেরাতে বিশেষ প্রত্যাবাসন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সৌদি সরকার। এ প্রোগ্রামের আওতায় সৌদি আরবে কর্মরত সব বাংলাদেশী পড়বে না। সৌদিতে কর্মরত বাংলাদেশীদের মধ্যে যাদের ইকামার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, কোম্পানি কোনো কারণে ইকামা নবায়ন করছে না; মূলত তারা এ প্রোগ্রামের আওতায় পড়বেন। একই সঙ্গে যেসব বাংলাদেশী হুরুব অর্থাৎ পলাতক ঘোষিত হয়েছেন; কফিল মারফত তারা এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবেন।

বেশ কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে এ সুবিধা দিচ্ছে সৌদি সরকার। এর মধ্যে আমেল মানযিলি (গৃহকর্মী) বা সায়েক খাস (নিয়োগকর্তার ব্যক্তিগত চালক) এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবেন না। অন্যদিকে যেসব কর্মীর ইকামা হয়নি বা মেয়াদোত্তীর্ণ, হুরুব মামলা নেই, যার কোনো বকেয়া ভাতার দাবি নেই এবং এক্সিট ভিসা পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে দেশে ফিরতে সক্ষম; মূলত তারাই এ কার্যক্রমের আওতায় পড়বেন। এছাড়া কর্মীর নামে কোনো গাড়ি থাকা যাবে না এবং ট্রাফিক জরিমানা থাকলে তা আবেদনের আগেই পরিশোধ করতে হবে বলে শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সুবিধা পেতে দেশটির শ্রম কার্যালয় থেকে বিশেষ একটি আবেদন ফরম নিতে হবে, এটি যথাযথভাবে পূরণ এবং বাংলাদেশ দূতাবাস বা কনস্যুলেট থেকে সত্যায়িত করে স্থানীয় সৌদি

অবৈধ প্রবাসীদের প্রত্যাবাসনে

১ম পৃষ্ঠার পর

শ্রম কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। সেখানে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা আবেদনকারীকে মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে অবহিত করবে।

এদিকে গত ২৯ ডিসেম্বর রিয়াদের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে দেয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১ জানুয়ারি থেকে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইঅপাট্রিয়েট ডিজিটাল সেন্টার (ইডিসি) থেকে বিশেষ প্রত্যাবাসন সেবা নিতে হবে। এরপর প্রবাসী বাংলাদেশীদের সমালোচনার মুখে গত ৩১ ডিসেম্বর নতুন আরেকটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দূতাবাস। সেখানে বলা হয়, নির্ধারিত ফি দিয়ে ইডিসি থেকে নয়, বাংলাদেশ দূতাবাস রিয়াদের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রিয়াদ লেবার অফিস বিনা মূল্যে এ সেবা দেবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের পাসপোর্ট এবং ইকামাসহ (ইকামা না থাকলে পাসপোর্টে ভিসার পাতার হুদুদ নাম্বার) দুই সেট কপি নিয়ে ১ জানুয়ারি থেকে শুক্র ও শনিবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে রওদা এলাকায় অবস্থিত রিয়াদ লেবার অফিসে যোগাযোগ করে সেবা নিতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত পাঁচ বছরে ৯৪ হাজার ১২৮ জন প্রবাসী বাংলাদেশীকে আউটপাস দিয়ে দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে জেদ্দার বাংলাদেশী কনস্যুলেট জেনারেল। এর মধ্যে গত বছরের প্রথম দশ মাসে (জানুয়ারি-অক্টোবর) আউটপাস ইস্যু হয়েছে ১৮ হাজার ২২০ জনের। এ সংখ্যা ২০১৮ সালে ছিল ২৬ হাজার ৭৭১, ২০১৭ সালে ১২ হাজার ৪৯৬, ২০১৬ সালে ১৪ হাজার ৫৯৩ ও ২০১৫ সালে ২২ হাজার ৪৮।

The Financial Express Wednesday | January 8, 2020

Violence against women, children rises in 2019

MJF, BMP reports reveal

FE REPORT

Violence against women and children increases alarmingly in 2019 compared to 2018.

902 children became victims of rape in 2019, seemingly three times higher than that of 2018.

Of the total 902 rape victims, 48 per cent children were aged between 13 and 18, and 39 per cent children were seven to 12 years old.

Manusher Jonno Foundation (MJF), a non- government organisation, disclosed the figures at a press conference in the capital's Jatiya Press Club on Tuesday.

On the other hand, in another press conference in the city on the same day, Bangladesh Mahila Parishad (BMP) disclosed another report of violence against women and female children in 2019.

Based on information of some 14 national dailies in the country, it said that some 4,622 women and female children became victims of violence in 2019.

The BMP, terming the rise of valence against women and children as alarming, said that among the total as many as 1,703 women and female children were victims of rape.

MJF got the one-year report after it went through news reports of some eight national dailies of last year starting from January 2019.

MJF Executive Director Shaheen Anam addressed the event and expressed her worry over the alarming rise of violence against children.

The report mentioned some 986 children got killed in 2019 in accidents and incidents of violence.

Of the number, some 553 were killed in road accidents and 252 in drowning. Furthermore, some 361 were killed in some other violence including murder, torture and rape.

The report showed that number of negative incidents regarding children also went up in 2019 compared to 2018.

In 2019, some 65 children committed suicide and nine others were injured in attempts to commit suicide, according to the report that added some 83 children became victims of kidnapping, among them 12 were killed and 71 were injured.

nsrafsanju@gmail.com

প্রথম আলো • বুধবার, ৮ জানুয়ারি ২০২০

পাটশিল্পের সংকট নিয়ে আলোচনা

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, পাটশিল্পের সংকট দূর করে পাট তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যে পাট নিয়ে জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করা প্রয়োজন। গতকাল মঙ্গলবার 'পাট ও পাটশিল্প : সংকট, সম্ভাবনা ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন ওই আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনায় সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশাসহ শ্রমিকনেতাদের মধ্যে ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সহিদুল্লাহ চৌধুরী, কামরুল আহসান, ফজলুল হক, মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, আমিরুল আমিন প্রমুখ বক্তব্য দেন। বিজ্ঞপ্তি

The Daily Star
DHAKA THURSDAY JANUARY 9, 2020,

LABOUR DEAL WITH MALAYSIA

KL hints at zero-cost recruitment policy

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Kuala Lumpur has indicated a "zero-cost recruitment" agreement for migrant workers from Bangladesh as part of the effort to avoid risking US trade sanctions.

The terms of the new agreement, now in the final stages of bilateral discussions with Bangladesh, "will be similar" to an agreement reached with Nepal, reports Malaysian online news portal, Malaysiakini.

"When we signed a memorandum of understanding with Nepal, we said that one of the conditions is, when their workers come here, there should be no payment involved. [There should be] zero cost for the workers," said M Kulasegaran, Malaysian minister for human resources.

"So that means plane tickets and all other expenses have to be borne by employers," Kulasegaran said at a press conference on Tuesday.

"Why are we saying this? Because the US State Department has placed Malaysia on the Tier 2 watch list again, in its latest Trafficking in Persons (TIP) report last year... if you're on the Tier 2 watch list consistently for 3 years... there will be sanctions if we continue after that," he explained.

Malaysia, which is home to some eight lakh Bangladeshis, suspended labour recruitment from Bangladesh in September 2018 following allegations that a syndicate of 10 Bangladeshi agents -- with support from Malaysia -- controlled labour recruitment during 2016 and 2018, when recruitment cost went up to Tk 4 lakh.

Malaysia's previous government had insisted on a selection of the 10 Bangladeshi agents in the recruitment job, but the Mahathir-led government suspended it and began a crackdown against undocumented migrants – a campaign that drew huge criticism from rights bodies who said most migrants became irregular because of employers' violation of laws.

The new Malaysian government formed a committee to reform foreign workers' recruitment and management, but it is not known exactly which reforms were made so far. However, last year Malaysia signed a labour deal with Nepal, stipulating that the workers will not have to pay any recruitment cost.

Meanwhile, officials of Bangladesh and Malaysia met several times last year, but they are yet to sign a new deal, though Malaysia suffers from labour shortage in its industries.

Last Sunday, Bangladesh's Expatriates' Welfare and Overseas Employment Minister Imran Ahmad told reporters that he doesn't want to send workers to Malaysia unless a low recruitment cost and a transparent mechanism come into place.

He, however, did not speak of ensuring "zero migration cost". This policy is being promoted by the UN's International Organization for Migration (IOM) globally, amid widespread reports of migrant workers facing abuse and trafficking because of high recruitment costs.

Kulasegaran told reporters in Putrajaya that there are very few matters left to be resolved regarding the deal with Bangladesh.

"Only one or two matters out of 10 or 12 [are left]," he said.

"Once it is resolved, we will open the sector. The government of Malaysia is ready and willing to do that," he added.

"We brought the moratorium so we have to lift it," he stressed, adding that the Bangladesh government has also been working to improve its own mechanisms to prevent unscrupulous recruitment practices.

Asked about apparent delays in signing the new agreement, Kulasegaran yesterday said, "[There's a] delay in the sense that we want certain things to be completed."

"I'm not able to tell the press what these things were but we wanted them to comply with it, and they did," he said. "The working group will go to Bangladesh soon and hopefully we can solve the problems as fast as possible."

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৯ জানুয়ারি ২০২০

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে হাজার কোটি টাকার প্রকল্প

তিন লাখ ভারি যানের চালক তৈরির টার্গেট

হামিদ-উজ-জামান

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। ট্রাকসহ ভারি গাড়ির জন্য ৩ লাখ চালক তৈরিতে 'ভারি যানবাহন চালক তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান' নামের একটি প্রকল্প হাতে নিচ্ছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৭৭ কোটি ৬৩ লাখ টাকা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দক্ষ গাড়ি চালক তৈরির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন সম্ভব হবে। সুগম হবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির পথ। সম্ভব হবে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। আজ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় এ নিয়ে আলোচনা হবে। এতে সভাপতিত্ব করবেন কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য শামীমা নার্গিস। পরে এটি পাঠানো হবে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক)। প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন পেলে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিসি) তা বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হবে খাবার বাবদ ৩৯৬ কোটি টাকা। প্রশিক্ষণ ভাতা বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। এছাড়া ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০টি ড্রাইভিং সিমুলেটর সংগ্রহ, ৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচটি জিপ, ১২টি ডাবল কেবিন পিকআপ, একটি মাইক্রোবাস, দুটি মোটরসাইকেল এবং ১৫০টি ট্রেনিং বাস ক্রয়। ভারি যানবাহন ভাড়া বাবদ ব্যয় ৬৫ কোটি, জ্বালানি খাতে প্রায় ৫১ কোটি টাকা, ২৫টি ছাত্রাবাস নির্মাণে সাড়ে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এছাড়া ৭ কোটি ২১ লাখ টাকা ব্যয়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও সার্ভার, ৩ কোটি ৪২ লাখ টাকা ব্যয়ে ফার্নিচার ও ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ২৫টি ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খাতে বড় অংকের টাকা ব্যয় করা হবে। তবে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি আবাসিক হবে কিনা সে বিষয়টিও সুস্পষ্ট নয়।

পরিকল্পনা কমিশনে পিইসির সভা আজ

বিআরটিসির সাবেক চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান সোমবার যুগান্তরকে বলেছেন, আমি দায়িত্বে থাকতেই এ ধরনের প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। সড়ককে নিরাপদ করতে হলে অবশ্যই চালকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলতে হবে। এছাড়া ভারি যানবাহনের লাইসেন্স দেয়া অনেকদিন প্রায় বন্ধ রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যদি লাইসেন্স চালু হয় তাহলে সুবিধা হবে। তিনি বলেন, চালকদের হয়রানি কমাতে ৫ বছর পরপর লাইসেন্স নবায়নের যে নিয়ম সেটিও বন্ধ করা উচিত। ড্রাইভিং এমন একটি কাজ, যিনি যত চালাবেন তিনি তত দক্ষ হবেন। তাই লাইসেন্স নবায়নের নামে আবার পরীক্ষা নেয়া, নানা রকম হয়রানি, দুর্নীতি এবং সময়ের যে অপচয় তা আর থাকবে না। পাশাপাশি বৈধ লাইসেন্সের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্প প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, একটি নিরাপদ ও আরামদায়ক রাষ্ট্রীয় গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে বিআরটিসি গঠন করা হয়। যাত্রী ও পণ্য পরিবহন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও সাশ্রয়ী ভাড়ায় দ্রুত, আরামদায়ক, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা, সরকারের নির্ধারিত ভাড়ায় গাড়ি চালনা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য স্ট্রাটেজিক ইন্টারভেনশনাল ভূমিকা পালন করা বিআরটিসির অন্যতম লক্ষ্য। এটি সামনে রেখেই নিরাপদ সড়ক গড়তে বিআরটিসির তত্ত্বাবধানে ভারি যানের চালকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক লাইসেন্সিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রতি বছর ন্যূনতম ৬০ হাজার চালককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চলতি বছর থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে।

পিইসি সভার কার্যপত্রে বলা হয়েছে, বিআরটিসির সব প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও কেন্দ্রসমূহ, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের (এএফডি) সব কেন্দ্র, বিআরটিএ অনুমোদিত ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল, ব্র্যাকের সবগুলো কেন্দ্র, নিরাপদ সড়ক চাই, নিটল টাটা ড্রাইভিং স্কুল, রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট কমিটি (আরটিসি) এবং উপজেলাগুলোতে ড্রাইভিং স্কুলে চালকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠান বছরে কতজনকে প্রশিক্ষণ দেবে তার বিস্তারিত ক্যালেন্ডার থাকা প্রয়োজন। এছাড়া বিআরটিসি ও বিআরটিএ ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ভারি যানের চালকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সক্ষমতা আছে কিনা তা পিইসি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। কার্যপত্রে বলা হয়েছে, যেসব চালককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে তাদের কোনো প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করা হবে তা আলোচনা প্রয়োজন।

শোভন কাজ

The Financial Express Thursday | January 9, 2020

Struggles women face at work

FARAH NAZ ADITI

THE world surely has come a long way since women first entered the workforce. There have been multiple and significant examples of women leading multi-million-dollar companies, breaking glass ceilings, achieving successes that turns heads. Women surely have succeeded in making their mark and proving their competency to the level that makes gender roles irrelevant. However, is it all just a story of a confetti covered floor of success or is there much more that women endure to realise their true worth themselves as well prove to the world around them. This article tries to take one through the various struggles that women face as a member of the workforce, as a leader and most importantly as a human being constantly trying to balance an irreconcilable equation.

The beginning

At the very onset of their career, young women set out in a race with their peers constituting both male and female colleagues. The first few years are very important since it sets the tone for an employee. Newcomers are regarded as an energetic bunch and eagerness to learn is one of the qualities that are often sought in newbies. However, learning is a lengthy and tedious process and, in many cases, requires going the so-called "extra mile".

In the initial days, it is all about getting to know how things are run and understand the theory behind the practice. A very common problem that is often faced by freshers – irrespective of gender– is that veterans hardly have time to teach. The busy work schedules keep the seniors busy all day and often they are so engrossed in their own tasks that the only time they can allot to teaching juniors is often very late after office hours. Here comes the gender at play – whereas male colleagues often have the liberty to stay late at night, perhaps even overnight, stricter hours might be imposed for a female. Such restrictions are not necessarily imposed just by families but the constant reporting of harassment to women in various forms make it extremely unsafe for young or even elderly women to travel alone at dark hours since not everyone has private transportation. It is seen that women often are early to enter the office in the morning with the aim to get extra work done earlier in the day to ensure their timely departure and safe return to home. This practice, however, is seldom recognised or praised, rather women are often labelled as "lazy" for leaving the office on time. Timely departure from office is a myth and for most women it is a more than a myth-it is a weakness, a vulnerability and an impediment to their success.

These problems typically arise due to women's late entry into the workforce, majority of the senior management positions of workplaces are held by male members who often fail to let alone understand, even recognise that such problems in Bangladesh exist. The true meaning of gender equality lies in making work and workplace comfortable for both the genders and ensuring that both genders have a fair shot at success, not by competing who stay longer at work or bonds over smoking breaks.

Mid-career crisis

Moving on to mid-career struggles that women face, the first one is definitely to balance family with work. A myriad of obstacles is just in place to make the way as coarse as it can be. Firstly, there comes a time when women are faced with a societal pressure to get married at the right age irrespective of her own choice. Whether the marriage is by choice or by custom, it comes with its own set of expectations alongside the already heavy burden of work expectations. It may mean a change of career to a less heavy role or an even relaxed organisation to settle in. However, while such compromises should be handled equally by both partners, a lot more of compromises are expected from the women, particularly relating to career.

Amidst all this crises, a woman may be blessed with the precious gift of motherhood. Motherhood is a defining moment of any woman's life but alas even motherhood does make women struggle at work. Maternity leaves often lag women at work and it takes a considerable amount of time and extra effort to get back on time. It might also mean missing out informal chit-chat and getting no hint of the organisational politics at play. Then there is the constant emotional battle of leaving a young one home and going to work, spending so less awake hours with her little angel. Such emotional turmoil can hamper women's focus or concentration at work.

Women really undergo a lot of struggles to keep their career afloat. This, in no way, undermines the struggle of men. However, it is important to realise that for women to grow and give their best, an adaptive workplace culture catering to special needs is the best way to ensure optimum productivity. Supervisors and line managers should have direct and candid conversations about such developmental areas and try their best to create a level playing field for women.

It is really a positive sign that a lot of men sacrifice and take the back seat nowadays to see their loved ones achieve their dreams and targets. And while one's success should never come at the cost of another's, let man and woman be a team and not just competitors.

The writer, after finishing her undergrads from IBA, University of Dhaka, is currently working in a financial institution. She can be reached at farahaditi9@gmail.com

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৯, ২০২০

অবৈধ প্রবাসীদের প্রত্যাবাসনে সৌদি আরবের বিশেষ কর্মসূচি

বাংলাদেশী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় মন্ত্রণালয় সক্রিয় হোক

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শ্রমবাজার সৌদি আরব থেকে প্রবাসীদের দেশে ফেরত আসার সংখ্যা বাড়ছে। অধিকাংশই শূন্য হাতে ফেরত এসেছেন। অনেকে জেলও খেটেছেন। সম্প্রতি সৌদি সরকারের নেয়া স্পেশাল এক্সিট প্রোগ্রাম শীর্ষক এক কর্মসূচির আওতায় জেল-জরিমানা ছাড়াই মেয়াদোত্তীর্ণ ইকামাধারীরা দেশে ফিরতে পারবেন। সৌদি আরব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার হলেও ঝুঁকিতে রয়েছেন এ দেশের শ্রমিকরা। লাখ লাখ টাকা খরচ করে দেশটিতে গিয়ে টিকতে না পেরে একরকম নিঃস্ব অবস্থায় ফিরছেন অনেকে। সৌদিকরণ-পরবর্তী সময়ে প্রবাসী শ্রমিক নিয়ে দেশটির সরকারের অব্যবস্থাপনাও এর পেছনে দায়ী বলে অভিযোগ করছেন ভুক্তভোগীরা। অনেকের অভিযোগ, কাজের অনুমতিপত্র (ইকামা) ও ভিসা থাকা সত্ত্বেও জোর করে ফেরত পাঠাচ্ছে দেশটি। তবে এও অভিযোগ উঠেছে, দেশটির পরিবর্তিত অবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার, জনশক্তি রফতানিকারক এজেন্সি ও অধিকাংশ শ্রমিক ব্যর্থ হচ্ছেন। প্রবাসী আয় নিয়ে সরকারের গর্ব থাকলেও শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় ভাষাগত ও কর্মজ্ঞান দিতে কার্যকরী কোনো উদ্যোগ এ পর্যন্ত নেয়া হয়নি।

দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রফতানিতে আস্থার প্রতীক ছিল উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা জিসিসিভুক্ত ছয়টি দেশ। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভিসা জটিলতা, কূটনৈতিক ব্যর্থতাসহ নানা প্রতিকূলতায় ক্রমেই সংকুচিত হয়ে এসেছে এ শ্রমবাজার। ফলে প্রতি বছর কমছে জনশক্তি রফতানি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরবে জনশক্তি পাঠানোর গতি প্রায় থমকে গেছে। সৌদি আরবে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেয়ার পরিবর্তে পাকিস্তান থেকে শ্রমিক নেয়ার কোটা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে সৌদি আরবে এমনিতেই শ্রমিক নেয়ার পরিমাণ কমেছে। সেখানে বাংলাদেশী নারী কর্মীদের বিষয়ে আগ্রহ দেখানো হচ্ছে। কিন্তু তাদের নির্যাতনের অভিযোগও কম নয়। বাংলাদেশের অন্য শ্রমবাজার আরব আমিরাতের বাজার দীর্ঘদিন বন্ধ। এছাড়া সেখানে তেমন কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে না কাউকেই। একসময় যে কুয়েত ছিল বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাজার, সে বাজার এখন পুরোপুরি বন্ধ। লিবিয়ার দুয়ারও বন্ধ। ইরাকও প্রায় বন্ধের মতোই। একমাত্র মালয়েশিয়ার বাজার ছিল চাঙ্গা। গেল কয়েক বছর নানা জটিলতায় দেশটি শ্রমিক নেয়া বন্ধ রেখেছে। বড় শ্রমবাজারগুলো বন্ধ থাকার পাশাপাশি নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের বিষয়েও কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। শ্রমবাজারের এসব সংকটের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের নির্যাতিত-নিপীড়িত হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের কর্মীরা প্রায়ই অবৈধ হয়ে পড়ছেন। ট্যুরিস্ট বা ভিজিট ভিসা, স্টুডেন্ট ভিসায় বাংলাদেশীদের বিদেশে গিয়ে অবস্থানের ঘটনাও বাড়ছে। বাংলাদেশে অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণের কথা বলা হলেও তা মুখের কথায়ই সীমাবদ্ধ থাকছে।

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে নিয়মনীতির মধ্যে আনার দায়িত্ব সরকারের। সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশ থেকে কোনো শ্রমিক যেন অবৈধভাবে সৌদি আরব কিংবা অন্য কোনো দেশে যেতে না পারেন। কারো মেয়াদ শেষ হলে তাকে সেখানে অবস্থানের জন্য বৈধ কাগজপত্র পেতে সহায়তা অথবা নির্বিঘ্নে দেশে ফেরত আনার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এজন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে কী করে জবাবদিহির আওতায় আনা যায়, সে উপায় বের করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলা বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর বিশৃঙ্খলার দায় অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। নারী শ্রমিকদের ব্যাপারে সরকারকেই আরো গভীরভাবে ভাবতে হবে। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় আমাদের নারী শ্রমিকরা যৌন হয়রানির শিকার হয়ে অনেকে মৃত্যুবরণ করছেন, এ কথা আর গোপন নেই। বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর ব্যাপারে সরকারকে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন ও জনশক্তি রফতানির বিষয়টি মাথায় রেখে পররাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ধারণে উদ্যোগী হতে হবে। মেয়াদোত্তীর্ণ ইকামা নবায়ন বা নতুন ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের মাধ্যমে প্রবাসীদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে সৌদি সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারে বাংলাদেশ। অভিযোগ রয়েছে, বাংলাদেশী শ্রমিকদের অনেকের কাছে ইকামা বা কাজের অনুমতিপত্র থাকলেও মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ফেরত পাঠানো হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সৌদি আরবে এমন পরিস্থিতির নেপথ্যে রয়েছে দুই দেশের আদম ব্যবসায়ীদের কারসাজি। সেখানে যাওয়ার কয়েক মাসের মাথায় চুনকো অজুহাতে তারা বাংলাদেশী শ্রমিকদের কর্মস্থল থেকে তাড়িয়ে দেয়। ইচ্ছাকৃত নির্যাতনও চালানো হয় অনেক সময়, যাতে তারা কাজ ছেড়ে দেন। ফলে অনেককে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ফিরতে হয়। আর যারা কর্মস্থল থেকে গা-ঢাকা দেন, তারা হয়ে পড়েন 'অবৈধ'। সেই শূন্যস্থানে নতুন শ্রমিক পাঠালে যেমন বাংলাদেশের লাভ, তেমনি সৌদি আরবের দালাল চক্রেরও লাভ। আমরা জানি, এমনিতেই জনশক্তি হিসেবে সৌদি আরব যেতে 'অনানুষ্ঠানিক' ব্যয় অনেক বেশি। টিআইবির অনুসন্ধানে আমরা দেখেছিলাম, সৌদি আরব থেকে ফিলিপাইনের কর্মীরা যেখানে বিনা খরচে 'ওয়ার্ক পারমিট' বা কাজের অনুমতি পান, সেখানে বাংলাদেশী কর্মীদের মাথাপিছু খরচ হয় ২ থেকে ৩ লাখ টাকা। তার পরও এ পরিস্থিতি কেবল অনাকাঙ্ক্ষিত নয়, অমানবিকও বটে। আমরা মনে করি, এ পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। মনে রাখতে হবে এভাবে দলে দলে শ্রমিক মেয়াদপূর্তির আগেই ফিরে আসতে থাকলে নেতিবাচক প্রভাব কেবল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পড়বে না, সামাজিক ক্ষেত্রেও দেখা দেবে অস্থিরতা। তাদের অনেকেই শেষ সম্বলটুকু বাজি ধরে বিদেশে গেছেন। অনেকে চাকরি বা ব্যবসা ছেড়ে বিদেশ পাড়ি জমিয়েছেন। তাদের পক্ষে নতুন করে জীবিকার অন্বেষণ সহজ হবে না। বড় কথা, একটি চক্র এভাবে শ্রমিকদের জিম্মি করে নিজেদের পকেট ভারী করে যাবে কেন? এটা ঠিক, সৌদি আরবের দালাল চক্র নিয়ন্ত্রণে সে দেশের সহযোগিতা প্রয়োজন। জনশক্তি রফতানির ধারা অব্যাহত রাখতে ব্যাপকভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা ও শীর্ষ পর্যায়ে যোগাযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির জিয়নকাঠি। এ জিয়নকাঠিকে সজীব রাখতে আরো বেশি পরিচর্যা প্রয়োজন। সৌদি আরবের অবৈধ প্রবাসীদের প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশ সরকারের সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশিত। কাউকে জোরপূর্বক পাঠানো হচ্ছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখতে হবে।

শোভন কাজ

EDITORIAL The Financial Express Friday | January 10, 2020 Page

Economic growth and poverty reduction

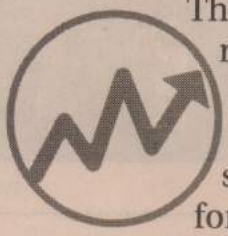

The disparities between the very rich and the rest of the population are also growing fast. So there is a need for bringing all the taxable under the tax net and raising tax for the superrich for creation of a livelihood fund for the poor, writes Nilratan Halder

AT a time when the economic growth the world over has been forecast by the International Monetary Fund (IMF) in October at 3.0 per cent -the lowest since 2008-9, Bangladesh has recorded its highest ever growth rate at 8.15. The country's rate of poverty too has dropped although not commensurate with the gross domestic product (GDP) growth. It has halved its poverty rate in one and a half decades since 2016. Particularly savoury is the fact that 90 per cent poverty was reduced in rural Bangladesh, according to a World Bank report, depending on higher labour income. This also spurred improvement in living conditions.

Now the economic outlook is bright as the growth rate for the year 2020 is not unlikely to record an abrupt slump like India which witnessed a slide to around 5.0 per cent in 2019 from above 8.0 per cent the previous fiscal. What, however, sounds anachronistic is agriculture's slower growth and lower contribution to poverty reduction. The WB finds industry and services as the driver of poverty reduction.

True, paddy growers are the worst sufferers because of prices of their yield are often lower than production costs. But a silent revolution has taken place, unlike in the manufacturing sector, in diversification of crops. Even Bangladesh farmers have been going through a kind of transformation in that educated youths are taking to improved and technology-driven farming. Newspapers bring out success stories of such enterprising young farmers on a regular basis.

These young and innovative farmers seem to have come with the Midas touch to turn everything gold. From developing modern dairy to cultivation of vegetables and fruits -both local and exotic -theirs are only success stories. Now the supply of locally produced broccoli, capsicum, strawberry and dragon fruits is aplenty. Some farmers in different parts of the country -from hilly Rangamati to plain-land Jashore to northern Bogura and Dinajpur-have achieved remarkable success by developing orange orchards. Reports have it that an orchard of 150-200 orange trees brings them an income in the range of Tk 8.0-9.0 million.

Some farmers in Jashore find growing flowers more rewarding than cultivation of staple. How resourceful people of this land are is further realised from a simple example. A young couple in Faridpur was ingenious enough to develop a garden of medicinal plants, which is now the only source of their livelihood. They are keeping quite well. A village in one of the country's northern districts has become known as the 'village of medicinal plants'. Today pharmaceutical companies collect leaves, creepers and roots of different plants from that village. Villagers earn enough to supplement their income.

Contrary to such agricultural diversification, factories and industries -the ones known as small and medium enterprises (SMEs) - have not been able to make much of headway in the rural setting. A dispassionate assessment of rural economy and improvement in living standard is well in order now. Poverty would have dropped further if more villages and farmers could find some unique sources of income.

So far as rural economy and reduction of poverty are concerned, until recently the informal sector mostly produced consumer goods for village people. But the equation is fast changing. Today, the local formal manufacturing sector and even multinational companies compete for reaching out to the nook and cranny of the country. But unless the majority of people still living in rural areas get their income augmented to a certain level, they cannot afford many of the pricey commodities ranging from essentials like soap bar to fancy shampoo or after-shave lotion.

A nation's economic growth is, however, directly linked to people's purchasing power in other words consumerism. It is exactly at this point the demand and supply have to either correspond to each other or industries must target foreign market in order to earn heftier revenues. Today, apart from pharmaceutical industry no other new entrant has found a market abroad for its product. Readymade garments are encountering various hurdles now and no one is sure how long the service-cum-industry sector can maintain its flow of income.

Bangladesh has not been able to raise brand value of any of its products. Even in the seventies of the past century South Korea did not make an industrial breakthrough. But now the brand value of its industrial products is very high. Today Samsung smartphone competes with iphone. China has expanded its industrial base so much that its smallest products like needles and paper clips are the only ones available in Bangladesh. It is because those are damn cheap.

Bangladesh has followed neither of these two models. So it is difficult to predict how long the momentum of growth will sustain. Indian economic growth has stumbled to some extent because that vast country with a huge population has not been able to raise the people's income. A homogenous country Bangladesh could pull itself up to some extent because farmers and villagers in particular here have received support and counselling from agriculture extension offices and non-government organisations. But the disparities between the very rich and the rest of the population are also growing fast. So there is a need for bringing all the taxable under the tax net and raising tax for the superrich for creation of a livelihood fund for the poor.

nilratanhalder2000@yahoo.com

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ২৬ পৌষ ১
১০ জানুয়ারি ২০২০

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইনে এবার সরকারের মামলা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ কমিউনিকেশন্সের চেয়ারম্যান নোবেল জয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক রহিবুল ইসলামের আদালতে সম্প্রতি এ মামলা করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) তরিকুল ইসলাম। মামলায় ইউনূস ছাড়াও গ্রামীণ কমিউনিকেশন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজনীন সুলতানা, পরিচালক আ. হাই খান ও উপ-মহাব্যবস্থাপক (জিএম) গৌরি শংকরকে বিবাদী করা হয়েছে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ৩০ এপ্রিল একজন পরিদর্শক প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীণ কমিউনিকেশন্স পরিদর্শন করে বিভিন্ন ত্রুটি দেখতে পেয়ে তা সংশোধনের নির্দেশনা দেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ মে ডাকযোগে বিবাদী পক্ষ জবাব দেয়। এরপর মামলার বাদী গত ১০ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটি আবার পরিদর্শনে গিয়ে ১০টি বিধি লঙ্ঘনের প্রমাণ পান এবং ২৮ অক্টোবর তা অবহিত করেন। তবে বিবাদী পক্ষ সময়ের আবেদন করেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করেননি। এতে বিবাদীরা শ্রম আইনের ধারা ৩৩ (ঙ) এবং ৩০৭ মোতাবেক দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন।

যুগান্তর
শনিবার ১১ জানুয়ারি ২০২০
২৭ পৌষ ১৪২৬

পাটশিল্প রক্ষায় আসছে 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক'

উবায়দুল্লাহ বাদল

পাটকল শ্রমিকদের দাবির মুখে ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন মেনেই বেতন দিতে যাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি)। তবে পাওনা পরিশোধের পাশাপাশি স্থায়ী শ্রমিকদের 'বিদায়' (গোল্ডেন হ্যান্ডশেক) দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। বিদায় হওয়া শ্রমিকরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, ঘণ্টা ও উৎপাদন ভিত্তিতে কাজ করতে পারবেন। পাটশিল্প বাঁচাতেই এই চিন্তাভাবনা বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এদিকে গত ৮ বছরে সরকারের এ খাতে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি। পাটকলগুলোর কেন এত লোকসান তা খুঁজতে গিয়ে ৮টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গোল্ডেন হ্যান্ডশেক নিয়ে পাটকল শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে শ্রমিকদের বার্তাও দেয়া হচ্ছে যে, একজন শ্রমিককে ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন অনুযায়ী চাকরি থেকে বিদায় জানানো হলে ওই শ্রমিক কমবেশি একসঙ্গে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত পাবেন। ওই টাকা সে বিভিন্ন কাজে বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে আয় করতে পারবেন। পাশাপাশি যোগ্যতা অনুযায়ী নিজ প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করেও সংসার চালাতে পারবেন। তাদের বিনা বেতনে না খেয়ে আর আন্দোলন করতে হবে না। পক্ষান্তরে সরকারকেও আর লোকসান গুনতে হবে না।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া স্পষ্ট করে কিছু বলতে রাজি হননি। তিনি নিজ দফতরে যুগান্তরকে বলেন, 'পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন চলছে। এ বিষয়ে পাট মন্ত্রণালয়সহ সরকারের একাধিক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী কাজ করছেন। বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ও। আমাদের পক্ষ থেকে পাটশিল্পের সমস্যা ও করণীয় সবই অবহিত করা হয়েছে। পাটশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে নিশ্চয় ভালো সিদ্ধান্ত আসবে বলে আমার বিশ্বাস।'

অনুসন্ধানে জানা যায়, বর্তমানে বিজেএমসির অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত ২৫টি পাটকলে স্থায়ী শ্রমিক আছে ২৫ হাজার ৫১৯ জন। বদলি তালিকাভুক্ত শ্রমিক ২২ হাজার ৯৯৮ জন। দৈনিকভিত্তিক তালিকাভুক্ত শ্রমিক ৪ হাজার ৯১০ জন। সব মিলে বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে কাজ করে ২৭ হাজার ৯৫৭ জন শ্রমিক। এসব শ্রমিকের জন্য ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন গঠিত হলেও তা অদ্যাবধি বাস্তবায়ন করা হয়নি। এখনও তারা ২০১০ সালের বেতন কাঠামোতেই বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। এরপরও মাসের পর মাস বাকিই থাকছে। গত ৮ বছরে পাটকলগুলোর লোকসানের পরিমাণ চার হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে বিজেএমসির লোকসান ছিল ৭৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩৯৬ কোটি ৯৭ লাখ টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫১৩ কোটি ৮ লাখ টাকা, পরের অর্থবছরে ৭২৯ কোটি টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬৬৯ কোটি ২০ লাখ টাকা লোকসান গুনতে হয়েছে। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৮১ কোটি ৫০ লাখ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৯৭ কোটি ১৮ লাখ টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৭৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা লোকসান হয়।

এই লোকসানের ৮টি কারণ চিহ্নিত করেছে বিজেএমসি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ক. ২০০৯-২০১২ সাল পর্যন্ত তিন বছরে মিলগুলোর সেটআপের শূন্যপদের বিপরীতে ৩ ধাপে ৩০ শতাংশ করে মোট ৯০ শতাংশ শ্রমিক স্থায়ী করায় মজুরি বৃদ্ধি পায়। ফলে লোকসানের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। খ. ওই সময় প্রয়োজন ছাড়াই ছাঁটাইকৃত সাড়ে ৪ হাজার শ্রমিককে পুনঃনিয়োগ দেয়া হলে মজুরি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে লোকসানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। গ. ২০১০ সালের ১ জুলাই থেকে নতুন মজুরি কমিশন কার্যকর করা হলে মজুরি আগের তুলনায় ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ঘ. মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন ও বন্ধ মিল চালু করতে বিজেএমসির নিজস্ব তহবিল থেকে ৪০৫ কোটি টাকা পরিশোধ করায় পাট কেনা সম্ভব হয়নি ওই বছর। ফলে লোকসানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। ঙ. বেসরকারি মিলগুলোর সর্বনিম্ন মজুরি ৫ হাজার ১৫০ টাকা (বেসিক ২৭০০ টাকা), অন্যদিকে সরকারি পাটকলগুলোর শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ১১ হাজার ৮৫ টাকা (বেসিক-৪১৫০ টাকা)। চ. বিশ্ববাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা না বাড়া এবং উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি হওয়ায় লোকসানের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ছ. ৫০ দশকের পুরনো মেশিনের কারণে উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। ফলে লোকসান দিন দিন বাড়ছে। এবং জ. নিয়মিত শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ না করতে পারার কারণে পাটকলগুলোর গেটে ঘন ঘন মিটিং, ধর্মঘট ও বিভিন্ন কর্মসূচির কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে বাড়ে লোকসানের পরিমাণ।

বিজেএমসির চেয়ারম্যান মো. আবদুর রউফ যুগান্তরকে বলেন, 'পাটকলগুলোর লোকসানের কারণ চিহ্নিত করে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠিয়েছি। শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন হবে ৫ হাজার ১৮০ কোটি টাকা। আর ২০১০ সালের মজুরি কমিশন অনুযায়ী প্রয়োজন হবে এক হাজার ৮৪০ কোটি টাকা।

মিলগুলোকে লাভজনক করতে হলে কি করণীয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'স্থায়ী শ্রমিকদের নিয়ম অনুযায়ী পাওনা মিটিয়ে বিদায় দেয়া যেতে পারে। বেসরকারি মিলগুলোর মতো 'কাজ আছে বেতন আছে' ভিত্তিতে কাজ করাতে হবে। তাহলে লোকসানের পরিমাণ কমে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

এদিকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, স্থায়ী শ্রমিকদের ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন অনুযায়ী পাওনা পরিশোধ করে বিদায় দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানানো হয়েছে। এটি করা হলে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। তাছাড়া তারা বিভিন্ন মাধ্যমে পাটকল শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন বাংলাদেশ পাটকল শ্রমিক লীগের সিনিয়র সহসভাপতি মাহবুব আলম। তিনি বলেন, পাটকলগুলোর স্থায়ী শ্রমিকদের ২০১৫ সালের মজুরি অনুযায়ী পাওনা পরিশোধ করে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেয়া হলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। সরকারের একাধিক সংস্থার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরা বলেছি, যথাযথভাবে পাওনা পরিশোধ ও নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ দিলে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। তারা এ টাকায় ছোটখাটো ব্যবসা করতে পারবেন। পাশাপাশি নিজ নিজ পাটকলে দৈনিকভিত্তিতে কাজ করে সংসার চালাতে পারবেন। তবে মাহবুব আলমের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ-নন-সিবিএ সংগ্রাম ঐক্য পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ও রাজশাহীর প্লাটিনাম জুট মিলের সিবিএ সভাপতি শাহানা শারমিন। তিনি বলেন, 'সরকার প্রস্তাব দিতেই পারে। তবে যদি বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হয় তবে তা প্রতিহত করা হবে।' গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের বিষয়ে কোনো প্রস্তাব পেয়েছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রস্তাব পাইনি, তবে আকারে ইঙ্গিতে কোনো কোনো মহল থেকে এ বিষয়ে বলা হচ্ছে।'

সংবাদ
শনিবার ২৭ পৌষ ১৪২৬
Saturday 11 January 2020

সৌদিতে নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ দেশে ফিরতে চায়

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

জীবিকার সন্ধানে দালালের মাধ্যমে প্রবাসে গিয়ে নির্যাতনের শিকার নারীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের সহায়তা কামনা করেছেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। গত বৃহস্পতিবার ফরিদপুর প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ আকুতি তুলে ধরেন তারা। অভিযোগ করায় দালালরা পূর্বের স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র আটকে রাখায় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না ওই নির্যাতিতা।

ফরিদপুরের কমলাপুর এলাকার বাসিন্দা ও ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকের মাস্টার রোল কর্মচারী আবু শেখের স্ত্রী গোলাপী বেগম পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে পাড়ি জমিয়েছিলেন সৌদি আরবে। ভাল কাজ ও বেতনের কথা বলে গত বছরের অক্টোবর মাসে দালালের হাত ধরে সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে পৌঁছান গোলাপী বেগম। কিন্তু ভাল বেতনের বদলে ভাগ্যে জুটেছে নির্মম নির্যাতন। টানা তিন দিন খাবার না খাইয়ে আটকে রাখা হয়েছে সেখানকার একটি কক্ষে।

রাজধানীর পান্থপথের ফেরদৌস টাওয়ারে (৫ম তলা) এম.এস জেএসকে ট্রাভেলস এর এজেন্ট মো. ইমদাদুল হক মিলন এর মাধ্যমে সৌদি আরব যান গোলাপী বেগম। গত ৭ জানুয়ারি ইমো'র মাধ্যমে শেষ কথা হয়েছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। বিষয়টি বুঝতে পেরে দালাল চক্র পূর্বের স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ায় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগও বন্ধ হয়ে গেছে। সবশেষ কথা হয়েছে ছেলে হাসান শেখ এর সঙ্গে। সে সময় অসহ্য নির্যাতন থেকে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনার আকুতি জানিয়েছিলেন মা গোলাপী বেগম।

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Sunday, January 12, 2020
Poush 28, 1426 BS: Jamadi-ul-Awwal 15, 1441 Hijri

Deportation of Bangladesh workers

THAT more than 100,000 Bangladeshi workers were deported from different countries in 2019 is a worrying piece of news. The number is equivalent to nearly one-sixth of the workers sent abroad during that year. More than half of the workers deported last year were from Saudi Arabia and the rest from Malaysia. The forcible send-back of these undocumented workers coupled with the return of regular workers at the end of their job contracts might leave a waning effect on an otherwise healthy remittance inflow noticed during the just concluded calendar year.

The authorities in major destinations of Bangladeshi workers have strengthened their drives against undocumented foreign workers in recent years. The Kingdom of Saudi Arabia (KSA), the United Arab Emirates (UAE) and Malaysia -- the countries that are employing the most number of Bangladeshi workers -- have taken a tough stance on undocumented and unwanted foreign workers. The employing countries, obviously, do have their internal compulsions. Unemployment in these countries has been on the rise and the local people, in their increasing numbers, have been taking up a few jobs that, in most cases, used to be filled up by the foreign workers. The Gulf countries in particular are now eager to reduce their dependence on foreign workers, skilled or otherwise.

None can be certain about the continuity of the current uptrend in remittance inflow. Only an increased outflow of workers, preferably skilled ones, might help the country earn more remittance money

It is difficult to know the actual number of Bangladeshi expatriate workers. Here, the government data are partial since it does not take into account the number of workers returning home for good, which is a continuous process. Actually, the government does not have any mechanism of knowing the real number of returnee workers. Nor are the authorities aware of the number of Bangladesh nationals working in different countries without valid documents. Similarly, the actual volume of remittance inflow is far greater than what is estimated at the official level as a sizeable amount of money is being sent home using various unofficial channels, popularly known as 'hundi'.

The remittance money means a lot to Bangladesh, particularly at this point of time when exports earnings have dropped. Its inflow recorded a steady rise until 2015 but the same declined sharply in the next couple years. Following the withdrawal of ban on recruitment by Saudi Arabia in 2017, the country's remittance income started picking up again and the trend is still in place notwithstanding the fact the wages of unskilled migrant workers -- most Bangladeshi migrant workers are unskilled -- are generally lower than before.

However, none can be certain about the continuity of the current uptrend in the remittance inflow. Only an increased outflow of workers, preferably skilled ones, might help the country earn more remittance money. It is hard to bank on the Middle East for understandable reasons. The situation in that region has been unstable in recent years and it might remain so for some more time. Still, the government should continue its efforts to resume manpower exports to the UAE and Kuwait through discussions. Since Malaysia has deported a sizeable number of undocumented Bangladesh workers, the latter should try hard to convince that country for employing more of its workers through legal routes.

বণিক বার্তা রোববার, জানুয়ারি ১২, ২০২০

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা
মাতৃত্বকালীন ছুটিতে স্বাভাবিক বেতন-ভাতা পাবেন নারী ব্যাংকাররা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ব্যাংকে কর্মরত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে ২০১৩ সাল থেকেই। মাতৃত্বকালীন ছুটি দিলেও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে না অনেক ব্যাংকই। এজন্য ব্যাংকিং খাতে কর্মরত সব ধরনের নারী কর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতি সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ফলে ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও শিক্ষাসহ নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এজন্য সরকারের মাতৃত্বকালীন ছুটিসংক্রান্ত বিধিমালার আলোকে সব ব্যাংককে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নীতিমালা অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হলো।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, স্বাভাবিক বেতন-ভাতাসহ নারী কর্মীকে ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে। একজন নারী কর্মী চাকরি জীবনে দুবার এ ছুটি পাবেন। ছুটির কারণে কারো বার্ষিক কর্মমূল্যায়নে অবনমন করা যাবে না। আগের বছরের বার্ষিক মূল্যায়ন বা পূর্ববর্তী তিন বছরের মধ্যে যেটি অধিকতর উত্তম, তাই বিবেচনায় নিতে হবে। পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন ছুটির বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারি বিধান মানতে হবে।

শোভন কাজ

The Daily Star JANUARY 12, 2020,

Govt to grade recruiting agents based on efficiency

Expatriates' welfare ministry to monitor low-performing agents

JAMIL MAHMUD

The government is going to identify "outstanding" recruiting agents based on their track record under a new monitoring mechanism -- aiming to efficiently promote human resource export.

As per the mechanism, a committee headed by an additional secretary of the expatriates' welfare ministry will evaluate agents' performance in light of 14 types of activities related to labour migration and its trade.

For example, an agent will be evaluated as an efficient one if he or she can arrange recruitment of 200 workers whose migration costs will be borne by the recruiters.

Likewise, an agent will be recognised as a superior one if 40 percent of workers sent by them in a year are in the "skilled" category.

This way, recruiting agents will be rated or classified in four categories: Grade-A (outstanding), Grade-B (satisfactory), Grade-C (standard), and Grade-D (below standard).

A recruiting agent will be given a grade for two years, according to the draft rules.

The government will promote the classification and indicator against each of the grades among people, especially those who are interested in recruiting agents and overseas employment, says a clause of the draft rules.

Besides, the government will "consider and implement" different incentives including recognition for "safe, quality and responsible" activities on a regular basis, it says.

Ahmed Munirus Saleheen, additional secretary at expatriates' welfare ministry, said the mechanism will help the ministry promote competent agents.

"A person [recruiting agent] facing punishment will obviously not be included in Grade-A," he recently told this newspaper over phone.

Saleheen said the ministry will strengthen monitoring of low-performing recruiting agents and try to find out the underlying reasons to take necessary steps for improvement.

The rules will be formulated in line with the Overseas Employment and Migrants Act-2013, said officials of the ministry.

Govt to grade recruiting

A final draft of the rules has been submitted recently to the law ministry for vetting, said an official of the expatriates' welfare ministry who is involved in the drafting process.

The rules will be published through a gazette notification, according to ministry officials.

The move comes amidst widespread allegation that recruiting agencies resort to malpractices while sending workers abroad.

At present, over 1,200 licensed recruiting agencies are operating in the country, according to expatriates' welfare ministry website.

The ministry has so far suspended licenses of 168 recruiting agents and cancelled licenses of another three for their involvement in labour recruitment-related malpractices, according to the Bureau of Manpower, Employment and Training.

Under the new mechanism, a guilty recruiting agent will be penalised and their status will be revoked while recruiting license can be cancelled based on the "nature of punishment".

As per the draft rules, there will be evaluation on number of migrant workers sent by a recruiting agent, as sending 1,000 workers in a year will be considered "high performance".

Recruiting agents will be evaluated for sending female migrant workers abroad, for sending migrant workers based on demand letters, and for having better financial transection record through banking channel, it says.

Besides, they will be recognised if they pick migrant workers from the government database.

Also, they will be evaluated if they have training centres in operation, for providing service through own website, better educational qualification, trade experience, for office at authorised location with IT facilities, and for branch office outside Dhaka.

The agents will be evaluated on the basis of an aggregated 100 points for 14 types of activities, the draft rules say.

A recruiting agent will earn 20 points for sending 1,000 migrant workers in a year, 10 more points for 40 percent "skilled" workers, and another 5 points for sending 50 female workers, it adds.

According to the draft rules, skilled workers are those individuals who are "capable of doing their job without other's instructions", such as welders, electricians and drivers.

Bangladesh Association of International Recruiting Agencies Secretary General Shameem Ahmed Chowdhury Noman praised the new initiative, saying the law aims to increase competitiveness among recruiting agents.

He, however, said there is concern that those agents who will be graded as low performers may lose trade opportunities under the new initiative.

শোভন কাজ

SUNDAY, JANUARY 12, 2020, PAUSH 28, NEW AGE

Sending workers to Cambodia, Somalia, Sudan not safe: experts

Md Owasim Uddin Bhuyan

BANGLADESH government continues to send workers to Cambodia, Somalia and Sudan but migration experts said that sending workers to such countries is not a proper decision as they would be vulnerable to get trafficked or being forced labourers there.

Traffickers used some African countries as transit to smuggle workers to European countries, they said.

In November, 2019, the first batch of Bangladeshi workers was sent to Cambodia with immigration clearance from the Bureau of Manpower, Employment and Training.

Of the first batch, at least 10 workers were recruited for construction sector and three for garment factory, said officials and recruiting agencies.

Expatriates Welfare and Overseas Employment minister Imran Ahmad had handed over the BMET smart cards among them at a reception at Probashi Kalyan Bhaban and said Cambodia became a new destination for Bangladeshi workers and other countries including Vietnam and Laos were expected to recruit workers from Bangladesh.

For the past three years, about 15 Bangladeshi workers were being sent every month to Somalia, an African country beset with hunger and poverty, with immigration clearance from the BMET and from 1998, according to BMET record, over 11,500 Bangladeshi workers were sent to Sudan.

Dhaka University professor and Refugee and Migratory Movements Research Unit founding chair Tasneem Siddiqui said that the government should investigate into labour migration to Somalia, Sudan and Cambodia before sending them to those countries.

She said that such war-torn and poverty ridden countries were not safe destinations for the Bangladeshi workers.

Migrant right activist and OKUP programme manager A A Mamun (Nasim) told New Age that Cambodia itself is a labour sending country with poor economy and it can never be a good destination for Bangladeshi construction workers.

Huge Cambodian workers were in the queues to find jobs in the neighboring countries, he said.

He could not understand why the workers were sent to Somalia and Sudan, the poorer countries in Africa.

'Sending workers to those countries will not be wise decision for Bangladesh,' he said.

The Daily Star
JANUARY 12, 2020, POUSH 28, 1426 BS

21 died on roads every day

Says Jatri Kalyan Samity report on road crashes last year

VEHICLES INVOLVED IN ACCIDENTS

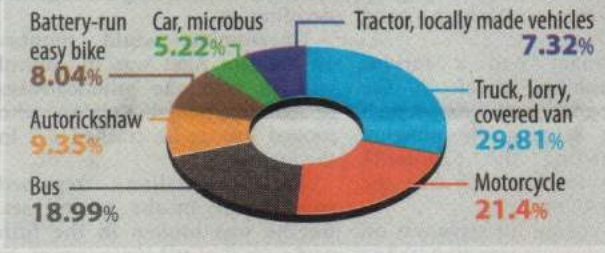

YEAR-WISE ROAD CRASHES AND DEATHS

YEAR	ACCIDENTS	DEATH
2019	5516	7855
2018	5514	7221
2017	4979	7397
2016	4312	6055

SOURCE: BANGLADESH JATRI KALYAN SAMITY

STAFF CORRESPONDENT

At least 7,855 people were killed and 13,330 others injured in 5,516 road crashes across the country last year, according to a platform working for passengers' welfare.

It means more than 21 people lost their lives on roads each day.

Although the number of such accidents remained almost the same from the previous year, the death toll increased by 8.07 percent, the platform -- Jatri Kalyan Samity -- said in its annual report released yesterday.

As many as 5,514 road crashes had claimed 7,221 lives and left 15,466 others injured in the country in 2018, said the Samity, which prepared the report based on data from newspapers and online news portals.

Samity's Secretary General Mozammel Hoque Chowdhury unveiled the report at a press conference at Crime Reporters' Association of Bangladesh auditorium in the capital.

The number of road crashes last year mentioned in the report is, however, significantly higher than the one given by Nirapad Sarak Chai, a platform that pioneered road safety campaign in Bangladesh.

According to Nirapad Sarak Chai, at least 5,227 people were killed while 6,953 injured in 4,702 road accidents across the country in 2019.

Jatri Kalyan Samity's report blamed reckless driving, risky overtaking, fault in road design, unfit vehicles, unskilled drivers, passengers and pedestrians' unawareness, use of mobile phones or headphone while driving vehicles, drunk driving, occupied footpath and poor enforcement of law for the road crashes.

Besides, a total of 469 people died and 706 others were injured in 482 railway-related incidents last year. On waterways, at least 219 died, 282 were injured and 375 went missing in 203 incidents, said the report.

The road crash victims included 989 drivers, 844 transport workers, 809 students, 115 teachers, 216 law enforcers, 36 journalists, 26 physicians, and 153 political activists, the report said.

A total of 7,356 vehicles were involved in the road crashes. Of them, 18.99 percent were buses, 29.81 percent trucks and covered vans, and 21.4 percent were motorcycles.

More than 56 percent of the accidents took place when vehicles ran over the victims while 18.38 involved head-on collisions between vehicles and 18.07 percent involved vehicles falling into roadside ditches.

The platform said the country witnessed a 4.26 percent decline in accidents involving motorcycles, due to strict monitoring of their operation.

Of the crashes, 32.38 percent occurred on national highways, 37.51 percent on regional highways, and 21.3 percent on feeder roads, it said.

According to the report, the highest number of accidents in a single day happened on June 15, when 27 people died and 121 were injured.

The platform, in its report, also gave 12 recommendations to prevent road accidents. They include proper implementation of Road Transport Act-2018, raising awareness on road safety through the media, reclaiming pavements and parts of highway from illegal occupants and providing training to drivers.

বণিকবার্তা রোববার, জানুয়ারি ১২, ২০২০

লিবিয়ায় চলমান যুদ্ধ

বাংলাদেশীদের স্বেচ্ছায় ফিরতে দূতাবাসকে জানানোর আহ্বান

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ■

লিবিয়ায় চলমান যুদ্ধাবস্থায় স্বেচ্ছায় বাংলাদেশীদের ফিরতে আহ্বান জানিয়েছে ত্রিপোলির বাংলাদেশ দূতাবাস। তবে দূতাবাসের আশপাশ এলাকায় যুদ্ধ পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করায় সেখানে এসে সেবা নেয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বাংলাদেশীদের। লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এ নিয়ে এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে দূতাবাস জানায়, চলমান যুদ্ধাবস্থার মধ্যেও লিবিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের কনস্যুলার ও বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেবা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস সব প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দূতাবাসের আশপাশ এলাকার যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করায় সেবাপ্রত্যাশী প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে দূতাবাস উদ্বিগ্ন।

নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে লিবিয়ায় বসবাসরত অভিবাসীদের ডিজিটাল পাসপোর্ট রি-ইস্যু, পাসপোর্ট ডেলিভারি, আউটপাস ইস্যু, দেশে ছুটিতে গমনের প্রত্যয়নপত্র, পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে থানায় জিডির জন্য সার্টিফিকেট, কাগজপত্র সত্যায়নসহ বিভিন্ন কনস্যুলার ও কল্যাণমূলক সেবার জন্য সরাসরি দূতাবাসে আগমন না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা বা প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা ই-মেইল, ফেসবুকে মেসেজ ও মোবাইলে যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এ অবস্থায় ত্রিপোলিসহ লিবিয়ার বিভিন্ন শহরে বসবাসরত প্রবাসীদের নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে এবং যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে দূতাবাসে না গিয়ে উপরোল্লিখিত উপায়ে সব সেবা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে দূতাবাস।

এছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে প্রবাসীদের আশ্বস্ত করে জানানো হয়, লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস সব অভিবাসীর কনস্যুলার ও কল্যাণমূলক সেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনে একটি ব্যাকআপ অফিস থেকে দূতাবাসের কার্যক্রম পরিচালনা করারও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৩ জানুয়ারি ২০২০, ২

শিল্পকারখানার বর্জ্যমিশ্রিত পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলি জমি। গত শনিবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার তালতলা এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

শিল্পকারখানার বর্জ্যে জমির ফসল নষ্ট

প্রতিনিধি, *সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় ফসলি জমিতে জোর করে একটি শিল্পকারখানার বর্জ্যমিশ্রিত পানি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে এলাকার কৃষকদের কয়েক শ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় কৃষকেরা জানান, উপজেলার তালতলা এলাকার মুনলাইট প্লাস্টিক নামের একটি কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যমিশ্রিত পানি কয়েক মাস ধরে সরাসরি কৃষকদের জমিতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এসব বর্জ্যমিশ্রিত পানি ফেলার কারণে স্থানীয় জামপুর ইউনিয়নের বাগবাড়িয়া ও টানপাড়া গ্রামের কৃষকদের কয়েক শ বিঘার বোরো ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বাগবাড়িয়া গ্রামের কৃষক আবদুল আউয়াল অভিযোগ করেন, স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে যোগসাজশ করে বিষাক্ত বর্জ্যমিশ্রিত পানি কৃষকদের জমিতে ফেলছেন।

গত শনিবার সরেজমিন দেখা যায়, কারখানাটির বর্জ্য ফেলার কোনো জায়গা না থাকায় তারা পাইপ দিয়ে সরাসরি বর্জ্যমিশ্রিত পানি কৃষকদের জমিতে ফেলছে। বর্জ্যমিশ্রিত পানির কারণে জমির ফসল পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আবার নতুন জমি বর্জ্যমিশ্রিত পানিতে তলিয়ে গেছে। এতে সদ্য রোপণ করা বোরো ধানের চারা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

কৃষক আমজাদ হোসেন বলেন, কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যের পানিতে তলিয়ে এলাকার কয়েক শ মানুষের প্রায় দুই শ বিঘা বোরো ধানের জমি নষ্ট হয়ে গেছে। আরেক কৃষক মোহাম্মদ আলী বলেন, 'মুনলাইট প্লাস্টিক কোম্পানির সঙ্গে আঁতাত করে ফসলি জমি নষ্ট করে আবাদ বন্ধ করেছে একটি মহল, যাতে অনাবাদি জমি আমরা বাধ্য হয়ে ওই কোম্পানির কাছে বিক্রি করি।'

মুনলাইট প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপক তারেকুর রহমান বলেন, 'আমাদের কারখানার পানিতে যে কৃষকদের জমির ফসল নষ্ট হয়েছে, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রকিবুর রহমান খান জানান, তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পেলে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমকাল
সোমবার | ১৩ জানুয়ারি ২০২০

কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশের জন্য আইন মানার তাগিদ

■ সমকাল প্রতিবেদক

কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা এবং শোভন কাজের বিষয়টি নিশ্চিত করতে আইন ও বিধি যথাযথভাবে অনুসরণের তাগিদ দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব কে এম আলী আজম। কারখানা এবং অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শনে শ্রম আইন ও বিধিমালার সঙ্গে কোনো পরিস্থিতিতেই আপস না করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শ্রম সচিব। গতকাল রোববার রাজধানীর শ্রম ভবনের সম্মেলন কেন্দ্রে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিআইএফইর সব পর্যায়ের দুই শতাধিক কর্মকর্তা বৈঠকে অংশ নেন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন তিক্ত অভিজ্ঞতা, সমস্যা ও এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন কর্মকর্তারা।

শ্রম সচিব বলেন, দেশে এখন তরুণ জনগোষ্ঠীর হার ৪০ শতাংশেরও বেশি। তারুণ্যের এই শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের কাতারে উন্নীত হবে সরকার নির্ধারিত সময়ের আগেই। তবে যুবশক্তি কাজে লাগানোর ক্ষেত্র হিসেবে নিরাপদ কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে ডিআইএফইকে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শিল্প উৎপাদন কোনোভাবে ব্যাহত না হয়। মনে রাখতে হবে, আর কোনো রানা প্লাজা কিংবা তাজরীন ফ্যাশনস কারখানার দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তির ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা নেই দেশের।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিআইএফইর মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়। তিনি বলেন, নিরাপদ কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তায় ডিআইএফইর সব পর্যায়ের পরিদর্শক ও কর্মকর্তাদের আরও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যাতে দায়িত্ব পালনে কোনো রকম দুর্বলতার সুযোগে কর্মপরিবেশে নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে যেতে পারে।

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ১৩, ২০২০

দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় অর্থ পৌঁছায় সবচেয়ে কম

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের অন্যতম দারিদ্র্যপ্রবণ জেলা দিনাজপুর। জেলাটিতে বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের মাথাপিছু অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ৫৩ ডলার। অন্যদিকে তুলনামূলক কম দারিদ্র্যপ্রবণ জেলা নারায়ণগঞ্জে দরিদ্রদের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার ৭৯১ ডলার। দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিশ্বব্যাংকের চলমান প্রকল্পগুলোর অর্থ কাঙ্ক্ষিত সুবিধাভোগীর কাছে কতটুকু পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে, তা মূল্যায়নে জরিপ চালিয়েছে সংস্থাটির একটি দল। স্পেশাল ফেয়ারনেস ইনডেক্স (এসএফআই) নামে পরিচালিত এ জরিপে দেখা গেছে, দারিদ্র্য বিমোচনের অর্থ সবচেয়ে কম পৌঁছাচ্ছে দারিদ্র্যপ্রবণ অঞ্চলে। অন্যদিকে বেশি অর্থ যাচ্ছে তুলনামূলক কম দারিদ্র্যপ্রবণ অঞ্চলে।

সর্বশেষ হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (এইচআইইএস) ২০১৬ অনুযায়ী, উত্তরের জেলা দিনাজপুরে দারিদ্র্যের হার ৬৪ দশমিক ৩ শতাংশ। আর কুড়িগ্রামে এ হার ৭০ দশমিক ৮ শতাংশ। জেলাটির প্রতি ১০০ জন মানুষের মধ্যে প্রায় ৭১ জনের আর্থিক অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে। অথচ জেলাটিতে দরিদ্রদের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ মাথাপিছু ৬০ ডলারের কম। একইভাবে মাগুরায় দারিদ্র্যের হার ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ ও কিশোরগঞ্জে ৫৩ দশমিক ৫ শতাংশ হলেও এ দুটি জেলায় বরাদ্দের পরিমাণও প্রায় একই।

বিশ্বব্যাংকের দরিদ্রপ্রতি বরাদ্দে উপরের দিকে থাকা পাঁচ জেলার একটি নারায়ণগঞ্জ। শিল্পসমৃদ্ধ এ জেলায় দারিদ্র্যের হার মাত্র ২ দশমিক ৬ শতাংশ। যদিও জেলাটিতে বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প বরাদ্দ মাথাপিছু ২ হাজার ৭৯১ ডলার। এ তালিকায় থাকা মাদারীপুরে দারিদ্র্যের হার ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। এ হার মুন্সীগঞ্জে ৩ দশমিক ১, নরসিংদীতে ১০ দশমিক ৫ এবং প্রবাসী অধ্যুষিত ফেনীতে ৮ দশমিক ১ শতাংশ। এ জেলাগুলোয়ও বিশ্বব্যাংকের দরিদ্রপ্রতি বরাদ্দের হার মাথাপিছু ১ হাজার ২০০ ডলারের বেশি।

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রকল্পে

এরপর পৃষ্ঠা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শোভন কাজ

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় অর্থ

১ম পৃষ্ঠার পর

অর্থায়ন করছে বিশ্বব্যাংক। অবকাঠামো ও শিক্ষার মানোন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে বাস্তবায়ন হচ্ছে এসব প্রকল্প। বাংলাদেশে চলমান ৪০টি প্রকল্প নিয়ে এসএফআই নামে এ জরিপ চালিয়েছে বিশ্বব্যাংকের দলটি। এর মধ্যে অবকাঠামো ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য ঋণ ও অনুদান দেয়া হয়েছে ৩৭টি প্রকল্পে। আর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে নিয়ে সরাসরি অর্থায়ন করা হচ্ছে বাকি তিনটি প্রকল্পে। এতে জেলাভিত্তিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে।

অর্থায়নের বিবেচনায় প্রকল্পগুলোর আকারেও ভিন্নতা রয়েছে। এর মধ্যে দেড় কোটি ডলার থেকে শুরু করে ৭৪ দশমিক ৫ কোটি ডলারের প্রকল্প রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৬২ কোটি ডলার, যা দেশের জিডিপির ২ শতাংশ। গত এক দশকে দারিদ্র্য দূরীকরণে ধারাবাহিক উন্নতি হয়েছে। যদিও দেশের প্রতি চারজন মানুষের একজন এখনো দরিদ্র।

জরিপের জন্য বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সব প্রকল্পের টিম লিডারদের কাছ থেকে জেলা পর্যায়ে বরাদ্দের একটি আনুমানিক হিসাব সংগ্রহ করা হয়েছে। দারিদ্র্যের হার, বিদ্যুৎপ্রাপ্তির সুযোগ, মূল পেশা ও শিক্ষার প্রভাবসহ অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রার সর্বশেষ তথ্যের সঙ্গে বরাদ্দের এ তথ্য যুক্ত করা হয়। বিনিয়োগ ও চাহিদার যোগসূত্র খুঁজে দেখতে এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে বিশ্বব্যাংক।

অঞ্চলভিত্তিক ন্যায্যতা যাচাইয়ের সূচকে দেখা গেছে, বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশ দেশের ১০ শতাংশ জেলায় দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে। আর প্রত্যেক দরিদ্রকে দেয়া বরাদ্দের বিবেচনায় যে তিনটি জেলা শীর্ষে রয়েছে সেগুলোর সবাই ঢাকা বিভাগের। নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও মাদারীপুর মাথাপিছু বরাদ্দের বিবেচনায় শীর্ষে।

বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পগুলোর বরাদ্দ দেয়া সব অর্থের সমবণ্টন হলে দরিদ্ররা মাথাপিছু ২৬১ ডলার করে পেত। যদিও মাথাপিছু প্রকৃত বণ্টনের পরিমাণ ৫৩ ডলার থেকে ২ হাজার ৭৯১ ডলার। সবচেয়ে বেশি দরিদ্র থাকা ২০ শতাংশ পেয়েছে মোট বরাদ্দের মাত্র ৫ শতাংশ অর্থ। দুর্যোগ, ত্রাণ ও টেকসই পরিবেশ খাতের প্রকল্পগুলোয় নিচের দিকে থাকা ৮০ শতাংশ জেলা বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ অর্থ।

দারিদ্র্যপ্রবণ জেলায় কম অর্থ পৌঁছানোকে বিশ্বব্যাংকের একধরনের ব্যর্থতা বলে মনে করেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনা। তাই বিশ্বব্যাংকেরও উচিত প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রকল্পে অর্থায়ন করা। পরবর্তী সময়েও অর্থায়ন করা প্রকল্পগুলো পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যেও প্রকল্প রয়েছে বিশ্বব্যাংকের। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যাশিত সুবিধাভোগীদের কাছে বরাদ্দ পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রেও অসমতা রয়েছে। বাংলাদেশের স্কুলগুলো থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ বরাদ্দ পায় মাত্র ২০ শতাংশ অর্থ। এক্ষেত্রে এসএফআই বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে বিশ্বব্যাংক বলছে, ১০টি জেলায় কোনো অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

মূলত এসএফআইয়ের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। বরাদ্দের বৈষম্যের তথ্য এতে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। বরাদ্দের ফলে সুবিধাভোগী ও অসুবিধাভোগী মানুষের সংখ্যাও নিরূপণ করা হয়েছে এসএফআইয়ের মাধ্যমে। এতে ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দের সময়, আগে যেসব জেলা কম বরাদ্দ পেয়েছিল, সেগুলোকে সহজেই শনাক্ত করা যাবে। কোনো প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়েই যদি এসএফআই টুল ব্যবহার করা হয়, বরাদ্দের সমানুপাতিক বণ্টন সম্ভব। প্রকল্প চলাকালেও এসএফআই টুলটি কাঙ্ক্ষিত সুফলভোগীদের মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার
১৩ জানুয়ারি ২০২০। ২৯

'চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা হবে'

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন এমপি বলেছেন, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠিত অধিকার। এটা নিশ্চিত করা হবে। চা শ্রমিকদের মজুরি অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। গতকাল বিকালে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আলীনগর চা বাগান নাটমন্দির প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী যে কোনো অবস্থায় চোরাই পথে বাংলাদেশে চা পাতা আসা বন্ধ করতে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। মাখনলাল কর্মকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ ড. মো. আবদুস শহীদ এমপি, অধ্যাপক মো. রফিকুর রহমান, রণধীর কুমার দেব, এম শাহ আলম, আলেক্সিসিউস চিছাম, আশেকুল হক, নাহিদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রামভজন কৈরী।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৩ জানুয়ারি ২০২০,

নগরবাড়ী নৌবন্দর

শ্রমিকদের দুর্দশা দূর করুন

কলকারখানা তখন গিলে খাচ্ছিল শ্রমিকদের গোটা জীবন। অসহনীয় পরিবেশে প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হতো তাঁদের। ছিল না কোনো ছুটি। তখন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকেরা উপযুক্ত মজুরি আর দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের রুখতে গিয়ে একসময় পুলিশ বাহিনী শ্রমিকদের মিছিলে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এতে নিহত হন ১১ জন নিরস্ত্র শ্রমিক। দিনটি ছিল ১৮৮৬ সালের ১ মে। সেই দিনের পর থেকে বিশ্বজুড়ে শ্রমিকদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

তবে পাবনার বেড়া উপজেলার নগরবাড়ী নৌবন্দরের শ্রমিকদের ওপর প্রথম আলোয় যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তা পড়ে মনে হচ্ছে আমরা সেই ১৩৪ বছর আগের অবস্থায় ফিরে গেছি। শনিবার প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, সপ্তাহের সাত দিনই এই বন্দরের শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হয়। দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে তাঁরা কাজ করেন। কিন্তু সপ্তাহে কেউ এক দিন ছুটি কাটালে তাঁকে আর কাজে নেওয়া হয় না। তাঁরা কয়লার গুঁড়া, রাসায়নিক সার, সিমেন্টসহ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন পণ্য মাথায় করে বহন করলেও এসব বহনের সময় নেওয়া হয় না স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ কোনো ব্যবস্থা। ফলে সহজেই কয়লার গুঁড়া ও সিমেন্টের ধুলা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে পড়ে তাঁদের ফুসফুসে। আবার সার বহনের সময় ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান পুরো শরীরে লেগে যায়। এতে করে যক্ষ্মা ও ক্যানসারের ঝুঁকিতে আছেন তাঁরা। এ ছাড়া জাহাজ থেকে পণ্য নামাতে হয় সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। পা পিছলে পড়ে গিয়ে প্রায়ই শ্রমিকেরা আহত হন।

বাংলাদেশ যখন মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, সে সময় নগরবাড়ী নৌবন্দরের শ্রমিকদের এ ধরনের দুরবস্থার খবর মেনে নেওয়া যায় না। নগরবাড়ী নৌবন্দরটি এখন উত্তরাঞ্চলের প্রধান পণ্য সরবরাহের মাধ্যম। এ নৌবন্দরের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় সার, কয়লা, সিমেন্ট, পাথর সরবরাহ হয়ে থাকে। এসব পণ্য নিয়ে চট্টগ্রাম, মোংলা, নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২টি জাহাজ এ নৌবন্দরে এসে ভেড়ে। এসব পণ্য খালাসের পর তা ট্রাকে তুলে দেওয়ার কাজ করে থাকেন প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক।

যে শ্রমিকেরা দিনরাত পরিশ্রম করে নৌবন্দরটিকে সচল রাখছেন, তাঁরাই যদি স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে থাকেন এবং বঞ্চনার শিকার হন, তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে? বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের। কিন্তু এখানে তা মানা হচ্ছে কই? আমরা নগরবাড়ী নৌবন্দরের শ্রমিকদের এ সংকট নিরসনে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করছি। এখানকার শ্রমিকেরা শোভন কাজের পরিবেশ, সাপ্তাহিক ছুটি পাওয়াসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার
১৪ জানুয়ারি ২০২০। ৩০

ড. ইউনূসকে আদালতে হাজিরের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রম আইনের ১০টি ধারা লঙ্ঘন করা মামলায় গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আদালতে হাজির হতে সমন জারি করেছে শ্রম আদালত। ড. ইউনূস ছাড়াও তাঁর প্রতিষ্ঠানের আরও তিনজনকে আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছে আদেশে। গতকাল ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক রহিবুল ইসলাম তাঁদের বিরুদ্ধে করা ফৌজদারি মামলা আমলে নিয়ে এ সমন জারি করেন। বিচারক ৬ ফেব্রুয়ারি তাদের

ড. ইউনূসকে আদালতে
আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এর আগে ৫ জানুয়ারি শ্রম আইনের ১০টি ধারা লঙ্ঘন করায় ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে মামলা করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) তরিকুল ইসলাম। মামলার বিবাদীরা হলেন গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজনীন সুলতানা, পরিচালক আ. হাই খান ও উপমহাব্যবস্থাপক (জিএম) গৌরী শংকর। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, মামলার বাদী ২০১৯ সালের ১০ অক্টোবর গ্রামীণ কমিউনিকেশনস সরেজমিনে পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন শেষে প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা ১৩৬ দিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি দেখতে পান। এর আগেও গত ৩০ এপ্রিল বাদীকের এক পরিদর্শক প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে ত্রুটিগুলো সংশোধনের নির্দেশ দেন।

শোভন কাজ

The Daily Star
DHAKA TUESDAY JANUARY 14, 2020,

Sustainable 'costing' can empower factory owners

RMG NOTES

MOSTAFIZ UDDIN

WE hear a lot about the concept of sustainability from an environmental and social standpoint. But what about sustainable business? Is the current customer-supplier model sustainable in the long term with respect to the global apparel industry?

I would argue that, certainly with reference to Bangladesh, it is inherently unstable. Before I continue, I want to stress here that this is not an 'anti-brand' article which claims that suppliers are squeezed too hard and unfairly. My view generally on prices paid by brands is that these are dictated by global market forces, and there is a general over-supply in the market at the current time, which is why prices have been driven down.

But while I believe in the power of the market, I also think there are times when the market needs a helping hand in order to operate more effectively and to achieve more socially desirable outcomes.

I am talking here about the issue of wages paid to garment workers and, also, sustainability. Is enough of a margin currently being built into the negotiation process to ensure that garment workers receive a fair wage—or even a minimum wage? And is enough being built in to cover the costs of sustainable production? At the present time there are huge question marks about these issues. I hear stories of factories taking orders at a loss, or orders where everything is trimmed right to the bone.

This is unsustainable and such businesses will struggle to survive in the long term. It also helps nobody—neither factories nor brands.

The problem here is not necessarily that brands are driving too hard a bargain. Rather, it is the nature of the negotiation process which, in many cases, is inherently flawed. At present, brands often calculate the retail value of a product, and then use projected retail figures to determine the FOB/CMT price that the brand seeks to pay.

However, this 'top-down' way of negotiation often fails to take into account the 'true' cost of production, including paying decent wages, investing in safety, sustainability and so on. Conversely, bottom-up costing, a process whereby labour and other input costs are used to determine the FOB/CMT price, is rarely practiced.

The result of this is that, in many cases, FOB prices paid by brands are not sufficient to cover minimum wage benchmarks in production countries.

And yet, it need not be this way. There are a number of costing tools which enable minimum wage and other costs to be factored into the negotiation process. It would be a progressive step, I believe, if more of the industry moved towards this method of determining prices.

One of these tools was developed by the Fair Wear Foundation (FWF). The FWF costing tool tries to create greater transparency and precision in determining the labour component of cost price negotiations. This method uses actual wage data to calculate how much it would cost to cover a certain level of wages (minimum wages or higher). The calculator enables suppliers and buyers to determine the cost of one minute of labour in a factory, taking into account factory-specific variables such as workforce composition, bonuses and insurance and actual overtime hours. Knowing the price of one minute and multiplying that with the number of sewing minutes required to make a garment will provide the actual labour costs for a product concerned. When wages go up, for instance because of a rise in the legal minimum wage, the tool allows one to calculate the effect such an increase has on the manufacturing (CMT or FOB) price of garments.

This same method could also be applied in other areas in order to 'build in' extra costs associated with, for instance, factory safety or sustainability. To offer the example of a new sprinkler system, one would simply take the monthly costs (e.g. the monthly depreciation on a new sprinkler system), divide it by the monthly sewing capacity and multiply this with the number of minutes needed to sew a certain product.

The beauty of this tool is that it gives the factory transparent and verifiable arguments to justify a certain FOB price during negotiations with buyers. It therefore improves a factory owner's bargaining position, providing a compelling—and fair!—reason for brands to pay a certain price.

But brands also benefit as those committed to ensuring that workers producing their garments are paid at least the legal minimum wage now get to see a clear link between wages and prices.

The other benefit of this tool is that it could potentially help us move away from an adversarial approach to price and cost negotiations, building trust on both sides. 'Open book' costing has actually been talked about for many years, but tools such as this take it to another level, providing previously unseen levels of transparency.

Contrary to what many people might think, I believe most brands are reasonable and want to pay prices that ensure their suppliers can treat their workers fairly and pay them a decent wage, as well as cover other issues such as environmental compliance and factory safety.

But they do need clear information to do that, and tools such as this may provide it—ensuring that all parties know exactly where they stand in the negotiation process, and that there can be no hidden agendas.

It's a win-win.

The 'top-down' way of negotiation often fails to take into account the 'true' cost of production, including paying decent wages, investing in safety, sustainability and so on. Conversely, bottom-up costing, a process whereby labour and other input costs are used to determine the FOB/CMT price, is rarely practiced.

Mostafiz Uddin is the Managing Director of Denim Expert Limited. He is also the Founder and CEO of Bangladesh Denim Expo and Bangladesh Apparel Exchange (BAE). He can be reached at mostafiz@denimexpert.com

শোভন কাজ

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৩০ পৌষ
১৪ জানুয়ারি ২০২০

কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন

বাংলাদেশে বর্তমানে রাস্তাঘাটের উন্নয়নের চাইতেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই পূর্বশর্ত; কিন্তু আজকাল সাধারণ মানুষ প্রায়শ বলিয়া থাকেন, রাস্তাঘাট দিয়া আমরা কী করিব? তাহা কি খাওয়া যায়? একসময় মানুষ জনপ্রতিনিধিদের নিকট সড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদিই দাবি করিত। এখন চাওয়া-পাওয়ার বদল হইয়াছে। এখন সবাই নিজের বা ছেলেমেয়েদের জন্য আগে চাকুরী চাহেন; কিন্তু চাকুরী এই দেশে যে সোনার হরিণে পরিণত হইয়াছে তাহা অনেকেরই অজানা নহে। সরকারি-বেসরকারি একেকটি নিয়োগ পরীক্ষায় যখন সামান্য কয়েকটি পদের বিপরীতে হাজার হাজার, এমনকি লক্ষ লক্ষ আবেদনপত্র জমা পড়ে এবং নিয়োগ বাণিজ্যের রেইট বা হার দিন দিন বাড়িতেই থাকে, তখন দেশের বেকার সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করিতে আমাদের বিশেষজ্ঞ হইবার প্রয়োজন পড়ে না।

দেশের তরুণ-তরুণীরা আজ একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সুন্দর ভবিষ্যৎ বলিতে তাহারা সহজ কথায় যাহা বোঝে তাহা হইল একটি মানসম্মত চাকুরী; কিন্তু এই দেশে চাকুরী পাওয়ার পথ সহজ নহে, বরং কণ্টকাকীর্ণ। বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষিত তরুণ সমাজের অনেকেই আজ বেকার। তাহাদের কেহ কেহ হতাশ হইয়া নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। কেহ কেহ অবৈধ পথে উন্নত দেশে পাড়ি দিতে গিয়া ভিটেমাটি বিক্রয় করিয়া সর্বস্বান্ত বা সলিল সমাধির শিকার হয়। উদ্যোক্তা হইবার কথা বলা হইলেও এই পথও ঝুঁকিপূর্ণ। পদে পদে আছে প্রতিবন্ধকতা। বাজেটে তরুণ বেকারদের সকল ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগ (স্মার্টআপ) সৃষ্টির জন্য যে বরাদ্দ রাখা হইয়াছে তাহা মোট বেকারসংখ্যার তুলনায় একেবারে অপ্রতুল। এক জরিপে দেখা গিয়াছে, প্রতি বৎসর নূতন ২২ লক্ষ কর্মক্ষম মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু কাজ পাইতেছে তাহাদের মাত্র ৭ লক্ষ। প্রতি বৎসর এই যে নূতন ১৫ লক্ষ মানুষ বেকার থাকিতেছে, তাহারা যাইবে কোথায়? খোদ সরকারি উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের গবেষণায় দেখা যায়, দেশে মাধ্যমিক হইতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তরুণদের এক-তৃতীয়াংশ (৩৩ দশমিক ৩২ শতাংশ) পুরাপুরি বেকার। বাকিদের মধ্যে ৪৭ দশমিক ৭ শতাংশ সার্বক্ষণিক চাকুরীতে এবং ১৮ দশমিক ১ শতাংশ পার্টটাইম বা খণ্ডকালীন কাজে নিয়োজিত। কয়েক বৎসর আগে যুক্তরাজ্যের ইকোনমিক ইনটেলিজেন্স ইউনিটের এক জরিপে বলা হইয়াছিল যে, বিশ্বে বাংলাদেশেই শিক্ষিত বেকারের হার সর্বোচ্চ। এইসব তথ্য-উপাত্তে আমরা উদ্‌বিগ্ন না হইয়া পারি না।

কর্মক্ষম শক্তির আধিক্য তথা জনমিতির ডিভিডেন্ড বা সুফল কাজে লাগাইতে আমরা ইতিমধ্যেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছি। অতএব, আজ মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে হইলে কর্মসংস্থানকে সকলক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। আমাদের দেশের অনেক কোম্পানি আজ দক্ষ ও উপযুক্ত জনশক্তির জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল। আবার আমাদের যে কর্মশক্তি রপ্তানি হইতেছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদক্ষ বা আধাদক্ষ প্রকৃতির। সুতরাং এই উভয় সংকটের মোকাবিলায় আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি হইতে হইবে বাস্তবমুখী ও কর্মসংস্থান উপযোগী। গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে প্রযুক্তিগত জ্ঞান, কারিগরি দক্ষতা ও ভাষাগত যোগাযোগে উৎকর্ষতা সাধনে অধিক মনোযোগী হইতে হইবে।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১৪, ২০২০

সড়ক পরিবহন আইনের বিধিমালার খসড়া চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করেছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। এরই মধ্যে বিভাগটির পক্ষ থেকে এ খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও বিধিমালা প্রণয়ন কমিটির প্রধান আব্দুল মালেক *বণিক বার্তাকে* এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আইনটি জাতীয় সংসদে পাস হয় গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর। গেজেট প্রকাশ হয় একই বছরের ৮ অক্টোবর। এর ১১ মাস পর গত বছরের ১ নভেম্বর আইনটি কার্যকরের ঘোষণা দেয়া হয়। তবে আইন কার্যকরের জন্য বিধিমালা না থাকায় এর প্রায় দুই সপ্তাহ পর পুরনো আইনের বিধিমালা দিয়ে সীমিত পরিসরে আইনটির প্রয়োগ শুরু করে সরকার।

আইনের বিধিমালা প্রণয়ন কমিটির প্রধান আব্দুল মালেক *বণিক বার্তাকে* বলেন, আমরা বিধিমালার একটা খসড়া চূড়ান্ত করেছি। এরই মধ্যে সেটি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। বিধিমালা চূড়ান্তের কিছু প্রক্রিয়া আছে। এজন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের দরকার হয়। এ কাজগুলো সমন্বয় করবে মন্ত্রণালয়।

তবে বিধিমালার চূড়ান্ত অনুমোদন কবে নাগাদ হতে পারে, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারেননি তিনি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন সড়ক আইনে অনেকগুলো বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মোটরযানের ফিটনেস সনদ গ্রহণের মতো বিষয়টি। পুরনো আইনে নতুন প্রাইভেট কার নিবন্ধনের সময় একসঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য ফিটনেস সনদ নেয়ার বিধান রাখা হতো। বাকি সব মোটরযানকে প্রতি বছরই এ সনদ গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু নতুন সড়ক আইনে মোটরযানের ফিটনেস সনদ নেয়ার বিধান রাখা হলেও তা কত বছর পরপর নিতে হবে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

পুরনো আইনের বিধি অনুযায়ী জেলা ও মহানগর পরিবহন কমিটি তিন বছরের জন্য গণপরিবহন চলাচলের অনুমোদন দিত। নতুন আইনেও এ অনুমোদন কমিটির কাছ থেকে নিতে হবে বলে উল্লেখ করা রয়েছে। তবে তা কত বছরের জন্য প্রযোজ্য, সে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি।

পুরনো আইনের বিধি অনুযায়ী জেলা ও মহানগর পরিবহন কমিটি তিন বছরের জন্য গণপরিবহন চলাচলের অনুমোদন দিত। নতুন আইনেও এ অনুমোদন কমিটির কাছ থেকে নিতে হবে বলে উল্লেখ করা রয়েছে। তবে তা কত বছরের জন্য প্রযোজ্য, সে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি। নতুন আইনে এমন অনেক বিষয়ই অস্পষ্ট। বিধিমালার মাধ্যমে এসব অস্পষ্টতা দূর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে

এমন অনেক বিষয়ই নতুন আইনে স্পষ্ট করা হয়নি। বিধিমালার মাধ্যমে এসব অস্পষ্টতা দূর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান ড. কামরুল আহসান।

নতুন সড়ক আইনের বিধিমালা চূড়ান্ত না হলেও আইনের প্রয়োগ থেমে নেই। নতুন আইনের সঙ্গে পুরনো আইনের বিধিমালা মিলিয়ে আইনটি সীমিত পরিসরে প্রয়োগ করছে বিআরটিএ। গতকালও ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিআরটিএর ছয়টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। এসব আদালত বিভিন্ন অপরাধে ৩৬টি মামলায় সব মিলিয়ে ৭৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন।

এর মধ্যে সাতরাস্তা এলাকায় ১০টি মামলায় ২৪ হাজার টাকা, উত্তরা সার্কেল এলাকায় পাঁচটি মামলায় ২১ হাজার, মতিঝিল এলাকায় চারটি মামলায় ১১ হাজার, বনানী এলাকায় পাঁচটি মামলায় সাড়ে ৭ হাজার, মিরপুরের ইসিবি চত্বর এলাকায় চারটি মামলায় সাড়ে ৬ হাজার ও সায়েন্সল্যাব এলাকায় আটটি মামলায় ৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সমকাল
১৪ জানুয়ারি ২০২০ | ৩০ পৌষ ১৪২৬

শোভন কাজ

বৈদেশিক মুদ্রার পাহাড় ও প্রবাসী শ্রমিকদের উদ্বেগ

শ্রমবাজার | আনু মুহাম্মদ

অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সবসময়ই উপচে পড়া ভিড় থাকে। প্রায় প্রতিটি ফ্লাইট থাকে ভরা, ওঠার লাইন থাকে দীর্ঘ। একটু তাকালেই দেখা যাবে তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের সেসব মানুষ, যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ নিয়ে বিদেশে যাচ্ছেন। অনেকেই প্রথমবারের মতো, চোখেমুখে অনিশ্চয়তা, বাইরে স্বজনের উৎকণ্ঠা আর কান্না, সেই সঙ্গে প্রত্যাশা। তারা বয়সে তরুণ, তাদের জন্য বিমানবন্দরে বহু অবহেলা, হয়রানি থাকে আর সামনে থাকে অনিশ্চয়তার পাহাড়। বিমানেও তাদের জন্য থাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যভরা ব্যবহার। অথচ তারাই বাংলাদেশের বর্তমান জৌলুসের অন্যতম প্রধান জোগানদার।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন শিল্পকারখানায় শ্রমিক হিসেবে যুক্ত, তার চেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে কাজ করছেন। এই সংখ্যা এখন প্রায় এক কোটি। তাদেরই পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ রেমিট্যান্স বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলাদেশে যে এখন জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অনেক উঁচু, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যে নিরাপদ অবস্থানে আছে তার পেছনে অন্যতম অবদান প্রবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ। বর্তমানে এই অর্থের পরিমাণ বছরে প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার, একই সময়ে বিদেশি ঋণ ও বিনিয়োগ সম্মিলিতভাবে যা আসে তার তুলনায় প্রায় ৬ গুণ বেশি। জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসেবে রেমিট্যান্সের অবস্থানগত দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের একটি বাংলাদেশ। প্রবাসী শ্রমিকরা তাদের অবর্ণনীয় কষ্ট-শ্রমে-ঘামে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের অর্থনীতিকে বড় ঝুঁকি থেকে রক্ষা করছেন। আর তারা জীবন দিয়ে যে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছেন, তার একটি অংশ লুম্পেন ধনিক গোষ্ঠী অবাধে বিদেশে পাচার করছে।

প্রথম দিকে বাংলাদেশের শ্রমিকরা মূলত যুক্ত হয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারেই। নব্বই দশকে উত্তর আমেরিকাসহ ইউরোপের দেশগুলোতেও তারা আগের তুলনায় আরও বেশি হারে যেতে শুরু করেন। তবে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপে অদক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি, নার্সসহ বিভিন্ন পেশার মানুষও তুলনামূলকভাবে বেশি গেছেন। প্রবাসীদের আয়ের সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর থেকে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও আসে; তবে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় প্রবাসীদের মধ্যে যারা তুলনামূলক বেশি আয়ের পেশায় জড়িত, তারা দেশে খুব কমই টাকা পাঠান, তাদের অনেকে বরং উল্টো দেশ থেকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রিসহ নানাভাবে অর্জিত অর্থ সেসব দেশে নিয়ে যান। নিয়মিত পাঠান বিভিন্ন দেশে কর্মরত বৈধ ও অবৈধ শ্রমিকরা। বস্তুত রেমিট্যান্স নিয়ে যে কোনো আলোচনায় প্রবাসী শ্রমিকরাই কেন্দ্রে থাকার কারণ। তারাই রেমিট্যান্সের মূল উৎস। সরকারের কাছে এই রেমিট্যান্সের গুরুত্ব থাকলেও এই শ্রেণির মানুষের গুরুত্ব খুবই কম। যারা নিজেদের সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে বিদেশে যাচ্ছেন, তাদের অনেকে এখানে শ্রমিক না হলেও বিদেশে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেই টাকা পাঠান। কিন্তু অনেক সময়ই তারা বিদেশের শ্রমবাজারে গিয়ে ভয়াবহ প্রতারণা ও বঞ্চনার শিকার হন। চুক্তি অনুযায়ী চাকরি পান না, চাকরি পেলে মজুরি পান না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় চরম অনিশ্চয়তায় পতিত হন। আবার কখনও অবৈধভাবে অবস্থানের কারণে নির্দিষ্ট দেশ থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়। এভাবেই সর্বস্বান্ত হন অনেকে। যারা কাজ অব্যাহত রাখেন তারাও নানা অনিয়ম, অত্যাচার, মজুরি কম দেওয়া, বেশি সময় খাটানো, অবর্ণনীয় পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করা, বল প্রয়োগ ইত্যাদির শিকার হন। প্রবাসী শ্রমিকদের অকালমৃত্যু হয়, নিয়মিত লাশ আসে; কিন্তু তার অবর্ণনীয় জীবন অভিজ্ঞতা আমাদের অজানাই থাকে। গত কিছুদিনে সৌদি আরব থেকে নির্যাতিত বহু নারী ফেরত এসেছেন। যারা আসতে পেরেছেন তাদের কাছেই জানা গেছে নির্যাতনের ভয়াবহ সব বর্ণনা। এসব ক্ষেত্রে দেশে সরকারের কিংবা বিদেশে তার প্রতিনিধি দূতাবাসগুলোর কার্যকর কোনো সহায়ক ভূমিকা দেখা যায় না।

অন্যদিকে প্রবাসগমন পারিবারিক-সামাজিক টেনশনও তৈরি করে অনেক ধরনের। একটি পরিবারের কেউ বিদেশে শ্রম বিক্রি করতে যাওয়ার লক্ষ্য থাকে পরিবারের আর্থিক উন্নতি; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তার বদলে জালিয়াতির কবলে পড়ে নিঃস্ব হওয়া, পরিবারে ভাঙন, পরিবারের সদস্যদের অনিশ্চয়তা, অর্থ নিয়ে সংঘাত এমন অনেক ঘটনার কথাই আমরা জানি। দেশের একেবারে চরম দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধিরা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পান না। কেননা বিমানের টিকিট, ভিসা ফি, মেডিকেল ফি, দালালদের কমিশন জোগাড় করা এই শ্রেণির মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এই বাস্তবতায় বিদেশে কর্মের সন্ধানে যান মূলত নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ।

বিদেশ থেকে যারা টাকা পাঠান বা সঞ্চয় নিয়ে ফিরে আসেন, তাদের সেই অর্থ যথাযথ উৎপাদনশীল কাজে কমই ব্যয় হয়। সে কারণে সমাজে তা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে না। প্রকৃতপক্ষে প্রবাসী আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় ভোগ্যপণ্য, জমিজমা ক্রয় ও সামাজিক প্রতিপত্তি প্রদর্শনের কাজে। টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোবাইল, নতুন বিল্ডিং, মসজিদ বা মন্দির, সামাজিক ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অর্থব্যয় হয় অনেক। প্রবাসী আয় অর্থাৎ রেমিট্যান্সের সঙ্গে দেশের রিয়েল এস্টেট খাত, মোবাইলসহ ইলেকট্রনিক্স পণ্যের বাজারে রমরমা ভাবের একটা যোগসূত্র পাওয়া যাবে। উৎপাদনশীল খাতের বিকাশ না ঘটিয়ে ভোগবিস্তার সমাজ ও অর্থনীতিতে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। বাংলাদেশে সেটাই হয়েছে।

প্রবাসী আয়ের একটি অংশ প্রবাস ফেরত অনেকেই যথাযথ অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে চাইলেও অভিজ্ঞতার অভাবে আর সে সঙ্গে সরকারের নির্দেশনা ও সহায়তার যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতিতে প্রতারকদের খপ্পরে পড়েন এবং বিপর্যস্ত হন। এ জাতীয় ঘটনা আবার অন্যদের অনুৎসাহিত করে। অনেকে তাই ঝুঁকি না নিয়ে সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখেন। কেউ কেউ জমি বা অ্যাপার্টমেন্ট কেনার কাজে সেই অর্থ লগ্নি করেন। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য সরকারের কোনো কার্যকর উদ্যোগ এখনও দেখা যায়নি।

দেশের সরকারগুলো আন্তর্জাতিক 'বিদেশি সাহায্য' নির্ভর থাকতে যত আগ্রহী, উৎপাদনশীল বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করতে তত আগ্রহী নয়। 'সাহায্য' দেওয়ার নাম করে বাংলাদেশ, শুধু বাংলাদেশ নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনৈতিক নীতিমালা নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠান। উন্নয়নের নামে তাদের মূল এজেন্ডা থাকে অর্থনীতিতে বহুজাতিক পুঁজির আধিপত্য তৈরি করা। অথচ তথাকথিত সাহায্যের নামে, প্রধানত ঋণ হিসেবে যে অঙ্কের টাকা বাংলাদেশ গ্রহণ করে প্রবাসীদের আয় তার ১০ গুণেরও বেশি। এই বিপুল উৎসের একাংশের যথাযথ ব্যবহার করলেও আন্তর্জাতিক এসব সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার খবরদারি থেকে সহজেই বাংলাদেশের মুক্তি পাওয়া সম্ভব। খাতওয়ারি উদ্যোগের কথা বললে নির্দিষ্টভাবে পাট শিল্প বা জ্বালানি খাতের কথা বলা যায়। শিল্পের উন্নয়নে বা জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে এই রেমিট্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া কিংবা তার বিনিয়োগের রাস্তা তৈরি করে দেওয়া খুবই সম্ভব। আমরা সরকারকে বরং বেশি আগ্রহী দেখি বিদেশি সাহায্যের নামে ঋণ নিতে। এই ঋণ আসে আদমজী পাটকল বন্ধসহ পাট শিল্পের বিনাশ করতে কিংবা গ্যাস বা কয়লাসম্পদ বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার মতো নীতিমালা বা আয়োজন করার জন্য। পাট শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা দরকার বিবিধ কারণে এবং তা করা খুবই সম্ভব। তাতে প্রবাসী আয় কার্যকরভাবে ব্যবহার হতে পারে। এ ছাড়া সর্বজনীন চিকিৎসা, সর্বজনীন শিক্ষা এবং টেকসই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে প্রবাসী আয় খুব কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যায়।

পুঁজির অভাবের অজুহাত দিয়ে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের ওপর দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আরও আয়োজন চলছে। আর জ্বালানি সংকট সমাধানের সহজ পথ করা হয়েছে কল্টকাকীর্ণ। অথচ যথাযথ উন্নয়নের চাহিদার সঙ্গে রেমিট্যান্সের প্রবাহটাকে মেলানো গেলে ক্ষতিকর বিদেশি 'সাহায্য', ধ্বংসাত্মক বিদেশি বিনিয়োগ বা ঋণের জাল থেকে সহজেই দেশকে মুক্ত করা সম্ভব। আর সম্ভব উৎপাদনশীল খাত বিকাশের মধ্য দিয়ে অর্থনীতির যথাযথ বিকাশ। এই বিশাল সম্পদের যথাযথ, সুচিন্তিত, সুষ্ঠু ও উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এই সম্পদ তৈরির পেছনের মানুষদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের মূল দায়িত্ব সরকারেরই, যে ভূমিকা থেকে সরকার এখনও অনেক দূরে। এই কারণেই বর্তমানে যখন প্রবাসী খাতে সংকট দেখা যাচ্ছে তার মোকাবিলারও যথাযথ প্রস্তুতি নেই। কার্যকর উদ্যোগও নেই। নিরাপত্তাহীন শ্রমিকদের জন্য তাই কোনো ভরসা নেই। অপ্রস্তুত অমনোযোগী সরকার ও প্রতিষ্ঠানের সামনে এখন বিপন্ন লাখ লাখ মানুষ।

আন্তর্জাতিক বৈরী পরিবেশও বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশ্বব্যবস্থা এখন মাস্তান ব্যবস্থায় পরিণত করেছে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে একের পর এক সংঘাত সৃষ্টি করে তারা যুদ্ধের ক্ষুধা মেটাচ্ছে; কিন্তু সারাবিশ্বেই তার জন্য ভুগছে মানুষ। তাদের সহযোগী ইসরায়েল, সৌদি আরব ও সিসি নেতৃত্বাধীন মিসর। সর্বশেষ পেশাদার খুনির মতো ট্রাম্পের নির্দেশে ইরানের সেনাবাহিনী প্রধানকে হত্যা করা হয়েছে। এতে পুরো অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত-অস্থিতিশীলতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এসব অস্থিরতায় প্রবাসী শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে বরাবরের উদ্বেগ-অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও নতুন নতুন চাপ যোগ হচ্ছে।

বিশ্বব্যবস্থা এখন মাস্তান ব্যবস্থায় পরিণত করেছে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে একের পর এক সংঘাত সৃষ্টি করে তারা যুদ্ধের ক্ষুধা মেটাচ্ছে; কিন্তু সারাবিশ্বেই তার জন্য ভুগছে মানুষ। তাদের সহযোগী ইসরায়েল, সৌদি আরব ও সিসি নেতৃত্বাধীন মিসর। সর্বশেষ পেশাদার খুনির মতো ট্রাম্পের নির্দেশে ইরানের সেনাবাহিনী প্রধানকে হত্যা করা হয়েছে। এতে পুরো অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত-অস্থিতিশীলতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে

শোভন কাজ

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১৪, ২০২০

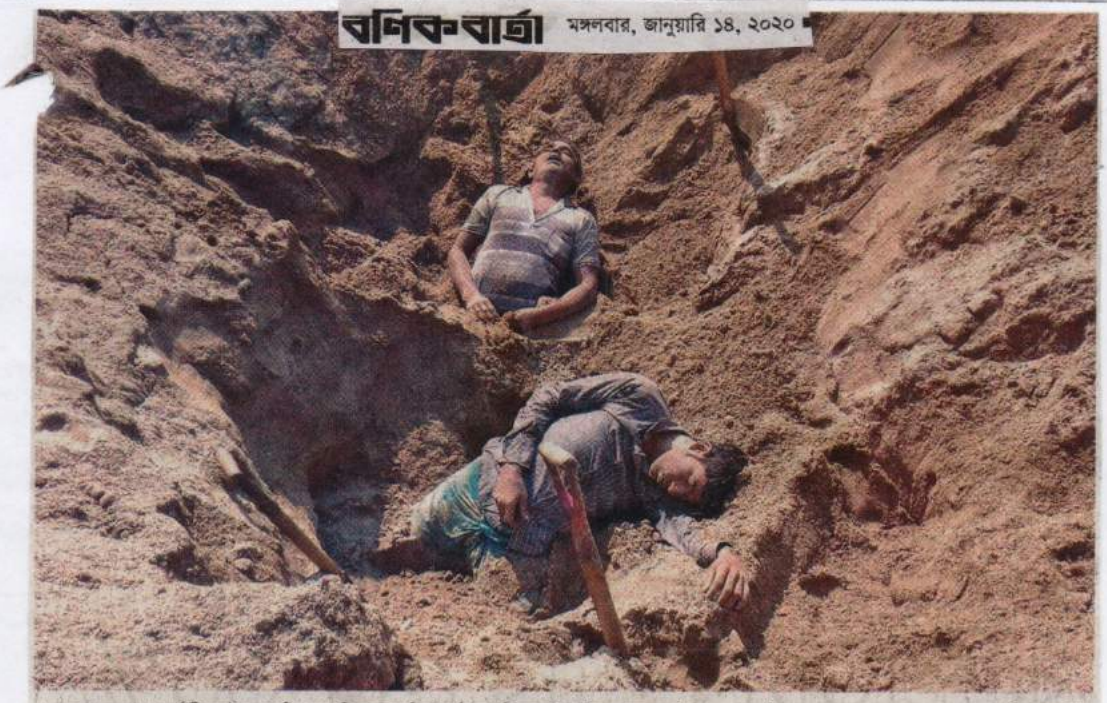

২০১৭ সালের ১৬ মার্চ সিলেটের একটি কোয়ারিতে সংঘটিত দুর্ঘটনায় নিহত দুই শ্রমিক আকরাম মিয়া ও লেচু মিয়া ছবি : সংগৃহীত

সুরক্ষা উপকরণের ব্যবহার নেই

সিলেটে তিন বছরে ৭৪ পাথর শ্রমিকের মৃত্যু

ফয়জুল্লাহ ওয়াসিফ ■

সিলেটে পাথর উত্তোলন, পরিবহন ও ভাঙার কাজে সম্পৃক্ত প্রায় পাঁচ লাখ শ্রমিক। কাজগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হলেও ৯৯ শতাংশ শ্রমিকই কোনো ধরনের সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেন না। এতে একদিকে দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি শ্বাসকষ্টসহ দীর্ঘমেয়াদি নানা স্বাস্থ্য সমস্যায়ও ভুগছেন পাথর শ্রমিকরা। বেসরকারি সংগঠন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) তথ্য বলছে, গত তিন বছরে পাথর উত্তোলনকালে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭৪ শ্রমিক।

সীমান্তবর্তী সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে অনুমোদনহীন অসংখ্য কোয়ারি ও অস্থায়ী পাথর ভাঙা কারখানা। সুরক্ষা উপকরণপ্রাপ্তি ও ব্যবহার নিশ্চিত না করেই শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করছে মালিকপক্ষ। বিশ্রাম ও সুরক্ষা ছাড়াই লম্বা সময় ধরে কাজ করতে হচ্ছে শ্রমিকদের। কারখানা ও কোয়ারিগুলোর অধিকাংশ বেআইনিভাবে গড়ে ওঠায় সমন্বয়ের অভাব থেকেই যাচ্ছে। মূলত মালিকপক্ষের উদাসীনতার কারণেই বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটছে পাথর কোয়ারিগুলোয়।

গত তিন বছরে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে সিলেটের শাহ আরফিন টিলা, উৎমাছড়া, ভোলাগঞ্জ, জাফলং, বিছনাকান্দি, লোভাছড়া ও কানাইঘাটের বাংলাটিলায়।

২০১৭-এর জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত পাথর কোয়ারিগুলোয় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার তথ্য দিয়ে বেলা জানিয়েছে, ২০১৭ সালে সবচেয়ে বেশি পাথর শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটে। ওই বছর পাথর উত্তোলনকালে নিহত হন ৩৩ শ্রমিক। এরপর ২০১৮ সালে ৩২ ও সর্বশেষ ২০১৯ সালে নয়জন শ্রমিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

নিহতদের মধ্যে শাহ আরফিন টিলায় ২৬ ও জাফলংয়ে ২১ জন মারা যান। কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে মারা যান ১২ জন। এছাড়া গোয়াইনঘাটের বিছনাকান্দিতে পাঁচ, কানাইঘাটের বাংলাটিলায় ছয় এবং বাকিরা লোভাছড়া ও উৎমাছড়ার পাথর কোয়ারিতে পাথর তুলতে গিয়ে প্রাণ হারান।

> ২০১৭ সালে সবচেয়ে বেশি পাথর শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটে। ওই বছর পাথর উত্তোলনকালে নিহত হন ৩৩ শ্রমিক। এরপর ২০১৮ সালে ৩২ ও সর্বশেষ ২০১৯ সালে নয়জন শ্রমিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান

বেলার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনকালে টিলা ধসে কিংবা গর্ত খননকালে মাটি ও পাথরচাপায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে বেশি। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ক্লান্তি, প্রশিক্ষণ না থাকা এবং অসাবধানতার কারণে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাগুলোর বেশির ভাগই ঘটেছে দুপুরের পর বেলা ১টা থেকে ৩টার মধ্যে।

বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বেলা সিলেট অঞ্চলের সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাহ শাহেদা। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, পরিবেশের বিষয়টির পাশাপাশি আমরা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়েও বেশ চিন্তিত। পরিবেশ বাঁচিয়ে রেখে সামগ্রিকভাবে কীভাবে এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসে গেছে।

সিলেটের পাথর শিল্পের ওপর গবেষণা করেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো. মহসিন আজিজ খান ও প্রভাষক সাইফুল ইসলাম। তাদের গবেষণার ফলাফল বলছে, পাথর শিল্পের (বিশেষত পাথর ভাঙা) সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের মধ্যে সুরক্ষা উপকরণের ব্যবহার একেবারে নেই। ৯৯ শতাংশ শ্রমিক কোনো ধরনের সুরক্ষা উপকরণ ছাড়াই বছরের পর বছর কাজ করছেন। সুরক্ষা ছাড়া কাজ করতে গিয়ে ৫৭ শতাংশ শ্রমিক বড় ধরনের আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। ৯২ শতাংশ শ্রমিক সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে চাইলেও কারখানাগুলোয় ৮৫ শতাংশ সুরক্ষা উপকরণই পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ৯৭ শতাংশ শ্রমিক সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহারসংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ পান না। ৯৪ শতাংশ কারখানায় ন্যূনতম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

সিলেটের পাথর শিল্প ও শ্রমিকদের জীবন নিয়ে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সিলেটে তিন বছরে ৭৪ পাথর

১ম পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়ে অধ্যাপক ড. মো. মহসিন আজিজ খান *বণিক বার্তাকে* বলেন, সামগ্রিকভাবে এ খাতে জড়িত সব শ্রমিক প্রায় শতভাগ অরক্ষিত অবস্থায় কাজ করছেন। গবেষণা করতে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে মনে হলো, দেখার তেমন কেউ নেই। এখানে শ্রমিকদের জীবন অনেকটাই মূল্যহীন। সুরক্ষার উপকরণ ব্যবহার না করায় শ্রমিকদের মধ্যে আহত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি।

ভারী কাজ করালেও মালিকপক্ষ তাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন উল্লেখ করে তিনি বলেন, শ্রমিকরা ব্যাক পেইন, শ্বাসকষ্ট ও সিলোকোসিসের মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়া শ্রমিকদের বয়স ৩০-এর গণ্ডি না পেরোতেই স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে—গবেষণায় এমনটি উঠে এসেছে। এ ব্যাপারে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এদিকে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে বোমা মেশিন ধ্বংস করে বেআইনিভাবে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের কথা বলছে সিলেট জেলা প্রশাসন। পাথর শ্রমিকদের জীবন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় মাঝেমধ্যে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়—এমন দাবি করে জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম বলেন, যারা এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, আমরা তাদের এ ব্যাপারে তাগিদ দিয়ে থাকি। এছাড়া পাথর ভাঙা কারখানাগুলো নিয়ে গোয়াইনঘাটে আলাদা একটি অঞ্চল করার পরিকল্পনা পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছে।

সমকাল
বুধবার | ১৫ জানুয়ারি ২০২০

পোশাক কারখানায় হামলা ১৮ লাখ টাকা লুট

গাজীপুর

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে আয়েশা অ্যান্ড গালিয়া ফ্যাশন নামে একটি পোশাক কারখানার পাঁচ শতাধিক শ্রমিক সংঘবদ্ধ একটি সন্ত্রাসী বাহিনীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। তাদের বিরামহীন মারধর, ছিনতাই, কারখানায় ভাঙচুর, লুটপাট ও নানা হুমকির মুখে আতঙ্কে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ওই শ্রমিকরা। সোমবার সন্ধ্যায় প্রকাশ্যে গাজীপুর মহানগরের গাছার দৌলতপুর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ওই কারখানায় হামলা চালিয়ে ১৮ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী রেজাউল করিম, আলম ও জমির আলীর নেতৃত্বে ৩০-৪০ জনের সন্ত্রাসী বাহিনী। এ সময় কারখানার ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বিল্লাল হোসেন, নাঈমুর রহমান রানা ও মহরম আলী নামের তিন কর্মকর্তাসহ ১৩ শ্রমিককে বেদম পেটায় সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় সোমবার রাতেই রেজাউল করিমকে প্রধান আসামি করে ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে গাছা থানায় মামলা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। এ মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় আরও ২৪-২৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।

কারখানার শ্রমিক ও মালিকপক্ষ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে আয়েশা অ্যান্ড গালিয়া ফ্যাশন কারখানার শ্রমিকদের নানাভাবে অত্যাচার করে আসছে সন্ত্রাসীরা। রাস্তার মধ্যে প্রকাশ্যেই শ্রমিকদের আটকে মোবাইল ও টাকা-পয়সা নিয়ে যায় তারা। মারধরের ঘটনা ঘটছে প্রতিদিনই। বিশেষ করে শ্রমিকরা বেতন পাওয়ার দিনই ওই সন্ত্রাসীরা রাস্তায় নেমে আসে। দেশীয় নানারকম অস্ত্র হাতে নিয়ে তারা মহড়া দেয়। বেতন নিয়ে কারখানা থেকে বের হওয়ার পরই শ্রমিকদের জিম্মি করে সন্ত্রাসীরা সবকিছু লুটে নেয়।

কারখানার পাঁচ শতাধিক শ্রমিককে সোমবার গত মাসের বেতন পরিশোধ করে কর্তৃপক্ষ। এ খবর পেয়ে সন্ত্রাসীরা আগে থেকেই কারখানার সামনে দা, লাঠি, হকিস্টিক নিয়ে অবস্থান নেয়। বেতন নিয়ে শ্রমিকরা বের হওয়ার পরপরই তাদের ওপর হামলা চালায় তারা। একপর্যায়ে কারখানার ভেতরে ঢুকে সন্ত্রাসীরা তাণ্ডব চালাতে থাকে। কারখানার পরিচালক মিজানুর রহমান জানান, তারা অফিস কক্ষে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর ও তিন কর্মকর্তাকে মারধর করে ফেলা রাখার পর আলমারি ভেঙে ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা লুটে নেয়। গাছা থানার ওসি ইসমাইল হোসেন বলেন, এ ঘটনায় রাতেই কারখানা কর্তৃপক্ষ মামলা করেছে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১ মাঘ ১৪২৬
Dhaka : Wednesday 15 January 2020

ফলোআপ : রূপগঞ্জ

স্কুলছাত্রীর ধর্ষকরা আগে আরও দুই পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণ করে

প্রতিনিধি, রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনার আগে আরও দু'জন গার্মেন্ট শ্রমিক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। আর ওই ধর্ষণ মামলার আসামিরাও হলো বহিষ্কৃত তারাব পৌরসভা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি আবু সুফিয়ান সিন্ডিকেটের সদস্য। ছাত্রলীগের এ সিন্ডিকেটটি এখন এলাকায় মূর্তিমান আতঙ্ক।

থানা সূত্র জানায়, গত ২০১৯ সালের ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে রূপসী নিউ মডেল স্কুল মাঠে মেলার আয়োজন করা হয়। ওই মেলায় বেড়াতে এসে বরপা বাগানবাড়ির বাসায় ফেরার পথে মৈকুলী এলাকার অ্যারেস্টা ফ্যাশন কেয়ার গার্মেন্টসের দুই শ্রমিককে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যায় উপজেলার রূপসী প্রধানবাড়ী এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে আকাশ (১৯), ইমান আলীর ছেলে ইসমাইল প্রধান (২৩), জামালপুর জেলার মেলান্দহ থানার টুপকারচর এলাকার ওয়াজেদ আলীর ছেলে আনিছুর রহমান (২৫) ও লাইছউদ্দিনের ছেলে হাবুসহ (২৭) বেশ কয়েকজন। এরা সবাই বহিষ্কৃত তারাব পৌরসভা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি আবু সুফিয়ান সিন্ডিকেটের সদস্য বলে জানিয়েছে এলাকাবাসী। পরে রূপসী প্রধানবাড়ি বালুর মাঠে নিয়ে ওই দুই গার্মেন্টস কর্মীর মধ্যে একজনকে গণধর্ষণ করে, আরেকজন দৌড়ে মসজিদের ছাদে আশ্রয় নেয়। এ ঘটনায় ধর্ষিতা বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৪৯)। ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আকাশ, ইসমাইল প্রধান ও আনিছুর রহমানকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠালেও অভিযুক্ত হাবুসহ অন্যরা এখনও পলাতক রয়েছে।

এ ঘটনার পর গত ৯ জানুয়ারি আবু সুফিয়ান, তৌসিফ, আফজাল ও তানভীরসহ আরও বেশ কয়েকজন গন্ধর্বপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণী পড়ুয়া ছাত্রীকে জোরপূর্বক মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে দুই দিন আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় ১২ জানুয়ারি (রোববার) আবু সুফিয়ানসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে তৌফিক ও আফজাল নামের দুই জন ওই দিনই নারায়ণগঞ্জ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় এবং আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ধর্ষণের ঘটনায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী ফুঁসে উঠেছে। বিক্ষোভ, মানববন্ধন, সড়ক অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচি করেছেন তারা। প্রতিবাদীরা ধর্ষকদের উপযুক্ত বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, ছাত্রলীগের এ ধরনের কেলেঙ্কারি কেন্দ্র করে উপজেলা পৌরসভা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আবু সুফিয়ান সিন্ডিকেটটি ফেনসিডিল, ইয়াবা, মদ, বিয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এছাড়া ছিনতাই ডাকাতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তারা। আর এদের শেল্টার দিচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা। ওই নেতারাই এখন এজাহারনামীয় আসামির বাইরে যারা জড়িত রয়েছে তাদের বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সিন্ডিকেটটি রূপগঞ্জ, সোনারগাঁ, আড়াইহাজার, ডেমরাসহ বিভিন্ন এলাকায় মাদকের আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছে। রূপগঞ্জ থানার ওসি মাহমুদুল হাসান বলেন, ইতোমধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রিমান্ডে দুই জনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদেরও গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে।

ছাত্রলীগ কমিটির সভাপতি ফয়সাল আলম শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ফরিদ মাসুম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত তারাব পৌরসভা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আবু সুফিয়ানকে বহিষ্কার করা হয়। দুটি ঘটনাই এজাহারনামীয় আসামির বাইরে যারা রয়েছেন তাদের বাঁচাতে এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল উঠেপড়ে লেগেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তারাব

শোভন কাজ

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে গুরুত্বারোপ চামড়া প্লাস্টিক ও প্রকৌশল পণ্যে

আইএফসির সমীক্ষা প্রতিবেদন

গোলপাতা এবং ইট রপ্তানিকারকরা উচ্চ হারে নগদ সহায়তা পাচ্ছে, যা সুন্দরবন ও কৃষি জমি ধ্বংস করছে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন ধারায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বৈচিত্র্যময় রপ্তানির। এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে বেশকিছু কৌশলপত্র প্রণয়নসহ অনেকসংখ্যক সম্ভাবনাময় খাত নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের অঙ্গ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন বাংলাদেশের রপ্তানি বৈচিত্র্য নিয়ে একটি সমীক্ষা করে রপ্তানি খাতে বৈচিত্র্য আনতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক এবং প্রকৌশল দ্রব্য এ তিনটি খাতকে শনাক্ত করেছে। এছাড়া স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশও করা হয়েছে। গত সোমবার সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানা গেছে।

গুলশানের একটি হোটেলে 'বিল্ডিং কম্পিটিটিভ সেক্টরস ফর এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন : অপারচুনিটিজ অ্যান্ড পলিসি প্রায়োরিটিজ ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। আইএফসির সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশনা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিআরআই নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর, আইএফসির কান্ট্রি ম্যানেজার উইন্ডি ওয়ার্নার। প্রকাশিত প্রতিবেদনটির ওপর উপস্থাপনা পেশ করেন আইএফসির সিনিয়র ইকোনমিস্ট ড. এম মাশরুর রিয়াজ, প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালিস্ট হোসনা ফেরদৌস সুমি।

অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচনায় ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ওবায়দুল আজম, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য সংশ্লিষ্ট মালিক সংগঠন এলএফএমইএবির সভাপতি সায়ফুল ইসলাম। প্লাস্টিক খাতের শিল্প মালিক সংগঠন বিপিজিএমইএ সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, পিআরআইর গবেষণা পরিচালক ড.. আব্দুর রাজ্জাক। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ডিএফআইডির সিনিয়র প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজর মহেশ মিশরা এবং পিআইআই চেয়ারম্যান ড. জায়েদা সাত্তার।

প্রতিবেদনের সারাংশে বলা হয়েছে, তিনটি খাতকে শনাক্ত করা হয়েছে আরো গভীর বিশেষণের জন্য। সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এগুলো নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও খাত সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। প্রতিবেদনে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক এবং প্রকৌশল দ্রব্য—এই তিন খাতের সক্ষমতা ও বিকাশের অন্তরায়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ড. মসিউর রহমান বলেন, সরকার রপ্তানি বৈচিত্র্যে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং আমি আশাবাদী যে এই প্রতিবেদনটি রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধি অর্জনে নীতিনির্ধারণে সরকারকে সহযোগিতা দেবে। দুইটি পণ্যের নগদ প্রণোদনা পর্যালোচনা করা হবে বলে মত প্রকাশ করে তিনি বলেন, গোলপাতা এবং ইট রপ্তানিকারকরা উচ্চ হারে নগদ সহায়তা পাচ্ছে, যা সুন্দরবন ও কৃষি জমি ধ্বংস করছে।

প্রতিবেদনে রপ্তানিতে বৈচিত্র্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিনটি খাত শনাক্তের পাশাপাশি এ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদে কর্মপরিকল্পনা সুপারিশ করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি বা ছয় থেকে বারো মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার মধ্যে আছে সম্ভাবনাময় সর্বোচ্চ পাঁচটি খাত শনাক্ত করা, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের কার্যকারিতা যাচাই সাপেক্ষে অর্থায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, কাঁচামাল ও প্রযুক্তির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ও কর ব্যবস্থা সহজীকরণ। মধ্যমেয়াদি বা এক থেকে দুই বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনার মধ্যে আছে কমপায়েন্স নিশ্চিত করা ও অর্থায়ন ব্যবস্থা। দীর্ঘ বা দুই থেকে তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনার মধ্যে আছে ট্রেড লজিস্টিকস উন্নয়ন, কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারসহ অন্যান্য কমপায়েন্স নিশ্চিত করা।

NEW AGE
WEDNESDAY, JANUARY 15, 2020,

BGMEA identifies 51 products for export diversification

Staff Correspondent

THE Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association has identified 51 readymade garment products for export diversification within the sector, saying that the items have potential for an export boost.

According to the sources, the trade body would focus on 31 products for five years and on the rest 20 products for 10 years to increase export of the products significantly.

The apparel trade body has recently prepared the list of the products.

It said entrepreneurs could focus on the items for value addition and diversification within the sector in next five and 10 years.

The products include cotton made babies' garments, women's or girls' briefs and panties, men's or boys' underpants, and trousers, women's or girls' blouses, shirt, brassires, t-shirts, singlets, men's or boys' anoraks, women's or girls' jackets and blazers of synthetic, men's or boys' overcoats, of man-made fibres and full-length or knee-length stockings, socks and other hosiery.

According to a BGMEA research, there is huge demand for the items on the global market where Bangladesh has less portion of share.

The products on the list have annual export earning worth less than $500 million.

The BGMEA expects that the boosting of the products might help the sector reduce dependency on a few products.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

The association also identified 10 potential items for the US and two items for the European Union markets where Bangladesh could enhance its effort to boost export.

The 31 items that require entrepreneurs' attention for five years for export growth are either made of cotton where Bangladesh has strength, or non-cotton items having similar features of the traditional items, said the BGMEA report.

It said that the products were relatively less complicated to manufacture, so the cost of diversification would be less.

The global market size of the 31 products is $132 billion and Bangladesh earned $7.16 billion by exporting the items in 2018.

The global market size of the rest 20 items that require entrepreneurs' attention for 10 years for export growth is $54 billion and Bangladesh earned only $1.2 billion by exporting the items in 2018, according to the BGMEA.

BGMEA president Rubana Huq said that value addition and product divarication were a must to remain competitive on the global market as the prices of traditional products were decreasing gradually.

According to the BGMEA data, about 73 per cent of the country's total $34.13 billion RMG export earnings in the last fiscal year came from five items.

The products are t-shirt, sweater, trouser, jacket and shirt.

Rubana said that the product concentration signified lack of capacity of Bangladesh in value addition.

She said that Bangladesh lost 1.61 per cent unit value of RMG products on the global market in last four years.

The BGMEA in its report sought cooperation and support from the government to conduct study on product diversification to identify potential products depending on their nature of complexity and industry's readiness to expand in those categories, and progression towards upmarket.

Considering the changing global fashion scenario, Rubana demanded a strong support from the government for the future expansion in the area of non-cotton, women/girls' clothing and outerwear/athleisure.

'It is important for Bangladesh to consider more investments in primary textiles, especially in woven and non-cotton sectors as preferential regime by the EU for the middle-income countries require "double transformation" process as per its GSP rules of origin,' she said.

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২০

পোশাক খাত

১৩২ বিলিয়ন ডলারের বাজার ধরতে ৩১ পণ্য চিহ্নিত

বদরুল আলম ■

আন্তর্জাতিক বাজারে ৪০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পণ্য রফতানি করেন বাংলাদেশের রফতানিকারকরা। যার ৮৪ শতাংশই পোশাক পণ্য। আবার মোট পোশাক রফতানির ৭৩ শতাংশই পাঁচটি পণ্যে সীমাবদ্ধ। পণ্য রফতানির এ কেন্দ্রীভবন দূর করতে সরকারের পাশাপাশি উদ্যোগী হয়েছে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি রফতানি খাতগুলোও। এ ধারাবাহিকতায় পোশাক পণ্যের রফতানিতে বৈচিত্র্য আনতে ৩১টি পণ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। পণ্যগুলোর বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারের আকার ১৩২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

পোশাক শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট সংগঠন বিজিএমইএ সম্প্রতি পোশাক পণ্যের মধ্যে বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে মনোনিবেশ করেছে। যার ধারাবাহিকতায় 'ইম্পর্ট্যান্স অব প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন' শীর্ষক গবেষণা দাঁড় করিয়েছে সংগঠনটি। গবেষণার পর ৩১টি পণ্য ঘিরে পাঁচ বছর মেয়াদি অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে কটনভিত্তিক ১৭টি ও নন-কটনভিত্তিক ১৪টি পণ্য। বিজিএমইএ চিহ্নিত ৩১ পণ্যের বর্তমান আন্তর্জাতিক আমদানি বাজার ১৩ হাজার ২২১ কোটি ২৭ লাখ ৫০ হাজার ডলারের। যার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আমদানি হয় মাত্র ৭১৬ কোটি ৪২ লাখ ৮০ হাজার ডলারের। এ হিসাবে ৩১ পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অংশ মাত্র ৫ দশমিক ৪২ শতাংশ। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, টি-শার্ট, ট্রাউজার, জ্যাকেট, সোয়েটার ও শার্টস—পোশাক রফতানি আয়ের ৭৩ শতাংশই আসে এ পাঁচ পণ্য থেকে। অতি কেন্দ্রীভবন আছে পোশাক পণ্যের কাঁচামালেও। ৭৪ দশমিক ১৪ শতাংশ পণ্যই কটনভিত্তিক। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান সক্ষমতা ব্যবহার করে ৩১ পণ্যের দিকে মনোনিবেশ করে কেন্দ্রীভবন কাটানো সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। চিহ্নিত এ পণ্যগুলো তৈরিতে কারখানাগুলোর বিনিয়োগ বৃদ্ধিও সম্ভব হবে।

বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলেন, পণ্য ও বাজার দুই ক্ষেত্রে কনসেন্ট্রেশন রয়েছে। গবেষণা বলছে, কারখানাগুলোর বিদ্যমান সক্ষমতা ব্যবহার করেই পণ্যের কনসেন্ট্রেশন দূর করা সম্ভব। এ কাজটি সহজ করতেই ৩১টি পণ্য অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা হয়েছে আগামী পাঁচ বছরের জন্য। এছাড়া আগামী ১০ বছরের জন্য অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে ২০টি পণ্য। বিজিএমইএর তথ্যমতে, বাংলাদেশ থেকে ১২৩ কোটি ডলারের রফতানি হয় ১০ বছরের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকা ২০ পণ্য। যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যগুলোর বর্তমান আমদানির পরিমাণ ৫ হাজার ৩৬৩ কোটি ৯০ লাখ ডলারের। এ হিসাবে ১০ বছরের জন্য চিহ্নিত ২০ পণ্যের বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অংশ মাত্র ২ দশমিক ৩ শতাংশ।

পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে পণ্যের ধরন আছে সহস্রাধিক। সেখানে স্বল্প মূল্যের টি-শার্ট যেমন আছে, তেমনি রয়েছে উচ্চমূল্যের ওভার কোট, ডেনিম জ্যাকেট ও স্যুট। প্রায় ১ লাখ কোটি ডলারের এ বাজারের মাত্র ৫-৬ শতাংশ পোশাক রফতানি করে বাংলাদেশ। এটিও আবার গুটিকয়েক পণ্যনির্ভর। এক দশক ধরে দেশের প্রধান রফতানি পণ্য টি-শার্ট। পোশাক খাতে বাংলাদেশের রফতানি আয়ের অর্ধেকই আসে টি-শার্ট ও ট্রাউজার থেকে।

গত চার দশকে এ শিল্পটি ধীরে ধীরে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ চালিকাশক্তির ভিত মূলত পাঁচ-ছয়টি পণ্য। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও পোশাক শিল্পসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে সাধারণত দুই ক্যাটাগরিতে পোশাক রফতানি হয়। একটি হলো নিট, অন্যটি ওভেন। এ দুই ক্যাটাগরিতে মূলত পাঁচ ধরনের পণ্য রফতানি হয়। এগুলো হলো টি-শার্ট, ট্রাউজার, শার্ট, জ্যাকেট ও সোয়েটার। তৈরি পোশাক খাতে মোট রফতানির ৮০ শতাংশের বেশি দখল করে রেখেছে এ পাঁচ পণ্য।

সংশ্লিষ্টদের মতে, বাংলাদেশের রফতানি খাতে বহুমুখিতার ঘাটতি অনেক দিন ধরেই। এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। তবে রাতারাতি তা সম্ভব নয়। কারণ পোশাকের বৈশ্বিক বাজার বিবেচনা করলে মৌলিক পণ্যের চাহিদা সবসময়ই আছে এবং থাকবে। অর্থনৈতিক মন্দায়ও এ ধরনের পণ্যের চাহিদা কমে না।

বণিকবার্তা বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২০

পোশাক খাতের চার প্রদর্শনী কাল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সুতা ও কাপড়, সরঞ্জাম এবং প্রিন্টিং ও মোড়ক পণ্যের যন্ত্র ও সেবার চারটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আজ বুধবার ঢাকায় শুরু হচ্ছে। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) চার দিনব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

প্রদর্শনীগুলো হচ্ছে ১৯তম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী গার্মেন্টেক বাংলাদেশ ২০২০; ১১তম ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক সোর্সিং ফেয়ার; ১১তম গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং এক্সপজিশন (গ্যাপেক্সপো)-২০২০ এবং প্যাকটেক বাংলাদেশ ২০২০। জাকারিয়া ট্রেড অ্যান্ড ফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, আসক ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) সম্মিলিতভাবে প্রদর্শনীগুলো আয়োজন করছে।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারের একটি হোটেলে গত সোমবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান জাকারিয়া ট্রেড অ্যান্ড ফেয়ার ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী টিপু সুলতান ভূঁইয়া। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিজিএপিএমইএ সভাপতি আবদুল কাদের খান, সাবেক সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আইসিসিবির দশটি হলে চারটি প্রদর্শনী হবে। এতে বাংলাদেশ, চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেনসহ ২৪টি দেশের সাড়ে চার শ প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২০,

১০ বছরে কাঁচা পাট রফতানি অর্ধেক কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

গত ১০ বছরে কাঁচা পাট রফতানি অর্ধেকের বেশি কমেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১৭ লাখ ৫০ হাজার বেল কাঁচা পাট রফতানি করা হয়। পক্ষান্তরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রফতানির পরিমাণ ৮ লাখ ২৫ হাজার বেল। অর্থাৎ গত ১০ বছরে রফতানির পরিমাণ ৯ লাখ ২৫ হাজার বেল কমেছে। ফেনীর সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর প্রশ্নের উত্তরে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীর অনুপস্থিতিতে গতকাল বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এ কথা জানান।

নোয়াখালীর আরেক সংসদ সদস্য মোরশেদ আলমের প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের (বিজেএমসি) নিয়ন্ত্রিত পাটকলগুলোর ৬৭৫ কোটি টাকার পাটপণ্য অবিক্রীত রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত পাট ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পাটের মূল্য বাবদ বিজেএমসির কাছে গত চার বছরে মোট পাওনার পরিমাণ ৪১৬ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। অর্থের সংস্থানসাপেক্ষে বিজেএমসি কর্তৃক পাটের বকেয়া পাওনা পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করা হবে।

তিনি বলেন, পাট ক্রয়ের মূল্য বাবদ অর্থ বিজেএমসি পাটপণ্য বিক্রির মাধ্যমে ও বিভিন্ন সময় সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থ থেকে পরিশোধ করে। বিগত কয়েক বছর পাটপণ্যের চাহিদা কম থাকায় বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলগুলোতে উৎপাদিত প্রায় ৬৭৫ কোটি টাকার পণ্য অবিক্রীত রয়েছে। মিলগুলো আর্থিক সংকটে থাকায় পাট ক্রয় বাবদ অপরিশোধিত দেনার পরিমাণ বেড়েছে। তিনি আরো বলেন, চলতি অর্থবছরের শুরুতে সময়মতো পাট ক্রয়ের লক্ষ্যে আবর্তক তহবিল হিসেবে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অর্থের সংস্থানসাপেক্ষে বিজেএমসি কর্তৃক পাটের বকেয়া পাওনা পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করা হবে।

সরকারি দলের সংসদ সদস্য দিদারুল আলমের প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের বস্ত্র শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে তিন এলাকায় (চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল মিল, গোদনাইল ও নারায়ণগঞ্জ) টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনসাপেক্ষে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিটিএমসির নিজস্ব ২২টি প্লটের মধ্যে ১০টি বাংলাদেশ পুলিশের কাছে বিক্রি করা হয়েছে।

সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন খানের আরেক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনে, আলু, আটা, ময়দা, তুস-খুদ-কুঁড়া, পোলট্রি ফিডে প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে পাটের তৈরি ব্যাগের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার, ২ মাঘ ১৪২৬
১৬ জানুয়ারি ২০২০
দৈনিক ইত্তেফাক

'ছয় মাসে বন্ধ হয়েছে ৬৯ গার্মেন্টস কারখানা'

এই সংকট সাময়িক : বাণিজ্যমন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের গার্মেন্টস খাত বর্তমানে সংকটের মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছেন এ খাতের ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রপ্তানি কমে গেছে পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ। এ খাতের নানামুখী চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে তিনি বলেন, গত ছয় মাসে ৬৯টি গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। একই সময়ে নতুন করে ৫৩টি কারখানা চালু হয়েছে বলেও জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা অনেকে না বুঝে এ ব্যবসায় চলে এসেছি বা আসছি।

অবশ্য গার্মেন্টস খাতের এ সংকট দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, যিনি নিজেও একজন গার্মেন্টস উদ্যোক্তা। তিনি বলেন, আমাদের টিকে থাকতে হবে। এই টিকে থাকার জন্য সরকার সহযোগিতা করে যাচ্ছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর কুড়িলে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) গার্মেন্টসের এক্সেসরিজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল ও প্রযুক্তির প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফেকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এবং এএসকে ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে ঐ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিজিএমইএ সভাপতি গার্মেন্টস এবং এ খাতের এক্সেসরিজ খাতকে অভিন্ন হিসেবে দেখার ওপর জোর দেন। বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, গার্মেন্টস খাত না থাকলেও এক্সেসরিজও থাকবে না।

বিজিএপিএমইএ সভাপতি আব্দুল কাদের খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের প্রতিনিধিরা তাদের মতামত তুলে ধরেন। আব্দুল কাদের খান এ খাতের বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে পোশাক খাত সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দেন। এছাড়া মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা দূরীকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজনে ডলারপ্রতি অতিরিক্ত পাঁচ টাকা বিনিময় হার নির্ধারণের দাবি জানান তিনি।

এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী পূর্বাচলে স্থায়ী বাণিজ্য মেলার কার্যক্রম আগামী মে মাস নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, চলতি বছরের মাঝামাঝিতে মে মাসে পূর্বাচলে নিজস্ব স্থায়ী প্রদর্শনী কেন্দ্র পেয়ে যাবেন। আগামী বছর থেকে পূর্বাচলে সুন্দর পরিসরে এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা যাবে।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৬, ২০২০ ।

শর্তসাপেক্ষে পোশাক খাতের মূল্যায়ন কার্যক্রম গুটিয়ে নেবে অ্যাকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ▪

পোশাক কারখানায় কর্মপরিবেশ ও শ্রম নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ব্যবস্থায় দুর্বলতার চরম প্রকাশ ঘটে ২০১২ ও ২০১৩ সালে। ওই দুর্বলতার সুযোগ নেয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। বাংলাদেশের কারখানায় তৈরি পোশাকের ক্রেতা ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক অধিকার সংস্থার সমন্বয়ে গঠন করা হয় একাধিক জোট। এর একটি হলো ইউরোপভিত্তিক জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড)। গতকাল প্রকাশিত বিবৃতি ও খাতসংশ্লিষ্টদের তথ্য অনুযায়ী, শর্তসাপেক্ষে এ জোটটি নিরীক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে পোশাক কারখানার মূল্যায়ন কার্যক্রম গুটিয়ে নেবে।

জানা গেছে, অ্যাকর্ডের পূর্বঘোষিত মেয়াদ শেষ হয় ২০১৮ সালের জুন মাসে। কিন্তু কারখানার সংস্কার অনগ্রসরতা গতি ও শ্রম অধিকার নিরাপত্তাহীনতার কারণ দেখিয়েই মেয়াদ বৃদ্ধির পরিকল্পনা ঘোষণা করে ক্রেতা জোটটি। এদিকে কারখানার মূল্যায়ন কার্যক্রম ও সংস্কারের বিষয় নিয়েই বিক্ষুব্ধ কারখানা কর্তৃপক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়। গত বছর মে মাসে আদালতের পক্ষ থেকে অ্যাকর্ড ২৮১ দিন সময় পায়। এরপর গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে 'আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিল' (আরএসসি) প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয় অ্যাকর্ড ও বিজিএমইএর। সেপ্টেম্বর মাসের আলোচনায় সব পক্ষ ২০২০ সালের মে মাসের মধ্যে অ্যাকর্ড এবং এর সব কাজের (পরিদর্শন, প্রতিকার, প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা-অভিযোগ প্রক্রিয়া) একটি সাবলীল হস্তান্তর নিশ্চিত করতে বিবিধ বিষয়ে একমত হয়। যার ধারাবাহিকতায় ১৪ জানুয়ারি অ্যাকর্ডের স্টিয়ারিং কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বিজিএমইএ প্রতিনিধিরা। একটি ট্রানজিশন চুক্তির মাধ্যমে আরএসসি গঠন ও এর ধারা অনুসরণের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয় আলোচনায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে গতকাল।

বিবৃতি অনুযায়ী, ট্রানজিশন চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে আছে কার্যকর ফলাফলের কারণে এরই মধ্যে অ্যাকর্ডের পক্ষ থেকে নেয়া নথিবদ্ধ সিদ্ধান্ত, নীতি ও প্রটোকল আরএসসি অব্যাহত রাখবে। অ্যাকর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। অ্যাকর্ডের বিদ্যমান সংশোধনমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানার মূল্যায়ন কর্মসূচি আরএসসির আওতায় অব্যাহত রাখা হবে। ঢাকায় অ্যাকর্ডের সব কার্যক্রম, কর্মী, অবকাঠামো আরএসসিতে স্থানান্তর করা হবে। আরএসসিতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও অ্যাকর্ডের রিপোর্টিং পদ্ধতি অনুসরণ করে চিফ সেফটি ইন্সপেক্টর নিয়োগ দেয়া হবে। অ্যাকর্ডে প্রচলিত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক অভিযোগ পদ্ধতি আরএসসিতে অনুসরণ করা হবে।

এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলেন, বাংলাদেশে কাজ বন্ধ করবে অ্যাকর্ড এবং তাদের কাজ আমাদের গঠন করা জাতীয় সহযোগী কমিটির কাছে হস্তান্তর করবে। ওই কমিটিতে থাকা ব্র্যান্ড, ইউনিয়ন ও শিল্প সমন্বিতভাবে কারখানা নজরদারি করবে। আমরা অ্যাকর্ডের সব রিসোর্স নিচ্ছি এবং তাদের সব প্রটোকল অনুসরণের পাশাপাশি জাতীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেব।

খাতসংশ্লিষ্টদের দাবি, আরএসসি একটি জাতীয় উদ্যোগ, যা দেশীয় শিল্প, ব্র্যান্ড ও ট্রেড ইউনিয়নকে একত্র করে একটি সমন্বিত কমপ্লায়েন্সের মানদণ্ড নিশ্চিত করবে, যা কিনা অদ্যাবধি অর্জিত সাফল্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। পর্যায়ক্রমে আরএসসি শিল্প সম্পর্ক কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশগত বিষয়গুলোকেও নিজেদের কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে।

কালের কণ্ঠ

বৃহস্পতিবার। ১৬ জানুয়ারি ২০২০।

আইসিসিবিতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শুরু

পোশাক কারখানায় বাড়ছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় টিকে থাকতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। সেই হিসেবে দেশের শিল্প-কারখানাগুলোয় দ্রুত বাড়ছে এর ব্যবহার। তবে প্রযুক্তির আধুনিকায়নে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছে দেশের তৈরি পোশাক কারখানা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) চার দিনব্যাপী পোশাক খাতের যন্ত্রপাতি এবং অনুসঙ্গের প্রদর্শনী ঘুরে এমনটাই জানা গেল। এর আগে সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

প্রদর্শনীতে কথা হয়, লিগুই স্যুয়িং মেশিনের পরিচালক ল্যারি লিনের সঙ্গে। চীনের এই প্রতিষ্ঠান পোশাক খাতের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সরঞ্জাম নিয়ে অংশ নিয়েছে এই মেলায়।

কোন ধরনের মেশিন নিয়ে প্রদর্শন করছে এবং বাংলাদেশ এর চাহিদা সম্পর্কে জানতে চাইলে ল্যারি তাঁদের প্রতিষ্ঠানের তৈরি অত্যাধুনিক পকেট সেটার (ঈগল স্পেশাল ব্র্যান্ড) দেখালেন। এই মেশিনে দিয়ে শার্ট, প্যান্ট বা গেঞ্জিতে মুহূর্তেই পকেট সেলাই হয়ে যায়। ল্যারি জানান, এক মিনিটে প্রায় ১২টি পকেট এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সেলাই করা যায়। এটা সাশ্রয়ী, নিখুঁত এবং কম সময় ও শ্রমিক দিয়ে কাজ করা যায় বলে বেশ জনপ্রিয়।

প্রদর্শনী হলের কিছু দূর এগোতেই দেখা যায়, একটি স্টলে মানুষের বেশ ভিড়। মুগ্ধ হয়ে দেখছেন, কিভাবে লোগো হিট মেশিন দিয়ে দ্রুত পোশাকে ছাপানো হয়। তাইওয়ানের ওয়াসিঙ ইলেকট্রিক করপোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই যন্ত্রটি নিয়ে এসেছে প্রদর্শনীতে। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা জ্যাক জানান, এটি

প্রদর্শনীর ভেতরের নানা স্টল

অটোমেটিক হিট প্রেস মেশিন। এটি খুব দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেবেল, লোগোর ফিডিং মেশিন। জ্বালানিসাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব। এই ধরনের মেশিনের বিশ্ববাজারে বেশ চাহিদা রয়েছে। আর এই লোগো হিটারের বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান আমাদের ভোক্তা আছে।

মেলায় আয়োজক আসক ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশন প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিপু সুলতান বলেন, বিশ্ববাজারে এই দেশের পোশাকের বেশ কদর বাড়ছে। ফলে দেশের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির চাহিদাও বাড়ছে। প্রতিবছরই আমাদের প্রদর্শনীর আকার বাড়ছে।

এবারের আয়োজন নিয়ে তিনি বলেন, দেশের পোশাক খাতের উন্নয়নে মেশিনারি, ইয়ার্ন অ্যান্ড ফ্যাব্রিকস, গার্মেন্ট অ্যাকসেসরিজ এবং প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং মেশিনারি অ্যান্ড সাপোর্ট সার্ভিস নিয়ে প্রদর্শনী চারটির আয়োজন করা হয়েছে। ২৪টি দেশের ৪৫০টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে।

বছরের মাঝামাঝিতে পূর্বাচলের স্থায়ী প্রদর্শনীকেন্দ্র : চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে পূর্বাচলের স্থায়ী প্রদর্শনীকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। ফলে বড় পরিসরে এই ধরনের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলো আয়োজন করতে পারবে।

তিনি বলেন, 'আমরা চাই সারা বছর আমাদের নিজস্ব স্থায়ী প্রদর্শনীকেন্দ্রটি ব্যবহার হোক। একই সঙ্গে আগামী বছর থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার স্থায়ী প্রদর্শনীকেন্দ্র করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে আমি চাই সারা বছর আপনাদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করুক।'

এ সময় বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) প্রেসিডেন্ট ড. রুবানা হক, মেলার কো-অর্গানাইজার এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশন প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক নন্দ গোপাল কে ও জাকারিয়া ট্রেড অ্যান্ড ফেয়ার ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান জাকারিয়া ভূইয়াসহ পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৬ জানুয়ারি ২০২০,

আরএসসিতে যোগ দিতে যাচ্ছে অ্যাকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অবশেষে শর্ত সাপেক্ষে প্রস্তাবিত আরএমজি সাসটেইনিবিলিটি কাউন্সিলে (আরএসসি) যোগ দিতে সম্মত হয়েছে ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তৈরি পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে নিজেদের সমস্ত কার্যক্রম আরএসসির কাছে বুঝিয়ে দিয়ে আগামী মে মাসে বাংলাদেশ ছাড়বে অ্যাকর্ড।

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক গতকাল রাতে *প্রথম আলোকে* বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, চলতি মাসেই যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) থেকে আরএসসির জন্য নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন হবে। শ্রম মন্ত্রণালয় থেকেও লাইসেন্স নেওয়া হবে। তারপরই অ্যাকর্ডের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার কাজ শুরু করবে আরএসসি।

রুবানা হক *প্রথম আলোকে* বলেন, আরএসসির বোর্ডের সদস্যসংখ্যা হবে ১৮। তার মধ্যে পোশাকশিল্প মালিক, ব্র্যান্ড ও শ্রমিক সংগঠনের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবেন। শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে দুটি বিদেশি ও চারটি দেশি।

জাতীয় উদ্যোগে গঠিত হতে যাওয়া আরএসসির বিষয়ে গত মঙ্গলবার ঢাকার গুলশানে অ্যাকর্ডের স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে বিজিএমইএর নেতাদের বৈঠক হয়। তাতে আরএসসিতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয় অ্যাকর্ড। পরে আরএসসির কাছে নিজেদের কার্যক্রম বুঝিয়ে দেওয়া ও আরসিসির সংঘস্মারককে সম্মতি দিয়ে পৃথক দুটি চুক্তিতে সই করেন অ্যাকর্ডের স্টিয়ারিং কমিটির প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক, বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, আইএলওর প্রতিনিধি জ্যান রেস, এইচঅ্যান্ডএমের প্রতিনিধি রজার হুবার্ট, শ্রমিকনেতা আমিরুল হক প্রমুখ।

আরএসসির কাছে নিজেদের কার্যক্রম বুঝিয়ে দেওয়া অ্যাকর্ডের চুক্তিতে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যাকর্ডের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে যেসব উদ্যোগ বর্তমানে নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো ভবিষ্যতে বজায় রাখতে হবে। যেমন, পরিদর্শন ও সংস্কার পরিকল্পনা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

সমকাল
শুক্রবার। ১৭ জানুয়ারি ২০২০

১৫ দিনে রেমিট্যান্সে রেকর্ড

■ বিশেষ প্রতিনিধি

নতুন বছরের শুরুতে একটি সুখবর দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বছরের প্রথম ১৫ দিনে প্রবাসীদের পাঠানো আয়ে (রেমিট্যান্স) বড় ধরনের সাফল্য এসেছে। ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৯৫ কোটি ৭০ লাখ ডলার, বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী যা আট হাজার ৩৮ কোটি টাকা। পক্ষকাল সময়ে এ পরিমাণ রেমিট্যান্স প্রবাহ ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ২০১৯ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে এক হাজার ৮৩৩ কোটি ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স আসে, যা ২০১৮ সালের তুলনায় ১৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ বেশি।

অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে আসার নেপথ্যে নগদ প্রণোদনা ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বৈধ পথে (ব্যাকিং চ্যানেল) রেমিট্যান্স পাঠাতে চলতি অর্থবছরের বাজেটে ২ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়, যা গত জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। সেই থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ আগের চেয়ে বেড়েছে। একসঙ্গে এক হাজার ৫০০ ডলার পর্যন্ত দেশে পাঠালে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই প্রণোদনার অর্থ সুবিধাভোগীরা পাবেন।

অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, প্রণোদনা দেওয়ার ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহী হচ্ছেন প্রবাসীরা। এর ফলে চলতি বছর রেমিট্যান্স আসায় রেকর্ড হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রণোদনার অর্থ পরিশোধের জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে তিন হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে সরকার।

সমকাল
শুক্রবার। ১৭ জানুয়ারি ২০২০

মজুরি স্লিপ পেলেন পাটকল শ্রমিকরা

■ খুলনা ব্যুরো

খুলনাসহ সারাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের কাঙ্ক্ষিত মজুরি স্কেল-২০১৫ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে খুলনা অঞ্চলের ৯টি পাটকলের শ্রমিকদের মজুরি স্লিপ দেওয়া হয়। এ অনুযায়ী ৪ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এক সপ্তাহের মজুরি পাবেন তারা। এ জন্য খুশি শ্রমিকরা। একে আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় হিসেবে দেখছেন তার। এদিকে স্থায়ী শ্রমিকরা নতুন মজুরি স্কেলে স্লিপ পেলেও চলতি মাস থেকে পাটকলগুলোর বদলি শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ফলে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। এতে বদলি শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

বদলি শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করায় অসন্তোষ

গতকাল সকালে প্লাটিনাম মিলের শ্রমিকদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে মজুরি স্লিপ বিতরণ করা হয়। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মিলের মহাব্যবস্থাপক গোলাম রব্বানী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মিলের সিবিএ সভাপতি শাহানা শারমিন, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, ক্রিসেন্ট জুট মিল সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন প্রমুখ।

প্লাটিনাম জুট মিলের শ্রমিক রমেছা বেগম বলেন, 'নতুন মজুরি স্লিপ আমাদের আন্দোলনের ফসল। আগে আড়াই হাজার ■ পৃ

মজুরি স্লিপ পেলেন

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

টাকা মজুরি পেতাম। নতুন স্কেলে চার হাজার ৪৮৬ টাকা পাব। তিনি বলেন, চার ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্টে দিন কেটেছে। তাদের লেখাপড়ার খরচসহ অন্যান্য ব্যয় মেটাতে হিমশিম খেয়েছি। এখন স্লিপ পেয়ে খুবই ভালো লাগছে।'

মিলের শ্রমিক তৈয়েব আলী তালুকদার বলেন, ১৯৭৬ সালের ৯ ডিসেম্বর পাটকলে যোগদান করি। এখনও কাজ করছি। অনেক কষ্টে দিন কেটেছে। ন্যায্য দাবি আদায়ে আন্দোলন করেছি। আমাদের প্রাপ্য টাকা এতদিন আটকে রাখা হয়েছিল। অবশেষে মজুরি কমিশন অনুযায়ী মজুরি স্লিপ পেয়েছি।

একই মিলের শ্রমিক আনোয়ার হোসেন বলেন, স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে স্লিপ পেয়েছি। আমরা খুশি। কিন্তু কষ্টও রয়েছে। আমাদের সহকর্মী ও ভাই বদলি শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে মিল কর্তৃপক্ষ। তারা এখন বেকার হয়ে পড়েছেন।

প্লাটিনাম জুট মিলের মহাব্যবস্থাপক গোলাম রব্বানী বলেন, শ্রমিকরা মজুরি স্লিপ পেয়েছেন। অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে তাদের টাকা দেওয়া হবে। সবার ঐকান্তিক চেষ্টায় মিল টিকিয়ে রাখতে হবে। বদলি শ্রমিকদের বিষয়ে তিনি বলেন, উৎপাদন কম থাকায় বদলি শ্রমিকদের কাজ বন্ধ রাখতে সম্প্রতি বিজেএমসি থেকে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১৭ জানুয়ারি ২০২০। ৩ মা

বিজিএমইএ-অ্যাকর্ড একমত

পোশাক কারখানার সংস্কারের তদারক করবে আরএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশের স্থানীয় আইনের আওতায় পোশাক খাতের সংস্কারকাজের তদারকি হবে বলে একমত হয়েছে সংস্কার তদারকিতে নূতন প্ল্যাটফর্ম আরএমজি সাসটেইনেবল কাউন্সিলের (আরএসসি) এবং ইউরোপের ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড এবং পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ। গত বুধবার দুই পক্ষের এক যৌথ বিবৃতির কথা জানানো হয়েছে অ্যাকর্ডের পক্ষ থেকে। গত সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। পোশাকি খাতের সংস্কার নীতিমালার কথা শ্রম আইনে বলা হয়েছে। এ ছাড়া কারখানা ভবনের কাঠামোসংক্রান্ত বিধি-বিধান আছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে (বিএনবিসি)। উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অ্যাকর্ডের লিখিত বিভিন্ন পরামর্শ এবং এসংক্রান্ত নীতিমালা আরএসসিকে স্থানান্তর করা হবে। দুই পক্ষ সংস্কার তদারকিতে সব ধরনের স্বচ্ছতার বিষয়টি মেনে চলবে। কারখানা পরিদর্শনের ফলাফল প্রকাশ করা হবে সবার জন্য। অ্যাকর্ডের অধীন থাকা কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ আরএসসির অধীন চলমান থাকবে। সব ধরনের স্বাধীনতাসহ আরএসসি প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে এবং তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কারখানা মালিক, ব্র্যান্ড ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমানসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবেন আরএসসিতে। ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা ধসের পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের পোশাক কারখানার সংস্কার তদারক শুরু করে ক্রেতারা। ইউরোপের অ্যাকর্ড ও আমেরিকার অ্যালায়েন্স পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে বর্ধিত মেয়াদে তাদের কার্যক্রম শেষ করেছে। তবে অতিরিক্ত আরো এক বছর সময় নিয়েছে অ্যাকর্ড। অ্যাকর্ড এবং অন্যান্য ক্রেতা প্রতিনিধি, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ প্রতিনিধিদের নিয়ে আরএসসি গঠনপ্রক্রিয়া চলছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ১৭ জানুয়ারি ২০২০ | ৩ মাঘ ১৪২৬

মে মাসে বাংলাদেশ ছাড়ছে অ্যাকর্ড

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

বাংলাদেশের পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ছয় বছর আগে কাজ শুরু করা ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ডকে বিদায় করার যে চেষ্টা পোশাক কারখানা মালিকরা চালিয়ে আসছিলেন তা কাগজে-কলমে বাস্তব রূপ পেয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আগামী মে মাসের মধ্যে অ্যাকর্ডের সব ধরনের জনবল, কারখানা পরিদর্শন চিত্র ও সুপারিশ নবগঠিত আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিল বা আরএসসির কাছে তুলে দেবে অ্যাকর্ড। অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যেও কাজ চালিয়ে যাবে আরএসসি।

চুক্তি সইয়ের পর রুবানা হক বলেন, চমৎকার একটি বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাদের আন্তরিকতা আর আমাদের চাওয়ার মধ্যে তেমন বিরোধ ছিল না। মে মাসের মধ্যে তাদের সব কাজ বুঝে নেবে মালিকপক্ষ, ব্র্যান্ড ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত আরএসসি। সেখানে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি বিদেশি কয়েকজন দেখভালের জন্য থাকছেন। ২০১২ সালে তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ড এবং ২০১৩ সালে সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মপরিবেশ নিয়ে ক্রেতা দেশগুলোর মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। সে প্রেক্ষাপটে কারখানা পরিদর্শনে ইউরোপীয় ২২৮টি ক্রেতার সমন্বয়ে গঠিত হয় অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ, যা সংক্ষেপে অ্যাকর্ড নামে পরিচিতি পায়। ২০১৮ সালের মে মাসে অ্যাকর্ডের কার্যকারিতার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

একই সময়ে একই লক্ষ্যে গঠিত আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স নির্দিষ্ট সময়ের পর ফিরে গেলেও কাজ শেষ হয়নি বলে আরও তিন বছর সময় বাড়ানোর উদ্যোগ নেয় অ্যাকর্ড, যাতে আপত্তি তোলে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা মালিকরা। মালিক ও শ্রমিকপক্ষের বিরোধিতার কারণে অ্যাকর্ডের মেয়াদ বৃদ্ধির ওই উদ্যোগ আদালতে গড়ায়। পরে ৮ মে অ্যাকর্ড ও বিজিএমইএ যৌথভাবে আরও ২৮১ কর্মদিবস কাজ করতে একটি সমঝোতা চুক্তিতে সই করে। তার ধারাবাহিকতায় গঠিত হয় আরএসসি। অ্যাকর্ডের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে অনেক পোশাক কারখানায় অবকাঠামোগত সংস্কার হলেও এক পর্যায়ে তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ক্ষুব্ধ হতে থাকে মালিকপক্ষ।

বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমানও অ্যাকর্ডের নানা 'অনিয়মের' কথা গণমাধ্যমে বলেছিলেন। কেন তারা চলে না গিয়ে বারবার সময় বাড়াতে চাচ্ছে সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন তিনি। তবে সময় বাড়ানোর পক্ষে অ্যাকর্ডের যুক্তি ছিল কারখানায় যে রকম সংস্কার আনতে তারা কাজ শুরু করেছিলেন তা শেষ না হওয়ায় চলে গেলে উদ্দেশ্য সফল হবে না।

অ্যাকর্ডের কাজ বুঝে নেয়ার জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠন করা হয়েছিল রিমেডিয়েশন অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল বা আরসিসি। কিন্তু এই কর্তৃপক্ষের 'সক্ষমতা তৈরি হয়নি' অভিযোগ তুলে তাদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেনি অ্যাকর্ড। তবে এখন যে আরএসসি গঠন করা হয়েছে তাতে দেশীয় ও বিদেশি বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ রয়েছে।

অ্যাকর্ডের অধীন নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, অ্যাকর্ডের নির্দেশনা মেনে কারাখানাগুলোকে দেড় বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু বারবার তাদের সিদ্ধান্ত ও স্ট্যান্ডার্ড পরিবর্তনের কারণে টাকা খরচ করেও অনেক মালিক সনদ পাননি। অনেকের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে ভিন্ন একটি কোম্পানিকে সংস্কার কাজ দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে দেয়, যারা মোটেও এই কাজে অভিজ্ঞ বা দক্ষ ছিল না। তারাই বেশি সর্বনাশ করেছে।

নবগঠিত আরএসসি অ্যাকর্ডের মান বজায় রেখেই কাজ চালিয়ে যাবে মন্তব্য করে রুবানা হক বলেন, ইতিমধ্যে আমরা কিছু নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছি। গত বছর ৫১টি কারখানা বন্ধ করে দিয়েছি, যারা গত ছয় বছরেও সংস্কারের শর্তগুলো পূরণ করতে পারেনি। সম্প্রতি কলকারখানা অধিদফতরের দেয়া তালিকা অনুযায়ী আরও ৮৪টি কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ ৮৪টি কারখানার কোনো কর্মকাণ্ড নেই, দীর্ঘদিন তারা ইউডি নিচ্ছে না, কাজও করছে না। এসব কাজের মাধ্যমে আমাদের বার্তা হচ্ছে, আমরা নিয়ম মেনে কাজ করে যাব।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২০,

সৌদি থেকে ফিরলেন ১০৯ বাংলাদেশি

সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন আরও ১০৯ বাংলাদেশি। গত বৃহস্পতিবার রাতে সৌদি এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজে তাঁরা দেশে ফেরেন। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১,৬১০ বাংলাদেশি দেশে ফিরলেন। প্রবাসীকল্যাণ ডেস্কের সহযোগিতায় ব্র্যাক মাইগ্রেশন কর্মসূচি থেকে তাঁদের জরুরি সহায়তা দেওয়া হয়। প্রবাসীকল্যাণ ডেস্ক সূত্র জানায়, মাত্র দুমাস আগে নোয়াখালীর আজিম হোসেন সৌদি গিয়েছিলেন। তাঁর ভাষ্য, তিন মাসের ভিসা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁকে আটক করে। পুলিশের সঙ্গে নিয়োগদাতা কফিল কথা বলেছেন। তারপরও তাঁকে দেশে পাঠানো হয়েছে। ব্র্যাক অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসান বলেন, ২০১৯ সালে ২৫ হাজার ৭৮৯ বাংলাদেশিকে সৌদি থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। নতুন বছর প্রথম ১৬ দিনে ১,৬১০ জন ফিরলেন। সবাই খালি হাতে ফিরেছেন। কয়েক মাস আগে গিয়েছিলেন এমন লোকও আছেন। তাঁরা সবাই ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন দুশ্চিন্তায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুগান্তর | শুক্রবার ১৭ জানুয়ারি ২০২০ | ৩ মাঘ ১৪২৬

হুমকির মুখে স্পিনিং খাত

প্রণোদনা জরুরি

দেশের সুতা উৎপাদনের খাতটি নানা সংকটে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্টরা এ ব্যাপারে উদাসীন। অথচ এ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। দেশে বর্তমানে ছোট-বড় মিলিয়ে চারশ'র মতো সুতার মিল রয়েছে। উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রণোদনা দেয়া না হলে এ মিলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে বেকার হয়ে পড়বে লাখ লাখ শ্রমিক। সামগ্রিক অর্থনীতিতে পড়বে এর বিরূপ প্রভাব। উল্লেখ্য, সম্প্রতি সরকার কাপড়ের মিলের জন্য ১ শতাংশ প্রণোদনা দিলেও সুতার মিলকে এর বাইরে রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তারা আশা করেছিলেন, দেশে শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার সুতার মিলের জন্য গ্রহণযোগ্য পরিমাণে প্রণোদনার ঘোষণা দেবে। কেননা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বা কাঁচামালে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সুতার মিলের কোনো বিকল্প নেই। দুর্ভাগ্যবশত সরকারের নীতিনির্ধারকরা বিষয়টি অনুধাবন করছেন না। উল্লেখ্য, উৎপাদন খরচের কারণে বিদেশি সুতার চেয়ে দেশি সুতার দাম কিছুটা বেশি। অন্যদিকে গার্মেন্ট মালিকদের তৈরি পোশাক রফতানির জন্য বন্ড সুবিধায় সুতা আমদানির সুযোগ রয়েছে। তারা আমদানিকৃত সুতার কিছু অংশ ব্যবহার করে বাকিটা খোলাবাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন। ফলে দেশে উৎপাদিত লাখ লাখ টন সুতা অবিক্রীত অবস্থায় গোডাউনে পড়ে আছে। সরকারের ভুল নীতির কারণেই এমনটি ঘটছে, যার পরিবর্তন হওয়া জরুরি।

নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে, সরকার যদি দেশীয় সুতার মিলে ভর্তুকি ও নীতি-সহায়তা দেয়, তাহলে এ থেকে সামগ্রিক অর্থনীতি নানাভাবে লাভবান হবে। কারণ বস্ত্র খাতের সঙ্গে সাব-সেক্টর হিসেবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক কিছু জড়িত। যেসব দেশ ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাদের উন্নতির কারণ খতিয়ে দেখলেই বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে। আর ওইসব দেশের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পেছনে সরকারের বড় অবদান ছিল। আমাদেরও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে সরকারের প্রণোদনা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি বন্ড সুবিধায় আনা বিদেশি সুতার কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। দেশীয় শিল্পের সুরক্ষায় সরকারকে এদিকে দৃষ্টি দিতেই হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বর্তমানে সুতার মিলগুলোর রুগ্ন দশা থেকে উত্তরণে সরকারের প্রধান কাজ হল বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করা। এজন্য আইন করে হলেও গার্মেন্ট মালিকদের দেশীয় সুতা কিনতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে দেশীয় সুতা ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। প্রান্ত স্পিনিং মিলগুলোর জন্য পর্যাপ্ত প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে।

বণিক বার্তা শনিবার, জানুয়ারি ১৮, ২০২০।

২০১৫ সালের মজুরি কাঠামোয় বেতন পেলেন পাটকল শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

দীর্ঘ চার বছর পর নতুন পে-স্কেলে বেতন পেলেন পাটকল শ্রমিকরা। প্রায় এক বছর টানা আন্দোলন-সংগ্রামের পর গত বৃহস্পতিবার থেকে ২০১৫ সালের মজুরি কাঠামো অনুসারে সাপ্তাহিক বেতনের পে-স্লিপ দেয় বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) কর্তৃপক্ষ। পে-কমিশন বাস্তবায়নসহ ১১ দফা দাবিতে সারা দেশের পাট শ্রমিকরা দুই দফা আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেন।

বিজেএমসি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিবর্তন হলেও পাটকল শ্রমিকদের পুরনো স্কেলে বেতন-ভাতা দেয়া হতো। অর্থ সংকটসহ নানা জটিলতায় সারা দেশের প্রায় ৮০ হাজার পাট শ্রমিকের বেতন-ভাতা সংশোধন না হওয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহৎ এ খাতে অস্থিরতা বিরাজ করেছে দীর্ঘদিন। সর্বশেষ ২০১৯ সালের মাঝামাঝি থেকে পাটকল শ্রমিকরা সর্বাত্মক আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কয়েক দফা আন্দোলনের পর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে দুই দফায় আমরণ অনশন করেন শ্রমিকরা। তবে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণার পর শ্রমিকরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন।

বিজেএমসির চট্টগ্রাম লিয়াজোঁ অফিসের মহাব্যবস্থাপক মো. মামুনুর রশিদ এ বিষয়ে *বণিক বার্তাকে* বলেন, শ্রমিকদের আন্দোলনের পাশাপাশি পাট খাতে স্থিতিশীলতা আনতে সরকার শ্রমিকদের মজুরি ২০১৫ সালের পে-স্কেলের সঙ্গে সমন্বয় করেছে। বৃহস্পতিবার প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের বেতন ২০১৫ সালের মজুরি কাঠামোতে দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামের আমিন জুট মিলের সিবিএ সাধারণ সম্পাদক মো. মোস্তফা বলেন, সরকার ২০১৫ সালে পে-কমিশন চালু করলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য মজুরি কমিশন চালুর ঘোষণা দেয়া হলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি। নতুন মজুরি কমিশনে বেতন পাওয়ার ফলে নিম্নতম বেতন ৪ হাজার ১৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৮ হাজার ৩০০ টাকা হয়েছে।

শনিবার। ১৮ জানুয়ারি ২০২০
কালের কণ্ঠ
kalerkantho.com

নিয়োগপত্রহীনতায় বেপরোয়া চালক

পার্থ সারথি দাস ▷

সড়কে নৈরাজ্য

- চালকদের অনেক ক্ষেত্রে টানা দুই দিন গাড়ি চালাতে বাধ্য করা হয়
- কমপক্ষে ৭০ লাখ পরিবহন শ্রমিক নিয়োগপত্রহীন
- প্রজ্ঞাপন জারি হলেও চালকের ন্যূনতম মজুরি কার্যকর হয় না

দেশে অন্তত ৭০ লাখ পরিবহন শ্রমিকের নিয়োগপত্র নেই। চালকের ভুয়া নিয়োগপত্র দেখিয়ে গাড়ির রুট পারমিট নেওয়া হলেও বেশির ভাগ গাড়ির মালিকই নিয়োগপত্র দিচ্ছেন না চালকদের। ফলে দেশে কমপক্ষে ২৫ লাখ পেশাদার গাড়িচালক নিয়োগপত্র ছাড়া গাড়ি চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। গাড়িচালকরা বলছেন, নিয়োগপত্র ও বিধি অনুসারে বেতন-ভাতা না দিয়ে গাড়ির মালিকরা তাঁদের বেশি ট্রিপ দিতে বাধ্য করছেন। ফলে গতিসীমাসহ সড়কের আইন পুরোপুরি মানা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

চালকদের দাবি, চাকরি রক্ষার জন্যই তাঁরা মালিকদের নির্দেশ মেনে আসছেন। ফলে সড়ক ও মহাসড়কে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, দুর্ঘটনাও বেড়েছে।

জানা যায়, ১৯৮৩ সালের মোটরযান অধ্যাদেশ, ২০০৬ সালের শ্রম আইন এবং সর্বশেষ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এ নিয়োগপত্র দেওয়ার বিধান থাকলেও বেসরকারি পরিবহন মালিকরা অতি মুনাফার লোভে চালকদের নিয়োগপত্র দিচ্ছেন না।

বিভিন্ন সংস্থার পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের মধ্যে ২০১৯ সালেই সড়কে দুর্ঘটনার হার ছিল সর্বোচ্চ। বুয়েটের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যানুসারে, ৯০ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ বেপরোয়া গতি।

বুয়েটের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক কাজী সাইফুন নেওয়াজ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নিয়োগপত্র না দিয়ে চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে বেশি মুনাফা লাভের পথটি খোলা রাখছেন মালিকরা। যেখানে আট ঘণ্টা শ্রম দিতে হয়, সেখানে কোনো চালক না ঘুমিয়ে টানা দুই দিনও গাড়ি চালাচ্ছেন। তাতে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি বাড়ছে।'

নিয়োগপত্রহীনতায় বেপরোয়া চালক

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, ৯০ শতাংশ দুর্ঘটনার কারণ গতিসীমা না মেনে গাড়ি চালানো। এ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের নিয়োগপত্র থাকছে না। নিয়োগপত্র না থাকায় সড়কে বিশৃঙ্খলা আরো বাড়ছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, চালক নিয়োগ করেও নিয়োগপত্র না দেওয়ার বড় কারণ তাঁদের ইচ্ছামতো (মালিকের) ব্যবহার করা।

২০০৯ সালে প্রকাশিত টিআইবির জরিপ প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে, ৯৬ শতাংশ চালক নিয়োগপত্র পাননি। গত কয়েক দিন রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে গাড়িচালকদের কাছে নিয়োগপত্র দেখতে চেয়েও পাওয়া যায়নি। অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি বলে জানান পরিবহন শ্রমিক নেতা ওসমান আলী। তিনি বলেন, '১৯৮০ সালে এসংক্রান্ত আইন হওয়ার পরও চালকরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন না।' তিনি জানান, দেশে অন্তত ৭০ লাখ পরিবহন শ্রমিকের নিয়োগপত্র নেই। এর মধ্যে চালক ছাড়াও আছেন হেলপার, কন্ডাক্টর এবং অন্যান্য পরিবহন শ্রমিক।

কেন নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না—জানতে চাইলে কয়েকজন পরিবহন শ্রমিক নেতা বলেন, আইন মেনে নিয়োগপত্র দিলে নিয়মিত মাসিক মূল বেতন ছাড়াও উৎসব বোনাস, বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, এসব সুবিধা দিতে হবে মালিকদের পক্ষ থেকে। এ ছাড়া সার্ভিস বুক সংরক্ষণ করতে হবে শ্রমিকদের। কোনো অনিয়ম হলে তা দেখিয়ে আইনি ব্যবস্থায় যেতে পারবেন শ্রমিকরা। এসব কারণে মালিকরা নিয়োগপত্র দেন না।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েতউল্লাহ অবশ্য কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গাড়িচালকদের আমরা নিয়োগপত্র দিতে চাই; কিন্তু তারা নিতে চায় না। ৮০ শতাংশ পরিবহন শ্রমিকই অস্থায়ী। ৯৫ শতাংশ গাড়িই চলছে দৈনিক চুক্তিতে। আমরা দূরপাল্লার এসি বাসে মাসিক ভিত্তিতে চালক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছি।'

জানা গেছে, চালকদের নিয়োগপত্র বাধ্যতামূলক করতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিবহন শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দিতে মালিক নেতাদের ধারাবাহিকভাবে চিঠি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের ন্যূনতম মজুরিও চূড়ান্ত করেছে এসংক্রান্ত ন্যূনতম মজুরি বোর্ড। ওই বোর্ডের সাত সদস্যের একজন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. ইনসুর আলী কালের কণ্ঠকে জানান, গত ১২ ডিসেম্বর বোর্ডের সর্বশেষ সভায় প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে শ্রম অধিদপ্তর পরিবহন মালিক সংগঠনকে নিয়োগপত্র প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে চিঠিও দিয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি শ্রম বিভাগকে বিষয়টি নিশ্চিত করতে মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে চিঠি দেওয়ার সুপারিশ করেছিল গত নভেম্বরে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পরিবহন শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির বিষয়ে এখন শুধু প্রজ্ঞাপন জারি করা বাকি। গাড়িচালকদের নিয়োগপত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে শ্রম অধিদপ্তর পরিবহন মালিকদের সংগঠনগুলোকে এরই মধ্যে চিঠি দিয়েছে। সর্বশেষ গত ১২ ডিসেম্বর ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের সভায় চালকসহ অন্য পরিবহন শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক লীগ সূত্রে জানা গেছে, স্বাধীনতার পর মোটরযান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি তিনবার নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালে নির্ধারণের পরও মালিকপক্ষ তা বাস্তবায়ন করেনি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এসংক্রান্ত মজুরি বোর্ড মোটরযান চালকদের ন্যূনতম মজুরি সাড়ে সাত হাজার টাকা বাড়িয়ে ২০ হাজার ১০০ টাকা করার নতুন প্রস্তাব চূড়ান্ত করেছে।

নিয়োগপত্র ছাড়া কাউকে মোটরযানে শ্রমিক নিযুক্ত করার সুযোগ নেই আইনে। অভিযোগ আছে, মোটর মালিক ও কম্পানি ভুয়া নিয়োগপত্র বিআরটিএতে জমা দিয়ে গাড়ির রুট পারমিট নিয়ে আসছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হানিফ খোকন কালের কণ্ঠকে জানান, বিআরটিএ কার্যালয়ের আশপাশে অবস্থান করা দালালদের কাছে অবৈধ সিল-স্বাক্ষরসহ চালকের নিয়োগপত্রসংক্রান্ত নথি পাওয়া যায়। ওই নথি সংগ্রহ করে বিআরটিএর কার্যালয় থেকে গাড়ির রুট পারমিট নিচ্ছেন মালিকরা।

শ্রমিক নেতাদের দাবি, নিয়োগপত্র বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি নতুন সড়ক পরিবহন আইনে। শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও তেতটা সুরক্ষিত হয়নি। যেটুকু আছে তাও বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা না থাকায় মালিকরা আইন মানছেন না।

মালিকপক্ষ মনে করে, দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো সমস্যা হলে তার দায় মালিকপক্ষের ওপর বর্তাবে। শ্রমিকরা ঘন ঘন কম্পানি বা পরিবহন পরিবর্তন করায় নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চালক কণ্ঠকে বলেন, 'বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে ছুটি উপভোগের সুযোগ ও অতিরিক্ত কাজের জন্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়েও গাড়ি চালাতে বাধ্য হই আমরা।'

নতুন সড়ক পরিবহন আইন কার্যকর হয়েছে গত নভেম্বরে। এসংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গত ২৬ নভেম্বর গাড়িচালক ও হেলপারদের নিয়োগপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মালিকপক্ষ।

সংবাদ
রোববার ৫ মাঘ ১৪২৬
Sunday 19 January 2020

বরিশালে শ্রম আদালতের কার্যক্রম শুরু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

বরিশল বিভাগ প্রতিষ্ঠার ২৯ বছর পর বরিশালে বহুল কাঙ্ক্ষিত শ্রম আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমানতগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত বরিশাল শ্রম অধিদফতর কার্যালয় ভবনে সম্প্রতি এই আদালতের অস্থায়ী কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ভবনের অভাবে আদালতের স্থায়ী এজলাস স্থাপন করে বিচারিক কার্যক্রম এখনও শুরু করা যায়নি। বরিশাল শ্রম আদালতের রেজিস্ট্রার হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন শ্রম অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ওসমান গনি। তিনি বলেন, জেলা ও দায়রা জজ পদধারী বেগম শাহনাজ সুলতানা গত ৬ নভেম্বর বরিশাল শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেছেন। নগরীর আমানতগঞ্জে শ্রম অধিদফতর ভবনের দোতলায় দুটি কক্ষে অস্থায়ীভাবে আদালতের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। আপাতত আদালতে মামলা গ্রহণ ও বিবাদীদের সমন জারির কার্যক্রম চলছে। ওসমান গনি জানান, এ পর্যন্ত দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বরিশাল শ্রম আদালতে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে একজন দর্জি শ্রমিক ক্ষতিপূরণ চেয়ে মালিকের বিরুদ্ধে, অপরটি শ্রম অধিদপ্তর বাদী হয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

তিনি জানান, আদালতের এজলাস স্থাপনে বাড়ি ভাড়ার জন্য নগরীর স্বরোড সোনালী আইসক্রিমের মোড় ও নাজিরমহল্লায় নির্মাণাধীন দুটি ভবন এবং নাজিরমহল্লা ও বিএম কলেজের সামনে নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া দুটি ভবন প্রাথমিকভাবে বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে পত্র পাঠানো হয়েছে। এ চারটি ভবনের যেকোন একটি চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে সেখানে আদালতের স্থায়ী কার্যক্রম শুরু করা হবে। তাছাড়া আদালতের প্যানেল বিচারক হিসেবে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নামও এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি বলে উপ-পরিচালক ওসমান গনি জানান।

জানা গেছে, বরিশাল শ্রম আদালতে নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বেগম শাহনাজ সুলতানা বাগেরহাট জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইবুনালের বিচারক ছিলেন। তাকে বরিশাল শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করে গত ৮ মে প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন মন্ত্রণালয়। একই সময়ে বরিশালে শ্রম আদালত স্থাপনেরও প্রজ্ঞাপন দেয়া হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ-মহাপরিদর্শক হিরন কুমার সাহা জানান, তার দফতর থেকে দায়ের হওয়া ৫০টি মামলা খুলনা শ্রম আদালতে বিচারাধীন। আইন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, চলমান মামলাগুলোর নিষ্পত্তি খুলনা শ্রম আদালতেই হবে। বরিশালে আদালত কার্যক্রম শুরুর পর নতুন মামলার নিষ্পত্তি হবে এখানকার আদালতে।

শোভন কাজ

The Daily Star
DHAKA MONDAY JANUARY 20, 2020,

IndustriALL concerned as Sanofi sacks officials

STAR BUSINESS REPORT

The IndustriALL Global Union, a workers' rights body based in Geneva, has expressed concern over the termination of four senior officials of French multinational pharmaceutical company Sanofi.

The four officials in question were dismissed due to their involvement in the formation of a union at Sanofi's factory in Bangladesh.

According to reports, dismissal letters were sent to the officials on January 8, less than a month after the government's department of labour officially informed Sanofi's management about the recently proposed union registration process.

Sanofi is currently planning to end their Bangladesh operations, which comes as a massive blow to the government at a time when Bangladesh is seeking in earnest to attract foreign investment.

Although Sanofi enjoyed a profitable 60-year tenure in Bangladesh, the company is being forced out of the country due to "unethical marketing practices" prevailing in the industry, some employees said.

Last year, Sanofi Bangladesh logged profits of Tk 42.12 crore, up 13.62 per cent year-on-year, company documents showed. Meanwhile, their turnover increased from 5 percent to 7 percent year-on-year over the last few years, according to Sanofi Bangladesh's Managing Director Md Muin Uddin Mazumder.

Being globally renowned, it is not expected of Sanofi to practise unethical marketing strategies. As such, the pharmaceutical powerhouse does not enjoy even 2 per cent of the local market share and does not feature in the top 10 list of companies, industry insiders said.

Bangladesh government owns 45.36 per cent shares of the Paris-based public limited company.

Since the demise of Sanofi's Bangladesh operations seems imminent, their employees have urged the management to not hand over ownership to any other company or terminate them.

In that regard, a section of Sanofi's employees approached the labour ministry to form unions and protect their jobs. In response, Sanofi illegally dismissed the individuals in question, said a Sanofi employee seeking anonymity.

Following the outcome, IndustriALL's General Secretary Valter Sanches sent a letter to Sanofi's chief executive officer at their headquarters in Paris on January 16. Sanches also proposed the establishment of regular dialogues at a global level between the two bodies.

"A serious case has just been reported to me about four workers receiving immediate dismissal notices from your Bangladeshi management as a reprisal for them establishing a union," the letter read.

"I have confidence that Sanofi is committed to upholding their reputation as a respectful employer. In that regard, I am sure that you will appreciate my raising these issues with you to enable remedial action from Sanofi's management in Bangladesh," Sanches continued.

"This recent unfair and illegal labour practice has to be remedied immediately with the reinstatement of the aforementioned workers."

Sanches also said that the formation of a dialogue between Sanofi and IndustriALL would be vital in order to avoid misunderstandings.

SANOFI

- Sanofi terminates 4 senior officials
- IndustriALL expresses concern
- French drug maker planning exit after 60 years
- Govt owns 45.36 percent share in Bangladesh venture
- Has less than 2pc of local market share
- Not among top 10 pharms
- Logged in profits of Tk 42.12 crore last year
- Profits up 13.62 percent year-on-year

The Daily Star
DHAKA MONDAY JANUARY 20, 2020,

KSA deported 1,800 in 18 days

224 migrants return on Saturday alone

STAFF CORRESPONDENT

Saudi Arabia has sent back over 100 Bangladeshi migrant workers per day in the first 18 days of this month after detaining them on various grounds, according to Brac Migration Programme.

The narratives of sufferings endured by 1,834 deportees are almost identical, says the NGO-based initiative that provides support to returning workers at the Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka.

"Almost all of them have returned empty-handed. There are deportees who went [to Saudi Arabia] only months ago," said Shariful Hasan, head of the programme.

In the latest deportation, Saudi officials sent back 224 Bangladeshi workers on Saturday. They arrived in two separate flights of Saudia Airlines, Brac officials said.

A flight carrying 108 workers landed at the airport around 11:20pm. Earlier, another flight carrying 116 workers reached Dhaka at 12:20pm.

Brac Migration Programme, with the help of Prabashi Kalyan Desk set by the Expatriates' Welfare Ministry at the airport, provided the workers with immediate support, including food and drinking water.

Shariful said the migrants alleged they were promised of fortune overseas by brokers and recruiting agencies.

However, they had to face various challenges in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA). Many of them did not get wages while several had to return within few months after they went to the Gulf country, he said.

"Now, they are worried about their future," he added.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৬ মাঘ ১৪২
২০ জানুয়ারি ২০২০

সৌদি আরব থেকে এক দিনেই ফিরলেন ২২৪ বাংলাদেশি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশি কর্মীদের জোরপূর্বক ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। গত শনিবার সৌদি এয়ার লাইন্সযোগে দেশে ফিরেছেন আরো ২২৪ জন বাংলাদেশি কর্মী। এ নিয়ে চলতি বছরের প্রথম ১৮ দিনে ১ হাজার ৮৩৪ জন বাংলাদেশি সৌদি আরব থেকে ফিরলেন। প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সহযোগিতায় বরাবরের মতো এদিনও ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম এর পক্ষ থেকে ফেরত আসা বাংলাদেশিদের জরুরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রধান শরিফুল হাসান জানান, দেশে ফেরত আসা কর্মীরা বরাবরের মতো অভিযোগ করেছেন, তাদের প্রত্যেককে নানা স্বপ্ন দেখিয়েছিল দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্সি। কিন্তু সৌদি আরবে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়েন তারা। অনেকে বেতন পাননি। অনেকে সৌদি আরবে যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে ফেরত এসেছেন। তারা সবাই ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন দুশ্চিন্তায়। তিনি জানান, ২০১৯ সালে ২৫ হাজার ৭৮৯ বাংলাদেশিকে সৌদি আরব থেকে ফেরত পাঠানো হয়। প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ৬৪ হাজার ৬৩৮ কর্মী শূন্য হাতে দেশে ফিরেছেন। শরিফুল হাসান বলেন, ফেরত আসা মানুষের পাশে সবার দাঁড়ানো উচিত। পাশাপাশি এভাবে যেন কাউকে শূন্য হাতে ফিরতে না হয় সেজন্য রিক্রুটিং এজেন্সিকে দায়িত্ব নিতে হবে। দূতাবাস ও সরকারকেও বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে হবে। বিশেষ করে ফ্রি ভিসার নামে প্রতারণা বন্ধ করা উচিত।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারি ২০২০,

শ্রমিক সকাল থেকে শুরু করেছেন ইট ভাঙার কাজ। কাজের অবসরে দুপুরের খাবার খেয়ে নিচ্ছেন। তারপর আবার শুরু করবেন কাজ। প্রতিটি ইট ভেঙে সুরকি করার জন্য তাঁরা পান এক টাকা। গতকাল দুপুরে নারায়ণগঞ্জের পাগলা এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারি ২০২০,

বিশ্বে প্রতি ৫ জনে ১ জন বেকার দক্ষিণ এশীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি বছরে সারা বিশ্বে বেকার লোকের সংখ্যা বাড়বে। ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে ১৮ কোটি ৮০ লাখ বেকার ছিল। এ বছর তা বেড়ে দাঁড়াবে ১৯ কোটি ৩ লাখে। এক বছরের ব্যবধানে সারা বিশ্বে প্রায় ২৩ লাখ বেকার বাড়বে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ২০২০ সালের 'ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল আউটলুক' প্রতিবেদনে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

আইএলওর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় ৩ কোটি ৮৪ লাখ লোক বেকার থেকে যাবে। এর মানে, সারা বিশ্বের বেকারদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনে একজন দক্ষিণ এশীয়। যথেষ্ট দক্ষতা সত্ত্বেও মনমতো কাজ পাচ্ছেন না দক্ষিণ এশিয়ার ৭ কোটি ৮৯ লাখ তরুণ-তরুণী। তাঁরা জীবিকার তাগিদে অপেক্ষাকৃত কম মজুরির কাজ করেন। তাঁদের 'আন্ডারইউটিলাইজেশন' শ্রমশক্তি বলা হয়।

সার্বিকভাবে বিশ্বের বেকার পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে বেকার ছিল ১৮ কোটি ৮০ লাখ। আইএলওর পূর্বাভাস অনুযায়ী, এ বছর তা বেড়ে হবে ১৯ কোটি ৩ লাখ। আগামী বছর তা হবে ১৯ কোটি ৪৬ লাখ।

আইএলওর বেকারের সংজ্ঞা হলো কাজ খুঁজছেন, কিন্তু সপ্তাহে এক ঘণ্টাও মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে পারেন না, এমন ব্যক্তিকে বেকার হিসেবে ধরা হয়।

আইএলও বলছে, প্রতি পাঁচজন কর্মোপযোগী মানুষের মধ্যে তিনজন মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। তবে তাঁদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ কর্মজীবী মানুষ পর্যাপ্ত মজুরি পান না। তাঁরা নিজ নিজ দেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাও চাহিদামতো পান না। আইএলও আরও বলছে, পছন্দমতো ও শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করাই এখন বিশ্বজুড়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

আইএলওর প্রতিবেদনে বিশ্বের কোন অঞ্চলে এ বছর বেকার কত থাকবে, তার বিবরণও দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি বেকার থাকবে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে। এই অঞ্চলে ৮ কোটি ৮৭ লাখ বেকার থেকে যাবে। এই হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ার বেকাররাও আছেন। এরপর আফ্রিকায় ৩ কোটি ৪১ লাখ বেকার থাকবেন। এ ছাড়া লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে ২ কোটি ৬৪ লাখ, ইউরোপে ২ কোটি ২০ লাখ, উত্তর আমেরিকায় ৭৬ লাখ, আরব দেশে ৪৮ লাখ, কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম এশিয়ায় ৭৩ লাখ বেকার থাকবেন।

আইএলওর প্রতিবেদনে দেশভিত্তিক শ্রমশক্তি, কর্মজীবী ও বেকারের হিসাব দেওয়া হয়নি। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ (২০১৬-১৭) অনুযায়ী, সারা দেশে তখন ২৬ লাখ ৭৭ হাজার বেকার লোক ছিলেন। এই বেকারদের মধ্যে ১০ লাখ ৪৩ হাজার তরুণ-তরুণী উচ্চমাধ্যমিক কিংবা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস করেও চাকরি পাচ্ছেন না। বেকারদের মধ্যে ৩৯ শতাংশই এমন শিক্ষিত বেকার। অন্যদিকে যাঁরা পড়াশোনা করতে পারেননি, মোট বেকারদের মধ্যে তাঁদের হার সবচেয়ে কম, মাত্র ১১ দশমিক ২ শতাংশ।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২১, ২০২০

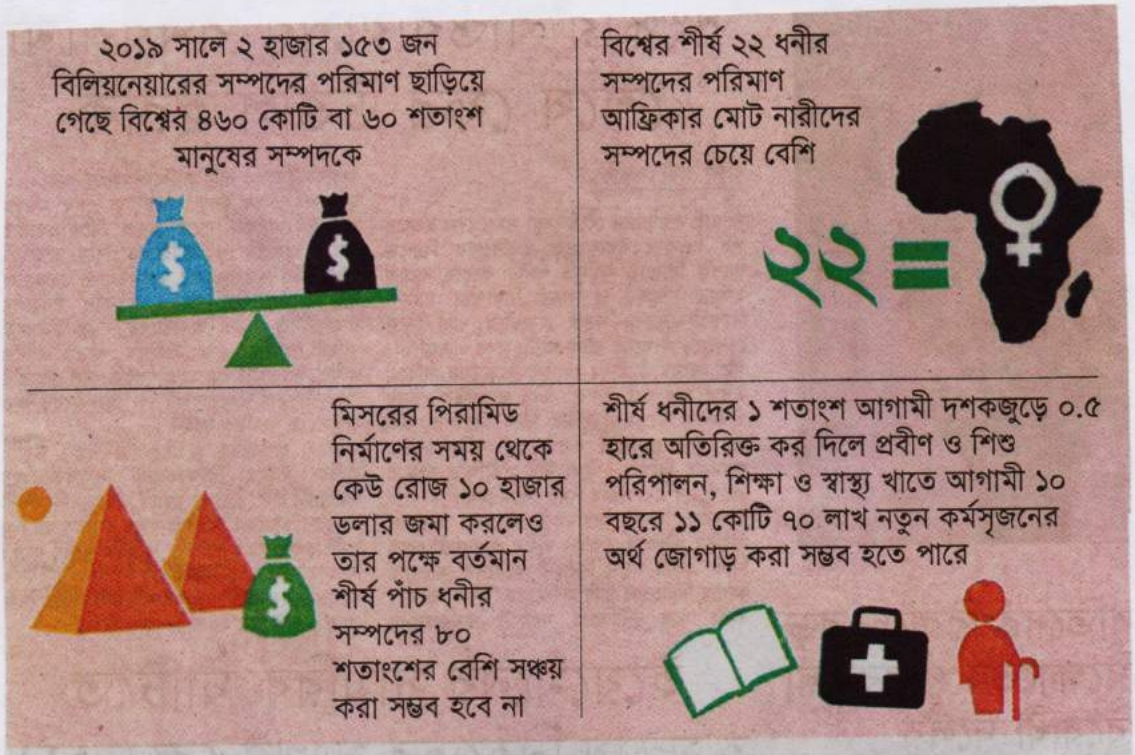

অক্সফামের প্রতিবেদন

তীব্র হচ্ছে বিশ্বের ধনী-গরিব বৈষম্য

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গত দশকে বিশ্বে বিলিয়নেয়ারদের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৯ সালে ২ হাজার ১৫৩ জন বিলিয়নেয়ারের সম্পদের পরিমাণ বিশ্বের ৪৬০ কোটি বা ৬০ শতাংশ মানুষের সম্পদকে ছাড়িয়ে গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে অক্সফামের বার্ষিক প্রতিবেদনে। খবর এএফপি ও সিএনবিসি।

তীব্র এ ধনবৈষম্যের সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের ওপর। অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। কিন্তু শিক্ষা, সন্তোষজনক আয় কিংবা সামাজিক ব্যাপারে তাদের মতামত গুরুত্ব পেয়েছে সবচেয়ে, কম। এ বৈষম্যের ফলে আমাদের অর্থনীতি গোড়াতেই হোঁচট খাচ্ছে।

বৈশ্বিক জনসংখ্যার এ অংশের দৈনিক ১ হাজার ২৫০ কোটি ঘণ্টা অবৈতনিক 'কেয়ার ওয়ার্কে' (প্রবীণ ও শিশু পরিপালন) ব্যয় হয়, যার বার্ষিক আর্থিক পরিমাণ আনুমানিক ১০ লাখ ৮০ হাজার কোটি ডলার। এদিকে প্রবীণ ও সন্তান পরিপালনের কারণে বিশ্বের ৪২ শতাংশ নারী চাকরি করতে পারেন না। এক্ষেত্রে নারীর তুলনায় চাকরি করতে না-পারা পুরুষের হার মাত্র ৬ শতাংশ।

বৈশ্বিক ধনী-গরিব ধনবৈষম্য সম্পর্কে অক্সফামের ভারতের প্রধান অমিতাভ বেহার বলেন, আমাদের বিধ্বস্ত অর্থনীতিগুলো বিলিয়নেয়ার ও অতিকায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পকেট ভারী করছে। এর মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ নারী-পুরুষ উভয়কেই। বিলিয়নেয়ারদের প্রয়োজন আছে কিনা, মানুষ এমন প্রশ্ন করতে শুরু করলে বিস্মিত হওয়া ছাড়া কিছু করার থাকবে না বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে পরিকল্পিত বৈষম্য বিমোচন নীতিমালা ছাড়া বিরাজমান ধনী-গরিব দুস্তর ব্যবধান সমাধান করা সম্ভব নয় বলেও জানান বেহার। প্রসঙ্গত, আজ থেকে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে শুরু হওয়া ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিওইএফ) বার্ষিক সভায় অক্সফামের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি।

দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের শীর্ষ ২২ ধনীর সম্পদের পরিমাণ আফ্রিকার মোট নারীদের সম্পদের চেয়ে বেশি। আরেকটা মজার তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, মিসরের পিরামিড নির্মাণের সময় থেকে কেউ রোজ ১০ হাজার ডলার করে জমা করলে তার পক্ষে বর্তমান শীর্ষ পাঁচ ধনীর সম্পদের ৮০ শতাংশের বেশি সঞ্চয় করা সম্ভব হবে না।

এদিকে ফোর্বসের হিসাবে বিশ্বের বর্তমান শীর্ষ ধনী অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস। তার নিট সম্পদের পরিমাণ ১১ হাজার ৬৪০ কোটি ডলার। দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী বিলাসী পণ্যের প্রতিষ্ঠান এলভিএমএইচের কর্ণধার বার্নাড আরনাওল্ট। ফরাসি ভদ্রলোকের সম্পদের নিট পরিমাণ ১১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার।

এ পরিস্থিতিতে বিশ্বের সরকারগুলোকে ধনবৈষম্য কমাতে সহায়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানিয়েছে অক্সফাম। এজন্য আগামী দশকজুড়ে শীর্ষ ধনীদের ওপর দশমিক ৫ শতাংশ কর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। শীর্ষ ধনীদের ১ শতাংশ আগামী এক দশকজুড়ে এ হারে অতিরিক্ত কর দিলে প্রবীণ ও শিশু পরিপালন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আগামী ১০ বছরে ১১ কোটি ৭০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মতো অর্থ জোগাড় করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে।

অক্সফামের প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে ফোর্বস ম্যাগাজিন ও সুইস ব্যাংক ক্রেডিট সুইসের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে। এসব পরিসংখ্যান নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ।

The Daily Star JANUARY 21, 2020,

SOCIAL MOBILITY INDEX

Bangladesh fares badly in social protection

Ranked 78th out of 82 countries; Denmark tops the list prepared by World Economic Forum

MOHAMMAD AL-MASUM MOLLA

Bangladesh performs very poorly in terms of providing social protection to its people, says a global report that sheds light on issues relating to the absence of minimum income benefits and the low quality of social safety schemes in the country.

Bangladesh has been ranked 78th out of 82 countries in a new Social Mobility Index compiled by the World Economic Forum (WEF), while Denmark has topped the list.

The report released ahead of the 50th Annual Meeting of the WEF also said Bangladesh scored 40.2 while Denmark's scored 85.2 out of 100.

An inclusive society must provide fair and equitable access to its justice system and its institutions, and provide safeguards against the persecution of historically excluded groups, but institutions in Bangladesh are often designed in such a way that they don't serve everyone equally, said the report.

"It is not surprising at all. If accidents of birth had no impact on subsequent life opportunities, the mobility would have been a lot higher. But that is not the case in Bangladesh. Babies born in a poor family get poor nutrition which permanently damages their ability to succeed later in life," Zahid Hussain, former lead economist of the World Bank's Dhaka office.

He said a person becomes the victim of discrimination in education because of the inability to compete on a level playing field.

"Difference between wealthy and poor family in access to education is unambiguous," he said.

The noted economist explained that discrimination between rural and urban education is visible.

"Dropout rate is also related with wealth status. Access to credit, business opportunities and employment in Bangladesh depends to an important extent on the family background in terms of their wealth status and social connections," he added.

Zahid said social mobility will not improve if we cannot liberate the population from constraints inherited at birth.

Increasing social mobility, a key driver of income inequality, by 10 per cent would benefit social cohesion and boost the world's economies by nearly 5 per cent by 2030, the WEF report said. But few economies have the right conditions to foster social mobility.

WEF in the report suggested that governments should ensure a level playing field not just because it is the right thing to do, but it can benefit their economies.

The index ranked Denmark, Norway, Finland. Sweden and Iceland as its top five countries, registering over 80 points on a 100-point scale, while the United States came in at 27th, Russia 39th, and China 45th.

"If economies were able to improve their social mobility score by 10 points, (gross domestic product) would increase by 4.4% by 2030 on top of the societal benefits such investments would bring," the forum said in a statement.

Measuring countries across five key dimensions distributed over 10 pillars -- health; education (access, quality and equity); technology; work (opportunities, wages, conditions); and protections and institutions (social protection and inclusive institutions) -- shows that fair wages, social protection and lifelong learning are the biggest drags on social mobility globally.

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার। ২১ জানুয়ারি ২০২০
kalerkantho.com

ফিরছেন অভিবাসী শ্রমিকরা

সংকট সমাধানে ব্যবস্থা নিন

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত সৌদি আরবে প্রবাসী সাধারণ বাংলাদেশিরা ভোগান্তিকর এক পরিস্থিতিতে পড়েছেন। এসব মানুষ মূলত শ্রমিক হিসেবে বা ছোটখাটো ব্যাবসায়িক কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য অভিবাসী হয়েছেন। চার-পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে তাঁদের যেতে হয়েছে। এখন তাঁদের দেশে ফেরত আসতে হচ্ছে। বেশির ভাগকেই ফিরতে হচ্ছে প্রায় শূন্য হাতে।

কালের কণ্ঠ'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শনিবার একদিনেই সৌদি আরব থেকে ২২৪ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আগের দিন ফিরেছেন ১০৯ জন। চলতি বছরের ১৮ দিনে এক হাজার ৮৩৪ জন ফিরেছেন। ২০১৯ সালে ২৫ হাজার ৭৮৯ বাংলাদেশিকে সৌদি আরব থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ওই বছর বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ৬৪ হাজার ৬৩৮ জন কর্মী দেশে ফিরেছেন। তাঁদের মধ্যে সৌদি আরব থেকে ২৫ হাজার ৭৮৯ জন, মালয়েশিয়া থেকে ১৫ হাজার ৩৮৯ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ছয় হাজার ১১৭ জন, ওমান থেকে সাত হাজার ৩৬৬ জন, মালদ্বীপ থেকে দুই হাজার ৫২৫ জন, কাতার থেকে দুই হাজার ১২ জন, বাহরাইন থেকে এক হাজার ৪৪৮ জন এবং কুয়েত থেকে ৪৭৯ জন ফিরেছেন।

এটা জানা কথা, যাঁরা শ্রমিক হিসেবে বা ছোটখাটো ব্যবসা করার জন্য বিদেশে যান, তাঁরা ধারদেনা করে বা জমি বিক্রি করে যান—একদিন অবস্থা ফিরবে এ আশায়। কিন্তু তাঁদের আশাভঙ্গ হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যাঁরা গেছেন তাঁদের বেশির ভাগকেই বছর না ঘুরতেই ফিরতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকার পরও তাঁদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশটিতে অবস্থানরত হাজার হাজার প্রবাসী আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে পড়েছে। মালয়েশিয়ার পরিস্থিতিও ভয়াবহ। গ্রেপ্তার এড়াতে অবৈধ প্রবাসীরা গাঢাকা দিয়ে আছে। কেউ কেউ বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন।

শ্রমজীবী প্রবাসীদের কেন এমন অবস্থায় পড়তে হয়? এর বড় কারণ দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো প্রয়োজনীয় তথ্যগত ও আইনি সহায়তা দেয় না বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। বৈধ করার জন্য তৎপর হওয়াও তাঁদের কাজ; এ ক্ষেত্রে চেষ্টা-তদবির করে ব্যর্থ হলে ভিন্ন কথা। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদেরও সচেতনতা থাকা দরকার। অবৈধ পথ পরিহার করাই শ্রেয়। সরকারের দিক থেকে করণীয় হলো—বিকল্প শ্রমবাজার সন্ধান করা; জনশক্তিকে দক্ষ করে তোলা, যাতে নতুন ক্ষেত্রে দক্ষতার সুযোগটি নেওয়া যায় এবং জিটুজি প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ করা। দালাল-প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাহলে বৈধ পথে অভিবাসী হওয়ার প্রবণতা বাড়বে। সরকার যথাযথভাবে তৎপর হবে বলে আমরা আশা করি।

শোভন কাজ

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২১ জানুয়ারি ২০২০
৭ মাঘ ১৪২৬

দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্য

কারিগরি শিক্ষায় ২০৫০০ কোটি টাকার মেগা প্রকল্প

যুগান্তর রিপোর্ট

কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নে মেগা প্রকল্প হাতে নিচ্ছে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের এ প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে উপস্থাপন করা হচ্ছে আজ মঙ্গলবার। এটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ২০ হাজার ৫২৫ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। 'উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন' নামের প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি একটি করে কারিগরি বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় সুবিধা সৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স চালু করার মাধ্যমে দেশব্যাপী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠেয় একনেক বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্বশীল একাধিক কর্মকর্তা সোমবার যুগান্তরকে বলেন, এ প্রকল্পটি একনেকের জন্য তৈরি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া আরও ৭টি প্রকল্প একনেকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মক্ষম যুবকদের দেশে ও বিদেশে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাকরি বাজারের চাহিদার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং ৪টি ট্রেড ও ৪টি স্বল্পমেয়াদি প্যারাট্রেড কোর্স চালু হবে। একনেকে অনুমোদন

একনেকে উঠছে আজ

পেলে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে ৯৮৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়, একাডেমিক কাম ওয়ার্কশপ ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, শিক্ষক ডরমিটরি, ছাত্রীনিবাস, বাউন্ডারি ওয়াল, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, গভীর নলকূপ, ৫০০ কেভিএ সাবস্টেশন, শহীদ মিনার, মুক্তিযোদ্ধা মনুমেন্ট এবং পানি সংরক্ষণাগার ইত্যাদি করা হবে।

এ বিষয়ে প্রকল্পটির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য আবুল কালাম আজাদ পরিকল্পনা কমিশনের মতামত দিতে গিয়ে একনেকের জন্য তৈরি প্রকল্প সারসংক্ষেপে বলেছেন, দেশে-বিদেশে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাকরি বাজারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মক্ষম যুবকদের দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রমের শুরু এবং প্রতি বছর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নতুন শিক্ষার্থী অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সূত্র জানায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে টিভিইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে কারিগরি শিক্ষাকে গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারিত করার জন্য কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ বিদ্যমান ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এখন দেশের অবশিষ্ট ৩২৯টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৭ মাঘ ১৪২৬
২১ জানুয়ারি ২০২০

২৩১ কারখানা বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশ

নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই এমন ২৩১টি শিল্প-কারখানা অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল সোমবার এই আদেশ দেন। একইসঙ্গে কেরানীগঞ্জের দক্ষিণ পার্শ্বে বুড়িগঙ্গা নদীতে ময়লা আবর্জনা ও বর্জ্য ফেলা বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ঢাকার জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদন আমলে নিয়ে হাইকোর্ট উপরোক্ত আদেশ দেয় বলে জানান রিটকারী সংগঠনের কৌসুলি আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। তিনি বলেন, আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ২২ ফেব্রুয়ারি দাখিল করতে বলা হয়েছে। এসব শিল্প-কারখানা থেকে প্রতিদিনই তরলসহ নানা দূষিত বর্জ্য নদীতে পড়ছে।

গতকাল হাইকোর্টে দাখিলকৃত পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৮ জানুয়ারির আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা মহানগর এলাকায় এ পর্যন্ত মোট ২৩১টি ছাড়পত্রবিহীন ও এটিপি/ইটিপি বিহীন শিল্প-কারখানার তথ্য পাওয়া গেছে। এ দপ্তরের এনফোর্সমেন্ট শাখার শিডিউল পাওয়া গেলে ঐ সব কারখানা বন্ধের অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হবে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, গত ২৫ নভেম্বর পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর তীর সংলগ্ন শ্যামপুর-কদমতলী শিল্প এলাকার মোট ১৮টি ছাড়পত্রবিহীন কারখানার বিদ্যুৎ (কোনোটির গ্যাস সংযোগ) বিচ্ছিন্ন করে কারখানার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবু ইয়াহিয়া দুলাল বলেন, কারখানা বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের চিঠি পাওয়ার পর ঐসব কারখানার পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ওয়াসা, তিতাস ও ডিপিডিসিকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার
২২ জানুয়ারি ২০২০ । ৮

পাটকল শ্রমিকদের জন্য ২৯২ কোটি টাকা চেয়ে চিঠি

রুকনুজ্জামান অঞ্জন

আন্দোলনরত পাটকল শ্রমিকদের অসন্তোষ কমাতে জরুরি ভিত্তিতে ২৯২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। 'এখনই এ অর্থ বরাদ্দ' দেওয়া না হলে পুনরায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে চাওয়া অর্থ চলতি জানুয়ারি থেকে আগামী মার্চ পর্যন্ত তিন মাসের মজুরি পরিশোধে ব্যয় হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের (বিজেএমসি) কর্মকর্তারা জানান, তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলগুলোয় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ২৭ হাজার

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

পাটকল শ্রমিকদের

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ৯৫২। মিল শ্রমিকদের সর্বোচ্চ উৎপাদনের ভিত্তিতে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ১৩ সপ্তাহের জন্য মজুরি পরিশোধ করতে হলে ২৯২ কোটি ৫০ লাখ টাকার প্রয়োজন। এদিকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বিজেএমসির মিলের শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন ও জাতীয় মজুরি স্কেল, ২০১৫ বাস্তবায়নের জন্য এ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া দরকার। বিজেএমসির মিলগুলোর ক্রমাগত লোকসানের কারণে শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ করতে না পারায় দিন দিন বকেয়া মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। বকেয়া না পেয়ে শ্রমিকরা এরই মধ্যে কয়েক দফা গেটসভা, সড়ক অবরোধ, আমরণ অনশনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আশঙ্কা দেখা দেয়। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে নতুন মজুরি কাঠামো-২০১৫ অনুযায়ী 'পে-স্লিপ' ইস্যুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিকদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করানো হয়। এখন নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী চলতি জানুয়ারি থেকে বেতন দিতে না পারলে আবারও শ্রম অসন্তোষের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। বিজেএমসির চেয়ারম্যান মো. আবদুর রউফ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে আমরা নতুন মজুরি স্কেলে (২০১৫) চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে বেতন পরিশোধ করতে চাইছি। ২০১০ সালের স্কেল অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে মজুরি বাবদ ব্যয় হতো ১০ কোটি টাকার মতো। এখন ২০১৫ সালের স্কেলে আমরা হিসাব করে দেখেছি প্রতি সপ্তাহে মজুরি দাঁড়ায় প্রায় ২২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। ফলে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে ২৯২ কোটি টাকা জরুরি ভিত্তিতে চাওয়া হয়েছে।'

প্রথম আলো • বুধবার, ২২ জানুয়ারি ২০২০,

অবশেষে বিজিএমইএ ভবন ভাঙার কাজ শুরু আজ

হাতিরঝিল

ভাঙা হবে পুরোনো পদ্ধতিতেই। সময় লাগবে তিন থেকে ছয় মাস।
ভাঙবে ফোরস্টার এন্টারপ্রাইজ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বারবার পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে বহুল আলোচিত বিজিএমইএ ভবন ভাঙার কাজ শুরু হবে আজ বুধবার। তবে আজ শুরু হলেও হাতিরঝিল প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ভবনটি পুরোপুরি ভাঙতে তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগবে। ভাঙা হবে উন্নত যন্ত্রপাতি দিয়ে পুরোনো (ম্যানুয়েল) পদ্ধতিতে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) চেয়ারম্যান মো. সাঈদ নূর আলম গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে প্রথম আলোকে ভবনটি ভাঙার কাজ শুরুর বিষয়ে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, আজ বুধবার সকাল ১০টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভাঙার কাজ শুরু হবে। অনিবার্য কিছু কারণে ভবনটি ভাঙার কাজ শুরু করায় কিছুটা বিলম্ব ঘটেছে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বিজিএমইএ ভবন প্রতীকীভাবে ভাঙার কাজের উদ্বোধন করবেন। পরে ঠিকাদারি কোম্পানি ফোরস্টার এন্টারপ্রাইজ ভাঙার কাজ শুরু করবে। ভবনটির ভেতরের বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়ার বিনিময়ে ঠিকাদার কোম্পানি রাজউককে ১ কোটি ৫৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা দেবে। ইতিমধ্যে ১০ শতাংশ টাকা দেওয়াও হয়েছে।

শুরুতে ভবনটি আধুনিক বা নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরকের মাধ্যমে (কন্ট্রোলড্ ডিমোলিশন) ভাঙার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ভাঙা হলে ভবনের রড, বাথরুম ফিটিংসসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী কাজে লাগানো যাবে না বলে পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়।

উল্লেখ্য, জলাধারের জায়গায়, নকশা অনুমোদন ছাড়া নির্মাণসহ বিভিন্ন কারণে বিজিএমইএ ভবনটি ভাঙার জন্য গত বছরের ১২ জানুয়ারি সময় দেন আদালত। ওই বছরের ১৬ এপ্রিল সকালে ভবনটি ভাঙার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হয় রাজউক।

বিজিএমইএ ভবন। ফাইল ছবি

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৮ মাঘ ১৪২৬
২২ জানুয়ারি ২০২০

রোবটের কারণে তৈরি হবে ১৩ কোটি নতুন কর্মসংস্থান

মাহবুব শরীফ

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম তাদের এক রিপোর্টে এ ভবিষ্যদ্বাণী করছে। রিপোর্টে বলা হচ্ছে, প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে মানুষের সময় বেঁচে যাবে অনেক, আর সেটা তাদের অন্য কাজ করার সুযোগ করে দেবে। কিন্তু সমালোচকরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, যেসব কাজ চলে যাবে, তার জায়গায় যে নতুন চাকরি তৈরি হবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই।

'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম' হচ্ছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক একটি নীতি গবেষণা কেন্দ্র। প্রতিবছর ডাভোসে তারা একটি সম্মেলনের আয়োজন করে যেখানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নামকরা লোকদের জড়ো করা হয়।

রোবটের কারণে ২০২২ সাল নাগাদ কাজ হারাবে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ। কিন্তু এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ ঐ একই সময়ে নতুন প্রযুক্তির কারণে তৈরি হবে ১৩ কোটি ৩০ লাখ নতুন কাজ

তাদের রিপোর্টটিতে বলা হচ্ছে, রোবট এবং এলগরিদমের কারণে এখনকার বিভিন্ন কাজের উৎপাদনশীলতা অনেকগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু এর ফলে নতুন কাজ তৈরিরও সুযোগ হবে।

ডাটা এনালিস্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপার, সোশ্যাল মিডিয়া স্পেশালিস্ট— এ ধরনের কাজ প্রচুর বাড়বে। তবে শিক্ষক বা কাস্টমার সার্ভিস কর্মীর মতো কাজ, যাতে কিনা অনেক স্পষ্ট মানবিক গুণাবলির দরকার হয়, সেরকম কাজও অনেক তৈরি হবে। কিন্তু এই নতুন কাজ তৈরির প্রক্রিয়াটা যে সহজ হবে না, এই পরিবর্তনের পথে যে নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাত আসবে, সেটা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে রিপোর্টটিতে।

একাউন্টিং প্রতিষ্ঠান, কারখানা থেকে শুরু করে পোস্ট অফিস, ক্যাশিয়ারের কাজ—রোবট এসে দখল করে নেবে এসব কাজ। এই বিরাট পরিবর্তনের মুখে কর্মীদের নতুন কাজের প্রশিক্ষণ নিতে হবে, নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

উল্লেখ্য, মাত্র এক মাসে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের প্রধান অর্থনীতিবিদ অ্যান্ডি হ্যালডেন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ব্রিটেনে হাজার হাজার মানুষ রোবটের কারণে কাজ হারাবে।

মিস্টার হ্যালডেন বলেছিলেন, যদি মানুষের জন্য নতুন কাজ তৈরি করতে হয়, কোম্পানিগুলোকে অনেক সৃষ্টিশীল হতে হবে। কিন্তু সেটি সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে তার।

সূত্র : বিবিসি

প্রান্তিক যুব সমাজের কর্মসংস্থানে সরকারি পরিষেবার ভূমিকা

শোভন কাজ

প্রথম আলো • বুধবার, ২২ জানুয়ারি ২০২০,

সিপিডি আয়োজিত সংলাপে বক্তারা। গতকাল রাজধানীর গুলশানের লেকশোর হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

কর্মসংস্থানে চার চ্যালেঞ্জ

প্রান্তিক যুবগোষ্ঠী

সংলাপে সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, রাজনৈতিক পরিচয়ই এখন সরকারি চাকরির মূল যোগ্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক যুব গোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে চারটি চ্যালেঞ্জ আছে। এগুলো হলো জীবন ও জীবিকা; শিক্ষা; প্রশিক্ষণ এবং শোভন কাজের অভাব। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের কার্যকর উদ্যোগ কম।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও এশিয়া ফাউন্ডেশন পরিচালিত এক গবেষণায় এ কথা বলা হয়েছে। গবেষণার শিরোনাম ছিল প্রান্তিক যুবসমাজের কর্মসংস্থানে সরকারি পরিষেবার ভূমিকা। এ গবেষণার ওপর গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেল এক সংলাপের আয়োজন করা হয়।

সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংলাপে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন। যাঁদের বেশির ভাগই বয়সে তরুণ।

অনুষ্ঠানে সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, চাকরির বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সরকার উচ্চ প্রবৃদ্ধির দিকে জোর দিচ্ছে। কিন্তু এই অর্থনীতিতে বছরে কত লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় বলা উচিত, কোন বছর কত লোকের কর্মসংস্থান হবে। এ ছাড়া আইন করে একটি যুব কর্মসংস্থান কর্মসূচি হাতে নেওয়া উচিত।

রাজনৈতিক পরিচয়ই এখন সরকারি চাকরির মূল যোগ্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন রেহমান সোবহান। তাঁর মতে, 'সরকার মনে করে, কে সরকারের স্বার্থ রক্ষা করবে।'

সিপিডি গবেষণাটি পরিচালনার জন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়গত প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠী হিসেবে ঠাকুরগাঁওয়ের সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, দুর্যোগে আক্রান্ত শহরে বস্তিবাসী; মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এবং ভৌগোলিক কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে সিলেটের শহরে যুব গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাদা কর্মশালার আয়োজন করে। এসব কর্মশালায় মোট ৩৩৩ জন অংশগ্রহণকারীর মতামত জরিপ করা হয়।

গবেষণার তথ্য

- স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানের অর্ধেক।
- সিলেট শহরের ৭৩ শতাংশ যুবক নিজ এলাকায় পছন্দের কাজ পান না।
- চাকরির বাজারের চাহিদামতো দক্ষ মানবসম্পদ জোগান দেওয়া যাচ্ছে না।

> **অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় বলা উচিত, কোন বছর কত লোকের কর্মসংস্থান হবে। এ ছাড়া আইন করে একটি যুব কর্মসংস্থান কর্মসূচি হাতে নেওয়া উচিত।**
>
> **রেহমান সোবহান,** চেয়ারম্যান, সিপিডি

গবেষণা ফল

সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, শতভাগ বস্তিবাসী যুব গোষ্ঠী, প্রায় শতভাগ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর যুবক শ্রেণি এবং ৮ শতাংশ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর পরিবারের বসতভিটা নেই। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রায়ই উচ্ছেদের হুমকির মুখে থাকতে হয়। ৭ শতাংশ বস্তিবাসী ও তার পরিবার বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে। এর ফলে যুবকদের শৈশবজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে।

সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও সিলেটের শহুরে যুব গোষ্ঠীর প্রায় ৫০ শতাংশই মনে করেন, তাঁদের স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানের অর্ধেক। মতামত প্রদানকারীদের ৬০ শতাংশ মনে করেন, স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মান জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানের অর্ধেক। এসব প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজের সুযোগ পাওয়া গেলেও প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজের সুযোগ মিলে কম। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৯৮ শতাংশ কারিগরি, মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর ২৮ শতাংশ ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ নেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রায়ই সরকারি প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত তথ্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, সিলেটের ৭৩ শতাংশ যুবক এবং ঠাকুরগাঁওয়ের সমতলের জাতিগোষ্ঠীর ২৬ শতাংশ নিজের এলাকায় চাহিদামতো কাজের সুযোগ কম বলে মনে করেন।

২০৩০ সালের মধ্যে দেশে নতুন ৩ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য রয়েছে। সিপিডির গবেষণায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, বর্তমান ধারাবাহিকতায় কর্মসংস্থান হলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৪৯ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, যা লক্ষ্যের অর্ধেক।

আলোচনা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাংসদ মুজিবুল হক নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, 'নিজের এলাকায় একটি কলেজ করেছি। এটা ভুল হয়েছে। আমার এলাকায় অনেক কলেজ আছে। কিন্তু একটি ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান করলে ভালো হতো। এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গলদ আছে।' তিনি বলেন, পোশাক খাতে স্যুট কাটিং মাস্টারের চাহিদা আছে, কিন্তু দক্ষ লোক না থাকায় শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান থেকে লোক আনতে হচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, যুব জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করতে সরকার বিপুল টাকা খরচ করছে। কিন্তু সেই অর্থ খরচ কাজে আসছে কি না, তা দেখতে হবে। এখন যে মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে, চাকরির বাজারে তাঁদের নিতে অনীহা আছে। তাই চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ঘাটতি রয়ে গেছে।

ঠাকুরগাঁওয়ের নৃগোষ্ঠীভুক্ত যুবক আন্দ্রে অগাস্তা বলেন, তাঁর এলাকার প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরও চাকরিতে ভালো বেতন পাওয়া যায় না।

রাজধানীর কড়াইল বস্তির তানজিনা আক্তার বলেন, সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সবার আগে বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

বিএনপির সাংসদ রুমিন ফারহানা বলেন, দেশে একটি কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। রাজনৈতিক পরিচয়ে সরকারি চাকরি হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সাংসদ নাহিম রাজ্জাক, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, ইউসেপ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক তাহসিনা আহমেদ, জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সভাপতি সারাহ কামাল, বিডিজবসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহিম মাশরুর প্রমুখ।

শোভন কাজ

The Daily Star
JANUARY 22, 2020, MAGH 8, 1426 BS

Govt failing to create jobs for youths fast enough

Finds a CPD study

STAR BUSINESS REPORT

The government will be able to create only half of the 3 crore jobs it promised to generate by 2030 at the current pace of employment growth, said a think-tank yesterday, in a disheartening projection for the growing number of youth desperate for work.

In its election manifesto in 2018, the Awami League had pledged to create the jobs by 2030. But according to the projections of the International Labour Organisation (ILO), 1.49 crore jobs would be created at the existing rate of employment growth of 2.4 per cent.

"This means, only half of the job creation targets of the government will be achieved by 2030," said the Centre for Policy Dialogue (CPD) in a new study.

The study was unveiled at a dialogue on "Role of the Public Service Delivery in Ensuring Employment for the Marginalised Youth Community", organised by the CPD at the capital's at the Lakeshore Hotel.

It is not possible to pull off the employment goal, particularly create the expected number of jobs for the youth, through traditional methods, the study report said.

"It is the state's responsibility to take up programmes for the youth," said Rehman Sobhan, a noted economist and chairman of the CPD.

He criticised the culture as youth now have to go through political DNA test to avail government jobs.

About 12.2 per cent of the total of 2 crore youth are unemployed in the country. Of them, 74 lakh youth have no scope for education, training or involvement in employment.

A big chunk of them are from marginalised groups with no access to various facilities availed by their peers in urban areas, the report said.

The number of youth rises to a third of the total labour force if they cover those aged between 15 and 29 years.

Poor economic condition as well as backward position in education and training compared to their peers in urban areas push the marginalised groups further in the job market, said Khondaker Golam Moazzem, research director of the CPD, in his presentation.

As a result, the youth, particularly those from plain-land indigenous groups and slum youths, find the level of challenge for accessing jobs high, he said.

Some social safety net programmes of the government are playing a role in improving the livelihood of marginalised communities but it is not sufficient to solve the housing problem they face.

A lack of transparency of state-run service providers is a major concern for slum-dwellers, particularly related to their housing issues, he said.

The youth in the marginalised communities could not receive minimum education. They do not have access to adequate number of skilled teachers and also cannot afford private tuition, the report said.

Third gender youth cannot complete study due to discrimination and humiliation at schools and physically challenged youths are facing constraints in pursuing education, according to Moazzem.

Absence of accountability and transparency mechanism disproportionately affect the marginalised youths, he added.

The youth in the marginalised communities are deprived of minimum educational facilities and hardly meet the cost of education. The government should increase the stipend allocation to help them cover all education-related expenses.

The study found that despite fierce competition in the domestic job market, particularly in the low-skilled jobs and low-earning business activities, the desire to work abroad is rather low among the marginalised youth.

Only a third of the total youth are interested to go abroad for jobs, perhaps due to limited financial capacity to bear migration-related cost.

Besides, students who go to madrasas cannot meet the skill demand of the market because of the traditional educational system.

Md Mujibul Haque, chairman of the parliamentary standing committee on labour and employment ministry, stressed the need for need-based education instead of higher education.

He called for a change to the mind set about madrasa-based education and incorporating modern education to help them compete in the job market.

Nahim Razzaq, a lawmaker, criticised the government's vocational institutes, saying their quality is poor due to a lack of proper monitoring.

Only 14 per cent students in the country receive vocational education, which is very low compared to developed countries, said Rumeen Farhana, another lawmaker.

She blamed the social mind set as vocational education is not well regarded.

There is a lack of flow of information, coordination and skilled human resources standing in the way of delivering government facilities to the youth of marginalised groups, said Debapriya Bhattacharya, a distinguished fellow of the CPD.

Fahmida Khatun, executive director of the think-tank, suggested other ministries along with the youth and sports ministry should implement programmes for the youth in rural levels for skill development.

She called for increasing budgetary allocation for education and training from existing 2 per cent of gross domestic product.

Tahsinah Ahmed, executive director of the UCEP, and Tanjia Akhter Tania, a dweller in Karail slum, also spoke. Mustafizur Rahman, a distinguished fellow of the CPD, was present.

YOUTH EMPLOYMENT AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICES

Total youth **2** crore
Male youth **1.3** crore
Female youth **70** lakh
Unemployed youth **74** lakh

MAJOR FINDINGS

- One-third youth want to go abroad
- Urban youth receive technical education
- Marginalised youth shut out from technical education
- Govt technical institutes don't provideneed-based training
- Madrasa education does not meet market demand skill

Thursday, January 23, 2020
www.thefinancialexpress.com.bd

BD finalises reply to ILO complaints

MONIRA MUNNI

Bangladesh has finalised its reply to complaints about 'non-observance' of top ILO conventions related to worker rights, officials said.

This response is part of a move to avoid the formation of a commission of inquiry against the country.

Despite multiple steps to simplify trade union registration process, it said, the rate of registration rejection is still high.

The government has decided to send the reply to the International Labour Organisation (ILO) by January 30, a top labour ministry official confirmed.

It has also stated that the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) has already inspected five factories located in export-processing zones (EPZs), they added.

In mid-June 2019 at the 108th ILO session, labour representatives from Italy, Japan, South Africa, Pakistan and Brazil sought an enquiry commission against the government of Bangladesh.

Dhaka was accused of discounting convention 87 on freedom of association and right to organise, convention 98 on right to organise and collective bargaining and convention 81 on labour inspection.

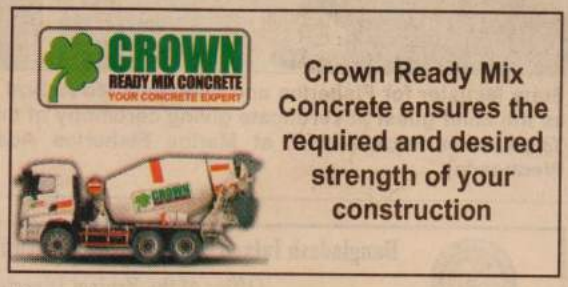

The complainants also proposed to form a commission of enquiry against Bangladesh for non-observance.

Dhaka in its reply has highlighted measures taken to address the ILO delegates' concerns regarding the violation of freedom of association here, sources said.

In recent years, the rate of success in union registration has increased, according to the reply.

Before adoption of standard operating procedures (SOP), the success rate was 60 per cent in 2014, 46 per cent in 2015, 62 per cent in 2016 and 65 per cent in 2017.

After the SOP, the rate has increased to 79.85 per cent in 2017, 74.85 per cent in 2018 and 74 per cent in 2019 (up to July), it said.

A total of 216 trade unions got registered with labour department after a reduction in membership threshold to 20 per cent from 30 per cent since October 24, 2018.

"We acknowledge that the rejection rate is still high which can be reduced trough training of labour department officials and workers."

"With support from ILO we are continuing our efforts in this regard," reads the response.

The DIFE inspector general and BEPZA officials have already visited Talisman, YKK, Hopic (hopelan), RSB Industrial Ltd and Kenparkbd Apparels Ltd.

Talks among ILO, DIFE and BEPZA are well under way to develop an integrated inspection framework, it added.

Regarding cases filed against workers for demonstrations over inconsistent wage structure, the government said 10 cases were withdrawn and all the arrestees were released on bail.

A total of 4,489 workers from 41 factories were terminated during a wage movement in December 2018 and January 2019 and they received all benefits as per existing provisions of the labour act, it added.

Regarding unionism in EPZs, it said workers have the right to form Workers Welfare Association and collective bargaining as per ILO conventions 87 and 98.

They are more protected and facilitated as well as getting more benefits under existing EPZ laws, rules and regulations and provisions, the reply cited.

munni_fe@yahoo.com

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২০,

বৈষম্যের সঙ্গে লড়ছে ৭১% মানুষ

জাতিসংঘের প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সারা বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এমন দেশে বসবাস করেন, যেখানে বৈষম্য বাড়ছে। বিশ্বের প্রায় ৭১ শতাংশ জনগোষ্ঠী এখন বৈষম্যের সঙ্গে লড়াই করছেন। তবে আয় ও সম্পদ অর্জনে ধনী মানুষেরাই এগিয়ে আছেন। ধনীদের কাছেই ক্রমেই সম্পদ ও আয় পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে বেশির ভাগ উন্নত দেশ ও কিছু মধ্যম আয়ের দেশে বৈষম্য বাড়ছে। মধ্যম আয়ের দেশের মধ্যে চীন ও ভারত আছে।

জাতিসংঘের সামাজিক প্রতিবেদন ২০২০-এর প্রতিবেদনে বৈষম্যের এ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল বুধবার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকের বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরে বলা হয়েছে, সামাজিক সূচকে বৈষম্য বেশি এমন দেশে দারিদ্র্য কমানোর কার্যকারিতা কম।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত কয়েক দশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও জীবনমানের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি দেশে বৈষম্য বেড়েছে। প্রযুক্তির উদ্ভাবন, জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন—এই চারটি বিষয় বৈষম্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। যেমন প্রযুক্তির উদ্ভাবন অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি বাড়াচ্ছে, কিন্তু মজুরিবৈষম্য তৈরি করছে।

বিভিন্ন দেশের নিজস্ব আয়বৈষম্য কমলেও এক দেশের মানুষের আয়ের সঙ্গে অন্য দেশের ব্যাপক ফারাক আছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানুষের আয় সাব-সাহারা অঞ্চলের মানুষের আয়ের চেয়ে ১১ গুণ বেশি। আবার সাব-সাহারার মানুষের চেয়ে উত্তর আমেরিকার মানুষের আয় ১৬ গুণ বেশি।

dbl
CERAMICS
DISPLAY CENTRE
Nasir Trade Centre
(2nd Floor)
89 Bir Uttam C.R. Dutta Road
(Sonargaon Road) Dhaka 1205, Bangladesh
Hotline: 01713 656565

জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৬টি দেশের নিজেদের সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশ ও সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের আয়ের তুলনামূলক ছক তুলে ধরা হয়েছে। দেশগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া, ব্রাজিল, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, তুরস্ক, থাইল্যান্ড, ভারত, চীন, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিসর ও কঙ্গো। এসব দেশের ভেতরে নিজেদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন আয়বৈষম্য আছে, আবার অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলেও এ বৈষম্য স্পষ্ট। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ধনী ১০ শতাংশ মানুষের আয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, ডেনমার্কের মতো উন্নত দেশের সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশের আয়ের চেয়ে অনেক কম। আর বাংলাদেশের মানুষের গড় আয় ওই তালিকার ১০টি দেশের সবচেয়ে গরিব মানুষের আয়ের চেয়ে কম। প্রতিবেদনে কোন দেশের মানুষের কত আয়, সেটা বলা হয়নি।

বাংলাদেশেও বৈষম্য আছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী, দেশের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের আয় সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ের চেয়ে ১১৯ গুণ বেশি। এখন গিনি সহগ দশমিক ৪৮৩ পয়েন্ট। এর মানে, বাংলাদেশ এখন উচ্চ বৈষম্যের কাছাকাছি একটি দেশ।

The Financial Express

Thursday | January 23, 2020

Code being drafted to ensure safe migration

Foreign minister tells Global Compact

FE REPORT

The government is preparing a draft code of conduct for recruiting agencies to ensure safe migration in line with the international rules, foreign minister Dr AK Abdul Momen said.

He made the disclosure at the Policy Forum on 'Road to Implementing Global Compact on Migration, or GCM."

He was addressing a panel discussion of the Forum held at the Sheraton Quito, Ecuador on Tuesday, according to a foreign office statement received on Wednesday.

The foreign minister said Bangladesh is pledge-bound to provide safety and security to every native and foreign citizen in Bangladesh.

Even hundreds of thousands foreign nationals, who are working in Bangladesh in various industrial units, are serving in a peaceful environment.

The establishment of safe, orderly and regular migration is a political priority of the government, he added.

"With more than 1.1 million Rohingya at hand, we understand very well the mayhem if such unsafe, disorderly and irregular movement of people takes place anywhere," he said.

"Bangladesh does not consider migration just as another international issue," he said.

The country considers migration an integral path to development both for the host and the country of origin, the minister said.

Dr Momen said the government has placed highest importance on the process of migration and Bangladesh has recently been a source, transit and destination country for migration.

With more than 1.1 million Rohingya at hand, we understand very well the mayhem if such disorderly movement of people takes place anywhere

"So we have taken all necessary preparations so that our citizens and the whole society can be better equipped to take the advantage of the global understanding through the compact," he added.

"Immediately after the adoption, we had started having stakeholders' dialogue with variable geometry approach. Though we have a fairly good database at the BMET (Bureau of Manpower, Employment and Training), we are still working on the development of more comprehensive database as per the GCM objective," he noted.

Highlighting the various steps taken to comply with the compact, the minister said as part of the Sustainable Development Goal (SDG) data gap analysis, Bangladesh has covered the SDG 10.7 and Colombo Process, which is one of the compact objectives.

To combat trafficking, projects under the Bali Process to address it has been undertaken according to GCM objective 10.

The welfare and legal support to victims of abuse provided both at home and abroad through NGOs and government safe homes fulfilling the GCM objective 14, the minister said.

In this connection, he noted that CSO advocacy on migrants in government social protection programmes was ongoing as per GCM Objective 21 and Wage Earners' Welfare Board of Bangladesh has also adopted the mandate of GCM objective 21.

"We were one of the two facilitators to negotiate the modalities of the International Migration Review Forum,"

শোভন কাজ

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২০

পোশাকশিল্পে ১% শ্রমিক স্বাস্থ্যবিমার আওতায়

সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা

প্রায় ৪২ লাখ শ্রমিক আছেন তৈরি পোশাক খাতে। এঁদের ৪৩ শতাংশ কোনো না কোনো অসুস্থতায় ভোগেন।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

তৈরি পোশাকশিল্পের ৪৩ শতাংশ শ্রমিক কমবেশি অসুস্থ থাকেন। এই খাতের শ্রমিকদের মাত্র ১ শতাংশ স্বাস্থ্যবিমার আওতায় রয়েছেন। এঁদের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে নীতি পরিবর্তনসহ জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

গতকাল বুধবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সরকারি কর্মকর্তারা ও বিমা বিশেষজ্ঞরা এ কথা বলেন। পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যবিমাবিষয়ক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও নেদারল্যান্ডসভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা এসএনভি।

মূল উপস্থাপনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হামিদ বলেন, প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স, আলফা ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স, বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি, গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র ২০টি পোশাকশিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিমা চালু করেছে। পরীক্ষামূলক এই বিমার আওতায় আছেন ৪২ হাজার শ্রমিক। আর পোশাকশিল্পে নিয়োজিত আছেন প্রায় ৪২ লাখ শ্রমিক।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিজিএমইএ প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন বিমা কোম্পানির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক মো. শাহাদাত হোসেন বলেন, বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য খাতে নিজস্ব ব্যয় অনেক বেশি। প্রতিবছর অনেক মানুষ স্বাস্থ্য ব্যয় মেটাতে গিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য খণ্ড খণ্ডভাবে স্বাস্থ্যবিমার কাজ হচ্ছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই খাতের শ্রমিকদের জন্য সামগ্রিকভাবে কর্মপরিকল্পনা করা জরুরি হয়ে পড়েছে।'

পোশাক কারখানায় নারী শ্রমিক। ফাইল ছবি

অনুষ্ঠানে বলা হয়, প্রায় ৪২ লাখ শ্রমিক আছেন তৈরি পোশাক খাতে। 'এঁদের ৪৩ শতাংশ কোনো না কোনো অসুস্থতায় ভোগেন। অসুস্থতার কারণে এঁরা গড়ে মাসে চার দিনের বেতন কম পান। চিকিৎসাব্যয় বেশি হওয়ার কারণে অনেক শ্রমিক চিকিৎসা নেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

বিমা কোম্পানির প্রতিনিধিরা বলেন, স্বাস্থ্যবিমার ব্যাপারে বিমা কোম্পানিগুলোর আগ্রহ আছে। একজন প্রতিনিধি অভিযোগ করেন, বিমাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকা হাসপাতাল থেকে শ্রমিকেরা কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পাচ্ছেন না। তাই স্বাস্থ্যবিমার ব্যাপারে শ্রমিকেরা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সরকারের তৈরি করা 'সেন্ট্রাল ফান্ডে' প্রায় ২০০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। এই টাকার পুরোটাই পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য ব্যবহার করার কথা। এই টাকা স্বাস্থ্যবিমা খাতে ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে সভার পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২০,

পল্লী বিদ্যুতে ৯ বছরে ১১৪ কর্মীর মৃত্যু

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

আরইবির ১ হাজার ৫০০ গ্রাহকের জন্য লাইনম্যান একজন। এঁরা নিয়মিত দুর্ঘটনায় পড়ছেন। কারও বিরুদ্ধে মামলা হয়নি।

মো. আরিফুজ্জামান, *ঢাকা*

গত ৯ বছরে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) ১১৪ জন কর্মী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। এ ছাড়া এ বছরের জানুয়ারিতে মারা গেছেন দুজন। গত ৯ বছরে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন প্রায় দুই হাজার কর্মী। ঊর্ধ্বতন মহলের গাফিলতি দুর্ঘটনার কারণ বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। তবে এসব ঘটনায় কারও বিরুদ্ধে মামলা হয়নি, কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি।

সর্বশেষ গতকাল বুধবার সকালে সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটার পুটিখালী গ্রামে লাইন মেরামতের কাজ করতে গিয়ে লাইন টেকনিশিয়ান ফারুক মোড়ল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। অভিযোগ রয়েছে, লাইন মেরামতের আগে বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ না করে লাইনম্যানকে মেরামতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। আর গত সোমবার (২০ জানুয়ারি) শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন লাইন টেকনিশিয়ান মো. নাসিরুদ্দীন। তিনি এখন ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

গত বছর ১৬ আগস্ট ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির লাইনম্যান শাকিবুল হাসান লাইন মেরামত করতে গিয়ে মারা যান। শাকিবুলের স্ত্রী সালমা আখতার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'একটি চাকরির আবেদনপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে। তাঁরা আমার আবেদনপত্রটি নেননি। আর পাওনার ব্যাপারে বলেছেন, সময় লাগবে।'

সারা দেশে আরইবির ৮০টি সমিতি রয়েছে। এসব সমিতিতে সব মিলিয়ে ১৮ হাজার ব্যক্তি লাইনম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন। দেশের সব থেকে বড় এই বিতরণ সংস্থার বড় কাজটি করেন এসব লাইনম্যান। একাধিক লাইনম্যান *প্রথম আলোকে* বলেছেন, তাঁদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা যখনই ডাক পড়ে, ছুটে যেতে হয় কাজে।

এসব ব্যাপারে সংস্থাটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মঈন উদ্দিন আহমদের মতামত জানতে এই প্রতিবেদক দুই দিন তাঁর অফিসে গেছেন। তাঁকে পাওয়া যায়নি। ২৪ অক্টোবর থেকে গতকাল পর্যন্ত অনেকবার মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠানো হয়েছে, ফোন করা হয়েছে। কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। আট বছর ধরে তিনিই সংস্থাটির চেয়ারম্যান।

১৫০০ গ্রাহকের জন্য ১ জন লাইনম্যান

২ কোটি ৭০ লাখ গ্রাহকের আরইবি দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা। সেবা নিরবচ্ছিন্ন ও ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার জন্য সব থেকে বেশি সক্রিয় থাকেন লাইনম্যানরা। সংস্থায় লাইনম্যান আছেন ১৮ হাজার। প্রতি ১ হাজার ৫০০ গ্রাহকের জন্য লাইনম্যান ১ জন।

আরইবি কেন্দ্রীয় অফিস থেকে প্রতিটি সমিতিকে সংযোগের জন্য মাস ও বছরের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেওয়া হয়। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দায়িত্ব জেলার সমিতি প্রধান বা জিএমের। বাস্তবে মাঠপর্যায়ে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কাজ করেন লাইনম্যানরা। কম ভোল্টেজের সমস্যা ও ক্ষমতার বেশি সংযোগ দেওয়ার কারণে ট্রান্সফরমারের ফিউজ কেটে যায় অথবা বিস্ফোরণ ঘটে। এসব ঘটনা দিন বা রাতে যখনই ঘটুক, মেরামতে ডাক পড়ে লাইনম্যানদের। এতে একজন লাইনম্যান মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁদের ছুটি কম। ঝুঁকি ভাতা কম। ২৪ ঘণ্টা কাজে থাকলেও ওভারটাইম কম।

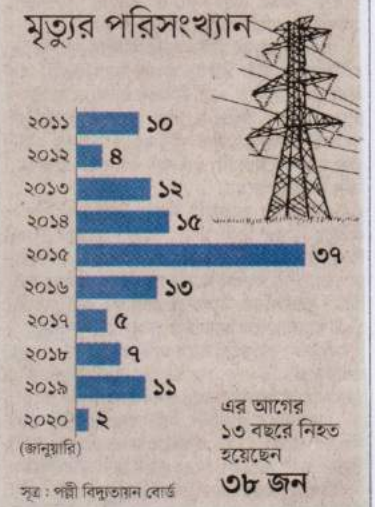

ভুক্তভোগী লাইনম্যানরা বলছেন, হাতে রবারের গ্লাভস ও পায়ে রবারের বুট পরে লাইন মেরামতের কাজ করার নিয়ম থাকলেও এসব সরঞ্জাম পরে কাজ করা হয় না। কারণ, এসব সরঞ্জাম পরে কাজ করতে হলে দিনে সর্বোচ্চ ৬-৭টি নতুন সংযোগ বা নষ্ট সংযোগ মেরামত করা যায়। একজন লাইনম্যানকে দিনে ১০ থেকে ১৫টি সংযোগ নিয়ে কাজ করতে হয়। কাজের সময় তাঁরা গ্লাভস বা বুট পরেন না। এটাই দুর্ঘটনার মূল কারণ। প্রতি মাসে নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে হাতে-কলমে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ হয় না।

১১ মাস আগে আরইবির ময়মনসিংহ সমিতিতে সুইচরুমে কর্মরত ছিলেন পলক। অভিযোগ আছে, তাঁকে জোর করে পাঠানো হয় ৩৩ হাজার কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের একটি সমস্যা ঠিক করতে। পলক পানির ভেতর ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মারা যান পলক।

অভিযোগ করলে শাস্তি

শ্রম আইন অনুযায়ী আরইবিতে ট্রেড ইউনিয়ন করতে বাধা নেই। কিন্তু আরইবিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার অপরাধে এখন পর্যন্ত ৫৮ জনকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৭ জনকে স্থায়ী বরখাস্ত করা হয়েছে।

বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে লাইনম্যান পদে কাজ করতেন আউয়াল হোসেন। ট্রেড ইউনিয়ন করার অভিযোগে প্রথম ঢাকায় কেন্দ্রীয় অফিসে পরে ২০১৬ সালেতে ঠাকুরগাঁও সমিতিতে বদলি করা হয়। প্রথম *আলোকে* আউয়াল হোসেন বলেন, 'আমার বাড়ি বরগুনা সদরে। ট্রেড ইউনিয়ন করার কারণে আমাকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে।'

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর জ্বালানি উপদেষ্টা অধ্যাপক এম শামসুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, আরইবিতে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া বা পঙ্গু হওয়া সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট তদন্ত ও মৃত্যুর পেছনে যাঁদের গাফিলতি রয়েছে, তাঁদের শাস্তির মুখোমুখি আনা গেলে এই মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব হতো।

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Friday, January 24, 2020
Magh 10, 1426 BS: Jamadi-ul-Awwal 27, 1441 Hijri

Slow job-growth rate

A recent study by the Centre for Policy Dialogue (CPD) released last Tuesday in Dhaka made a suggestion that the macroeconomic scenario should not only be evaluated based on the never-before-seen rate of growth but also on the capacity for creation of new jobs. Going by the International Labour Organisation (ILO) forecasts, the regional unemployment rate in countries including Bangladesh is destined to remain at 3.6 per cent until 2020. While the CPD's cautious optimism is important, the ILO's positive comments might give the policy-makers a sigh of relief. The CPD is concerned with the Sustainable Development Goals (SDGs) up to 2030, being especially focused on keeping unemployment under a reasonable limit. As the laws of economics would say, unemployment may rise even in a growing economy, which is adapting to new technological innovations making a whole range of jobs redundant. One does not have to go back to JM Keynes for this, rather realities in the recent past seem to underline the actual state of affairs. For the serious work inside factories, any single recourse to technological innovation, although increasing production, creates a bitter situation wherein some workers are laid off. These, the policy makers, have to bear in mind.

The ILO has come up with the encouraging scenario that Bangladesh's job rate exceeds the global average. However, the same report says that there remains substantial youth unemployment. Then there is the crunch line: Bangladesh, along with a few others, is characterised by 'poor and low quality jobs', an anathema to 'fair and decent' living. A large share of labour force is thereby exposed to the 'heightened risk of poverty'. This is what everyone wants to avoid. Then there is the issue of structural reform that brings in the question of specific skills and aptitude in a labour force. While employment in agriculture went down as many went off to the manufacturing and service sectors, the resultant state of affairs did not create any significant change in job quality, job security or income stability. All these create a rather paradoxical situation for the labour market.

Improvement in public service delivery, having a clear-cut plan for the upcoming Special Economic Zones and the district-level BSCIC industrial areas and imparting extensively more skills to the marginalised youth hold the key to achieving the goals set for the next ten years

One of the CPD's emphases is on empowering the marginalised youths through effective public service deliveries. This devolves a whole range of responsibilities on the part of government. But the private sector too must step in. The task of creating 30 million new jobs by 2030, the target year of the SDGs, would be unattainable unless the public and private sectors work in tandem. The youth, according to the CPD, rise to one third of the total labour force with a rescaling of the youth age-group to 15-29 years. As the ILO report says, 2.2 million youths enter the labour force every year against 1.3 million new jobs, this creates a 'mismatch' between increasing numbers of youths as against slow creation of new jobs. The CPD report along with the ILO study may not have painted too depressing a scenario for the immediate future, at least till 2030. However, improvement in public service delivery, having a clear-cut plan for the upcoming Special Economic Zones and the district-level BSCIC industrial areas and imparting extensively more skills to the marginalised youth hold the key to achieving the goals set for the next ten years. The country cannot have the luxury of missing the lead time for reaping the demographic dividends it is so potentially endowed with.

The Daily Star
DHAKA FRIDAY JANUARY 24, 2020,

BANGLADESHI MIGRANTS

KSA deports another 217 in last 2 days

STAFF CORRESPONDENT

Saudi Arabia has deported some 217 Bangladeshi migrant workers in the last two days, according to Brac Migration Programme.

The oil-rich Gulf country has so far deported about 2,500 such Bangladeshi workers in the past three weeks, says the Brac.

Of the latest deportees, 103 workers returned in a Saudi Airlines flight which landed at Hazrat Shahjalal International Airport around 11:20pm Wednesday.

Another flight of the same airline carrying the landed at the airport with 114 more workers around 1:10am yesterday, says the NGO-based initiative which provides support to such migrant workers returning from various countries at the airport.

Upon their arrival, Brac Migration Programme with help of Prabashi Kalyan Desk set by Expatriates' Welfare Ministry at the airport provided immediate support, including food and drinking water, to the latest deportees from Saudi Arabia.

Shariful Hasan, head of Brac Migration Programme, said from the accounts of the returnees, it is clear that they all went to Saudi Arabia with the hope for a better future after being assured by brokers and recruiting agencies.

However, they faced various problems after going there, he said.

"Many of them were not paid their wages while some of them returned within a few months," he added.

Shariful said the returning workers are now worried about their future.

Earlier in 2019, Saudi Arabia deported 25,789 Bangladeshi workers, according to Brac data.

The Financial Express Friday | January 24, 2020

Overseas employment Expatriate ministry executing plan to produce 1000 skilled workers

RANGPUR, Jan 23 (BSS): The Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment is implementing massive programmes to produce skilled workforce for creating 1,000 overseas employments from each upazila annually.

The information was disclosed today in a seminar titled 'Enhancing skill and awareness for overseas employment' held at conference room of the Deputy Commissioner in the city.

The Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment with the assistance of the district administration organised the event participated by the district and upazila level government officials, union chairmen and civil society members.

Additional Secretary to the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment Md. Shahidul Alam attended the occasion as the chief guest with Deputy Commissioner Md. Asib Ahsan in the chair.

Principal of Rangpur Technical Training Centre Engineer Md. Lutfar Rahman, Additional Deputy Commissioner (General) Syed Enamul Kabir, Sadar Upazila Nirbahi Officer Israt Sadia Shumi, addressed as the special guests.

The chief guest said marking the Mujib Year, the Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) of the ministry, Technical Training Centres and other institutions have taken special steps to produce adequate skilled workforce.

"As per pre-election manifesto of the present government, inclusive efforts have been engaged with a changed mindset in rendering services to produce more skilled manpower and enhance their export," he said.

যুগান্তর
রোববার ২৬ জানুয়ারি ২০২০ ● ২

মজুরি বাড়লেও শ্রমিকের জীবনমানের উন্নতি হয় না

—— ড. রুবানা হক

সাভার প্রতিনিধি

তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করা হলেও ব্যয় বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকদের জীবনমানের কোনো উন্নতি হয় না বলে মন্তব্য করেছেন বিজিএমইএর সভাপতি ড. রুবানা হক। শনিবার দুপুরে সাভারের দন্তপাড়া এলাকায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি

মজুরি বাড়লেও শ্রমিকের জীবনমানের উন্নতি হয় না

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

একথা বলেন। তিনি বলেন, যে মুহূর্তে শ্রমিকের মজুরি বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের খরচটাও বাড়ে। বাড়িওয়ালারাও তাদের কাছে বেশি ভাড়া দাবি করেন এবং দ্রব্যমূল্যের দামও বেড়ে যায়। ফলে শ্রমিকদের জীবনমানের কোনো উন্নতি হয় না। আগামী অর্থবছরে বাজেটে আমরা প্রস্তাব রাখব শ্রমিকদের জন্য অন্তত পক্ষে আবাসন, গৃহায়ন এবং খাদ্য— এই তিনটি জায়গায় সরকার যেন একটু বেশি মনোযোগী হয়। কারণ সরকারের একটা বড় সামাজিক খাত রয়েছে, এ বছর সেটায় ৭৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আমরা আশা করি, আরও ২শ' কোটি টাকা যদি আমাদের শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় তাহলে শ্রমিকদের জন্য কিছুটা হলেও সাশ্রয় হবে। তিনি বলেন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন থেকে আগামী ৯ মে প্রায় দশজন গার্মেন্ট শ্রমিক গ্যাজুয়েট করছেন যা একটি ইতিহাস তৈরি করবে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে গার্মেন্ট শ্রমিকরা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্যাজুয়েশন করছেন, এটি আমাদের জন্য একটি বড় অহঙ্কারের বিষয়। এই মুহূর্তকে আমরা পোশাকশিল্পের একটি বড় অর্জন হিসেবে মনে করি। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোতে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন। তবে শ্রমিকের মজুরি এবং দক্ষতার মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে। জাতীয়ভাবে আমাদের দক্ষতার স্তর মাত্র ৪০ ভাগ। শ্রমিকদের আরও পারদর্শিক করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে, এটির জন্য আমরা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে কাজ করতে পারি। এর আগে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের নামে আনিসুল হক ভবনের উদ্বোধন করেন ড. রুবানা হক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক এবং আনিসুল হকের বোন জেসমিন ওয়াফা। সভাপতির বক্তব্যে ড. মো. সবুর খান বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে ক্যারিয়ারের উন্নয়নের জন্য নিজের দক্ষতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। তরুণদের তাই ছাত্রাবস্থাতেই পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে নিজের দক্ষতা তৈরি করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. এসএম মাহবুব উল হক মজুমদার, অধ্যাপক ড. মোস্তফা, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকতার হোসেন, ড. তৌহিদ ভূঁইয়া, ড. শেখ মো. আলায়ার, সৈয়দ মিজানুর রহমান, ড. এবিএম কামাল পাশা, সরোয়ার হোসেন মোল্লা প্রমুখ।

যুগান্তর | রোববার ২৬ জানুয়ারি ২০২০
১২ মাঘ ১৪২৬

রেলে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত

কর্ম অক্ষমদের চুক্তিতে নিয়োগ, দুর্ঘটনার শঙ্কা

শিপন হাবীব

রেলওয়ের সার্বিক অবস্থা এমনিতেই নাজুক। সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনায় কর্তৃপক্ষকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আয়ুষ্কাল উত্তীর্ণ ইঞ্জিন-বগি ব্যবহারে প্রতিনিয়ত ঘটছে লাইনচ্যুত-দুর্ঘটনা। এমন পরিস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্ম অক্ষম ও বয়োবৃদ্ধদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে রেলপথকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কর্ম অক্ষম ব্যক্তিদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনা কষ্টকর হয়ে উঠবে। রেলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ খুবই শঙ্কার। এতে রেলপথ আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। রেলে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ অবসরপ্রাপ্তদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিচ্ছে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্তরা কোনো অপরাধ করলে বা তাদের গাফিলতিতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তাদের শাস্তির আওতায় আনা যাবে না। চুক্তিতে তাদের শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। এ নিয়ে ট্রেন পরিচালনার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে।

- কর্মকর্তাদের যোগসাজশে একই ব্যক্তিদের বারবার নিয়োগ
- চুক্তিভিত্তিকদের শাস্তির বিধান নেই!

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ সম্পর্কে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল জোনের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ জানান, নিরুপায় হয়ে অবসরপ্রাপ্তদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে আমরা ট্রেন পরিচালনা করছি। ২ জানুয়ারি ৪৪ জনকে চুক্তিভিত্তিক গার্ড নিয়োগ দেয়া হয়েছে স্বীকার করে তিনি বলেন, যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এ প্রক্রিয়া অস্থায়ী। লোকবল নিয়োগ সম্পন্ন হলে তাদের বাদ দেয়া হবে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্তদের দ্বারা ট্রেন পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ স্বীকার করে তিনি বলেন, কিন্তু আমাদের কিছুই করার নেই। তাদের ছাড়া ট্রেন পরিচালনা করা যাবে না। অন্যথায় ট্রেন চালানো বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এ অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০১৫ সালের প্রথম দিকে প্রায় ৬৪ জন লোকোমাস্টারকে (এলএম) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। তখন তাদের এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। তখন তাদের বয়স গড়ে ৬৫ থেকে ৭০ বছর ছিল। বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের সরানো হয় না। বরং চুক্তি করে রেখে দেয়া হয়। ট্রেন পরিচালনায় লোকোমাস্টার (এলএম) ও গার্ডের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এ দু'জনের সমন্বয়ে ট্রেন চালানো ও দাঁড় করানো হয়। ২ জানুয়ারি পূর্বাঞ্চল রেলে অবসরপ্রাপ্ত গার্ডদের মধ্যে ৪৪ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে ট্রেন পরিচালনার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। ৬৫ থেকে ৭০ বছর বয়সীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিরোধিতা করেছেন ঢাকা হেডকোয়ার্টার্স গার্ড অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। রেলপথ সচিব বরাবর দেয়া প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়— যাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারা এর আগে পাঁচবার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছে। তারা বলেন, রেলওয়ের কতিপয় কর্মকর্তার যোগসাজশে বারবার কর্ম অক্ষম-বয়োবৃদ্ধদের চুক্তি নবায়ন করা হচ্ছে। ফলে অন্যরা সিনিয়র হলেও প্রাপ্য স্থানে কাজ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অ্যাসোসিয়েশনের এক সদস্য জানান, চুক্তি অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত একজন গার্ডের বেতন প্রায় ৯৩ হাজার টাকা পড়ছে। উভয় অঞ্চলে আরও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে আর্থিক দুর্নীতি হচ্ছে বলেও জানান তিনি। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্তরা নো ওয়ার্ক, নো পে-তে কাজ করেন। ফলে তারা কাউকে তোয়াক্কা করে না।

২ জানুয়ারি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন— সামসুল আলম, মাহাবুবুর রহমান, বিমল চন্দ্র বড়ুয়া, এনামুল কবির, বজলুর রহমান, আবদুল মোতালেব, আলমগীর হোসেন, নিজাম উদ্দিন, বোরহান উদ্দিন, জহিরুল ইসলাম, মমতাজ উদ্দিন, মান্নান মিয়া, জিয়াউর রহমান, আবদুর গফুর, ইমতিয়াজ রহমান, আবদুল লতিফ মল্লিক, আমির হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, একেএম আবদুল হক ভূঁইয়া, মোহাম্মদ হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আব্বাস উদ্দিন চৌধুরী, আবুল হোসেন, আমিন চৌধুরী, শফি উদ্দিন, মনিরুজ্জামান ইলিয়াস, নজরুল ইসলাম, আমান উল্লাহ আকন্দ, সুলতান আহমেদ, আবদুল মোতালেব, ওয়াজিউল্লাহ, শফিকুল ইসলাম, আলতাফ হোসেন, আবু জাফর, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল হামিদ, আবদুল মান্নান, আমজাদ হোসেন, শাহাবুদ্দিন, ফরিদ উদ্দিন, আবদুল বারী, কালাম উদ্দিন ও নজরুল ইসলাম আকন্দ।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুল হক জানান, রেল খুব টেকনিক্যাল বিষয়। সব বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ট্রেন পরিচালনা করতে হয়। ট্রেন চালক ও গার্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উনিশ থেকে বিশ হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত বয়োবৃদ্ধদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে ট্রেন পরিচালনা মানেই ঝুঁকির। নতুন ট্রেন উদ্বোধন করা হচ্ছে, লাইন স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এজন্য তো জনবল নিয়োগসম্পন্ন করতে হবে। জনবলবিহীন লোক দেখানো উন্নয়নে যথাযথ সুফল আসবে না।

রেলে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত : রেলে যখন জনবল সংকট চরমে ঠিক তখনই বর্তমান নিয়োগবিধি বাতিল করা হয়। নতুন নিয়োগবিধি চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত নিয়োগ কার্যক্রম ঝুলে থাকবে। ১৯৮৫ সালের নিয়োগবিধির অধীনে রেলওয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছিল। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠির পর স্থগিত হয়ে যায় সব নিয়োগ প্রক্রিয়া। সামরিক সরকারের সময় প্রণীত আইন ও বিধিমালা বাতিল হওয়ার বিষয়টি মনে করিয়ে রেল মন্ত্রণালয়ের চিঠি দেয়া ছিল এর কারণ। উচ্চ আদালতের নির্দেশে সামরিক সরকারের সময় প্রণীত আইন ও বিধি বাতিল হওয়ার পর দুই দফায় বিভিন্ন সংস্থার ১৬৬টি আইন ও বিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তখন রেলওয়ের এ নিয়োগবিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এরপর দীর্ঘ সময় পার হলেও বিষয়টিতে নজর দেয়া হয়নি। গত বছরের শেষদিকে রেল মন্ত্রণালয় চিঠি দিয়ে জানতে চায় নিয়োগবিধির বৈধতা সম্পর্কে। এর জবাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জানায়, ১৯৮৫ সালের নিয়োগবিধির অধীনে রেলে কোনো নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ নেই। এ নিয়ে রেলওয়ের কর্মকর্তারা বলেন, ২০১৪ সালে নিয়োগবিধি আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সে সময় একটি খসড়াবিধি মতামতের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এরপর তা আর আলোর মুখ দেখেনি।

রেলে ১৪ হাজার ৫৬২টি পদ শূন্য রয়েছে। ট্রেন চালক, গার্ড ও স্টেশন মাস্টারের পদ শূন্য থাকায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। ট্রেন চালকের ১৭৪২টি পদের মধ্যে ৬১৬টি শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে গ্রেড-২ অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোমাস্টারের ৩৮৮টি পদের মধ্যে ১৭০টি শূন্য। ২০১৩ সালের প্রণীত দুটি সুরক্ষা আইনের তফসিলভুক্ত ৮৫টি ও ৮১টি অধ্যাদেশের মধ্যে রেল মন্ত্রণালয়ের বিধিমালা অন্তর্ভুক্ত নেই। এ কারণে এর কার্যকারিতা হারিয়েছে। ফলে এ বিধিমালার অধীনে কোনো নিয়োগ দেয়ার সুযোগ নেই। এছাড়া বিদ্যমান বিধিমালা সংশোধন ছাড়া নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ নেই।

কালের কণ্ঠ | সোমবার। ২৭ জানুয়ারি ২০২০।

শ্রম আইনের মামলা
জামিন পেলেন ড. ইউনূস

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

শ্রম আইনের ১০টি নিয়ম লঙ্ঘন করার অভিযোগে করা মামলায় জামিন পেলেন

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ এবং গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল রবিবার ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক রহিবুল ইসলাম তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। ড. ইউনূস আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেছিলেন। পরে পাঁচ হাজার টাকা মুচলেকায় তাঁকে জামিন দেন আদালত। এর আগে গত ১৩ জানুয়ারি ড. ইউনূসসহ তাঁর প্রতিষ্ঠানের আরো তিনজনকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেন আদালত। শ্রম আইনের ১০ নিয়ম লঙ্ঘন করার অভিযোগে ৫ জানুয়ারি ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে মামলা করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) তরিকুল ইসলাম। মামলায় ড. ইউনূস ছাড়াও গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজনীন সুলতানা, পরিচালক আ. হাই খান ও উপমহাব্যবস্থাপক (জিএম) গৌরি শংকরকে বিবাদী করা হয়েছে।

The Financial Express Monday | January 27, 2020 শোভন কাজ

'Send skilled manpower abroad'

Speakers at a seminar have laid emphasis on providing necessary skill training to the workforce intending to go abroad for giving a boost to the country's remittance volume, reports BSS.

"An awareness is very essential to the persons who are interested to go abroad as they are to face various problems and sufferings after going abroad without having appropriate knowledge and consciousness", they said.

They made the comments while addressing a daylong seminar on 'Efficiency and awareness for foreign employment' at the conference room of Gaibandha Deputy Commissioner (DC) in Gaibandha on Saturday.

Gaibandha district administration organised the event in cooperation with the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.

Jatiya Sangshad Whip Mahabub Ara Begum Gini addressed the function as the chief guest with DC Abdul Matin in the chair.

Police Super Towhidul Islam and civil surgeon Dr. ABM Abu Hanif and Mayor of Gaibandha municipality Advocate Shah Masud Zahangir Kabir Milon also spoke at the event as special guests while ADC (General) Alamgir Kabir Saikat moderated the function.

Sadar upazila Chairman Shah Sarwar Kabir, Principal of Gaibandha Technical Training Centre Atiqur Rahman and Assistant Director of district manpower and employment office Nesarul Haque were present and also addressed the programme.

Earlier, the keynote paper on the subject was presented by Deputy Secretary (DS) of Expatriates' Welfare and Overseas Employment Ministry M. Aminur Rahman through a multimedia projector.

In his presentation, Aminur Rahman said as many as 4,785 persons went to foreign countries from the district in 2018 calendar year and 2,709 till October in 2019.

Whip Mahabub Ara Begum Gini in her speeche said the foreign job aspirants would be imparted need base training on different trades including technical ones before going abroad for jobs.

In this context, she also emphasised for creating much awareness among the common people across the country in a bid to avoid complexities in abroad and urged the journalists to publish positive reports in this regard at their respective media.

DC Abdul Matin in his presidential speeches thanked the officials of the ministry for arranging such the seminar here and urged all to create awareness among the people so that none went to abroad without knowing elaborately about the job.

More than 50 district level officials, upazila chairmen, UNOs, assistant commissioners, civil society members, and NGO activists including media men took part in the seminar.

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ২৭, ২০২০

পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ সংকটে পাইকার ও শ্রমিকরা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ হিলি

গত বছরের শেষভাগ থেকে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। এর আগে বিদায়ী বছরের বাকি সময়েও পণ্যটির আমদানিতে মন্দা বজায় ছিল। এ সময় ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি আগের বছরের তুলনায় প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। এ পরিস্থিতিতে কাজ হারিয়ে বিপাকে পড়েছেন স্থলবন্দরের আমদানিকারক, পাইকার ও শ্রমিকরা। অনেকেই বিকল্প পেশা বেছে নিয়েছেন। কেউ আবার জীবিকার তাগিদে অন্যত্র পাড়ি জমিয়েছেন।

হিলি স্থলবন্দর কার্যালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে এ স্থলবন্দর দিয়ে দেশীয় আমদানিকারকরা ভারত থেকে সব মিলিয়ে ২ লাখ ৩৫ হাজার ৪৫২ টন পেঁয়াজ আমদানি করেছিলেন। ২০১৯ সালের প্রথম ১০ মাসে (জানুয়ারি-অক্টোবর) এ স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে ১ লাখ ৩১ হাজার ৮২৫ টন পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে পণ্যটির আমদানি পুরোপুরি বন্ধ ছিল। সে হিসাবে, এক বছরের ব্যবধানে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি কমেছে ১ লাখ ৩ হাজার ৬২৭ টন। চলতি বছরও এ বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রয়েছে।

> ২০১৮ সালে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে ২ লাখ ৩৫ হাজার ৪৫২ টন পেঁয়াজ আমদানি হয়েছিল। গত বছরের জানুয়ারি-অক্টোবর সময়ে তা ১ লাখ ৩১ হাজার ৮২৫ টনে নেমেছে। এর পর থেকে আমদানি বন্ধ রয়েছে

স্থানীয় পাইকাররা জানান, আগে চাহিদার সিংহভাগ পেঁয়াজ হিলি স্থলবন্দরের আমদানিকারকদের হাত ঘুরে দেশে ঢুকত। এর পর এসব পেঁয়াজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যেত। চাহিদা বেশি থাকলে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন ৬০-৭০ ট্রাকে ১ হাজার ৫০০ টনের মতো পেঁয়াজ আমদানি হতো। আর চাহিদা পড়তির সময় পণ্যটির আমদানি দৈনিক ২৫-৩০ ট্রাকে ৫০০ থেকে ৬০০ টনে নেমে আসত।

অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির জের ধরে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধের ঘোষণা দেয়। এর পর দেশটি থেকে পণ্যটির আমদানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। যদিও ৪ অক্টোবর ও ২২ অক্টোবর দুই দফায় আগে বুকিং দেয়া ১ হাজার ৫০ টনের মতো পেঁয়াজ হিলি স্থলবন্দর দিয়ে দেশে এসেছে।

প্রায় চার মাস ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রয়েছে। এতে করে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন স্থলবন্দরের বিভিন্ন আমদানিকারকের গুদামে কাজ করা তিন শতাধিক শ্রমিক। কাজ না থাকায় কেউ কেউ ঢাকায় চলে গেছেন। বেকার হয়ে পড়েছেন পেঁয়াজ কেনাবেচায় সম্পৃক্ত পাইকাররা।

হিলি স্থলবন্দরে পেঁয়াজ কেনাবেচায় সম্পৃক্ত ছিলেন রবিউল ইসলাম। *বণিক বার্তার* সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, এ বন্দর দিয়ে আগে প্রতিদিন ন্যূনতম ২৫-৩০ ট্রাক পেঁয়াজ আমদানি হতো। আমদানি করা এসব পেঁয়াজ দেশের বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করা হতো। আমরা বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীদের হয়ে স্থলবন্দর থেকে পেঁয়াজ কিনে তাদের কাছে পৌঁছে দিতাম। বিনিময়ে ট্রাকপ্রতি কমিশন পেতাম। এখন পণ্যটির আমদানি বন্ধ থাকায় আমরা বেকার হয়ে পড়েছি। আমাদের রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে।

স্থলবন্দরের গুদামে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন মোস্তাকিম হোসেন। তিনি জানান, ট্রাক থেকে বিক্রির পর অবশিষ্ট থাকলে সেসব পেঁয়াজ গুদামে এনে রাখতেন আমদানিকারকরা। এসব গুদামে লোড-আনলোডের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তিন শতাধিক শ্রমিক। শ্রমিকরা বাছাই এবং ভালো মানের পেঁয়াজ বাজারে পৌঁছে দেয়াসহ নানা ধরনের কাজ করতেন। এখন পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ থাকায় গুদামগুলো ফাঁকা পড়ে আছে। কাজ হারিয়েছেন শ্রমিকরা।

মোস্তাকিম হোসেন *বণিক বার্তাকে* বলেন, চার মাস ধরে কাজ নেই। পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়েছেন শ্রমিকরা। কেই বিকল্প পেশা খুঁজে নিয়েছেন। কেউ গার্মেন্টিসে কাজ করতে ঢাকায় চলে গেছেন। তবে স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হলে ফের সবাই কাজে ফিরে আসবেন।

স্থানীয় আমদানিকারক মাহফুজার রহমান বাবু *বণিক বার্তাকে* বলেন, এ স্থলবন্দরে ১৫ জন পেঁয়াজ আমদানিকারক রয়েছে। প্রত্যেকের গুদামেই ১৫-২০ জন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করতেন। চার মাস ধরে সবকিছু বন্ধ। এতে আমদানিকারকরা যেমন বিপাকে পড়েছেন, তেমনি শ্রমিকরাও কাজ হারিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে শ্রমিক-আমদানিকারক সবাই নতুন করে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরুর অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ২৭, ২০২০

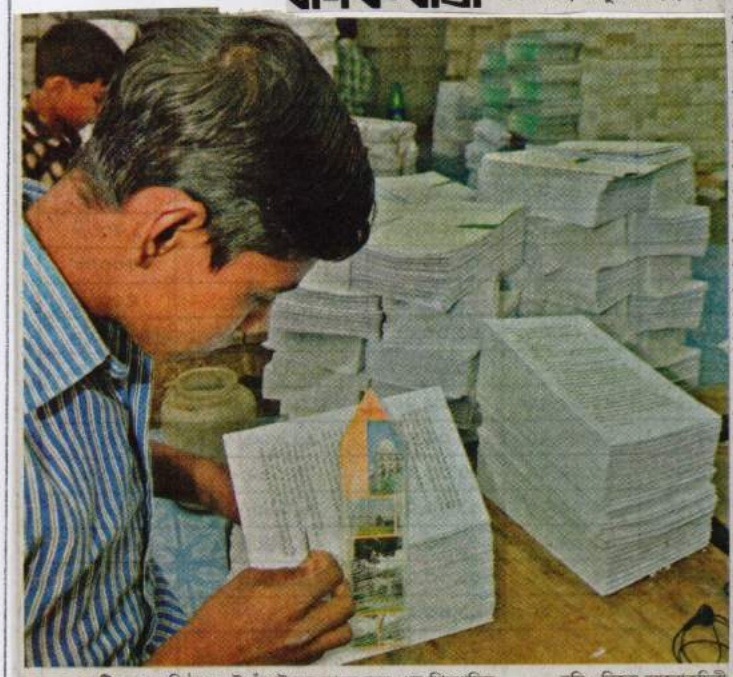

ঢাকার একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে বই বাঁধাইয়ের কাজে ব্যস্ত এক শিশুশ্রমিক ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

বই বাঁধাইয়ে ক্ষতিকর আঠা ও সুচ

স্বাস্থ্যঝুঁকিতে প্রকাশনা শিল্পের শিশুশ্রমিকরা

এ এম রুবেল ॥

ক'দিন পরই একুশে গ্রন্থমেলা। দম ফেলার ফুরসত নেই ঢাকার ছাপাখানাগুলোয়। সমানতালে চলছে বই বাঁধাইয়ের কাজও। রাজধানীর বাংলাবাজারে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ব্যস্ততা দেখতে গিয়ে হঠাৎ চোখ আটকে গেল এক শিশুশ্রমিকের দিকে। নাম সাখাওয়াত, বয়স আট কি দশ। দুই হাতে লেগে আছে আঠা। সেই হাত দিয়েই বারবার চোখ-মুখের ঘাম মুছছে এ শিশু। সাখাওয়াত জানায়, বই বাঁধাইয়ের কাজ করায় দিনের লম্বা সময়জুড়ে দুই হাতে আঠা লেগে থাকে তার। সে জানে না কেমিক্যাল মিশ্রিত এ আঠা তার জন্য কতটা ক্ষতিকর। জানলেও কিছুই করার নেই তার। এটা যে তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এ কথা বলতেই সাখাওয়াতের উত্তর—'এত কিছু ভাবুনের সময় নাই। পেট চালাইতে কাম (কাজ) হরি (করি)।'

শুধু সাখাওয়াত নয়, তার মতো আরো অনেক শিশুশ্রমিক কাজ করে রাজধানীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোয় বই বাঁধাইয়ের। কেবল বাঁধাই নয়, প্রেসের বিভিন্ন মেশিন চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজও করছে তারা। জীবিকার তাগিদে এ পেশা বেছে নিয়েছে তারা। শিশুশ্রম বন্ধে নীতিমালা থাকলেও এ কারখানাগুলোতে নজর পড়েনি যথাযথ কোনো কর্তৃপক্ষের।

বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির তথ্যমতে, রাজধানী ও এর আশপাশে প্রায় ১ হাজার ৩০০ ছাপাখানা আছে। এ ছাপাখানাগুলোতে বছরে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়। শুধু রাজধানীতে প্রায় ১ হাজার প্রেস ও বাইন্ডিং কারখানা রয়েছে। ঢাকা মহানগর প্রিন্টিং বাইন্ডিং শ্রমিক ইউনিয়ন বলছে, প্রতিটি কারখানায় শিশু-কিশোরসহ নানা বয়সী শ্রমিক কাজ করে। কোনো কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা চার-পাঁচজন, আবার কোনো কারখানায় ১৫ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করেন।

আরামবাগ, ফকিরাপুল, বাংলাবাজার, নীলক্ষেত প্রিন্টিং প্রেস ও বই বাঁধাইয়ের কারখানাগুলোতে ঘুরে দেখা যায়, এসব কারখানার ২৫ থেকে ৩০ ভাগ শ্রমিকই শিশু। বইমেলাকে ঘিরে প্রেস ও বই বাঁধাই কারখানায় রাত-দিন কাজ করতে ব্যস্ত এ শিশুশ্রমিকরা। কাজের চাপ বেশি থাকায় দিনশেষে রাতে কাজ করতে হচ্ছে তাদের।

বই বাঁধাইয়ের কাজে বাইন্ডিং কারখানায় ব্যবহার করা হয় আঠা ও সুচ। এসব আঠায় থাকে ক্ষতিকর কেমিক্যাল, যা শিশুস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

এ বিষয়ে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের অফিসার ইন স্পেশাল ডিজিজ ও শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. ভিকারুন্নেসা *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'বই বাঁধাইয়ের কাজে যে ধরনের আঠা ব্যবহার করা হয়, তাতে তুত, চুনসহ বেশকিছু ক্ষতিকর উপাদান থাকে। দীর্ঘদিন এ ধরনের আঠা দিয়ে কাজ করলে হাত-পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। খাদ্যনালিতে আলসার ও খাদ্যনালি চিকন হতে পারে। এক্ষেত্রে বড়দের চেয়ে শিশুদের ঝুঁকি বেশি।'

শুধু আঠা নয়, বই বাঁধাই করতে ব্যবহার করা হয় ধারালো সুচ ও সুতো। বেশির ভাগ বই সেলাই করে পরে আঠা দিয়ে মলাট লাগানো হয়। মোটা বই সেলাইয়ের সময় প্রায়ই হাত ফসকে ধারালো সুচ শিশুশ্রমিকের হাতে ঢুকে যায়। এতে ক্ষত সৃষ্টির পাশাপাশি ক্ষত থেকে অনেকের ঘা পর্যন্ত হয়েছে বলে শিশুশ্রমিক নাজমুল জানায়। তার কথায়, 'গতবার অল্পের জন্য বাঁইচা গেছি। অর্ধেক সুই হাতে ঢুকছিল। ওই হাতে আঠা দিয়া কাম করছি। পরে ঘা হইছিল। অনেক টাকার ওষুধ খাইছি। ম্যালা দিন কাম করতে পারি নাই। মালিক একটা টাকাও দেয় নাই।'

বই বাঁধাই ছাড়াও প্রেসের প্রিন্টিং মেশিন ও কাটিং মেশিন চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজও করতে দেখা যায় শিশুদের। এসব কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে অনেকেই। বেশকিছু শ্রমিকের প্রিন্টিং মেশিনে হাত ঢুকে কেটে যাওয়া ও কাটিং মেশিনে হাতের আঙুল কেটে পড়ে গেছে বলে কয়েকজন কারখানা মালিক জানান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন কারখানা মালিক বলেন, এর আগে প্রিন্টিং মেশিন ও কাটিং মেশিনে অনেকেরই হাত কেটেছে। আসলে এ মেশিনগুলো শিশুদের দিয়ে চালানোর মতো না। একটু ভুলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কম টাকায় শিশুদের দিয়ে কাজ করানো যায় বলে অনেকেই শিশুদের নিয়োগ দেন। আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেও তার দায়ভার কোনো সংগঠন নেয় না। শুধু মালিকরা চিকিৎসা করতে কিছু সাহায্য-সহযোগিতা করেন। তবে শিশুদের দিয়ে এমন কাজ না করানোই ভালো।

ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেও এর বিনিময়ে আর্থিক প্রাপ্তি খুবই কম এসব শিশুশ্রমিকের। সারা মাস কাজ করে ৩ থেকে ৭ হাজার টাকা পেয়ে থাকে তারা।

শরীয়তপুর থেকে ঢাকায় এসে বুক বাইন্ডিংয়ের কাজ করছে ১০ বছরের শিশু মো. তামিম মোল্লা। এখন তার বয়স ১০ বছর হলেও তিন বছর আগে থেকেই পেশায় নিজেকে জড়িয়েছে সে। ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজে কেন জড়িয়ে আছে জানতে চাইলে তামিম বলে, 'আমার মা মারা গেছেন। বাড়িতে অসুস্থ বাবা আছেন। তিন ভাই-বোন আমরা। বাবার মুখে খাবার তুলে দিতে এ কাজ করি। বেতন কম হলেও কিছু করার নেই। পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পড়লে সংসার চলবে কী করে? এ কাজ করতে মন সায় দেয় না। রাত-দিন কাজ করতে হয়। একটু ভুল হলে মালিকের বকাঝকা লেগেই থাকে। নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়।'

শুধু তামিম নয়, মো. আক্তার, মো. আলামিন, মো. রায়হানের মতো এমন অসংখ্য শিশুর স্বপ্ন প্রতিদিন চাপা পড়ছে বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠার ভাঁজে। প্রায় সব কারখানায় শিশুশ্রমিক থাকলেও এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের। একাধিক কারখানা মালিকের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তারা কেউই মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে কিছু কারখানার মালিকের কণ্ঠে শোনা যায় ভিন্ন সুর। তারা জানান, ছোটবেলা থেকে তারাও এ পেশায় জড়িয়ে আছেন। তারা যখন কাজ শুরু করেছিলেন তখন তারাও এমন শিশু ছিলেন। এ শিশুরা পড়াশোনা করে না, কাজ না করে বাড়িতে থাকলে ভুল পথে পা বাড়াত, তাই এ কাজে তাদের বাধা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন না তারা।

ঢাকা মহানগর প্রিন্টিং বাইন্ডিং শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. মানিক কাজী বলেন, 'আমাদের কাছে সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা আছে। আমাদের সংগঠনেরও একটি নীতিমালা আছে। তবে এগুলো প্রয়োগ করা হয় না। তাছাড়া প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কখনো এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তাই আমরাও এ নিয়ে ভাবি না।' কাজের সময় কোনো শিশু দুর্ঘটনার কবলে পড়লে তাকে সহায়তা দেয়া হয় কিনা, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'এমন ঘটনা দু-একটি ঘটলেও আমরা তাদের সহযোগিতার চেষ্টা করেছি।'

শোভন কাজ

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ২৭, ২০২০ ■ মাঘ ১৩, ১৪২৬

পোশাক খাতে শ্রমসংক্রান্ত অভিযোগ ৪০ থেকে বেড়ে ৭০%

আইএলওকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন

বদরুল আলম ■

দেশের পোশাক কারখানাগুলোতে কাজ করতে গিয়ে ন্যায্য পাওনা আদায়, হয়রানিমূলক আচরণসহ কর্মক্ষেত্রে নানা রকম অভিযোগের ক্ষেত্র তৈরি হয় শ্রমিকদের মধ্যে। অভিযোগগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করে তা সমাধানের চর্চার সুযোগ শ্রমিকদের জন্য সীমিত। তার পরও সরকারি সংস্থার কাছে অভিযোগ করেন শ্রমিকরা। বড় খাত হিসেবে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অভিযোগের হারই বেশি।

গত দুই বছরের হিসাব বলছে, সরকারের কাছে শ্রমসংক্রান্ত অভিযোগের হার ৪০ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশ ছাড়িয়েছে।

জানা গেছে, ২০১৯ সালের ২০ জুন অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের ১০৮তম অধিবেশনে জাপান, ইতালি, পাকিস্তান, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিক প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সংগঠিত হওয়ার অধিকার, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, দরকষাকষি এবং শ্রম পরিদর্শনসংক্রান্ত উত্থাপিত অভিযোগগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অবস্থান জানানোর সময়সীমা শেষ হচ্ছে চলতি মাসেই।

সূত্রমতে, উত্থাপিত অভিযোগের জবাব এরই মধ্যে তৈরি করে ফেলেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। চলতি মাসেই যা আইএলওর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা *বণিক বার্তাকে* বলেন, আইএলও সম্মেলনে উত্থাপন করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জবাব সংবলিত প্রতিবেদন চূড়ান্ত হয়েছে। অভিযোগে উঠে আসা বিষয়বস্তুর সবগুলোকে বিবেচনায় রেখেই জবাব দেয়া হয়েছে। আশা করছি আইএলও বাংলাদেশের জবাবে সন্তুষ্ট থাকবে।

উত্থাপিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া জবাবে বাংলাদেশ বলেছে, ২০১৩ ও ২০১৮ সালে আইন সংশোধনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে। ন্যূনতম সদস্যসীমা ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। ২০১০, ২০১৩ ও ২০১৮ সালে পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিদর্শন বিভাগের ২৩টি কার্যালয়ে ৯২৩ জন অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

আইএলওর কারিগরি সহায়তায় অগ্নি-স্থাপত্য ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে আইএলওকে দেয়া জবাবে আরো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো শ্রম অধিদপ্তরের জনবল ৭১২ থেকে ৯২১-এ উন্নীত করা, পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যনীতি ২০১৩ এবং গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ ২০১৫ প্রণয়ন, কল-কারখানা অধিদপ্তরে শ্রমিক অভিযোগ গ্রহণে পদক্ষেপ হিসেবে হেল্প লাইন স্থাপন এবং জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশুশ্রম নজরদারি কমিটি সক্রিয় করা।

আইএলওকে দেয়া জবাবে আরো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো শ্রম অধিদপ্তরের জনবল ৭১২ থেকে ৯২১-এ উন্নীত করা, পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যনীতি ২০১৩ এবং গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ ২০১৫ প্রণয়ন, কল-কারখানা অধিদপ্তরে শ্রমিক অভিযোগ গ্রহণে পদক্ষেপ হিসেবে হেল্প লাইন স্থাপন এবং জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশুশ্রম নজরদারি কমিটি সক্রিয় করা

হেল্পলাইনের কার্যক্রম প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে আইএলওকে পাঠানো বিস্তারিত জবাবে বলা হয়েছে, টেলি পরামর্শক দলের কাছে শ্রমিকরা হেল্পলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ করেন। এ অভিযোগ জেলা পর্যায়ে কল-কারখানা অধিদপ্তরের কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়। শ্রম পরিদর্শকের মাধ্যমে তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগ সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হয় বলে আইএলওকে জানিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত সাপেক্ষে মামলা কল-কারখানা অধিদপ্তরের মাধ্যমে করা হয় শ্রম আদালতে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০১৫ সালের মার্চ মাস থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত শ্রমসংক্রান্ত মোট অভিযোগ ছিল ৬১ দশমিক ৫৬ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে পোশাক খাতসংক্রান্ত অভিযোগের হার কমে হয় ৫১ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভিযোগের হার কমে হয় ৪০ শতাংশ। গত অর্থবছরে অভিযোগের হার বেড়ে হয়েছে ৭০ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২০,

চার শিল্পকারখানাকে জরিমানা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বুড়িগঙ্গা নদীদূষণের কারণে চারটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে পাঁচ লাখ টাকা করে জরিমানা করেছেন হাইকোর্ট। তরল বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) ছাড়াই এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান চলছিল। ১৫ দিনের মধ্যে জরিমানার টাকা পরিবেশ অধিদপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বুড়িগঙ্গার দূষণরোধে ওই টাকা ব্যয় করতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে।

বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার এ রায় দেন। প্রতিষ্ঠান চারটি হলো মিতা টেক্সটাইল, মেসার্স অভিজাত ডাইং, চাঁদপুর টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড ও শারমিন টেক্সটাইল ডাইং।

ওই চার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান খান। পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ ও আমাতুল করীম।

সমকাল ২৯ জানুয়ারি ২০২০ | ১৫

শ্রমিক নেতা শুক্কুর মাহমুদের ইন্তেকাল

■ সমকাল প্রতিবেদক ও নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

জাতীয় শ্রমিক লীগের সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ জাহাজি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শুক্কুর মাহমুদ (৭৩) গত সোমবার রাতে নারায়ণগঞ্জের বন্দরের বাসায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। শ্বাসকষ্টের কারণে ওই দিন তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। বাসায় যাওয়ার পর রাত দেড়টায় তিনি মারা যান। তার মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় তিনি মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার বন্দরের ডিআইটি জামে মসজিদে প্রথম ও রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে তার দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ এশা বন্দরের কদম রসুল দরগাহ শরিফে তৃতীয় জানাজা শেষে নবীগঞ্জ বাগ-ই-জান্নাত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়েছে। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, চার মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) অন্যতম এ নেতার মৃত্যুতে আরও শোক জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, আওয়ামী লীগের শ্রম ও জনশক্তিবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক কে এম আযম খসরু, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ বি এম সফিউল আলম বুলু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হারুন অর-রশিদ প্রমুখ।

শোভন কাজ

Apparel export - cash incentive not a big facilitator

Automation and skilled workforce constitute the key to capitalising on RMG export, although fast adoption of automation and exploration of marketing avenues alongside meeting shortages of skilled mid-level manpower are the biggest challenges facing the apparel sector at the moment, writes Wasi Ahmed

THE recent announcement of additional cash incentive for the export-oriented readymade garment (RMG) sector did not see much enthusiasm among the industry people. On the government's part, the move was taken to provide some relief to the exporters who are now having a difficult time exporting even to the traditional markets.

According to news reports, garment and textile exports from Bangladesh will receive 1.0 per cent special incentive on their shipment to all markets. This came in line with the cash support that the government had earlier announced in the current year's budget. The incentive is to take effect retrospectively from July 1 last year. The scope of the incentive has been expanded to include terry towel and specialised textiles. Announcing the decision, the finance minster said, "The government brought in more sectors under the scheme as the garment and textile sectors have been going through a difficult time."

There were many occasions in the past, not just in respect of the RMG, when the government did dish out funds as cash incentive to exporters to help them ride out their difficulties. Such moves when taken at the right time fetched good results. But what about the recent move mentioned above? Is it going to help the exporters to remain competitive? The answer, probably, is 'No'. Industry insiders say the move has come too late when Bangladesh's competitiveness in the global market has largely eroded thanks to aggressive marketing drive by mainly India and Vietnam. They also say that since the government is giving the benefit retrospectively from July 1, 2019, it would have made sense had it been made effective six months ago. The BGMEA chief, however, is not too critical like many of her colleagues in the industry. "It will help but it won't be sufficient as it won't have an immediate impact", she said.

For the past several months, garment export from Bangladesh has been on a declining trend. According to Export Promotion Bureau (EPB) data, in the past six months apparel shipments decreased by 6.21 per cent. Identifying any particular reason may be misleading for the slump, though it is clearly the fallout of global unrest for around a couple of years. The unrest may be found responsible for lack of opportunities for enough innovative moves for Bangladesh to penetrate deeper in global markets with decisive plans as regards product diversification and value-added manufacturing.

It is undeniable that despite the growth of RMG exports over the decades, value addition, at present, is in a state of stagnation hovering around 75 per cent. In this context, we must not forget that exports have been growing every year, though not at the same pace. This growth in exports does not make the case of value addition simplistic as many quarters in the country may tend to consider it so.

As for the slump in exports, slight though, there is a general observation that it is a reflection of the declining demand for apparel products in global market, especially in the EU markets. The country's overall exports grew by 1.16 per cent to US$ 34.65 billion in the past fiscal year-with knitwear registering 3.0 per cent growth while woven products experienced decline by 2.36 per cent. Over and above, falling prices of exported apparel products may also be attributed to the decline. Industry insiders inform that throughout the last fiscal, prices have been falling. As a result, although the volume of exports increased, it didn't get reflected in the export earnings.

There are quarters within the country who believe that value addition in Bangladesh's RMG sector has almost reached the optimal level given the production and export of low-end products. This, no doubt, is an improper way of looking at the industry and its projected growth. True, export of cheap and low-end products has impeded the desired rise in value addition. But this is only a current albeit temporary reality.

Experts, including overseas buyers, are of the view that automation and skilled workforce constitute the key to capitalising on RMG export at the moment. Industry insiders opine that automation is a big challenge. Fast adoption of automation and exploration of marketing avenues alongside meeting shortages of skilled mid-level manpower are recognisably the biggest challenge facing the apparel sector. Automation obviously is highly dependent on a large pool of trained and skilled human resource. Some progress has taken place but these stray efforts need to be integrated for the industry to be able to keep pace or even go beyond the capacity of the competitors.

wasiahmed.bd@gmail.com

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ২৯ জানুয়ারি ২০২০।

পোশাক খাতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি

নতুন বাজার তৈরি করতে হবে

যেকোনো দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে সেই দেশের শিল্পের ওপর। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টিশিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে 'ব্র্যান্ড বাংলাদেশ' ইমেজ সৃষ্টি করেছে গার্মেন্টিশিল্প। কর্মসংস্থান, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নে রেখেছে বিশেষ ভূমিকা। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তৈরি পোশাক খাত আজ দেশের প্রধান শিল্প। রপ্তানি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জিডিপিতে অবদান, যেদিক দিয়েই দেখা হোক না কেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাকশিল্পের অবদান অনেক বড়।

সাম্প্রতিক সময়ে নতুন এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে দেশের পোশাক খাত। পাঁচ মাস ধরে পোশাক রপ্তানিতে নেতিবাচক ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রপ্তানি প্রায় ৬ শতাংশ কম। তৈরি পোশাক খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, যেখানে এই সময়ে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, সেখানে এ বছর কমেছে। কারণ হিসেবে তাঁরা বলছেন, কস্ট অব ফান্ড বেড়ে গেছে। ব্যাংকঋণের সুদের হারও বেশি। ইউটিলিটির প্রাইস দফায় দফায় বাড়ছে। বিদেশি ক্রেতারা কমপ্লায়েন্সের কথা বলে, শ্রমিকদের বেতন বাড়াতে বলে। বাংলাদেশে তা নিশ্চিত করা হলেও তারা পোশাকের দাম বাড়ায়নি। উল্টো দিনকে দিন কমিয়ে দিচ্ছে। শিল্প মালিকদের বক্তব্য এখন বিদেশি ক্রেতারা যে হারে পোশাকের দাম কমিয়ে দিচ্ছে তাতে লাভ তো দূরের কথা, ব্যয়ই উঠে আসছে না। টিকে থাকায়ই এখন তাঁদের জন্য বড় দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৈরি পোশাকশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করেন, এই নিয়ে বেশি শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এর আগেও দুই দফায় বাংলাদেশের রপ্তানি খাত নেতিবাচক ধারার কবলে পড়েছিল। তাঁরা বলছেন, হয়তো এখন পোশাকের বিশ্ববাজার কিছুটা ধীর গতির মধ্যে আছে। আমাদের সময়কে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিজেদের মধ্যেও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। যেমন, প্রতিযোগিতার বাজারে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি ছিল কি না, তা ভেবে দেখা দরকার। বিশ্ববাজারে সক্ষমতা ধরে রাখতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে উৎপাদন দক্ষতাও বাড়ানো প্রয়োজন। পরিবর্তিত প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা নিজেদের উদ্যোগে দীর্ঘ মেয়াদে পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ প্রয়োজন। উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারের গতিধারাও আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার ছিল। সবার আগে খুঁজে বের করতে হবে নতুন বাজার।

গত চার দশকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত চারটি বড় বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছে। দুর্যোগ আর ঝুঁকির মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প খাত সমৃদ্ধি লাভ করছে। কোটামুক্ত বাজারে প্রবেশ করা, বাংলাদেশের পোশাক খাত শিশুশ্রমমুক্ত করা, বৈশ্বিক মন্দা এবং সর্বশেষ রানা প্লাজা ধসের পর পোশাক খাতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সুতরাং হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সরকার ও খাতসংশ্লিষ্টদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ঘুরে দাঁড়াবে পোশাক খাত।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ৩১, ২০২০

আগামী পাঁচ বছরে ১ কোটি ৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে

—অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আগামী পাঁচ বছরে দেশের ভেতরে ও বাইরে ১০ দশমিক ৫ মিলিয়ন (১ কোটি ৫ লাখ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

গতকাল দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০২০ (বিডিএফ)-এর সমাপনী ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি।

আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, সব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের অর্থায়ন করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কলন অনুযায়ী, দারিদ্র্যের হার ২০২১ সালে ১৭ দশমিক ২ থেকে কমে ২০২৫ সালে ১২ দশমিক ১ শতাংশ হবে। অতিদারিদ্র্যের হার ৮ দশমিক ৩৭ থেকে ৫ দশমিক ২৮ শতাংশে নেমে আসবে। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির তুলনায় ২০২০ সালের ৩২ দশমিক ৮ থেকে বেড়ে ৩৭ দশমিক ২ শতাংশ হবে। এর মধ্যে সরকারি খাতের বিনিয়োগ ৮ দশমিক ২ থেকে ৯ শতাংশ এবং ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ ২৪ দশমিক ৫ থেকে ২৮ দশমিক ২ শতাংশ হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, পরিকল্পনার প্রাক্কলন অনুযায়ী জিডিপির প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে ৮ দশমিক ২৩ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ৮ দশমিক ৫১ শতাংশ হবে। আগামী পাঁচ বছরে মেগা প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। ব্যবসাবান্ধব, ম্যানুফ্যাকচারিংবান্ধব ও রফতানিবান্ধব ট্যাক্স-রেজিম সৃষ্টি করা হবে। সরকারি বিনিয়োগে দেশীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য মোট রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

বিডিএফ সম্মেলনের ষষ্ঠ ওয়ার্কিং সেশনে 'এনার্জি সিকিউরিটি ফর সাসটেইনেবিলিটি গ্রোথ' শীর্ষক এক প্যানেল আলোচনায় বক্তারা বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম, চাহিদা ও বিশ্বব্যাপী পরিবেশের টেকসই উন্নয়নে জ্বালানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশের কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা মোকাবেলা করার সক্ষমতা থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানিবিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী প্যানেল ডিসকাশনের সঞ্চালক ছিলেন।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ৩১, ২০২০

এক লাখ কর্মসংস্থান হবে সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্পপার্কে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

উত্তরবঙ্গে জনগণের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে সরকার সিরাজগঞ্জে বিসিক শিল্পপার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য 'বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (তৃতীয় সংশোধিত)' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ হলে এক লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া এ শিল্পনগরীতে মোট ৮২৯টি প্লটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে।

যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মিত হওয়ায় উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার সিরাজগঞ্জকে শিল্পায়নের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার পাঁচটি মৌজা নিয়ে বিসিক শিল্পপার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলে আর্থসামাজিক উন্নয়নকল্পে সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সিরাজগঞ্জে বিসিক শিল্পপার্ক প্রকল্পটিতে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় দফায় সংশোধনের পর একনেকে অনুমোদন

সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্পপার্ক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭১৯ কোটি ২১ লাখ টাকা। প্রকল্পটি ২০১০ সালে গ্রহণ করা হলেও বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত সময়ে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ তৃতীয় দফায় সংশোধনের পর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের শেষ সময় ধরা হয়েছে ২০২১ সালের জুন মাস। এ সংশোধনীর কারণ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় পিডব্লিউডি রেট শিডিউল ২০১৮ অনুযায়ী মাটি ভরাট কাজ ব্যতীত অন্যান্য পূর্ত ব্যয় প্রাক্কলন করা, প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি নতুন অঙ্গ (শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর, ডাম্পিং ইয়ার্ড) অন্তর্ভুক্তকরণ, প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধি ও নতুন অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী আরডিপিপি প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এতে ৮২৯টি শিল্পপ্লট তৈরি করা হবে, যেখানে স্থাপন করা হবে ৫৭০টি শিল্প। এতে এক লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, আমরা সারা দেশেই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন করতে চাই। কেননা এতে দ্রুত কর্মসংস্থান হয় এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ শিল্পনগরীতে যেসব শিল্প ইউনিট স্থাপন হবে, তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। এসব শিল্প ইউনিটে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্পটির আওতায় ৪০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে ৭৬ লাখ ৯২ হাজার ঘনমিটার মাটি ভরাট করা হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় আরো যেসব কাজ করা হবে সেগুলো হলো ৫ হাজার ৭২৩ মিটার ডাইক বাঁধ নির্মাণ ও বনায়ন, ছয়তলা ভিত্তিসহ ৩ হাজার বর্গমিটারের চারতলা অফিস ভবন নির্মাণ, পাম্প হাউজসহ পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার নির্মাণ, ১৪ হাজার ৬৩৮ বর্গমিটারের ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ, শিল্পপার্কের প্রধান ফটক নির্মাণ, ২ লাখ ১২ হাজার ৯২২ বর্গমিটার কার্পেটিংসহ সড়ক নির্মাণ, ২০ একর আয়তনের লেক, জলাধার ও আটটি গভীর নলকূপ নির্মাণ, ৩৩ হাজার ৭৪৫ মিটার পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন, ৩৪ হাজার ২৪৫ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৫ হাজার ৮৯৮ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু ইউসুফ সূর্য বলেন, সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্পপার্ক স্থাপন জলার ব্যবসায়ী সমাজ ও সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। শিল্পপার্ক হলে সেখানে বিভিন্ন শিল্প স্থাপন করা হবে, যেখানে বিপুলসংখ্যক মানুষের কাজের সুযোগ হবে।

The Financial Express Friday | January 31, 2020

BJMC gets Tk 1.16b to execute new wage board for workers

FE REPORT

The government has provided a loan of Tk 1.16 billion to Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) to implement the new wage board for the workers of the state-run jute mills.

The BJMC received the fund to pay the wages for eight weeks (January and February) under the latest wage board.

As per the new scale, a worker's minimum basic wage is Tk 8,300 per month which is double than the previous Tk 4,150. The workers will get minimum gross salary of Tk 14,350 each, the BJMC sources said.

The fund has been allocated as an operating credit from the unexpected expenditure account of the finance division's budget.

The loan was disbursed on some conditions including the one that the BJMC will not be able to spend the money other than payment of the wages.

Govt provides conditional loan from unexpected expenditure account

However, the corporation has already handed over payslips to its workers in the middle of this month.

The BJMC had announced the wage board in 2015 that took effect on July 01 of the same year.

The total dues of the workers that stood at Tk 18.91 billion will be paid in phases, a senior official of the BJMC said.

The wage board is being implemented against the backdrop of a strike of workers that claimed two lives in December last.

Thousands of workers of nine state-run jute mills in Khulna-Jashore industrial belt went on strike on December 10 to press home their 11-point demand, including the execution of wage the board.

The BJMC runs 26 mills, including three non-jute mills. An estimated 70,000 workers - permanent, temporary and day-labourers - are working in the state-owned jute mills.

As the mills have been incurring huge losses over the years, the BJMC fails to pay the wages and other benefits to its workers regularly, insiders have said.

arafat_ara@hotmail.com

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২, ২০২০ ■ পৌষ ১৮, ১৪২৬

২২% হারে আইসিডি চার্জ বন্ধে তৎপর পোশাক শিল্প

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চট্টগ্রাম বন্দরসংশ্লিষ্ট বেসরকারি ইনল্যান্ড কনটেইনার টার্মিনালগুলোর (আইসিডি) মাশুল বেড়েছে। বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোস অ্যাসোসিয়েশনের (বিকডা) প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, গতকাল থেকে বর্ধিত হারে বিল করা শুরু হয়েছে। সেবাগ্রহীতা রফতানিকারকদের অভিযোগ, একতরফাভাবে ২২ শতাংশ হারে মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রধান রফতানি পণ্য পোশাকের শিল্প মালিকরা বর্ধিত হারে এ চার্জ আদায় বন্ধে তৎপর হয়েছেন।

নতুন মাশুল হার অনুযায়ী, ২০ ফুট দৈর্ঘ্যের রফতানি কনটেইনারের প্যাকেজ চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার ৩৯০ টাকা। আগে এ চার্জ ছিল ৩ হাজার ৬০০ টাকা। এছাড়া ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের কনটেইনারের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাশুল ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৮৫০ টাকা, আগে যা ছিল ৪ হাজার ৮০০ টাকা।

২০ ফুট দৈর্ঘ্যের রফতানি খালি কনটেইনারের গ্রাউন্ড রেন্ট বাড়িয়ে করা হয়েছে দৈনিক ১১২ ও ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের কনটেইনারের জন্য ২২৪ টাকা। আগে এ হার ছিল ২০ ফুট কনটেইনারের ক্ষেত্রে ১০০ ও ৪০ ফুটের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা। প্রতি টনে ল্যাডিং চার্জ ১৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিকডার সচিব রুহুল আমিন সিকদার (বিপ্লব) বণিক বার্তাকে বলেন, আজ (গতকাল) থেকে নতুন ট্যারিফ অনুযায়ী বিল করা হচ্ছে।

বিকডা-সংশ্লিষ্টদের দাবি, অনেক আগেই চার্জ বৃদ্ধির কথা ছিল। গত বছরের এপ্রিলে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন চার্জ নির্ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়। এর মধ্যে বৃদ্ধিও করেছিলাম, যা পরে সরকারের অনুরোধে বন্ধ করা হয়। বৃদ্ধির প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হার নির্ধারণ করা হয়েছে। আমদানি-রফতানিকারকদের এতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যদিও রফতানিকারকদের দাবি, প্রতিযোগিতার সক্ষমতা দুর্বল হবে।

গত ৩১ ডিসেম্বর নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর একটি চিঠি পাঠিয়েছে পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। প্রাইভেট আইসিডি/অফডক কর্তৃক রফতানি পণ্যবাহী কনটেইনারের বিপরীতে বিভিন্ন চার্জ বর্ধিত হারে আদায় বন্ধ করা প্রসঙ্গে ওই চিঠিটি পাঠানো হয় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর। চিঠির অনুলিপি দেয়া হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাস অ্যাসোসিয়েশনের (বাফা) সভাপতি এবং বিকেএমইএ সভাপতিকে।

বিজিএমইএর দাবি, প্রাইভেট আইসিডি/অফডকগুলো বর্তমানে সম্পূর্ণ একতরফাভাবে রফতানি পণ্যবাহী কনটেইনারের ওপর বিভিন্ন চার্জ ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ২২ শতাংশ বর্ধিত হারে আদায় করবে মর্মে বিভিন্ন শিপিং এজেন্ট ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের চিঠি পাঠিয়েছে। আকস্মিকভাবে এ ধরনের চার্জ বৃদ্ধির ফলে দেশের সর্ববৃহৎ রফতানি খাত তৈরি পোশাক শিল্পের রফতানি কার্যক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া প্রাইভেট আইসিডি কর্তৃক একতরফাভাবে চার্জ বৃদ্ধি করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত রয়েছে—এমন তথ্য উল্লেখ করে নৌ-পরিবহন সচিব বরাবর পাঠানো চিঠিতে বিজিএমইএ বলে, বর্তমানে দেশের পোশাক শিল্প চরম সংকটপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। বিশ্বব্যাপী পোশাক শিল্প বাজারে সিএম (কাটিং-মেকিং চার্জ) কমে যাওয়া, বিদেশী ক্রেতাদের নিত্যনতুন শর্তারোপ ও অভ্যন্তরীণ বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে এমনিতে শিল্পে ক্রান্তিকাল চলছে।

রফতানি পণ্যবাহী কনটেইনারের প্রাইভেট আইসিডি কর্তৃক বর্ধিত চার্জ আদায় করা হলে তৈরি পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগী দেশের তুলনায় রফতানি সক্ষমতা হারাবে চিঠিতে এ দাবি জানিয়ে বলা হয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া প্রাইভেট আইসিডিগুলো যাতে রফতানি পণ্যবাহী কনটেইনারের বিপরীতে বর্ধিত চার্জ আরোপ করতে না পারে, সে বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে আইসিডি/অফডকগুলোকে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করছি।

বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, কোনো আলোচনা ছাড়াই আইসিডি চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে, এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বেসরকারি আইসিডি/সিএফএস নীতিমালা-২০১৬ অনুযায়ী ট্যারিফ নির্ধারণের লক্ষ্যে গত ২১ এপ্রিল নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ মুহূর্তে একতরফাভাবে বর্ধিত চার্জ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরিপন্থী। ২০১৬ সালের আইসিডি নীতিমালা অনুযায়ী আইসিডির মাশুল নির্ধারণের দায়িত্ব ট্যারিফ কমিটির।

প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে রফতানি হওয়া পণ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই হ্যান্ডলিং হয় প্রাইভেট আইসিডির মাধ্যমে। রফতানিকারকরা ট্রাক বা কাভার্ড ভ্যানে পণ্য বন্দরের আশপাশে গড়ে ওঠা আইসিডিগুলোয় এনে বোঝাই করেন। সেখান থেকে রফতানি কনটেইনার বন্দরে নিয়ে জাহাজে তোলা হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়, যার জন্য রফতানিকারকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে মাশুল নিয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট আইসিডি। অন্যদিকে আমদানি পণ্যের ২১ শতাংশ বন্দর থেকে আইসিডিতে নেয়া হয়। শুল্কায়ন শেষে সেগুলো নিয়ে যান আমদানিকারকরা। এছাড়া আইসিডিগুলো খালি কনটেইনারও সংরক্ষণ এবং পরিবহন করে থাকে।

যুগান্তর | বুধবার ১ জানুয়ারি ২০২০
১৭ পৌষ ১৪২৬

সরকার ব্যস্ত দর্জি সেক্টর নিয়ে

কাপড় ও সুতা শিল্প গভীর সংকটে

জেএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মঙ্গলবার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ শিক্ষার্থীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস যুগান্তর

আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় কাপড় ও সুতা বিক্রি বাড়াতে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে

ওভেন খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে না পারলে ব্যবসা অন্য দেশে চলে যাবে
—বিশ্লেষকদের আশঙ্কা

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশে গড়ে ওঠা সুতা-কাপড়ের মিলের দিকে সরকারের বিন্দুমাত্র নজর নেই। মাত্র ৫-১০ কোটি টাকা খরচ করে যারা গার্মেন্টস নামে 'দর্জির দোকান' খুলে বসেছেন তাদের জন্য সুবিধার সব দুয়ার খোলা। কিন্তু হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যারা সুতা-কাপড়ের মিল স্থাপন করেছেন তাদের জন্য সরকার কিছুই করছে না। অথচ তৈরি পোশাক খাতের শিল্পে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বাড়াতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বা পশ্চাৎপদ এ দুটি শিল্পকে শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ প্রতিযোগী দেশগুলো সুতা-কাপড়ের শিল্পে অলআউট সাপোর্ট দিয়ে বিশ্বে বড় বাজারের সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। সরকার শুধু ব্যস্ত 'দর্জিগিরি' নিয়ে। অথচ দর্জিগিরি ছাড়া এই সেক্টরের প্রায় সবকিছু আমদানি করতে হয়। কিন্তু রফতানি আয় থেকে আমদানি ব্যয় বাদ দেয়া হয় না। ভুক্তভোগীদের অনেকে যুগান্তরকে জানিয়েছেন, কাপড় ও সুতার মিল স্থাপন করে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের নানা প্রতিকূলতার মাঝে ব্যবসা করতে হচ্ছে। মূলধনী যন্ত্রপাতিসহ শিল্পের কাঁচামাল আমদানিনির্ভর। শুধু মাটি-পানি আর শ্রম ছাড়া নিজেদের কিছুই নেই। এত প্রতিকূলতার পরও দেশে টেক্সটাইল শিল্প গড়ে উঠেছে উদ্যোক্তাদের অসীম সাহস আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। কিন্তু ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ, জ্বালানির অস্বাভাবিক মূল্য ও বন্দরের চার্জ বেশি হওয়ার কারণে এখন ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বাজার প্রতিযোগিতায় যেখানে অবস্থান শক্তিশালী করতে চীন ও ভারত বিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, সেখানে দেশে গড়ে ওঠা বস্ত্রশিল্প প্রয়োজনীয় নীতি-সহায়তার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। তারা মনে করেন, বিশ্ববাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সুতা-কাপড়ের মতো ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পকে সহায়তা দেয়া সময়ের দাবি। এতে একদিকে অর্থনীতিতে নতুন বিনিয়োগ বাড়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানও বাড়বে।

বিশ্লেষকদের কয়েকজন বলেন, মূলত ওভেন খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে না পারলে ব্যবসা অন্য দেশে চলে যাবে। কারণ বিদেশি ক্রেতারা এখন লিড টাইমকে গুরুত্ব দেন, কম সময়ে পণ্য ডেলিভারি চান। তাদের মতে, সরকারের নীতিনির্ধারক মহল দেশে অর্থনীতি ও বেকারত্বের চাপ কমাতে চাইলে এই সেক্টরকে অবশ্যই অগ্রাধিকার-দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। এক্ষেত্রে তৈরি পোশাকের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প হিসেবে কাপড় ও সুতার মিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। এছাড়া এই সংকট নিয়ে শুধু ভুক্তভোগী শিল্প উদ্যোক্তারা ভাবলে হবে না, সরকারের নীতিনির্ধারক মহল থেকে শুরু করে আমলাতন্ত্রকেও অর্থবহ ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে ওভেন খাতে ৬০-৭০ শতাংশ ও সোয়েটারে ৮০-৮৫ শতাংশ কাপড় বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। দেশীয় শিল্পের স্বার্থে সরকারকে নেতিবাচক এ পথ বন্ধ করতে হবে। বিপরীতে গার্মেন্টিগুলো যাতে দেশীয় বস্ত্রকল থেকে কাপড় কেনে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদানসহ কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। সামগ্রিকভাবে সুতা ও কাপড়ের মিলের উন্নয়নে সরকারকে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করতে হবে। যার কাজ হবে— বন্ডের অপব্যবহার রোধ এবং টেক্সটাইল খাতে উন্নয়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন করা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, সুতা ও টেক্সটাইল শিল্পে প্রণোদনা দেয়ার বিষয়টি সরকার ভেবে দেখবে। এ খাতে কোনো প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে না। নতুন বছরে বিষয়টি ভেবে দেখব।

দর্জি দোকানের মতো স্থাপন করা তৈরি পোশাক শিল্পে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। অথচ হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যারা সুতা শিল্প ও টেক্সটাইল শিল্প গড়ে তুলেছেন তাদের কোনো সুবিধা দেয়া হচ্ছে না, এমন বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হলে মন্ত্রী বলেন, এখন তৈরি পোশাক শিল্পকে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এরপরও তৈরি পোশাক শিল্পের অবস্থা ভালো নয়। এটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এজন্য টেক্সটাইল ও সুতা শিল্পে প্রণোদনা দেয়ার বিষয়টি ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এছাড়া বন্ডের সুবিধা নিয়ে যারা আমদানিকৃত সুতা খোলাবাজারে বিক্রি করছে তাদের বিরুদ্ধে আরও শক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে সূত্র জানায়, রফতানি আয়ের তথ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে। প্রতি বছর রফতানি আয়ের যে তথ্য দেখানো হয় তা পুরোপুরি সঠিক নয়। ওভেন গার্মেন্টস রফতানির বড় অংশ ফ্যাব্রিক্স আমদানিতে ব্যয় হয়। সেই অঙ্ক রফতানি আয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা হয় না। সরকার রফতানি আয়ের ভুয়া তথ্যে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছে। গার্মেন্টস মালিকরা রফতানি আদেশ পাওয়ার পর ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে ভারত-চীন থেকে ফ্যাব্রিক্স আমদানি করে। এই কাপড় দেশে এনে শুধু সেলাই করে পুনরায় রফতানি করা হয়। এক্ষেত্রে মোট রফতানির প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ মাত্র ৩০ ভাগ অর্থ দেশে আসছে। এছাড়া রফতানিমুখী সেক্টর হিসেবে গার্মেন্টি মালিকদের অনেকে কাঁচামাল আমদানির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইডিএফ সুবিধায় কম সুদে ঋণ সুবিধাও পেয়ে থাকে। কিন্তু তাদের আমদানিকৃত কাঁচামালের একটি বড় অংশ যখন খোলাবাজারে বিক্রি হয়, তখন সরকার এবং দেশীয় বস্ত্রশিল্প চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে দীর্ঘদিন থেকে গার্মেন্টি ব্যবসার সাইনবোর্ড লাগিয়ে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের অনেকে এভাবে চোরাকারবারি করে শত শত কোটি টাকার মালিক বনে গেছে। অথচ দেশে উৎপাদিত উন্নত মানের সুতা ও কাপড় সেভাবে বিক্রি হচ্ছে না। তাদের চীন ও ভারতের সঙ্গে অসম এক প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। শুধু পশ্চাৎপদ শিল্প যেমন স্পিনিং ও টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে রফতানিতে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হলেও সেদিকে সরকারের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এ খাতের উন্নয়নে নেই কোনো রোডম্যাপ।

এ অবস্থায় দেশীয় সুতা ও কাপড়ের বস্ত্রশিল্প এখন প্রায় ধ্বংসের পথে। বন্ড সুবিধায় আনা বিদেশি সুতা-কাপড়ের কালোবাজারি বন্ধ না হওয়ায় স্থানীয় মিলের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি প্রায় শূন্যের কোঠায়। ছোট-বড় চার শতাধিক স্পিনিং মিলে অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে ৮ লাখ টনের বেশি সুতা। কাপড়ের মিলগুলোর অবস্থাও একই রকম। এ কারণে বেশির ভাগ মিল মালিক ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছেন না। অনেকে খেলাপি হতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু সব জেনেও সরকারের দায়িত্বশীল মহল নীরব ভূমিকা পালন করছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকার শুধু গার্মেন্টি নামের দর্জিগিরি নিয়ে ব্যস্ত। অথচ সরকারের উচিত ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সঠিক নীতি প্রণয়ন ও প্রণোদনা দেয়া। তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের মধ্যে নানা বৈষম্য রয়েছে। এগুলো সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ পোশাক শিল্পের কর্পোরেট কর সাড়ে ১২ শতাংশ। পক্ষান্তরে টেক্সটাইল শিল্পের ১৫ শতাংশ এবং এক্সেসরিজ শিল্পের ৩৫ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আরও বৈষম্য রয়েছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি আবদুল কাদের খান বলেন, এক্সেসরিজ শিল্প বৈষম্যের শিকার। তৈরি পোশাক শিল্পের চেয়ে এক্সেসরিজ শিল্পকে ট্যাক্স বেশি দিতে হয়। অন্যদিকে নতুন বাজেটে পোশাক শিল্পকে ১ শতাংশ অতিরিক্ত প্রণোদনা দেয়া হলেও এক্সেসরিজ শিল্প সেটি পাচ্ছে না। অথচ দুই শিল্পেরই শ্রমিকদের বেতন ও পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়েছে।

উদ্যোক্তাদের মতে, সরকারের সহযোগিতা ছাড়া ওভেন খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এজন্য উদ্যোক্তাদের প্রকৃতপক্ষে সিঙ্গেল ডিজিটে ব্যাংক ঋণ দিতে হবে। পাশাপাশি ওভেন ফ্যাব্রিক্সে প্রযোজ্য হারে প্রণোদনা বাড়ানোসহ গার্মেন্টিগুলোকে স্থানীয় কাপড় ব্যবহারে বাধ্য করতে হবে। তাহলে এ খাতে বিনিয়োগ আরও বাড়বে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিশ্বব্যাংক ও আইএফসি (ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন) থেকে কম সুদে ঋণ নিতে সরকার ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করতে পারে। পাশাপাশি ঘন ঘন পরিবর্তন না করে দীর্ঘমেয়াদি নীতি প্রণয়ন করে এই খাতে বিশেষ প্রণোদনা চালু করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সরকার নিট খাতে প্রণোদনা দেয়ায় এখন এই খাত কিছুটা এগিয়েছে। এজন্য ওভেন ফ্যাব্রিক্স উৎপাদনে প্রণোদনা দেয়া খুবই জরুরি। সরকার ৫-১০ বছরের জন্য ওভেন খাতে আর্থিক প্রণোদনা দিলে বড় বড় অনেক শিল্প গড়ে উঠবে। এতে একদিকে কর্মসংস্থান বাড়বে, অন্যদিকে রফতানিতে মূল্য সংযোজনের পরিমাণও বাড়বে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম যুগান্তরকে বলেন, বর্তমানে ওভেন খাতে রফতানি আয়ের বড় একটি অংশ বিদেশে চলে যাচ্ছে। এ অর্থ দেশে রাখতে তৈরি পোশাক খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে তুলতে সরকারকে আরও বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। সিনথেটিক ফাইবার, পলিয়েস্টার ফাইবার, ম্যানমেইড ফাইবার উৎপাদনে প্রণোদনা দিলে দেশীয় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। তার আগে সরকারকে বন্ডের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। তা না হলে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন না। এজন্য এনবিআরকে আরও তৎপর হতে হবে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারি ২০২০,

প্রবাসী আয়ে ২০% প্রবৃদ্ধি সরকারের প্রণোদনায়

সদ্য বিদায়ী বছর

২০১৯ সালে ১,৮৩৩ কোটি মার্কিন ডলার আয় দেশে এসেছে। ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনার কারণেই বৈধ পথে আয় আসা বেড়ে গেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সদ্য বিদায়ী বছরে প্রবাসী আয়ে বড় উল্লম্ফন ঘটেছে। পুরো বছরে প্রবাসীরা ১ হাজার ৮৩৩ কোটি মার্কিন ডলারের আয় পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ ১ লাখ ৫৫ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা। আর ২০১৮ সালে এসেছিল ১ হাজার ৫৫৩ কোটি ডলার। সেই হিসাবে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকসংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রবাসী আয়ে ২ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান, ডিজিটাল হুন্ডি বন্ধের উদ্যোগ ও ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কমায় বৈধ পথে আয় আসা বেড়েছে। আবার প্রবাসী আয় বিতরণে মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের ব্যবহার বেড়েছে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে চলতি বছরে আয় ২ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বরে আয় এসেছে ১৬৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আয় এসেছিল ১২০ কোটি ৭০ লাখ ডলার। ফলে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের চেয়ে গত ডিসেম্বরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪০ শতাংশ।

গত বছর সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংকটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু রেজা মো. ইয়াহিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রবাসী আয় বাড়াতে আমাদের ২৪ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। আবার এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবে আয় এলে অতিরিক্ত ১ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে আয় আসা বেড়েছে।'

বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে চলতি অর্থবছরে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা ঘোষণা করে সরকার। সেই অনুযায়ী, ১ জুলাই থেকে প্রবাসীরা ১০০ টাকা দেশে পাঠালে ২ টাকা প্রণোদনা পাচ্ছেন। বাজেটে এ জন্য ৩ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। গত আগস্টে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই নিয়ে নীতিমালা জারি করে। এতে বলা হয়, ১ হাজার ৫০০ ডলারের কম আয় এলে কোনো নথি ছাড়াই প্রণোদনা পাওয়া যাবে।

আবার মোবাইল ব্যাংকিংয়ে দিনে সর্বোচ্চ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রবাসী আয় উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রবাসী আয় বিতরণ সহজ করতে বিকাশ, রকেটের মতো মোবাইলে আর্থিক সেবা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠাগুলোকে এ সুযোগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। অনেক ব্যাংক ও রেমিট্যান্স বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও রকেটের মাধ্যমেও আয় বিতরণ করে থাকে।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি, ২০১৯: সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে অভিবাসনবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) বলছে, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৬ লাখ ৪ হাজার ৬০ জন বাংলাদেশি কর্মী বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে। তবে কর্মী পাঠানোর হার কমে এসেছে।

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ১, ২০২০

দেশে অনিবন্ধিত কারখানা প্রায় ২০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে মোট কারখানা ৬৪ হাজার ৮৮২টি, এর মধ্যে সরকারি ১৪০টি। এসব কারখানার মধ্যে ১৯ হাজার ৭২৭টির নিবন্ধন নেই। গতকাল সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকে জানানো হয়, দেশের ১৪০টি সরকারি কারখানার মধ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৬টি পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া দেশে মোট বেসরকারি কারখানা রয়েছে ৬৫ হাজার ৭৪২টি। এর মধ্যে নিবন্ধন রয়েছে ৪৬ হাজার ১৫টির এবং ১৯ হাজার ৭২৭টির নিবন্ধন নেই। গত অর্থবছরে ২৩ হাজার ১১৬টি পরিদর্শন করা হয়েছে। একই সময়ে ফলোআপ পরিদর্শন হয়েছে ৮ হাজার ১৬৯টি। আর চলতি অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত ২৫টি সরকারি ও ১১ হাজার ৬২১টি বেসরকারি কারখানা পরিদর্শন করা হয়। একই সময়ে ৩ হাজার ১২৩টি ফলোআপ পরিদর্শন হয়েছে।

বৈঠকে আরো জানানো হয়, ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল কোন মন্ত্রণালয়ের আওতায় থাকবে, তার সিদ্ধান্ত নিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহনে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র দিতে বিভিন্ন মালিক সংগঠনকে চিঠি দেয়া হয়েছে।

বৈঠকে কলকারখানাগুলোর দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি। এছাড়া শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও তাদের মানবিক অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রচলিত শ্রম আইন যথাযথভাবে অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সংসদীয় কমিটির সভাপতি মো. মুজিবুল হকের সভাপতিত্বে বৈঠকে কমিটির সদস্য মো. কামরুল ইসলাম, মো. ইসরাফিল আলম ও মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী অংশ নেন।

The Financial Express

January 1, 2020

RMG sector faces ups and downs

MONIRA MUNNI

The country's readymade garment (RMG) sector went through ups and downs last year, prompting industry insiders to seek immediate policy support to tackle the challenges still ahead of them.

Although the garment export receipts showed an upward trend in the first five months of 2019, the trend reversed mostly in the second half of the year.

In January 2019, RMG exports grew by 8.68 per cent with earnings of US$ 3.13 billion, compared to the same month of 2018. But the export saw negative growth (3.49 per cent) in June 2019 first and the fall continued until November with an exception in July, official data showed.

The RMG export earnings during January-November period of 2019 clocked at $30.13 billion as against $32.92 billion in 2018, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) data.

Moreover, the year saw dependency on a few RMG items and traditional EU, US and Canada markets, little efforts for diversification and production of mostly cotton-based items.

According to the BGMEA data, some 73 per cent of the country's total RMG exports are concentrated on only five items -- T-shirt, trousers, jackets, sweater and shirts. And prices of 83 per cent of exports were as high as $15 per kg and 74.14 per cent of the exports were cotton-based items.

About 83.34 per cent of the total RMG exports went to European Union and North America, the data showed.

Dr Khondaker Golam Moazzem, additional research director of the Centre for Policy Dialogue, said several issues related to RMG sector dominated the year 2019 and the sector depended largely on few items and cotton-based products.

Industry people said the big units are getting bigger and increasing the capacity but without proper planning with regard to markets and demand.

Such unplanned capacity expansion of the industry focusing on a few products is one of the major reasons behind weak price negotiation power and unhealthy competition among themselves, they said.

When asked, BGMEA president Dr Rubana Huq said, "It was a happening year for the RMG industry as 2019 marked a number of positive developments, yet it was not a pleasant time for our export as the growth had been faltering throughout the year and had a nosedive in the latter half."

Ending the stalemate with regard to Accord's phasing out from Bangladesh and forming a national safety monitoring regime, 'RMG Sustainability Council (RSC)', were major breakthroughs this year, she added.

The Accord, a platform of more than 200 global apparel brands, retailers and rights groups mostly based in Europe, was formed immediately after the Rana Plaza building collapse to improve the workplace safety in the country's apparel industry for a tenure of five years that ended in May 2018.

The Alliance, another such platform, folded its operations in the garment sector in Bangladesh on December 31, 2018, and more than a dozen of its signatory companies, out of 21, launched a new platform, namely 'Nirapon', to oversee the ongoing safety, training and helpline efforts at the Alliance-listed garment factories in March 2019.

Terming implementation of a new minimum wage a major challenge for the RMG sector, though complied, Ms Huq said, "The industry continues to face severe financial hardship, resulting in closure of 61 factories, and export kept plummeting for the fourth consecutive month since August 2019."

Some 60 garment factories have closed down during January-October of 2019, resulting in job losses for 29,594 workers, while entrepreneurs have made fresh investments to set up 58 new garment factories during the period, according to the BGMEA.

Of the new units, 43 per cent have been set up by new entrepreneurs and the remaining by the ones who are already in the business for a long period of time.

The new units are expected to create employments for more than 51,000 workers once they come into full operation within one and a half years.

"Stronger value of Bangladeshi taka against US dollar compared to competitor currencies has added to the woes as the industry keeps struggling with unit price," Ms Huq said.

Despite all the investments made in workplace safety, compliance, implementation of new wage structure and green industrialisation, the unit price did not see much improvement, she said, adding that the unit price in EU and the USA has increased by 2.22 per cent and 5.57 per cent respectively during January-October of 2019 (year on year), yet the price level remains significantly lower on a five-year comparison.

Citing the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) and Eurostat data, she said the price of apparel imported by the USA from Bangladesh during Jan-Oct 2019 fell 2.20 per cent, compared to Jan-Oct 2014, and the same happened in the case of EU, with the price declining by 1.94 per cent.

Industry people, however, said that there are few other good signs in 2019, including supply of RMG products to big online retailer, Amazon, and coming back of another American company.

Ralph Lauren, one of the world's largest fashion brands that stopped sourcing garment items from Bangladesh after the Rana Plaza building collapse, has resumed sourcing from Bangladesh by reopening its office in Dhaka.

Online retail giant Amazon in November disclosed the names and addresses of its suppliers, including 23 factories from Bangladesh that produce Amazon-branded products, after the company recently faced criticism over its hosting third-party sellers who sourced apparel items from a Bangladeshi factory which was reported unsafe, the industry people said.

The 2019 calendar year started with labour unrest over the review of the last wage structure that set Tk 8,000 as minimum monthly wage for the RMG workers, which came into effect in December 2018.

Both local and international right groups raised concerns over mass job cut by factory owners following the labour unrest.

Irish retailer-Primark suspended placing new orders with one local RMG supplier in August 2019 following alleged termination of workers involved in demonstration for wage hike.

At the June '19 International Labour Conference, worker delegates from Italy, Pakistan, South Africa, Brazil and Japan suggested

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

forming a commission of inquiry against Bangladesh over the allegation that Bangladesh was not following ILO convention 87 on freedom of association and right to organise, convention 98 on right to bargain collectively and convention 81 on labour inspection.

Meanwhile, experts have recommended RMG product and market diversification, allowing foreign direct investment in the garment sector, devaluation of local currency against US dollar and restructuring of the government incentives to help the sector cope with the existing problems.

They also suggested product development, efficient management of garment waste, skills improvement and further improvement in labour rights situation.

Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) executive director Dr Ahsan H Mansur in a recent meeting recommended allowing foreign direct investment in the sector to promote product diversification within the industry.

He also suggested devaluation of local currency against US dollar, saying that Bangladeshi exporters are losing their competitiveness, as their competitors have already devalued their currencies.

Incentives should be given to the targeted groups such as entrepreneurs who are producing value-added or upgraded items, managing waste efficiently and exporting items to markets other than traditional US, EU and Canadian markets, said Khondaker Golam Moazzem of CPD.

The government incentive packages for the sector should be restructured but without reducing the amount, he noted.

Munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২, ২০২০

জর্ডানে অভিবাসী পোশাক শ্রমিকের ৫৬% বাংলাদেশী

বদরুল আলম ■

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্ডানে পোশাক শিল্পের গোড়াপত্তন দুই দশক আগে। এরপর থেকে বিকাশ ঘটতে থাকে শিল্পটির। তবে দেশটির পোশাক শিল্পের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছেন প্রবাসী শ্রমিকরা, যাদের বড় অংশই বাংলাদেশী। আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসাবে, জর্ডানের পোশাক শিল্পে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৭ সালের ৪৯ শতাংশ থেকে ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫৬ শতাংশ।

জর্ডানের শিল্প খাতের কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি নিয়ে ২০১৮ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) যৌথ উদ্যোগ 'বেটারওয়ার্ক'। 'অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৭ : অ্যান ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স রিভিউ' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জর্ডানের পোশাক শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা ৬৫ হাজারের বেশি। এর মধ্যে মাত্র ১৬ হাজার স্থানীয় শ্রমিক। বাকি ৪৯ হাজারই বেশি অভিবাসী শ্রমিক, এদের প্রায় সবাই নারী। আর অভিবাসী শ্রমিকদের ৪৯ শতাংশ অর্থাৎ ২৪ হাজারই বাংলাদেশী।

সদ্য সমাপ্ত বছরের 'অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ : অ্যান ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স রিভিউ' শীর্ষক প্রতিবেদন বলছে, জর্ডানের পোশাক কারখানায় অভিবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। অংশগ্রহণ বেড়েছে এমন শ্রমিকদের বেশির ভাগই বাংলাদেশী। ২০১৮ সালে জর্ডানের পোশাক কারখানায় বাংলাদেশী শ্রমিকের সংখ্যা ৫৬ শতাংশ উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এছাড়া শ্রীলংকার শ্রমিকের সংখ্যা ১৭ শতাংশ, ভারতের ১১ শতাংশ। এছাড়া দেশটির পোশাক কারখানাগুলোয় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে নেপাল, মিয়ানমার ও পাকিস্তানের নাগরিক।

বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কিছু অনিয়মের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে আইএলওর পক্ষ থেকে জর্ডানের শ্রম মন্ত্রণালয়ে শিশুশ্রমের দুটি ঘটনা উত্থাপন করা হয়। দুটি ঘটনাই বাংলাদেশী শ্রমিকের বিরুদ্ধে পাসপোর্টে বয়স জালিয়াতির। আইএলও বেটারওয়ার্কের মূল্যায়ন পরিদর্শনের সময় একটি কারখানায় একজন বাংলাদেশী শ্রমিকের বয়স ১৪ বছর বলে শ্রমিক নিজেই স্বীকার করেন। আরেকটি কারখানায় মূল্যায়ন চলাকালীন শ্রমিক কারখানার গুদামে লুকিয়ে ছিলেন বলে শনাক্ত করেন আইএলও প্রতিনিধিরা।

এছাড়া জর্ডানে অভিবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের রিক্রুটমেন্ট ফি বাবদ নারীদের তুলনায় পুরুষদের কাছ থেকে বেশি অর্থ আদায় করা হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে আইএলও। সেখানে বলা হয়েছে, একই কারখানায় বাংলাদেশের পুরুষ শ্রমিকরা রিক্রুটমেন্ট ফি বাবদ নারী শ্রমিকের তুলনায় ২০০ ডলার বেশি পরিশোধ করেছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জর্ডানের পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশটির শ্রম মন্ত্রণালয়ে ৩ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি অভিবাসী ও শরণার্থী শ্রমিক নিবন্ধন নিয়েছে। নিবন্ধিত শ্রমিকের অধিকাংশই মিসর, বাংলাদেশ ও সিরিয়ার। কৃষি, নির্মাণ ও উৎপাদনমুখী খাতে এ শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। নিবন্ধিত শ্রমিকদের মধ্যে মিসরীয় পুরুষরা নির্মাণ খাতে, অন্যদিকে বাংলাদেশ নারী শ্রমিকরা গৃহস্থালি ও পোশাক কারখানায় কর্মরত। পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের শ্রমিক প্রতিনিধিরা বলছেন, বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক পোশাক কারখানা থাকার পরও বাড়তি মুনাফার (মজুরি) কারণেই মূলত জর্ডানের পোশাক শিল্পকে বেছে নিচ্ছেন শ্রমিকরা। পাশাপাশি সামাজিক স্বীকৃতির বিষয়টিও কাজ করছে এর পেছনে।

আইএলও বেটারওয়ার্ক বলছে, তাদের সমীক্ষার আওতায় ছিল মোট ৭৯টি কারখানা। এসব কারখানায় কর্মসংস্থান হচ্ছে মোট ৬৫ হাজার ২৭২ জনের। এর মধ্যে ৪৯ হাজারই নারী শ্রমিক। এসব শ্রমিকের কর্মক্ষেত্র কারখানার কমপ্লায়েন্স ও নন-কমপ্লায়েন্স পর্যালোচনায় জরিপের মাধ্যমে বেশকিছু বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে আইএলওর ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে। এতে কমপ্লায়েন্স ও নন-কমপ্লায়েন্স পর্যালোচনার মাপকাঠির মধ্যে ছিল শিশুশ্রম, বৈষম্য, জোরপূর্বক শ্রম, স্বাধীন শ্রম সংঘ ও দরকষাকষির অধিকার, ক্ষতিপূরণ, কর্মচুক্তি, পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কর্মঘণ্টা।

বেটারওয়ার্কের প্রতিবেদনটি সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার। তিনি বলেন, জর্ডানসহ আরো বেশ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকরা কাজ করছেন। আমরা এ বিষয়ে শ্রমিকদের সব সময় নিরুৎসাহিত করি। কারণ সেখানে অনেক ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হয় শ্রমিকদের। এছাড়া কর্মঘণ্টাও অনেক বেশি। আসলে শ্রমিক শোষণের চিত্র বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই একই রকম। তাই সার্বিকভাবে বাংলাদেশের চেয়ে শ্রম অধিকার জর্ডানে খুব ভালো এটা বলা যাবে না। তবে সবকিছু ছাপিয়ে বেশি মজুরির প্রাপ্তির নিশ্চয়তার কারণেই পোশাক শ্রমিকরা জর্ডানের মতো আরো অনেক দেশে গিয়ে কাজ করছেন।

বেটারওয়ার্কের প্রতিবেদনে জর্ডানের পোশাক শিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে, পোশাক শিল্প জর্ডানের জন্য ঐতিহাসিক কোনো গুরুত্ব বহন করে না।

যুগান্তর
বুধবার ১ জানুয়ারি ২০২০
১৭ পৌষ ১৪২৬

২০২০ সালে ৭ লাখের বেশি শ্রমিক পাঠানো হবে

——প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ বলেছেন, ২০২০ সালে ৭ লাখের বেশি অভিবাসী শ্রমিক বিদেশে পাঠানো হবে। ২০১৯ সালে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সাড়ে ছয় লাখ। আমরা সেটা অতিক্রম করে ছয় লাখ ৯০ হাজার শ্রমিক পাঠাতে সক্ষম হয়েছি।

মঙ্গলবার বিকালে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইমরান আহমেদ এসব তথ্য জানান। 'শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সেশেলসগামী কর্মী এবং শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে জাপানগামী টেকক্যাল ইন্টার্নদের স্মার্টকার্ড প্রদান' উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, আমরা অক্টোবরে যোগাযোগ করে ডিসেম্বরেই সেশেলসে লোক পাঠাতে পেরেছি। তাও আবার বিনা খরচে। এটা একটা বিরাট সাফল্য। এমনকি এখন রিক্রুটিং এজেন্সিও বিনা খরচে লোক পাঠাচ্ছে। এরপর জিরো কস্টে চায়না, পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশে লোক পাঠানো সম্ভব হবে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজাসহ সংশ্লিষ্টরা সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন।

প্রথম আলো • শনিবার, ৪ জানুয়ারি ২০২০,

জিডিপিতে ৬৭% অবদান ৫ খাতের

দেশের অর্থনীতি

মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) এখন উৎপাদন, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, পরিবহন, কৃষি এবং নির্মাণ—এই পাঁচ খাতের অবদান ৬৭ শতাংশ।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে মাত্র পাঁচটি খাত। সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে দুই-তৃতীয়াংশ বা ৬৭ শতাংশ অবদান রেখেছে এসব খাত। জিডিপিতে এই খাতগুলো সাড়ে সাত লাখ কোটি টাকার মূল্য সংযোজন করেছে। দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে প্রমাণিত এই খাতগুলো হচ্ছে—উৎপাদন, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, পরিবহন, কৃষি এবং নির্মাণ।

প্রতিবছর দেশের অভ্যন্তরে পণ্য উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টি হয়ে কত টাকার মূল্য সংযোজন হয়, সেটাই জিডিপির হিসাবে ধরা হয়। মোটাদাগে কৃষি, শিল্প ও সেবা—এই তিন খাত দিয়ে জিডিপি হিসাব করা হয়। এসব খাতকে গণনা করা হয় সব মিলিয়ে ১৫ খাত দিয়ে। গত অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপির আকার ছিল ১১ লাখ ৫ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টি হয়ে অর্থনীতিতে সমপরিমাণ টাকার মূল্য সংযোজন করেছে। গত অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গত সপ্তাহে জিডিপির এই চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, অর্থনীতি বহুমুখী করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঁচটি খাতই অর্থনীতিতে বেশি অবদান রাখছে। এর মধ্যে উৎপাদন খাত সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে।

সেলিম রায়হান আরও বলেন, উৎপাদন খাতের সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাকশিল্প থেকে। আমরা উৎপাদন খাতে পণ্যের বহুমুখীকরণ করতে পারছি না। অন্যদিকে সেবা খাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্য সংযোজনকারী বেশি সেবা সৃষ্টি করছি। উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী সেবা সৃষ্টি করতে পারছি না।

উৎপাদন খাত

এই খাতে দেশের ছোট-বড় কলকারখানাগুলো অবদান রাখে। কলকারখানা থেকে যত পণ্য উৎপাদন হয়ে মূল্য সংযোজন হয়, তা জিডিপিতে যুক্ত হয়। গত অর্থবছরে উৎপাদন খাতের অবদান ছিল জিডিপির ২৪ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। অর্থের হিসাবে স্থিরমূল্যে এই খাতে ২ লাখ ৫৬ হাজার ১১৭ কোটি টাকার মূল্য সংযোজন

> **“** আমরা উৎপাদন খাতে পণ্যের বহুমুখীকরণ করতে পারছি না। সেবা খাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্য সংযোজনকারী বেশি সেবা সৃষ্টি করছি। উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী সেবা সৃষ্টি করতে পারছি না।
>
> **সেলিম রায়হান**, নির্বাহী পরিচালক, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)

হয়েছে। এক বছরের ব্যবধানে এই খাতে সর্বোচ্চ ১৪ দশমিক ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উৎপাদন খাতই এখন জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার।

খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা

সারা দেশে বছরজুড়ে খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা হয়। গলির মুদিদোকান থেকে শুরু করে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ কিংবা রাজধানীর চক ও মৌলভীবাজারের পাইকারি বিক্রিও জিডিপিতে যুক্ত হয়। গত অর্থবছরে জিডিপিতে এই খাতের অবদান ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩ দশমিক ৯২ শতাংশ, যা পরিমাণে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫৮ কোটি টাকা। এটি আগেরবারের চেয়ে ১১ হাজার কোটি টাকার বেশি। এ খাতে আরও কিছু উপখাত আছে, যেমন গৃহস্থালিতে ব্যবহার্য পণ্য, গাড়ি, মোটরসাইকেল মেরামতও খুচরা এবং পাইকারি খাতের সঙ্গে যুক্ত হয়।

পরিবহন খাত

আপনি জানেন কি, পরিবহন খাত অর্থনীতিতে অন্যতম বড় মূল্য সংযোজনকারী খাত? দেশজুড়ে যাত্রী ও পণ্যবাহী বাস-ট্রাক, ট্রেন, জাহাজ-নৌকা চলাচল করে। গতবার এই খাত থেকে ১ লাখ ১৭ হাজার ৫৫ কোটি টাকার মূল্য সংযোজন হয়েছে, যা আগেরবারের চেয়ে ৮ হাজার কোটি টাকা বেশি। পরিবহন খাতে যত মূল্য সংযোজন হয়, এর মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশই আসে সড়ক পরিবহন থেকে। এ খাতে গতবার এসেছে সাড়ে ৭৪ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া নৌপরিবহন থেকে ৭ হাজার কোটি টাকা ও আকাশপথের পরিবহন থেকে ১ হাজার কোটি টাকা এসেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং পরিবহন খাতের আনুষঙ্গিক কার্যক্রমও পরিবহন খাতের সঙ্গে যুক্ত। ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাত থেকে গতবার ২৭ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্য সংযোজন হয়েছে।

CROWN IZONIL®
WATERPROOF PLASTER
১০০% ওয়াটারপ্রুফ
এবং ড্যাম্প-প্রুফ সল্যুশন
বিস্তারিত: ০১৭৬৬৬৯৯৭০৫

কৃষি ও বনায়ন

কৃষি ও বনায়ন খাত থেকে জিডিপির ১০ শতাংশের বেশি অর্থ আসে। টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ ১ লাখ ৭ হাজার কোটি টাকা। শুধু ফসল ফলিয়ে কৃষকেরা জিডিপিতে ৭৫ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অবদান রেখেছেন। হাঁস-মুরগি, গরুসহ গবাদিপশু পালনে আসে সাড়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা। বনায়ন করে গত অর্থবছরে অর্থনীতিতে যুক্ত হয়েছে ১৭ হাজার কোটি টাকার বেশি।

নির্মাণ খাত

বছরজুড়ে সারা দেশে বিভিন্ন নির্মাণকাজ চলে। শুধু বাড়িঘর নয়; রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেলের মতো সব নির্মাণযজ্ঞ জিডিপিতে অবদান রাখছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ৮১ হাজার ১১৩ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৭ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

আরও ১০ খাত

আপনি স্বপ্নের বাড়ি-ফ্ল্যাট নির্মাণ করছেন। এর মাধ্যমে নিজের অজান্তে আপনিও কিন্তু দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। আপনার এই অবদান যোগ হয় আবাসন খাতের নামে। এভাবে আবাসনসহ আরও ১০টি খাত জিডিপিতে ৩৩ শতাংশ অবদান রাখে। আবাসন ছাড়া বাকি খাতগুলো হলো—স্বাস্থ্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ড; শিক্ষা; সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা; জনপ্রশাসন; ব্যাংক-বিমা; হোটেল-রেস্তোরাঁ; বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি সরবরাহ; তেল-গ্যাস খনন এবং মৎস্য চাষ। গত অর্থবছরে এসব খাত জিডিপিতে ৩ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকার মূল্য সংযোজন করেছে।

অর্থনীতিবিদ ও উদ্যোক্তাদের অনেকেই অর্থনীতিকে আরও বহুমুখী করা বা এতে বৈচিত্র্য আনার তাগিদ দেন। এ বিষয়ে সরকারের সহায়ক ভূমিকার প্রত্যাশা করেন তাঁরা।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য শামসুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, 'ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়লে অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আসবে। বৈচিত্র্য এলে এমনিতেই সব খাতের অবদান বাড়বে। সরকার এখন অবকাঠামো তৈরি করছে, জ্বালানি নিরাপত্তা দিচ্ছে। আশা করি, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকারীরা তাঁদের সৃজনশীলতা দিয়ে বিনিয়োগ করবেন।'

সমকাল
শনিবার। ৪ জানুয়ারি ২০২০।

বিশ্ব অর্থনীতিতে অবস্থান

২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে ২৫তম

■ সমকাল ডেস্ক

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে ২৫তম অবস্থানে পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছে সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর)। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল ২০২০' শীর্ষক প্রতিবেদনে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি এ তথ্য জানায়।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, ২০২০ সালের তালিকায় ৪০তম অবস্থানে থাকা দেশটি ২০২৪ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৩০তম অবস্থান অর্জন করবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুরকে ছাড়িয়ে যাবে। আর ২০২৯ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান হবে ২৬তম।

১৯৩টি দেশের তথ্য নিয়ে এ তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে। এতে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অগ্রগতির আভাস দেওয়া হয়েছে। সিইবিআর প্রতিবেদনটিতে জানিয়েছে, বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। ২০১৯ সালে দেশটির পিপিপি সমন্বিত জিডিপি পাঁচ হাজার ২৮ ডলার। গত বছর দেশটি অর্থনীতিতে ভালো করেছে, ৭ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। আর ২০১৮ সালে প্রবৃদ্ধি হয় ৭ দশমিক ৯ শতাংশ।

এ বছর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল অনুযায়ী বাংলাদেশ একধাপ এগিয়েছে। ২০১৯ সালে ৪১তম অবস্থানে ছিল। ২০১৮ সালে ছিল ৪৩তম। ২০১৮ সালের প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে আভাস দেওয়া হয়েছিল, ২০৩৩ সাল নাগাদ বিশ্বের শীর্ষ ২৫ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের তালিকায় নাম লেখাবে বাংলাদেশ। তবে এ বছরের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৫তম অবস্থান অর্জন করতে বাংলাদেশের আরও এক বছর সময় বেশি লাগবে।

এবারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সাল থেকে দেশটির জনসংখ্যা ১ শতাংশ হারে বেড়েছে। এ তথ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। জিডিপির অংশ হিসেবে সরকারি ঋণ গত বছর বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০১৮ সালে ছিল ৩৪ শতাংশ। ঋণ বাড়া সত্ত্বেও সরকারি আর্থিক খাত ভালো অবস্থানে রয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম ঋণের বোঝা ২০১৯ সালে সরকারকে ৪.৮ শতাংশ ঘাটতি বাজেট দিতে সহায়ক হয়েছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জিডিপি প্রবৃদ্ধির বার্ষিক হার ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে গড়ে ৭.৩ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। প্রতিবেদনে আরও আভাস দেওয়া হয়েছে, প্রযুক্তির বর্ধিত প্রবৃদ্ধির কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে ২০৩৩ সালে চীন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে। অন্যদিকে, ভারত ২০২৬ সালে জার্মানিকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে, আর ২০৩৪ সালে জাপানকে পেছনে ফেলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে।

The Daily Star
DHAKA SUNDAY JANUARY 5, 2020,

Bangladesh economy to be 25th largest in 15 years

Predicts British think-tank

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's economy will make one of the biggest jumps between 2020 and 2034 on the back of demographic dividend and rising per capita income, according to the World Economic League Table 2020.

Bangladesh ranks 40th among 193 countries this year and will rise to 25th in 2034, a spot currently held by Belgium, showed the latest edition of the WELT, produced by London-based Centre for Economics and Business Research (CEBR), an international economic forecaster.

In the long run, the report said, has risen at a rate of just 1 percent per year since 2014. This has meant that per capita incomes have grown considerably in recent years.

Government debt as a share of GDP rose to 34.6 percent last year, up from 34 percent in 2018. Despite the increase, the public sector finances remain in good shape. The relatively low debt burden has provided the government with the fiscal headroom to operate a budget deficit of 4.8 percent in 2019.

The annual rate of GDP growth is forecast to slow to an average of 7.3 percent between 2020 and 2025.

Over the subsequent nine years,

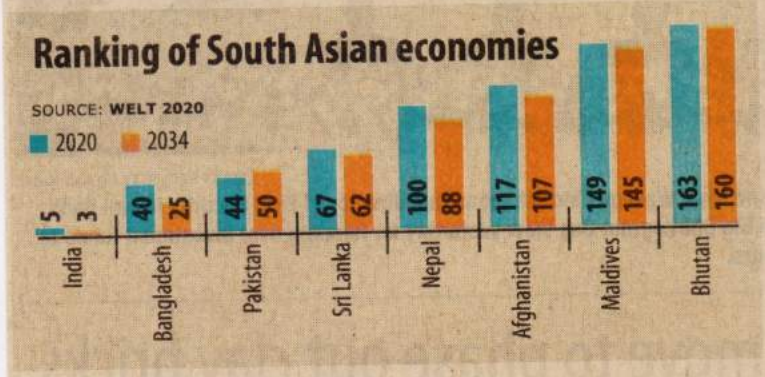

many Asian economies will rise through the ranks of the WELT as these countries cash in on their demographic dividends.

The two most prominent examples are the Philippines, which will enter the top 25 largest economies reaching 22nd place in 2034, and Bangladesh, it said.

With a purchasing power parity adjusted GDP per capita of $5,028 in 2019, Bangladesh is a lower middle-income country. The economy performed well in 2019, expanding by an impressive 7.8 percent. This is, however, below the 7.9 percent GDP growth rate recorded in 2018.

In Bangladesh, the population the CEBR forecasts that the economy will remain at this impressive rate, which will see Bangladesh climb from 40th place in the WELT to 25th place by 2034.

Three rapidly growing Asian economies are the fastest risers in the table amongst the larger economies: the Philippines, Bangladesh, and Malaysia.

In South Asia, India has decisively overtaken both France and the UK to become the world's fifth largest economy in 2019. It is expected to overtake Germany to become fourth largest in 2026 and Japan to become the third largest in 2034.

Pakistan is forecast to move from 44th place to 50th place between 2020 and 2034. The Maldives will also fall from 149th to 145th.

Nepal will rise from 100th to 88th place in 2034, Sri Lanka from 67th to 62nd, Bhutan from 163rd to 160th, and Afghanistan from 117th to 107th.

The US is now expected to remain the world's largest economy throughout the 2020s and is to be overtaken by China only in 2033, CEBR's 11th annual world economic outlook report said.

The WELT tracks the size of different economies and projects changes over the next 15 years, up to 2034. The base data for 2019 is taken from the International Monetary Fund's World Economic Outlook and the GDP forecast draws on CEBR's Global Prospects model to forecast growth, inflation and exchange rates.

The report said 2019 was a bad year for the world economy with the weakest GDP growth since the recession year of 2009. But the clouds started to lift towards the end of the year and the CEBR predicts that expansionary fiscal and monetary policy around the world will cause growth to accelerate in 2020.

In 2019, any lingering "feel-good factor" from the upswing of the global economy in 2017 largely dispersed and was replaced by renewed volatility and uncertainty. Trade tensions came to the fore with the US and China imposing substantial tariffs on each other's export sectors.

Perhaps the most unexpected element in this report is the ongoing strength of the US economy, though the CEBR expects that 2019 will prove the high water mark as the problems of the trade war and the deficit impinge. But in 2011, the US economy was 21.2 percent of world GDP. In 2019 its share had risen to 24.8 percent, its highest share since 2007.

READ MORE ON B3

BANGLADESH	2004	2009	2018	2019	2020	2024	2029	2034
GDP, in taka billion (constant prices)	4,396	5,911	10,633	11,462	12,315	16,325	23,219	33,025
GDP, USD billion (constant prices)	87	124	282	304	327	433	616	876
GDP, USD billion (current prices)	69	109	288	317	348	499	784	1231
RANK	53	57	43	41	40	30	26	25

SOURCE: WORLD ECONOMIC LEAGUE TABLE REPORT 2020

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Bangladesh economy to be 25th largest in 15 years

FROM PAGE B4

"The biggest surprise is how well the US economy has managed to do, reaching its highest share of world GDP for 12 years," CEBR Deputy Chairman Douglas McWilliams said in a statement.

"Though our view is that it has reached its high water mark and moving forward the deficit and its trade disputes will start to hold it back. Still, this is a remarkable performance for an old world economy."

"The battle for the top spots in the WELT league table remains fiercely contested," Kay Daniel Neufeld, head of macroeconomics at the CEBR, said.

Despite the rapid ascent of countries such as India and Indonesia, it is striking how little an impact this will have on the US and China's dominant roles in the global economy, Pablo Shah, senior economist at the CEBR, said.

"Indeed, their share of world GDP is forecast to rise to 42 percent by 2034. The 2020s are set to be a decade marked by continued tensions between the US and China on multiple fronts ranging from trade to tech, which will cast a long shadow over the rest of the global economy."

According to the CEBR, the world in 2033 is likely to be very different from that in 2019. The emerging economies will have largely emerged; the biggest element of trade will be down phone lines; and many aspects of the physical trade between Asia and Europe will be transported by land rather than by sea.

"Technology will transform business and we run the risk that income inequality will be much higher than it is now. The environmental challenge will remain and one of the key determinants of growth will be how well we deal with this."

"The key to making the next 15 years successful and prosperous for as many as possible will be how we as a society cope with these challenges."

কালের কণ্ঠ

সোমবার। ৬ জানুয়ারি ২০২০

ঝুঁকিতে অর্থনীতি শ্রমবাজার ও স্থিতিশীলতা

মেহেদী হাসান ▷

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র সংঘাত বাধলে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সারা বিশ্বেই পড়বে বলে মনে করছেন কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা। তাঁদের মতে, পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে এরই মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তা আরো বাড়লে চরম অস্থিতিশীলতা ও

ঝুঁকিতে অর্থনীতি, শ্রমবাজার ও স্থিতিশীলতা

নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি হতে পারে। বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বিশ্ব অর্থনীতি ও পুরো অঞ্চলের শ্রমবাজারে। ঝুঁকিতে পড়তে পারে ইরানসহ পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশিসহ বিদেশি কর্মীরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কূটনীতিক গতকাল রবিবার কালের কণ্ঠকে বলেন, অস্থিতিশীলতা কোনোভাবেই অর্থনীতির জন্য সহায়ক নয়। সশস্ত্র সংঘাত বা যুদ্ধ শুরু হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেমে যায়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চললেও চরম ঝুঁকিতে থাকতে হয়। এমনিতেই পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে কাজ করছে। সংঘাতপূর্ণ লিবিয়া থেকে কর্মীরা স্বেচ্ছায় ফিরে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে ইরাক বা ইরানে নতুন করে সংঘাত দেখা দিলে তা বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বড় শঙ্কার কারণ হতে পারে।

সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এম হুমায়ুন কবির কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এখন একটা থমথমে অবস্থায় আছে। যদি সত্যি সত্যিই ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত ঘটে তাহলে তো একটা অর্থনৈতিক বা নেতিবাচক ফল তৈরি হবে। ওখান থেকে তেল আসে। আমরাও ওখান থেকে তেল আনি। সেখানে যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে তো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, উদাহরণস্বরূপ তেলের আদান-প্রদান বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। এ রকম পরিস্থিতি তৈরি হলে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।' তিনি বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমাদের অনেক লোক কাজ করে। এ ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে আমাদের লোকজন বিপদগ্রস্ত হবে। যুদ্ধ পরিস্থিতি না হোক—এটিই আমরা চাই।'

হুমায়ুন কবির আরো বলেন, 'যুদ্ধ পরিস্থিতি হলে ওই দেশগুলোতে আমাদের নাগরিকদের জন্য নতুন সমস্যা হবে। ওই দেশগুলো থেকে এখন আমরা যে রেমিট্যান্স পাই সেগুলো নিয়েও ঝামেলা হবে। যদি সত্যি সত্যিই এ ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে আমাদের নাগরিকদের কোনো কোনো দেশ থেকে উদ্ধার করারও প্রয়োজন হতে পারে। এগুলোই আমাদের জন্য সমস্যা বা আশঙ্কা তৈরি করতে পারে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ওপর বড় প্রভাব কোনোভাবেই পড়ার কথা নয়। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একটি প্রভাব আছে। প্রচুর বাংলাদেশি ইরানে আছে। তারা কী করবে? তারা যদি আতঙ্কিত হয়ে যায় তখন কী করবে? সেটি একটি বিষয় থাকতে পারে। কিন্তু ওটা ছাড়া অন্য কোনো প্রভাব পড়ার কথা নয়।'

যদি সংঘাত বা যুদ্ধ বেধেই যায় তাহলে কী হবে জানতে চাইলে অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, 'যুদ্ধ হওয়ার কথা না। আমার মনে হয়, বিশ্বজনমত ইরানের পক্ষে বিরাটভাবে। যে জনমত তৈরি হয়েছে ইরানের পক্ষে সেটি ইরান হারাতে চেষ্টা করবে না একটি যুদ্ধ বাধিয়ে বা অন্য কোনো কাজের মাধ্যমে।' তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের যে শক্তি বা ক্ষমতা আছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই শক্তি বা ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ব্যবহার করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বজনমত তার বিপক্ষে গেছে। এমনকি ইউরোপীয় দেশগুলোও তা সমর্থন করছে না। রাশিয়া, চীনও সমর্থন করেনি। এগুলো তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে যায়নি।'

অধ্যাপক ইমতিয়াজ বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মূল উদ্দেশ্য আসলে নির্বাচনের আগে ইমপিচমেন্ট থেকে দৃষ্টি সরানো। এটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি না, ইরান একই ধরনের কর্মকাণ্ড করে বিশ্বজনমত হারাবে। সেটি করবার কথা নয়। তবে ভয় হলো যুক্তরাষ্ট্র নিজেই না আবার কিছু ঘটিয়ে বলে ইরান প্রতিশোধ নিয়েছে। বিশেষ করে জাহাজের ওপর আক্রমণের মতো ঘটনা। এগুলো দেখার বিষয়। আগেও হয়েছে কম-বেশি।'

অধ্যাপক ইমতিয়াজ আরো বলেন, 'আমার মনে হয়, ইরান চেষ্টা করবে তার পক্ষে থাকা বিশ্বজনমত ধরে রাখতে। যত বেশি ধরে রাখতে পারবে ততই তার লাভ। বিশেষ করে, ওই দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে।'

কূটনীতিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত বাধলে এই অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বড় শঙ্কা দেখা দিতে পারে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান পরিস্থিতির কারণে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে চ্যালেঞ্জ আছে। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র সংঘাত যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী জনমত উসকে দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির কারণে এখন জ্বালানি তেলের জন্য এই অঞ্চলের দেশগুলো এককভাবে ইরানের ওপর নির্ভরশীল না হলেও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হরমুজ প্রণালির ওপর নির্ভরশীলতা আছে। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র সংঘাত বাধলে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের ওপরও এর প্রভাব পড়তে পারে। এর প্রভাব পড়তে পারে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে। পরিবহন ব্যয় বাড়লে এই অঞ্চলের প্রতিটি দেশে মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

কূটনীতিকদের মতে, এর চেয়েও বড় বিপদ হতে পারে যদি যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে অন্য দেশগুলোকে সমর্থন দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। কারণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান আছে এমন অনেক দেশও ইরানের বিপ্লবী গার্ড কুদস ফোর্স ইউনিটের অধিনায়ক জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার ঘটনা সমর্থন করে বিবৃতি দেয়নি।

সমকাল
রোববার | ৫ জানুয়ারি ২০২০

ইপিজেডে ভাড়া বাড়ছে প্লট ও কারখানার

■ শেখ আবদুল্লাহ

- শিল্প প্লটের বাড়তি ভাড়া কার্যকর হচ্ছে ১ জুলাই
- ভবন ভাড়ায় বাড়তি রেট আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) শিল্প প্লট ও কারখানা ভবনের ভাড়া বাড়ছে। নির্মাণ, মেরামত ও ইপিজেডের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে শিল্প প্লট ও কারখানা ভবনের ভাড়ার হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

একইসঙ্গে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্মাণাধীন ইপিজেডের শিল্প প্লট ও কারখানা ভবনের ভাড়াও বৈঠকে নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, পটুয়াখালীর পায়রা সমুদ্রবন্দরের কাছে একটি ও যশোর জেলায় আরেকটি ইপিজেড স্থাপন করার সিদ্ধান্তও হয়েছে বেপজার গভর্নিং বোর্ডের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায়।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেডে শিল্প প্লটের প্রতি বর্গমিটারে বছরে ভাড়া হবে ২ দশমিক ৫০ ডলার। মোংলা, ঈশ্বরদী ও উত্তরা ইপিজেডের শিল্প প্লটের বার্ষিক ভাড়া হবে প্রতি বর্গমিটারে ১ দশমিক ৪০ ডলার। মিরসরাই ইপিজেডে শিল্প প্লটের ভাড়া হবে প্রতি বর্গমিটারে ২ দশমিক ৭৫ ডলার। শিল্প প্লটের নতুন ভাড়া আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।

অন্যদিকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেডের কারখানা ভবন বা ফ্লোর স্পেসের প্রতি বর্গমিটারে বছরে ভাড়া হবে ৩ ডলার। মোংলা, ঈশ্বরদী ও উত্তরা ইপিজেডের কারখানা ভবন বা ফ্লোর স্পেসের বার্ষিক ভাড়া হবে প্রতি বর্গমিটারে ১ দশমিক ৭৫ ডলার। মিরসরাই ইপিজেডের কারখানা ভবন বা ফ্লোর স্পেসের ভাড়া হবে প্রতি বর্গমিটারে বার্ষিক ৩ দশমিক ৫০ ডলার। কারখানা ভবন বা ফ্লোর স্পেসের নতুন ভাড়া আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। একইসঙ্গে এর পর থেকে মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে প্রতি পাঁচ বছর পরপর ভাড়া ১০ শতাংশ হারে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে গভর্নিং বোর্ড। তবে বিষয়টি হঠাৎ করে উদ্যোক্তাদের ওপর চাপানো হচ্ছে না। তাদের অনেক সময় দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) গভর্নিং বোর্ডের ৩৪তম সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারপারসন। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সভায় ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়।

দেশে বর্তমানে আটটি ইপিজেড রয়েছে। এগুলোতে উৎপাদনরত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৭৫টি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেডে শিল্প প্লটের বর্তমান বার্ষিক ভাড়া প্রতি বর্গমিটারে ২ দশমিক ২০ ডলার। কারখানা ভবনের মাসিক ভাড়া প্রতি বর্গমিটারে ২ দশমিক ৭৫ ডলার। এ হার ১২ বছর আগে ২০০৭ সালে নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে মোংলা, ঈশ্বরদী ও উত্তরা ইপিজেডে শিল্প প্লটের বর্তমান বার্ষিক ভাড়া প্রতি বর্গমিটারে ১ দশমিক ২৫ ডলার। কারখানা ভবনের মাসিক ভাড়া প্রতি বর্গমিটারে ১ দশমিক ৬০ ডলার। এ তিনটির ভাড়ার হার আট বছর আগে ২০১১ সালে নির্ধারণ করা হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশের বিনিয়োগকারীদের চাহিদার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর আগ্রহের কথা বিবেচনায় নিয়ে যশোরে একটি ইপিজেড স্থাপনের প্রস্তাব করে বেপজা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাতে সম্মতি দিয়েছেন। এছাড়া পটুয়াখালীর পায়রা বন্দর-সংলগ্ন এলাকায় আরেকটি ইপিজেড স্থাপন করার সিদ্ধান্তও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যশোরের মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা, অভয়নগর উপজেলার নিম্নভূমি বা অন্য কোনো স্থানে ইপিজেড স্থাপনের নির্দেশ দেন। বিশেষ করে ভবদহের জলাবদ্ধ অঞ্চল বা নদী তীরবর্তী অনুর্বর জমিতে ইপিজেড করার নির্দেশনা দেন তিনি।

NEW AGE
TUESDAY, JANUARY 7, 2020,

1,300 Bangladeshi workers become jobless in Malaysia

Bankcruptcy forces liquidation of WRP Asia

Md Owasim Uddin Bhuyan

NEARLY 1,300 Bangladeshi workers of glove manufacturer WRP Asia became jobless as bankruptcy force it to stop its operations in Malaysia.

The affected Bangladeshi workers are fearing deportations.

They are demanding payment of arrear wages.

Bangladesh high commission officials told New Age that they would meet the interim liquidators appointed by the company to discuss the number and status of the affected workers.

Malaysian online news portal malaysiakini reported on Monday that WRP Asia's hundreds of workers from Nepal, Bangladesh and other countries gathered at its factory in Bandar Salak Tinggi, Sepang demanding arrear wages.

On Saturday, the interim liquidators issued orders to the WRP management to repatriate migrant workers whose work permits are due to expire by end this month.

On December 30, in a company-wide circular to its employees and workers, the WRP Asia announced 'temporary suspension of business operations' just three months after the US Customs and Border Protection agency banned imports its products on the charge of using forced labour.

The emergency cash was pumped by private equity fund TAEL Partners, the WRP board of directors said in a statement issued by its legal representative Thomas Philip Advocates and Solicitors.

Sources, however, claimed the funds could not be used to pay foreign workers, who were allegedly under the payroll of WRP Asia's sister companies.

In January last year, nearly 2,000 WRP Nepali workers held a three-day strike demanding arrear wages.

The Malaysian Labour Department detected that WRP Asia withheld workers' arrear wages, overtime bills, unfairly cut wages and imposed wrongful working hours during breaks and public holidays.

The US banned importing disposable rubber gloves made by WRP Asia for using forced labour at its factory.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার | ঢাকা ॥ ২৩ পৌষ ১৪২৬ | ৭ জানুয়ারি ২০২০

চতুর্মুখী সংকটে পোশাকশিল্প

অসুস্থ প্রতিযোগিতা। উদ্যোক্তারা বিপুল অর্থ ব্যয় করলেও বাড়তি দাম পাচ্ছেন না। রপ্তানিতে ধস। হারাচ্ছে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা। সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ চাই : ড. রুবানা হক

রুহুল আমিন রাসেল

চতুর্মুখী সংকট চলছে তৈরি পোশাকশিল্পে। রপ্তানিতে ধস নেমেছে। গেল ছয় মাসে রপ্তানির নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ঠেকেছে ৬ দশমিক ২১ শতাংশে। জানা গেছে, এ খাতের উদ্যোক্তারা শিল্পের উন্নয়নে বিপুল অর্থ খরচ করছেন। কিন্তু ক্রেতাদের কাছে পণ্যের বাড়তি দাম পাচ্ছেন না। সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করছেন উদ্যোক্তারা। নিজেদের মধ্যেও চলছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। সব মিলিয়ে পোশাকশিল্প প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারিয়েছে। এমন পরিস্থিতি উত্তরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, খরচ কমানো ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির স্বার্থে অবিলম্বে সিঙ্গেল ডিজিট সুদহারে ঋণসুবিধা চেয়েছেন পোশাকশিল্পের মালিকরা।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সভাপতি ড. রুবানা হক বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'এ শিল্প ঘুরে দাঁড়াতে সরকারের নীতি-সহায়তা চাই। ব্যাংক ঋণের সুদহার কমিয়ে এক অঙ্ক বা সিঙ্গেল ডিজিট করতে হবে। সরকার ও ব্যাংকের সহযোগিতা ছাড়া পোশাকশিল্প এই বিপর্যয় সামাল দিতে পারবে না। আমরা প্রতিযোগিতা সক্ষমতার জায়গাটা হারিয়ে ফেলেছি। ফলে রপ্তানি কমে গেছে। উদ্যোক্তারা বিপুল অর্থ ব্যয় করলেও বাড়তি দাম পাচ্ছেন না।' পরিস্থিতি মোকাবিলায় পণ্য রপ্তানিতে প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন প্রয়োজন বলেও মত দেন রপ্তানি খাতের এই শীর্ষ নেতা। তথ্যমতে, দেশের মোট রপ্তানি আয়ে পোশাকশিল্পের অবদান ৮৪ শতাংশ। ফলে পোশাকশিল্পের রপ্তানির তথ্য-উপাত্তে ফুটে ওঠে দেশের পুরো রপ্তানিচিত্র। জানা গেছে, পোশাকশিল্পে এখন ভয়াবহ বিপর্যয় চলছে। অসম প্রতিযোগিতায় অসহায় হয়ে পড়েছেন উদ্যোক্তারা। অর্ডার কমিয়ে দিচ্ছেন ক্রেতারা। বিশ্বব্যাপী চলছে মূল্য নিয়ে যুদ্ধ। সর্বশেষ মধ্যপ্রাচ্যে নতুন যুদ্ধের দামামা শুরু হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতিতে আরেক বড় ধাক্কার আশঙ্কা করছেন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) দেওয়া ৫ জানুয়ারির হালনাগাদ প্রতিবেদন বলছে, চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস বা গত ছয় মাসে পোশাকপণ্যে রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ২১ শতাংশ। এই কম আয় এ সময়ের রপ্তানি বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। এই সময়ে রপ্তানি কমেছে ৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রপ্তানি কম হয়েছে ১২ দশমিক ৭৭ শতাংশ। একক খাত পোশাকের আয় লক্ষ্যমাত্রার

চতুর্মুখী সংকটে পোশাক

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] তুলনায় কম হয়েছে ১৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ। মোট ১ হাজার ৬০২ কোটি মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে ছয় মাসে, গত অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭০৮ কোটি ডলার। অর্থাৎ গত ছয় মাসে পোশাক রপ্তানি কমেছে ১০৬ কোটি ডলার। জানা গেছে, দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় পোশাক রপ্তানিকারক দেশের খ্যাতি হারানোর পথে রয়েছে বাংলাদেশ। এই হার হতে পারে বাংলাদেশের বড় প্রতিযোগী বিশ্বের তৃতীয় পোশাক রপ্তানিকারক ভিয়েতনামের কাছে। পোশাকশিল্পের কয়েকজন মালিক আলাপকালে জানিয়েছেন, ব্যাংক ঋণে উচ্চ সুদ ও অসহযোগিতার কারণে আর্থিক সংকটে পড়ে চলতি বছরই বন্ধ হয়েছে অর্ধশতাধিক কারখানা। জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে বিদেশি ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, মজুরি এবং অফিসের ব্যয় বহন করতে না পারায় অর্ধশতাধিক কারখানা শুধু বন্ধ হয়নি, চাকরি হারিয়েছেন হাজার হাজার শ্রমিক। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যে বড় সমস্যা আর্থিক অসচ্ছলতা। এখন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। অনেক কারখানার মালিকরা ঠিকভাবে দরকষাকষি করতে পারছেন না পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে। অনেকে আবার অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে আসছেন। ফলে বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতে চরম দুরবস্থা চলছে। একের পর এক ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা তারা সামাল দিতে পারছেন না। এমন পরিস্থিতিতে ৩১ ডিসেম্বর অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের সুদহার কমিয়ে ৯ শতাংশে আনার সিদ্ধান্ত কার্যকরের অনুরোধ করেছে বিজিএমইএ। সংগঠনটির সভাপতি ড. রুবানা হক স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ঋণের সুদহার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনতে দেশের সব ব্যবসায়ী সংগঠন, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ থেকে দাবি জানানো হয়। ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা পরিচালন খরচ কমানো, বিনিয়োগ বাড়ানো এবং প্রতিযোগী দেশের তুলনায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ঋণের সুদহার কমিয়ে সিঙ্গেল ডিজিটে আনার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বর্তমানে দেশের বস্ত্র ও পোশাকশিল্প নিজ নিজ অবস্থান টিকিয়ে রাখাসহ নানা সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করে চলেছে। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সহযোগিতার জন্য ৯ শতাংশ হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদহার আগামী ১ এপ্রিলের পরিবর্তে চলতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম আলো • রোববার, ৫ জানুয়ারি ২০২০,

বাড়তি মাশুল নিয়ে বিপাকে পোশাকশিল্পের মালিকেরা

বেসরকারি আইসিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চট্টগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক বেসরকারি ইনল্যান্ড কনটেইনার টার্মিনালগুলো (আইসিডি) রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের চার্জ বা মাশুল ২২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে বর্ধিত মাশুল কার্যকর করা হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছেন তৈরি পোশাকশিল্প মালিকেরা।

পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ বলছে, বেসরকারি আইসিডিগুলো মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া একতরফাভাবে মাশুল বাড়িয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোস অ্যাসোসিয়েশন (বিকডা) বলছে, নিয়ম মেনেই চার্জ বাড়ানো হয়েছে। আইসিডিগুলো দীর্ঘদিন ধরে স্বল্পমূল্যে সেবা দিয়ে আসছে।

জানা গেছে, রপ্তানি পণ্যবাহী ২০ ফুট দৈর্ঘ্যের প্রতিটি কনটেইনারের প্যাকেজ মাশুল ৩ হাজার ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ হাজার ৩৯০ টাকা করা হয়েছে। ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের কনটেইনারের চার্জ ৪ হাজার ৮০০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৮৫০ টাকা। ২০ ফুট দৈর্ঘ্যের খালি কনটেইনারের দৈনিক ভাড়া ১০০ থেকে বেড়ে ১২২ টাকা এবং ৪০ ফুটের ক্ষেত্রে ২০০ থেকে ২৪৪ টাকা হয়েছে। আর প্রতি টনে ল্যান্ডিং চার্জ ১৮০ থেকে বেড়ে ২২০ টাকা হয়েছে। এ ছাড়া রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকের প্রতি কার্টন খালাসের মাশুল ৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ টাকা ৩০ পয়সা করা হয়েছে।

বর্ধিত মাশুল আদায় বন্ধ করতে গত ৩১ ডিসেম্বর নৌসচিবকে চিঠি দিয়েছে বিজিএমইএ। সংগঠনের সভাপতি রুবানা হক স্বাক্ষরিত সেই চিঠিতে বলা হয়েছে, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া আকস্মিকভাবে মাশুল বৃদ্ধির ফলে পোশাক রপ্তানিতে ব্যয় বাড়বে। এতে শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্বজুড়ে পোশাকের মূল্য হ্রাস, বিদেশি ক্রেতাদের নিত্যনতুন শর্তারোপ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমানে পোশাকশিল্পে ক্রান্তিকাল চলছে। এ পরিস্থিতিতে বেসরকারি আইসিডি বাড়তি মাশুল আদায় করলে পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাবে।

এদিকে জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'বিকডা কোনো আলাপ-আলোচনা না করেই খেয়ালখুশিমতো বাড়তি মাশুল আরোপ করেছে। এ ক্ষেত্রে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ট্যারিফ কমিটিরও অনুমোদন নেয়নি তারা।' তিনি আরও বলেন, বেসরকারি আইসিডিগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন পোশাকশিল্পের মালিকেরা।

বিকডার সভাপতি নুরুল কাইয়ুম খান গতকাল শনিবার প্রথম আলোকে বলেন, গত কয়েক বছরে ডলারের মূল্য ও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় আইসিডিগুলোর ব্যয় বেড়েছে। ফলে বছরের পর বছর ধরে স্বল্পমূল্যে সেবা দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া মুক্তবাজার অর্থনীতিতে কারও সেবার মূল্য কেউ ঠিক করে দিতে পারেন না। সেই চেষ্টা করাটাও অন্যায়।

মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক করেই মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে দাবি করেন নুরুল কাইয়ুম খান।

কালের কণ্ঠ সোমবার। ৬ জানুয়ারি ২০২০।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.২৩% মূল্যস্ফীতি ৫.৪%

ফারুক মেহেদী ▷

জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রাজস্ব, রপ্তানিসহ বেশ কয়েকটি প্রধান অর্থনৈতিক সূচক কিছুটা নেতিবাচক অবস্থায় রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে চলতি বাজেটের পুরো বাস্তবায়ন নিয়ে যখন আশঙ্কা তখনই আসছে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের প্রধান সূচকগুলোর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করল সরকার। এতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৮.২৩ শতাংশ। আসছে বাজেটে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমিয়ে প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.৪ শতাংশ। রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা কমানো হলেও বাড়ানো হয়েছে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো সংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকের সারমর্ম থেকে তৈরি প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

আগামী বাজেটে প্রস্তাবিত প্রধান অর্থনৈতিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা

অর্থনীতির মূল সূচক		চলতি অর্থবছর (সংশোধিত)	অর্থবছর ২০২০-২০২১
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	↑	৮.১৯%	৮.২৩%
জিডিপির আকার	↑	২৮,৮৫,৬২৫ কোটি টাকা	৩২,৮৪,৫৩৭ কোটি টাকা
মূল্যস্ফীতির হার	↓	৫.৫%	৫.৪%
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	=	১২.৫%	১২.৫%
অভ্যন্তরীণ ঋণ	↑	১৩.৭%	১৫.৬%
বেসরকারি ঋণ	↑	১৬.৬%	১৬.৭%
রপ্তানি	↑	৮%	১১%
আমদানি	=	৫%	৫%
প্রবাসী আয়	↓	২০%	১৫%

প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন গতকাল রবিবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আসলে অর্থনীতিতে আমদানি, রপ্তানি, বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহের যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা দেখছি, তার সঙ্গে ৮.২৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি ঠিক মেলানো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোথাও গোলমাল আছে। কারণ এর আগেও আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি যখন সাড়ে ৫ কিংবা ৬ শতাংশ হতো তখনো কিন্তু আমরা রপ্তানি, আমদানি ও বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের এমন প্রক্ষেপণ দেখেছি। তাহলে হঠাৎ করে কিভাবে একই রকম রপ্তানি, আমদানি ও ঋণপ্রবাহের লক্ষ্যমাত্রায় ৮ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি আমরা অর্জন করতে পারব? বিনিয়োগ কত হবে, কিভাবে হবে—এসবের তেমন পরিকল্পনা বা সম্ভাবনা আমরা দেখছি না। তা ছাড়া প্রবৃদ্ধি হওয়ার কিছু বাস্তব লক্ষণ আছে। যেমন ধরেন—উৎপাদন, সেবা ও মানবসম্পদে এক ধরনের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে। প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, অবকাঠামো, পুঁজির নানান উপায়ে প্রসার যখন হবে অর্থনীতিতে তা দৃশ্যমান হবে। তখনই প্রবৃদ্ধিতে এর লক্ষণ দেখা যাবে। এ ছাড়া তো সব কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাবে।'

অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, চলতি অর্থবছরে সরকার রেকর্ড পাঁচ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার বাজেট দেয়। এতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় তিন লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কোটি টাকা, যা পরে সংশোধন করে হয় তিন লাখ ৭৭ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। তবে অর্থবছরের শুরু থেকেই ছন্দপতন দেখা দেয় রাজস্ব আয় ও রপ্তানিতে। রাজস্ব আয় ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসেই কমতে থাকে। ফলে জুলাই-অক্টোবর সময়েই রাজস্ব ঘাটতি ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। রপ্তানি এর আগে সব সময় ইতিবাচক থাকলেও এ খাতের প্রবৃদ্ধিও অর্থবছরের শুরু থেকেই নেতিবাচক। আমদানিও কমছে। ফলে সরকার বাজেটের সূচকগুলোর লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা কমিয়ে আনে। পাশাপাশি আসছে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের বেশ কয়েকটি সূচকের লক্ষ্যমাত্রাও প্রাক্কলন করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ তাদের পূর্বাভাসে আগামী অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন নিয়ে সতর্কতামূলক পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, ২০২০ সালের প্রবৃদ্ধিও কমতির মধ্যে থাকবে। তবে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে। তারই ধারাবাহিকতায় সরকারের প্রক্ষেপণে আসছে বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে কিছুটা বাড়িয়ে ৮.২৩ শতাংশ প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮.১৯ শতাংশ। মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮.২ শতাংশ। মোট জিডিপির আকার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩২ লাখ ৮৪ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২৫ কোটি টাকা। যদিও মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা।

আসছে অর্থবছরের জন্য মূল্যস্ফীতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশ। এ ক্ষেত্রেও বলা হয়, ২০২০ সালেও বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ৬০ ডলারের ভেতরে থাকবে। তাই চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি যেভাবে নমনীয় রয়েছে, আগামী অর্থবছরেও তা স্থির থাকবে বা কমবে। আগামী অর্থবছরের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৫.৬ শতাংশ, যা চলতি অর্থবছরে সংশোধন করে করা হয় ১৩.৭ শতাংশ। বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহও কিছুটা বাড়ানোর প্রাক্কলন করেছে সরকার। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬ শতাংশকে ১৬.৭ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

রপ্তানির নেতিবাচক ধারার কারণে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা খানিকটা কমিয়ে ১২ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ করা হলেও, আগামী অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে ১১ শতাংশ। সরকার মনে করছে পরিস্থিতির উন্নতি হবে, তখন রপ্তানি বাড়বে। তবে পণ্য আমদানিতে যে নেতিবাচক চিন্তা সরকার করেছে, তা আগামী অর্থবছরেও অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করেছে। অর্থাৎ আমদানির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫ শতাংশই রাখার প্রস্তাব থাকছে আগামী অর্থবছরে। চলতি অর্থবছরে এর মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ শতাংশ।

অর্থনীতিতে নেতিবাচক ধারা ও আগামী বাজেটে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন বিষয়ে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ব অর্থনীতিতে এক ধরনের মন্দা চলছে। চীন-ভারত বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে। এসব ভাবলে মনে হয় আমরাও আক্রান্ত হতে পারি। তবে সরকারের জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন দেখলে মনে হয়, আমরা ভালোই আছি। হয়তো মন্দা আমাদের তেমন ছুঁতে পারবে না। কারণ হলো আমাদের বেসরকারি বিনিয়োগ কম হলেও সরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে। বিশেষ করে মেগা প্রকল্পগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রো রেল ইত্যাদির একটা ইতিবাচক প্রভাব আমরা সামনের দিনগুলোতে দেখব। অর্থনৈতিক বিষয়গুলোতেও প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বের প্রভাব আছে। যেখানে সব দেশ জিডিপি অর্জনে পিছিয়ে, সেখানে আমরা একটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগোচ্ছি। এটা সম্ভব হচ্ছে মূলত প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার কারণে। এ বাজেটে রাজস্বসহ কয়েকটি সূচকে নেতিবাচক ধারা রয়েছে। শিগগিরই যে তা কাটিয়ে ওঠা যাবে তা হয়ত সম্ভব নয়। তবে আগামী বাজেটের পর থেকে অর্থনীতি আরো ভালো হবে বলে আমি আশা করি।

প্রধান প্রধান সূচকগুলোর নেতিবাচক ধারার মধ্যেও একটি সূচকই আশাজাগানিয়া। তাহলো রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয়। চলতি অর্থবছরে সরকার এ খাতে ২ শতাংশ নগদ সহায়তা দেওয়ার ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহে বেশ ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। বলা যায়, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের দেওয়া চলতি বাজেটের সবচেয়ে উদ্ভাবনী কৌশলই ছিল এটি। এর ইতিবাচক প্রভাবে চলতি অর্থবছরে প্রবাস আয় গেল বছরের একই সময়ের চেয়ে বেড়েছে ২০.৪৮ শতাংশ। তবে আসছে বাজেটে এ ধারা টেকসই হবে কি না—এ আশঙ্কা আছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। তাই আগামী বাজেটে এ খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৫ শতাংশ। যদিও চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ২০ শতাংশ। আসছে বাজেটের জন্য ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহও চলতি বাজেটের মতো ১২.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ৬ জানুয়ারি ২০২০,

কর্মীর ব্যয় নিশ্চিত করে মালয়েশিয়ার বাজার খোলার পক্ষে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ইমরান আহমদ

১৬ মাস ধরে বন্ধ মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একাধিকবার এটি চালুর কথা বলা হলেও তেমন অগ্রগতি দেখা যায়নি। গতকাল রোববার প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, নির্ধারিত মূল্যে প্রবাসী কর্মীদের মালয়েশিয়ায় যাওয়া নিশ্চিত না করে বাজার খোলার পক্ষে নন তিনি। নতুন করে নির্দিষ্ট কয়েকটি কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির চক্র যাতে গড়ে না ওঠে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে রিপোর্টার্স ফর বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টস (আরবিএম) আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আমার শ্রমিক ভাইয়েরা নির্ধারিত মূল্যে কীভাবে যেতে পারে। এটা হলো আমার প্রাইম টার্গেট (মূল লক্ষ্য)। এই জায়গা নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত আমি কিন্তু মার্কেট খুলতে রাজি না। না হলে কিন্তু সব দায় আমার ওপর আসবে, আমার সরকারের ওপর আসবে। শ্রমিকদের ওপর যে অতিরিক্ত টাকার চাপ ফেলা হয়, এটা যদি আমি গ্রহণ করি, তাহলে কিন্তু তাদের সঙ্গে বেইমানি করা হবে।'

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে আলোচনা চলছে জানিয়ে ইমরান আহমদ বলেন, মালয়েশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস এ নিয়ে কাজ করছে। আগের মতো ৪ থেকে ৬ লাখ টাকা খরচ করে কর্মী সে দেশে যাবে আর জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াবে, ওই ধরনের কোনো চুক্তি করা হবে না। সরকার নির্ধারিত মূল্যেই কর্মীরা বিদেশ যাবে।

নারী কর্মীদের নির্যাতনের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, নারী শ্রমিকদের নির্যাতনের অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত মাসে অভিযোগ কমে এসেছে, নারীরাও আগের মতো ফিরছে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, জড়িতদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

এর আগে লিখিত বক্তব্যে প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের সচিব সেলিম রেজা বলেন, বিদেশগামী নারী কর্মীদের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত। তাই নারী কর্মীদের অভিবাসনে অধিকতর সুরক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত বছর ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি প্রবাসী আয় এসেছে। আগের বছরের তুলনায় এটি ১৬ দশমিক ২ শতাংশ বেশি।

জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর (বিএমইটি) মহাপরিচালক শামসুল আলম ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২২ পৌষ
৬ জানুয়ারি ২০২০

পোশাক খাত নির্ভরতায় বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে

■ রেজাউল হক কৌশিক

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের রপ্তানি খাত পোশাকনির্ভর। আর পোশাকশিল্প খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হওয়ায় পুরো রপ্তানি খাতে এর প্রভাব পড়েছে। এতে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য পিছিয়ে পড়ছে। তাতে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, যা পুরো দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই থেকে ডিসেম্বর) আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ কম রপ্তানি হয়েছে। এই সময়ের রপ্তানি করার যে লক্ষ্যমাত্রা, তার চেয়ে ১২ দশমিক ৭৭ শতাংশ কম। অর্থবছরের প্রথম এই ছয় মাসে ১ হাজার ৯৩০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৫ শতাংশ আয় আসে পোশাকশিল্প রপ্তানি করে। তবে এ খাতে রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণে চলতি বছরের প্রথম থেকেই রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য সময়ে নিটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস মিলিয়ে ১ হাজার ৬০২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৬ দশমিক ২১ শতাংশ কম। অবশ্য একক মাস হিসেবে ডিসেম্বরে আগের বছরের ডিসেম্বরের চেয়ে সার্বিক রপ্তানি বেশি হয়েছে। আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ডিসেম্বরে ২ দশমিক ৮৯ শতাংশ বেশি রপ্তানি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, পোশাক খাতসহ হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি পণ্যের ওপরই নির্ভরশীল দেশের রপ্তানি বাণিজ্য। বাংলাদেশ থেকে সাত শতাধিক পণ্য রপ্তানি হয়। সংখ্যার দিক থেকে এটি বিশাল। তবে তৈরি পোশাকশিল্পের বাইরে হিমায়িত খাদ্য এবং পাট ও পাটজাত, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় কিছুটা বেশি থাকলেও অন্যান্য পণ্য থেকে রপ্তানি আয় খুবই কম। আর পণ্য রপ্তানির গন্তব্যও খুব অল্প। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো দেশেই মোট রপ্তানির ৮০ ভাগ রপ্তানি হয়, যা দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

শুধু পোশাকশিল্পের ওপর নির্ভর না করে পণ্যে বৈচিত্র্যকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, একটি পণ্যের ওপর নির্ভরতা দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এ বিষয়ে তিনি ভেনিজুয়েলার পতনের গল্প শুনিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি মাত্র পণ্য তেলনির্ভর দেশটি কীভাবে দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা বিশ্লেষণ করেন। অর্থনীতিবিদ ও বাজার বিশ্লেষকেরা অনেক দিন ধরেই বলে আসছিলেন, যদি রপ্তানি বাণিজ্যের ধারায় পরিবর্তন না আনা যায়, তাহলে রপ্তানি বাণিজ্য টেকসই করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। এখন দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সেদিকেই যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করছেন তারা।

এক পণ্য বা গুটি কয়েক পণ্যনির্ভর হলে কী সমস্যা হতে পারে, তা বলতে গিয়ে অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, সীমিত পণ্য ও বাজার এবং প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় কমে যাচ্ছে টার্মস অব ট্রেড (এক ইউনিট রপ্তানির পরিবর্তে কত ইউনিট আমদানি করা যায়)। রপ্তানির ক্ষেত্রে এক পণ্যনির্ভরতা বা এক্সপোর্ট কনসেনট্রেশন থেকে বের হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ও বেসরকারি কোনো উদ্যোগই তেমন কার্যকর হচ্ছে না।

এক্সপোর্ট কনসেনট্রেশন যেসব দেশে বেশি, তাদের টার্মস অব ট্রেড খুব কমে যায়। আর যেসব দেশ রপ্তানি বহুমুখীকরণ করতে পেরেছে, তাদের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। একই সঙ্গে তাদের টার্মস অব ট্রেডও স্থিতিশীল হয়েছে। রপ্তানির সঙ্গে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। রপ্তানি ভালো হলে বিনিয়োগ বাড়ে, নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে রপ্তানি বহুমুখীকরণের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণ হলে টার্মস অব ট্রেড স্থিতিশীল থাকার পাশাপাশি রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও বাড়ে।

সারাদেশের সংস্কৃতিকর্মীদের অংশগ্রহণে শিল্পকলা একাডেমিতে চলছে 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব'। গতকাল তৃতীয় দিনে শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা (খবর পৃষ্ঠা-২) —ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৪ পৌষ ১
৮ জানুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশ থেকে বিনা খরচে কর্মী নেওয়ার পরিকল্পনা মালয়েশিয়ার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ থেকে বিনা খরচে কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে মালয়েশিয়া। দেশটির মানবসম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী এম কুলা সেগরান এই তথ্য জানিয়েছেন। গতকাল মালয়েশিয়ার বার্তা সংস্থা বারনামার খবরে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

কুলা সেগরান বলেন, 'নতুন একটি চুক্তির জন্য নতুন কিছু শর্ত নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এই আলোচনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নিয়োগদাতা কোম্পানি কর্মীর সব খরচ বহন করবে। যাতায়াতের বিমান ভাড়া, ভিসা ফি, শারীরিক পরীক্ষা, নিরাপত্তা পরীক্ষা এবং লেভি চার্জ প্রদান করবে। চলতি মাসেই একটি ওয়ার্কিং কমিটি বাংলাদেশ সফর করবে। খুব সামান্য কয়েকটি বিষয় নিষ্পত্তি হতে বাকি রয়েছে। এগুলোর নিষ্পত্তি হলেই মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলে যাবে।'

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৫ বছরের ভিজিট ভিসা চালুর ঘোষণা

সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) সব দেশের নাগরিকদের জন্য চালু হচ্ছে পাঁচ বছর মেয়াদি ভ্রমণ বা পর্যটন ভিসা। পাঁচ বছরের পর্যটন ভিসা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতি শেখ মোহাম্মদ বিন রাশেদ আল মাকতুম। সোমবার এক টুইট বার্তার মাধ্যমে তিনি এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, আমাদের বার্ষিক পর্যটক সংখ্যা ২১ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। পর্যটন ভিসায় নতুন ঘোষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রের অন্যতম একটি স্থানে পরিণত হবে আরব আমিরাত।

প্রথম আলো • সোমবার, ৬ জানুয়ারি ২০২০,

শীর্ষ দুই পণ্যের রপ্তানি কমেছে (২০১৯-২০ : জুলাই-ডিসেম্বর)

শীর্ষ চার খাতের চিত্র

(রপ্তানি হিসাব কোটি ডলারে)

পোশাকশিল্প
২০১৮-১৯ : ১৭০৮.৪৯
২০১৯-২০ : ১৬০২.৪০
প্রবৃদ্ধি : -৬.২১%

কৃষিজাত পণ্য
২০১৮-১৯ : ৫১.৭৬
২০১৯-২০ : ৫২.৩৯
প্রবৃদ্ধি : ১.২১%

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
২০১৮-১৯ : ৫৩.২৩
২০১৯-২০ : ৪৭.৫৮
প্রবৃদ্ধি : -১০.৬১%

পাট ও পাটজাত পণ্য
২০১৮-১৯ : ৪২.১০
২০১৯-২০ : ৫১.১৭
প্রবৃদ্ধি : ২১.৫৫%

(রপ্তানি হিসাব কোটি ডলারে)

সূত্র : ইপিবি

রপ্তানি কমেছে ৫.৮৪ শতাংশ

ছয় মাসের চিত্র

অর্থনীতির শক্তিশালী হাত ছিল রপ্তানি খাত। এই হাতের শক্তি কমে যাচ্ছে। রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রপ্তানি খাত এত দিন ধরে অর্থনীতির অন্যতম শক্তিশালী হাত ছিল। সেই শক্তিশালী হাতটি হঠাৎ দুর্বল হতে শুরু করেছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) রপ্তানি আয় আগেরবারের একই সময়ের তুলনায় বাড়েনি। বরং কমে গেছে। মূলত পোশাক রপ্তানি কমে যাওয়ায় এই দশা।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ হিসাবে গত জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রপ্তানি আয় হয়েছে ১ হাজার ৯৩০ কোটি ডলার। বর্তমান বাজারদরে (৮৫ টাকা প্রতি ডলার ধরে) ১ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। গতবার একই সময়ে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৫০ কোটি টাকা বা ১ লাখ ৭৪ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর সময়কাল বিবেচনায় এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি কমেছে ১২০ কোটি ডলার বা ১০ হাজার ২৫০ কোটি টাকা।

গত ছয় মাসে রপ্তানির লক্ষ্যও অর্জিত হয়নি। এ সময়ে ২ হাজার ২১৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রপ্তানি লক্ষ্যের চেয়ে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার কম হয়েছে।

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত দেশের পণ্য রপ্তানি আয় মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে রপ্তানি আয়ের সেই সাফল্য বিবর্ণ হতে শুরু করে। সময় যতই যাচ্ছে, অর্থনীতির এই শক্তিশালী হাতিয়ারটিতে যেন জং পড়তে শুরু করেছে। ছয় মাস ধরে রপ্তানি আয়ে টানা নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এতে ডিসেম্বর শেষে রপ্তানি আয়ে ৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আয় আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। পোশাক খাত ভালো করতে না পারলে তা সার্বিক রপ্তানিতে প্রভাব ফেলে। পোশাক রপ্তানিতে গত ছয় মাসে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৬ দশমিক ২১ শতাংশ রপ্তানি আয় কমেছে, যা সার্বিক রপ্তানি আয়কে কমিয়ে দিয়েছে।

সাধারণত ক্রিসমাস ও নববর্ষ উপলক্ষে ইউরোপ-আমেরিকায় তৈরি পোশাকের ব্যাপক বেচাকেনা হয়। এ উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের মালিকেরা বছরের অন্য সময়ের তুলনায় বেশি ক্রয়াদেশ বা অর্ডার পান। এবার সেই ধারা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাই গতবারের চেয়ে পোশাকের রপ্তানি কম হয়েছে।

ইপিবির হিসাবে জুলাই-ডিসেম্বর মাসে ১ হাজার ৬০২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। চলতি বাজারদরে যার পরিমাণ ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। গতবার একই সময়ে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ৭০৮ কোটি ডলার বা ১ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি পোশাক রপ্তানি কমেছে। গত জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে তৈরি পোশাকের রপ্তানির যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা অর্জিত হয়নি। এ সময়ে ১ হাজার ৮৫৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানির লক্ষ্য ছিল।

পোশাক খাতে নিট, ওভেন ও হোম টেক্সটাইল—এই তিন পণ্য রপ্তানি হয়। এর মধ্যে নিট পোশাক ৮২০ কোটি ডলার, ওভেন পোশাক ৭৮১ কোটি ডলার ও হোম টেক্সটাইল ৪১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক *প্রথম আলোকে* বলেন, ডিসেম্বর মাসে পোশাক খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তবে তা উল্লেখযোগ্য নয়। অতীতের ধারাবাহিকতাও রক্ষা হয়নি। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে বছরের অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি রপ্তানি হয়, এবার তা হয়নি। মাসওয়ারি হিসাবে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে পোশাক খাতে রপ্তানি নেতিবাচক হয়েছিল। পরের দুই সপ্তাহে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'আমি একটি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছি। সেটি হলো আমরা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাচ্ছি। নীতিসহায়তা ছাড়া আমাদের রপ্তানি প্রত্যাশাকে টেকসই করতে পারব না।'

তবে রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানির অবস্থান ভালো। জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ৫১ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, গতবার একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ডলার। রপ্তানির এই দুর্দিনে আশা দেখাচ্ছে পাটপণ্য। প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ২১ শতাংশ।

তৃতীয় স্থানে থাকা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ১০ দশমিক ৬১ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এ সময়ে ৪৭ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। গতবার একই সময়ে ৫৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।

বণিক-বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ৬, ২০২০

সম্ভাব্য ফলনের চেয়ে ৫০ শতাংশ কম শস্য উৎপাদন হচ্ছে

সাইদ শাহীন ■

দেশে বোরোর হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৫ দশমিক ৮৫ টন। যদিও উন্নত জাত ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সঠিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ হলে ফলন ১১ দশমিক ৭ টনে উন্নীত করা সম্ভব। প্রায় একই হারে ফলন বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে আমন, আউশ, ভুট্টা ও গমের ক্ষেত্রেও। এজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না থাকায় সম্ভাব্য ফলনের চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ শস্য কম উৎপাদন হচ্ছে। সম্ভাবনা কাজে লাগাতে না পারার ফলে একদিকে জমির প্রয়োজন পড়ছে বেশি, অন্যদিকে কৃষকের উপকরণ ব্যয় বা উৎপাদন খরচও বেড়ে যাচ্ছে।

শস্যের ফলন নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফুড প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং ইউনিট (এফপিএমইউ)। 'মনিটরিং রিপোর্ট-২০১৯ অব দ্য বাংলাদেশ সেকেন্ড কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার সঙ্গে ফলনের পার্থক্য সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে বোরো ধানে হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন ৫ দশমিক ৮৫ টন, যা ১১ দশমিক ৭ টনে উন্নীত করা সম্ভব। আমন ধানে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হচ্ছে ৩ দশমিক ৪ টন। এটি ৬ দশমিক ৫ টনে উন্নীত করা সম্ভব। আউশে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হচ্ছে ২ দশমিক ৯ টন, যা ৭ দশমিক ৮ টনে উন্নীত করা সম্ভব। সে হিসেবে বোরোতে উৎপাদন সক্ষমতার অর্ধেক, আউশে ৬৩ শতাংশ ও আমনে প্রায় ৪৫ শতাংশই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে।

> বোরোতে উৎপাদন সম্ভাবনার অর্ধেক, আউশে ৬৩ শতাংশ ও আমনে প্রায় ৪৫ শতাংশই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। ভুট্টার ক্ষেত্রে এটি প্রায় ৪৪-৪৬ শতাংশ। আর গমের উৎপাদন সম্ভাবনা অব্যবহৃত থাকছে ৪০ শতাংশ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর এ বিষয়ে *বণিক বার্তাকে* বলেন, উৎপাদন সক্ষমতা অব্যবহৃত থাকার কারণে বড় ধরনের ক্ষতি হচ্ছে। তবে সেটি কমিয়ে আনার জন্য উদ্ভাবনী ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদন সম্ভাবনা ও ফলনের মধ্যকার পার্থক্য ১০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। গবেষণা ও জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি ধান আবাদ অ্যাগ্রোনমিক প্র্যাকটিস জোরদার করা হচ্ছে। কৃষক পর্যায়ে সঠিক সময়ে সঠিক জাত সঠিকভাবে লাগানো ও পরিচর্যার পদ্ধতিগুলো দ্রুত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় আবাদ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

শুধু ধান নয়, ভুট্টার ক্ষেত্রে উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় ৪৪-৪৬ শতাংশ ব্যবহার হচ্ছে না। ফুড প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং ইউনিটের প্রতিবেদন বলছে, রবি মৌসুমের ভুট্টায় হেক্টরপ্রতি প্রকৃত উৎপাদন হচ্ছে ৬ দশমিক ২ টন। যদিও এটি ১১ দশমিক ৪ টনে উন্নীত করা সম্ভব। খরিপ মৌসুমে ভুট্টার হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ৪ দশমিক ৫ টন, যদিও এটি আট টনে উন্নীত করা সম্ভব।

গমের ক্ষেত্রে ফলন অগ্রগতি তুলনামূলক ভালো। যদিও এক্ষেত্রে সক্ষমতার ৪০ শতাংশ অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। সেচ মৌসুমে গমের হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ২ দশমিক ৮ টন। এটি ৫ দশমিক ৫ টনে উন্নীত করা সম্ভব। ফলে হেক্টরপ্রতি ফলন পার্থক্য ২ দশমিক ৭ টন। এ মৌসুমে উৎপাদন সক্ষমতা অর্ধেক অব্যবহৃত থাকলেও অন্য মৌসুমে সক্ষমতার ভালো ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। রেইনফেড গমের ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ১ দশমিক ৮ টন, যা সর্বোচ্চ ৩ টনে উন্নীত করা সম্ভব। ফলে এখনো পার্থক্য রয়েছে ১ দশমিক ২ টন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, দেশে বোরো ধানের আবাদ সবচেয়ে বেশি হয়। বোরোর আবাদ হয় প্রায় ৫৪-৫৬ লাখ হেক্টর। অন্যদিকে আমন ধানের আবাদ ৪৪-৪৫ লাখ হেক্টর এবং আউশের আবাদ হচ্ছে ৯-১০ লাখ হেক্টর। জমিতে সব মিলিয়ে চালের উৎপাদন ছাড়িয়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টন। অন্যদিকে ভুট্টার আবাদ হচ্ছে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ হেক্টর। উৎপাদন ছাড়িয়েছে প্রায় ৩০ লাখ টন। এছাড়া গমের আবাদ হচ্ছে চার থেকে সাড়ে চার লাখ হেক্টর। গমের উৎপাদন ১৪ লাখ টনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ১০০টির মতো জাত উদ্ভাবন করেছে। তবে এসব জাতের সবই মাঠে প্রয়োগ হচ্ছে না। দেশের অর্ধেকের বেশি জমিতে আবাদ হচ্ছে ধানের পাঁচ-সাতটি জাত। উন্নত জাত না আসা, কৃষক পর্যায়ে আবাদের পরিপূর্ণ পদ্ধতিগুলো অনুসরণ না করা, জাত ও প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে কার্যকরভাবে না পৌঁছানো, ফসলোত্তর ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং প্রযুক্তি ও যান্ত্রিকীকরণের সম্প্রসারণহীনতার কারণে সম্ভাবনার সঙ্গে ফলনের পার্থক্য বেশি রয়ে গেছে এখনো।

উৎপাদন সক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার না করার কারণে জমির ব্যবহার যেমন বেশি হচ্ছে, তেমনই উপকরণ ব্যয় বা কৃষকের ব্যয়ও বেশি হচ্ছে। দেশের মোট আবাদের প্রায় ৭০ শতাংশই হলো ধানের আবাদ। এ অবস্থায় ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনার মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বাড়ানো গেলে সেই জমিতে অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মহাপরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আযাদ বলেন, কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন এবং উৎপাদনের সক্ষমতার এখনো পার্থক্য আছে। তবে সেটি আমরা আরো কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। শুধু ধান, গম বা ভুট্টা নয়, অন্য যেসব শস্য রয়েছে সেখানেও ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনা হয়েছে। সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও তা দ্রুত কৃষকের মাঝে পৌঁছানো হচ্ছে। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে সার, সেচ ও পেস্ট ব্যবস্থাপনায় জোর দেয়া হচ্ছে। উন্নত বীজের পাশাপাশি যান্ত্রিকীকরণের প্রতি কৃষকদের সহনশীল করে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি বিপণন ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। একটি কমপ্লিট কর্মসূচি কাজ করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২৩ পৌষ ১৪২৬
৭ জানুয়ারি ২০২০

উৎপাদন ক্ষমতা হারাতে বসেছে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল

সিদ্ধান্তের অভাব, অব্যবস্থাপনা, সময়মতো কাঁচামাল না কেনাসহ নানা কারণ

■ এনামুল হক, খুলনা অফিস

উৎপাদনক্ষমতা হারাতে বসেছে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো। সংশ্লিষ্টদের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের অভাব, অব্যবস্থাপনা, সময়মতো কাঁচামাল কিনতে না পারা, উৎপাদনের কাজে অদক্ষ শ্রমিকের ব্যবহার ও দীর্ঘ ৬৮ বছরের পুরাতন মেশিনারিজ ব্যবহারের কারণে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোতে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন হচ্ছে না। ফলে বছরের পর বছর ধরে পাটকলগুলোকে কোটি কোটি টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে। যে কারণে মিলগুলো একদিকে যেমন সময়মতো শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি-বেতন দিতে পারছে না; অপরদিকে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) সূত্র জানায়, ১৯৫২ সালে নারায়ণগঞ্জে বেসরকারি বাওয়া জুট মিলস লিমিটেড স্থাপনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ইপিআইডিসি) যাত্রা শুরু করে। ধীরে ধীরে নতুন নতুন জুট মিল স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পাট শিল্পের বিকাশ ঘটে। লাভজনক হওয়ায় স্বাধীনতার পূর্বে দ্রুতগতিতে ৭৫টি জুট মিল স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির এক আদেশ অনুযায়ী জাতীয়করণকৃত জুট মিলসমূহ স্বনির্ভর ও লাভজনক সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা এবং নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় বিজেএমসির জন্য ছয়টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সেগুলো ছিল বিশ্ববাজারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করা, স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে সর্বোৎকৃষ্ট মানের পাটজাত পণ্য উৎপাদন, শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষকদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির বিষয়ে সহায়তা প্রদান, কৃত্রিম আঁশ ব্যবহারের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ এবং পাট ও পাটশিল্পের উন্নয়নের জন্য সময়োপযোগী নীতিনির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ করা। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের শুরুর দিকে জুট মিলগুলো লাভজনক হলেও দু-এক বছরের মাথায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম-দুর্নীতি ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণে লোকসানের কবলে পড়তে থাকে।

সূত্র জানায়, ১৯৮১ সালে বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত দেশে জুট মিলের সংখ্যা ছিল ৮২টি। তবে ১৯৮২ সালের পর এগুলোর মধ্যে ৩৫টি বিরাষ্ট্রীয়করণ, ৮টি জুট মিলের পুঁজি প্রত্যাহার এবং একটি জুট মিল (বনানী) ময়মনসিংহ জুট মিলের সঙ্গে একীভূত করার পর বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮টিতে। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩২টিতে।

২০০৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ পাট খাতকে লাভজনক করার অঙ্গীকার করে। তারা ক্ষমতায় আসার পর বিজেএমসিকে লাভজনক করতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এটি বাস্তবায়নে সরকার বিজেএমসির দেনা পরিশোধ করতে ৫ হাজার ২৪১ কোটি টাকা দেয়। এই অর্থ দিলে ভবিষ্যতে বিজেএমসির জন্য আর কোনো আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন হবে না—এ শর্তে পাট মন্ত্রণালয়, বিজেএমসি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়। এরপর বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া খুলনার খালিশপুর জুট মিলস, দৌলতপুর জুট মিলস, সিরাজগঞ্জের জাতীয় জুট মিলস, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী জুট মিলস ও ফোরাম কার্পেটস ফ্যাক্টরি ফিরিয়ে নিয়ে চালু করে সরকার।

এদিকে, পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি প্রদান ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়নসহ ১১ দফা দাবিতে গত ১৭ নভেম্বর ৬ দিনের কর্মসূচির ডাক দেয় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ-নন সিবিএ সংগ্রাম পরিষদ। নানা কর্মসূচি পালনের পর আগামী ১৬ জানুয়ারির মধ্যে জাতীয় মজুরি কমিশন-২০১৫ প্রদান করা হবে, এই আশ্বাসে গত ৪ জানুয়ারি খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত সাত পাটকলের শ্রমিকরা ফের কাজে যোগ দেয়।

কেন হচ্ছে লোকসান : রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর লোকসানের কারণ সম্পর্কে পাটকলের শ্রমিক ও কর্মকর্তারা জানান, ভরা মৌসুমে পাটের দাম কম থাকে। কিন্তু তখন বিজেএমসি পাট কেনে না। দাম বাড়ার পর তারা মাঠে নামে। অন্যদিকে বিপণন বিভাগের অদক্ষতার কারণে পাটপণ্যের দাম কম মেলে। ফলে পাটজাত পণ্য অবিক্রীত থাকে। তার ওপর দীর্ঘ ৭০ বছরের পুরাতন মেশিনারিজ দিয়ে চাহিদামতো উৎপাদন করা আর সম্ভব নয়। প্রশাসন ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রায়শই সাংঘর্ষিক অবস্থা থাকার কারণেও মিলগুলোর উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। এছাড়া শ্রমিক অদক্ষতা ছাড়াও বেশ কিছু কারণ জড়িয়ে আছে এসব পাটকলের লোকসানের পেছনে।

The Financial Express
Tuesday | January 7, 2020

Tea production rises to 95m kg in 2019

NAZIMUDDIN SHYAMOL

CHATTOGRAM, Jan 06: Though tea production has increased significantly in Bangladesh in the just-ended decade, the country's annual tea production has not yet surpassed its domestic demands, industry insiders and officials said.

The total annual tea production in the country is yet to reach the level of resuming its export after meeting the local demands for the aromatic beverage, said noted tea business observer and former president of Bangladesh Tea Association, Chattogram Branch, Nasir Uddin Bahadur.

According to the officials of the BTB, the tea gardens of the country produced around 89.65 million kilogram (KG) of tea from January to November in the last calendar year. The country's total tea production is estimated to be around 95 million KG from January to December in 2019. Whereas, the country produced 82.13 million KG tea from January to December in 2018. The annual production has increased by 13.77 million KG till November in the just-ended year.

Bangladesh Tea Board (BTB) officials said tea production in the country increased in the past year than the previous year. In last year, the tea gardens produced around 95 million KG of tea, they mentioned.

According to the BTB, tea January-November (2019) tea production was around 89.65 million KG while production in the last 12 months (Jan-Dec, 2029) will be more than 95 million KG.

Jan-Nov, 2019, tea production was 13.77 million KG more than that in the 12 months of the previous year, BTB officials said.

Secretary of BTB Kuldwip Chakma said that Bangladesh used to import a total of 7.0 million KG of tea from different countries of the world. But, as the production increased in the last year significantly, the government gave permission to import 3.5 million KG tea from other countries this year, he said. "Good weather and care by garden owners are the main cause of the tea production increase in Bangladesh now," he pointed out.

BTB sources said, Bangladesh produced a total of 59.99 million KG tea in 2009, a total of 60.04 million KG tea in 2010, 59.13 million KG tea in 2011, 62.52 million KG in 2012, 66.26 million KG in 2013, 63.88 million KG in 2014, 67.38 million KG in 2015, 85.05 million KG in 2016, 78.95 million KG in 2017 and 82.13 million KG in 2018.

কালের কণ্ঠ বুধবার। ৮ জানুয়ারি ২০২০।

৬ মাসেই শেষ রেমিট্যান্স প্রণোদনার অর্ধেক

সজীব হোম রায় ▷

আরো ৭৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হচ্ছে

তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তির ১৫৩০ কোটি টাকা একসঙ্গে ছাড় চায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক

চলতি অর্থবছর থেকে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে ২ শতাংশ প্রণোদনা দেয় সরকার। আর এতেই হচ্ছে একের পর এক রেকর্ড। এই রেকর্ডের কারণে চলতি অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দের অর্ধেক টাকা শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তির টাকা একসঙ্গে ছাড় করতে। তবে অর্থ মন্ত্রণালয় তৃতীয় কিস্তির ৭৫০ কোটি টাকা ছাড় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত রেমিট্যান্সে প্রণোদনার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন করবে না ব্যাংকগুলো। এর বেশি আয় এলে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা সাপেক্ষে প্রণোদনা পাবেন গ্রাহকরা। এ ছাড়া গত অক্টোবর মাসে তিন দফায় প্রায় ২৫ পয়সার মতো টাকার অবমূল্যায়ন করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর নভেম্বরে দুই দফায় করা হয়েছে আরো ১৫ পয়সার মতো। সব মিলে নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুই মাসে পাঁচ দফায় ৩৫ পয়সার মতো কমানো হয়েছে। ফলে বর্তমানে প্রতি ডলারের বিপরীতে ৮৪ টাকা ৯০ পয়সা মিলছে। এতে রেমিট্যান্স আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে রেমিট্যান্স পাঠানোর পরিমাণ ছিল সাত হাজার ৭১৪ দশমিক ১৯ মিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছর একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ছয় হাজার ২৮৮ দশমিক ৪৪ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ গত অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্স ২৩ শতাংশ বেশি পাঠানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে রেমিট্যান্স প্রণোদনা বাবদ তিন হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এর মধ্যে রেমিট্যান্সে প্রণোদনার ২ শতাংশ বাবদ দুই দফায় এক হাজার ৫৩০ কোটি টাকা ছাড় করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। আর জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মোট এক হাজার ৪৮৭ কোটি ৫১ লাখ ১৯ হাজার ৬৪৮ টাকা বিতরণ করেছে।

CROWN IZONIL
WATERPROOF PLASTER
১০০% ওয়াটারপ্রুফ এবং ড্যাম্প-প্রুফ সল্যুশন
বিস্তারিত: ০১৭৬৬৬৯৯৭০৫

বর্তমানে এ খাতে ১০২ কোটি ৪৮ লাখ ৮০ হাজার ৩৫২ টাকা বাকি আছে। অর্থাৎ অর্থবছরের ছয় মাসেই বরাদ্দের অর্ধেক টাকা শেষ হয়ে গেছে।

গত সপ্তাহে বিষয়টি জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ বিভাগকে বলেছে, যে হারে রেমিট্যান্স আসছে এটি অব্যাহত থাকলে খুব শিগগির অবশিষ্ট অর্থ শেষ হয়ে যাবে। ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত প্রণোদনা অব্যাহত রাখতে তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তির অবশিষ্ট এক হাজার ৫৩০ কোটি টাকার পুরো অর্থ প্রয়োজন হবে। জরুরি ভিত্তিতে তা ছাড় করার জন্য অনুরোধ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাঠানো তথ্যে দেখা গেছে, রেমিট্যান্স প্রণোদনার অর্থ ছাড়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি ২৭১ কোটি দুই লাখ ৫৭ হাজার ৭৮৯ টাক প্রবাসীদের প্রণোদনা দিয়েছে। এর পরই রয়েছে সরকারি অগ্রণী ব্যাংক। ব্যাংকটি ১৯১ কোটি ৮৫ লাখ ৯২ হাজার ৩৯০ টাকা প্রণোদনা বিতরণ করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুই কিস্তির টাকা একসঙ্গে ছাড় করার কথা বললেও অর্থ মন্ত্রণালয় আপাতত এক কিস্তির টাকা ছাড় করবে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে তৃতীয় কিস্তির সাড়ে ৭০০ কোটি টাকা ছাড় করবে অর্থ বিভাগ। শিগগিরই অর্থছাড়ের বিষয়টি নিয়ে অর্থ বিভাগ একটি সার্কুলার জারি করবে।

সূত্র মতে, বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সরকার মোবাইল ব্যাংকিংয়ে টাকা উত্তোলন সুবিধা শিথিল করেছে। বিদ্যমান নিয়মে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সাধারণত দিনে পাঁচবারে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত তোলা যায়। আর মাসে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা উত্তোলন করা যায়। এর বেশি টাকা উত্তোলনের সুযোগ নেই। তবে রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে এটি শিথিল করে একটি সার্কুলার জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সার্কুলারে বলা হয়েছে, ব্যাংকিং চ্যানেলে আসা রেমিট্যান্সের অর্থ নগদ প্রণোদনাসহ সর্বোচ্চ এক লাখ ২৫ হাজার টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি সুবিধাভোগীর এমএফএস হিসাবে প্রদান করা যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৪ পৌষ ১
৮ জানুয়ারি ২০২০

ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতির হার কমে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৭৫ শতাংশে

বেড়েছে মজুরি সূচক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গেল ডিসেম্বর মাসে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা কমেছে। এ সময় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৭৫ শতাংশ, যা আগের মাস নভেম্বরে ছিল ৬ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। তবে এ সময়ের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার কমলেও কিছুটা বেড়েছে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হালনাগাদ তথ্য গতকাল মঙ্গলবার একনেক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। মূলত খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি কমে আসায় সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার কমেছে। বিবিএস এর তথ্যে দেখা যায়, ডিসেম্বর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমে হয়েছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ যা নভেম্বরে ছিল ৬ দশমিক ৪১ শতাংশ। খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ, যা নভেম্বরে ছিল ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বাজারে এখন প্রচুর শাকসবজি উঠেছে। তাছাড়া মাছের দামও কমে গেছে। সব কিছু মিলে মূল্যস্ফীতি কমেছে। আশা করছি, আগামীতে মূল্যস্ফীতি আরো কমবে।

বিবিএস এর হালনাগাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক মাসের ব্যবধানে শাকসবজি যেমন—বেগুন, শিম, গাঁজর, শসা, টম্যাটো, ফুলকপি, লাউ, পেঁয়াজ ও আদার মূল্য নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বরে কিছুটা কমে আসে।

বিবিএস এর তথ্যে দেখা যায়, ডিসেম্বর মাসে গ্রামীণ পর্যায়ে সাধারণ মূল্যস্ফীতি হয়েছে শতকরা ৫ দশমিক ৭৬ ভাগ, যা নভেম্বরে ছিল ৬ দশমিক শূন্য ১ ভাগ। আর শহর পর্যায়ে ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৫ দশমিক ৭৩ ভাগ, যা নভেম্বরে ছিল ৬ দশমিক ১২ ভাগ।

গত এক বছরের অর্থাৎ ২০১৯ সালে দেশে সার্বিকভাবে গড় মূল্যস্ফীতির হার নির্ণয় করা হয়েছে ৫ দশমিক ৫৯ ভাগ। পূর্ববর্তী ২০১৮ সালে ছিল শতকরা ৫ দশমিক ৫৫ ভাগ। অর্থাৎ একবছরের ব্যবধানে গড় মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে।

অন্যদিকে মজুরি সূচক বিশ্লেষণ করে বিবিএস এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিসেম্বরে মজুরি সূচক বেড়ে হয়েছে ৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ। যেখানে নভেম্বরে মজুরি সূচক ছিল ৬ দশমিক ৪২ শতাংশ। নভেম্বরে কৃষি খাতে মজুরি হার ছিল ৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ যা ডিসেম্বরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৭২ শতাংশে। নভেম্বরে শিল্প খাতে মজুরি হার ছিল ৬ দশমিক ১১ শতাংশ যা ডিসেম্বরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ১২ শতাংশ। সেবা খাতে নভেম্বরে মজুরির হার ছিল ৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ যা ডিসেম্বরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৪৮ শতাংশে।

সমকাল
বুধবার। ৮ জানুয়ারি ২০২০। ২

পোশাক ও বস্ত্র খাত

বিশেষ নগদ সহায়তার আওতা বাড়ল

■ সমকাল প্রতিবেদক

এক শতাংশ হারে বিশেষ নগদ সহায়তার আওতা বাড়াল সরকার। তৈরি পোশাকের পাশাপাশি বস্ত্রজাত সামগ্রী তথা টেরিটাওয়েল ও বিশেষায়িত টেক্সটাইল রপ্তানির বিপরীতে এ নগদ সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিকল্প নগদ সহায়তা পাচ্ছেন এমন রপ্তানিকারকও এ সুবিধা পাবেন। এ ছাড়া বিশেষ নগদ সহায়তা পেতে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ স্থানীয় মূল্য সংযোজনের যে শর্ত ছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের ফলে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের সব রপ্তানিকারক নতুন সুবিধার আওতায় আসবেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল এ-সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে। এর আগে গত ১০ অক্টোবর শুধু তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ১ শতাংশ হারে বিশেষ নগদ সহায়তার বিষয়ে সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগের সিদ্ধান্তের সংশোধনী এনে গতকাল এ-সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়।

আগের নির্দেশনায় বলা হয়েছিল, ২০১৯ সালের ৩৫ নম্বর সার্কুলারের প্রথম অনুচ্ছেদের ১ থেকে ৪ নম্বর ক্রমিকে সুবিধা পাওয়া প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা পাবে না। গতকালের সার্কুলারে সেই শর্ত তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাকের পরিবর্তে যেসব রপ্তানিকারক ৪ শতাংশ হারে বিকল্প নগদ সহায়তা পাচ্ছেন তারাও বিশেষ সুবিধা পাবেন। এ ছাড়া রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের অন্তর্ভুক্ত নিট, ওভেন ও সোয়েটার খাতের যেসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা অতিরিক্ত ৪ শতাংশ সুবিধা পাচ্ছে; আমেরিকা, কানাডা, ইইউর বাইরে রপ্তানিতে নতুন পণ্য নতুন বাজার সম্প্রসারণে যারা ৪ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা পাচ্ছে এবং ইউরো অঞ্চলে বস্ত্র খাতে রপ্তানিতে ৪ শতাংশ হারে অতিরিক্ত বিশেষ সহায়তা পাচ্ছে– তারা এক শতাংশ হারে বিশেষ নগদ সহায়তা পাবেন।

প্রথম আলো • বুধবার, ৮ জানুয়ারি ২০২০,

মোটরসাইকেল সংযোজনে এটলাসের নতুন প্রকল্প

টিভিএসের সঙ্গে অংশীদারত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

টঙ্গীতে এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের (এবিএল) মোটরসাইকেল সংযোজনের আধুনিক একটি প্ল্যান্ট বা প্রকল্প চালু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন।

এটলাস বাংলাদেশ ও টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে অংশীদারত্ব চুক্তির আওতায় নতুন এই সংযোজন প্রকল্প স্থাপন করা হয়। প্রকল্পটিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এতে দৈনিক টিভিএস ব্র্যান্ডের ২০০টি মোটরসাইকেল সংযোজিত হবে। এবিএল নিজস্ব বাজার চাহিদা মিটিয়ে বছরে ২০ থেকে ২৫ হাজার মোটরসাইকেল টিভিএস অটোকে সরবরাহ করবে। টিভিএস অটো প্রতিটি মোটরসাইকেল সংযোজনের মাশুল বা চার্জ বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এবিএলকে দেবে।

শিল্প মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছে। এতে বলা হয়, এবিএলের কারখানা প্রাঙ্গণে মোটরসাইকেল সংযোজন প্ল্যান্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান শেখ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম, এবিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আ ন ম কামরুল ইসলাম, এবিএল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার অতীতের সরকারগুলোর মতো ব্যক্তিস্বার্থে কোনো বন্ধ কারখানা বিক্রি করবে না। দেশের শ্রমিক ও কর্মচারীরা কারখানার মূল মালিক। এগুলো লাভজনক হলে তাঁরাই এর সুফল ভোগ করবেন।

কামাল আহমেদ মজুমদার আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে এটলাসের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানকে মোটরসাইকেলের সব কম্পোনেন্ট বা অংশ তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

The Financial Express Wednesday | January 8, 2020

Nearly 500 return home from S Arabia in seven days

ARAFAT ARA

The return of Bangladeshis from Saudi Arabia continued as about 500 workers came back home from the largest overseas job market for Bangladesh in the first week of this year.

Officials said drives against illegal immigrants had been continuing in Saudi Arabia for the last two years. If any worker stays in the country without any valid job, they will be arrested by police and sent back home.

According to the welfare desk at the Hazrat Shahjalal International Airport and BRAC, about 500 Bangladeshi workers were deported from Saudi Arabia in the first week of January.

Of the total, 176 workers were sent back home on Sunday last. Of them, 15 were women workers.

Last year more than 24,281 workers were deported from the oil-rich country. Of them, at least 1,200 were women workers.

Migrant rights campaigners said those of the workers who are going to the Gulf nation on so-called free visas are facing more problems than others as jobs are not available for such workers there.

They urged the authorities concerned to take effective measures so that no worker is being cheated by middlemen and then returns home empty-handed.

Saudi Arabia has suspended recruiting foreign workers in 42 trades as part of its economic reform. So if the workers are engaged in these trades, they will be arrested and deported home.

However, a delegation of the Expatriates' Welfare and Overseas Employment (EWOE) ministry last year visited Saudi Arabia and met with the authorities concerned to discuss the manpower issues.

The two countries agreed to combat visa trading, said Salim Reza, secretary to the EWOE ministry, at a post-visit press conference recently.

If any complaint of visa trading proves true, Saudi authorities will bring them to book, he told the media.

Abul Kalam, who hails from Sunamganj, said he went to Saudi Arabia with a printing job two years back. He spent Tk 500,000 as migration cost.

But he could not achieve the target as he was sent home before earning the desired level of income, he added.

Like Kalam, Sagir Hossain, Sirajul Kabir and Furkan also were deported last week almost empty-handed.

BRAC Migration Programme head Shariful Islam Hassan said many of the returnee workers said their Kafils (Sponsors) did not make available the work permits despite charges paid for this.

When police arrested them, the sponsors refused to take their responsibility, he said.

Mr Islam urged the government to take effective steps to check malpractices in the process of manpower recruitment.

He also sought cooperation from all stakeholders to provide necessary supports to the returnee workers.

However, the Wage Earners' Welfare Board and BRAC provided emergency support, including food and water, to the returnee migrants and helped them go home.

About 2.0 million Bangladeshis are currently working in Saudi Arabia, according to officials.

arafat_ara@hotmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৫ পৌ
৯ জানুয়ারি ২০২০

বিশ্বমন্দা ঘনীভূত হওয়ার শঙ্কা, বাড়ছে ঝুঁকি

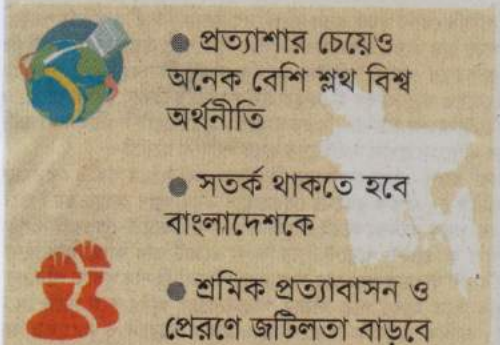

- প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি শ্লথ বিশ্ব অর্থনীতি
- সতর্ক থাকতে হবে বাংলাদেশকে
- শ্রমিক প্রত্যাবাসন ও প্রেরণে জটিলতা বাড়বে

■ জামাল উদ্দীন

বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক সংকট চলতি ২০২০ সালে মন্দায় রূপ নিচ্ছে! ইতিপূর্বেকার আভাসে এমনটি বলা হলেও সর্বশেষ মধ্যপ্রাচ্য সংকটে মন্দার আঁচে হাওয়া লেগেছে—এমন মন্তব্যই করছেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, চীন-মার্কিন বাণিজ্যযুদ্ধ দিয়ে শুরু হওয়া সংকট নানা কারণে আরো ঘনীভূত হচ্ছে এবং দ্রুতই এর প্রভাব পড়তে পারে ধনী-দরিদ্র দেশগুলোতে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয় মন্তব্য করে কেউ কেউ বলেছেন, এখনই সতর্ক হতে হবে।

২০১৭ ও ২০১৮ সালে বিশ্ব অর্থনীতি সুসংহতই ছিল বলা যায়। পরবর্তীকালে তাতে চির ধরে এবং গত বছরই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সতর্ক করে বলেছিল, চীন-মার্কিন বাণিজ্যবিরোধের সমাধান না হলে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হবে। যার ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রায় সব দেশেরই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারণার চেয়ে কম হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে।

আইএমএফ গত বছর সতর্ক করে বলেছিল, ২০১৭ ও ২০১৮ এই দুই বছর সুসংহত প্রবৃদ্ধির পর বিশ্ব অর্থনীতি প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি শ্লথ হয়ে পড়েছে। এমনকি ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ইউরোপের অর্থনীতিতে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলো বহির্মুখী প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করছে। বিশ্ব অর্থনীতি এখন একটি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সামনের দিনগুলোতে

নীতিনির্ধারকরা কীভাবে এর জবাব দেন তার ওপরও অনেকাংশে নির্ভর করছে অর্থনীতি কেমন যাবে।

নতুন বছরের শুরুতেই যোগ হলো মধ্যপ্রাচ্য সংকট। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, ইরাক—ইরান ইস্যু ও ইরানের কুদস ফোর্সের প্রধান কাসেম সোলেইমানি হত্যার প্রভাবে ইতিমধ্যে বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্য অস্থিতিশীল হলে এখনকার ৭০ ডলারের জ্বালানি তেল ৮০ ডলার ছাড়াবে বলে পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তেল রপ্তানি করা হয় হরমুজ প্রণালীর মাধ্যমে। ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রণালীটি ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগরকে সংযুক্ত করেছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, কুয়েত, ইরান, কাতার এই পথে তেল রপ্তানি করে। এর আগে ১৯৭০ ও ১৯৯০-এর দশকে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতায় বিশ্বব্যাপী তেলের দামে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বিশ্ব অর্থনীতির গতিও কমে যায়। নতুন করে শুরু হওয়া উত্তেজনায় মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর তেল উত্তোলন কমে যেতে পারে, ফলে আরো দাম বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নতুন বছরের শুরুতে কাসেম সোলেইমানিকে ইরাকে হত্যার পর শুধু তেলের বাজার নয়, বৈশ্বিক শেয়ারবাজারেও বেশ তোলপাড় তুলেছে। মার্কিন ও এশীয় শেয়ারবাজারে দেখা গেছে মন্দাভাব। অন্যদিকে স্বর্ণ, ইয়েন ও সরকারি সঞ্চয়পত্রের বাজারে দেখা গেছে বড়ো ধরনের উল্লম্ফন। মধ্যপ্রাচ্যের এই অস্থিরতা যদি যুদ্ধে রূপ নেয়, সে ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে মুদ্রামানে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। ইরান যদি ইরাকের দক্ষিণ অঞ্চলে মার্কিন প্রভাবের তেল স্থাপনায় হামলা করে অথবা হরমুজ প্রণালীতে তেল চলাচলে বাধা দেয়, সেক্ষেত্রে তেলের দাম ৮০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ইউরোএশিয়া গ্রুপের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে। সংকট দ্রুত সমাধান না হলে এই অঞ্চলে অস্থিরতা বাড়বে। শুধু তেলের বাজারই নয়, মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বিভিন্ন দেশের শ্রমশক্তির বাজারও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এর প্রভাব পড়বে রেমিট্যান্সের ওপর। যার সরাসরি প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার
৯ জানুয়ারি ২০২০ । ২৫ পৌঃ

শূন্য হাতে ফিরলেন আরও ১৩২ হতভাগা

এক সপ্তাহে ফিরলেন ৪০ নারীসহ ৭৬৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক

নতুন বছরের শুরুতে এক সপ্তাহে সৌদি আরব থেকে ফিরেছেন ৪০ নারীসহ ৭৬৭ জন বাংলাদেশি। গত মঙ্গলবার রাতে দেশটি থেকে ফিরেছেন পাঁচ নারীসহ ১৩২ জন। তাদের অধিকাংশই দেশে এসেছেন শূন্য হাতে। কর্মস্থলের পোশাক পরে নেমেছেন দেশের মাটিতে। সেই পোশাকে লেগে আছে কালি ও রঙের দাগ। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১টা ২০ মিনিটে ও রাত দেড়টায় সৌদি এয়ারলাইনসের এসভি ৮০৪ ও এসভি ৮০২ দুটি বিমানযোগে তারা দেশে ফেরেন। অধিকাংশই ছিলেন ক্ষুধার্ত। পকেটে ছিল না কোনো অর্থকড়ি। ফেরত আসাদের মাঝে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সহযোগিতায় ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম থেকে খাবার-পানিসহ নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাতে জরুরি সহায়তা দেওয়া হয়। ফেরত আসা নুর বেগম (৪০) জানান, সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে পরিবার-পরিজন ছেড়ে গত বছরের এপ্রিল মাসে তিনি সৌদি আরব যান। কিন্তু নিয়োগকর্তা ঠিকমতো খাবার ও বেতন দিতেন না। বেতন চাইতে গেলে নির্মম নির্যাতন চালাতেন। নির্যাতনের মুখে পালিয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসের সেইফ হোমে আশ্রয় নেন। একই পরিস্থিতির শিকার হয়ে একই সঙ্গে দেশে ফিরেছেন যশোরের খাদিজা বেগম, নারায়ণগঞ্জের সেফালী বেগম, ঝিনাইদহের শিল্পী খাতুন ও ঢাকার সুবর্ণা বেগম। ১৬ দিন ডিপোর্টেশন ক্যাম্পে থেকে দেশে ফেরা রাজবাড়ীর রউছ শেখ জানান, মাত্র এক বছর পূর্বে গিয়েছিলেন সৌদি আরবে। কর্মস্থল থেকে রুমে ফেরার পথে পুলিশ আটক করলে তিনি আকামা প্রদান করেন পুলিশকে। কিন্তু তাতে সমাধান হয়নি। নিয়োগকর্তাকে ফোন করলে তিনি দায়িত্ব নেননি। পরে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দেশে ফেরা অনেক যুবকের অভিযোগ, আকামা তৈরির জন্য কফিলকে (নিয়োগকর্তা) টাকা দিলেও কফিল আকামা তৈরি করে দেয়নি। ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসান জানান, নতুন বছরের শুরুতে সাত দিনে ফিরলেন ৭৬৭ জন।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১০ জানুয়ারি ২০২০,

প্রবৃদ্ধিতে সেরা চারে বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস ২০২০' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ৭ দশমিক ২ শতাংশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথমে সুখবরের মতো করেই বলা যাক। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে। এই পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি বলছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে ৭ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপির প্রবৃদ্ধি হতে পারে। বাংলাদেশের ওপরে থাকবে ক্যারিবীয় দেশ গায়ানা, আফ্রিকার রুয়ান্ডা ও জিবুতি।

সার্বিক বৈশ্বিক মানদণ্ডে এটি সুখবর বটে। তবে বিশ্বব্যাংকের দেওয়া এই পূর্বাভাসের পেছনে একটি দুঃসংবাদও আছে। সেটি হলো সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ জিডিপির প্রবৃদ্ধির তুলনায় কিন্তু এ বছর তা ব্যাপকভাবে কমে যাবে। অর্থাৎ এবার দেশের অর্থনীতি আগেরবারের মতো পারদর্শিতা দেখাতে পারবে না। তবে আগামী দুই অর্থবছরেই বাংলাদেশে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ হারে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হওয়ার পূর্বাভাসও দিয়ে রেখেছে বিশ্বব্যাংক।

বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস ২০২০' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধির বৈশ্বিক পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক বলেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হলো তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। গত অর্থবছরে এখানে ৮ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তখন অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি আয়ে বেশ প্রবৃদ্ধি ছিল। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে বাংলাদেশ রপ্তানি আয়ে কিছুটা সুফল পেয়েছে। এ দেশে বড় প্রকল্পসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায় আস্থা আসছে।

বিশ্বব্যাংক বলেছে, সুসংহত সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, পরিকল্পনামাফিক বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ, ব্যবসায় সহজ করার নানা উদ্যোগ ইত্যাদি বিবেচনা করেই বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক কিছু চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরেছে। সংস্থাটি বলছে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও রয়েছে বিনিয়োগ ঘাটতি। এ ছাড়া আর্থিক খাতেও নানামুখী চ্যালেঞ্জ আছে, যা অর্থনীতিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। রাজস্ব খাতের সংস্কারে অগ্রগতি না হওয়ায় কর আদায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই।

The Financial Express Friday | January 10, 2020

RMG sector in 'sorry state'

OUR CORRESPONDENT

CHATTOGRAM, Jan 09: Bangladesh's readymade garment (RMG) sector is having a hardtime at present despite lowering of Customs duty and port costs by the authorities recently.

BGMEA's first vice president Mohammed Abdus Salam made the remarks at a programme in the port city.

Terming the current condiition of the industry 'a sorry state', he attributed implementation of various steps by the RMG factory owners, including the recent wage hike of workers, to the financial woes of the sector.

He was speaking during a meeting with newly-appointed Bond Commissioner Mohammed Mahbubuzzaman at his office.

They discussed the crisis prevailing in the sector.

He said, at least 50 per cent of owners or exporters are compelled to sell their products at a price lower than the production cost.

BGMEA leader Salam says during meeting with newly-appointed Bond Commissioner Mahbubuzzaman

The falling rate in world market, implementation of the directives of buyers, ACORD and Alliance, and the lattest increase of 51 per cent wages for workers are the main causes that is ailing the sector. "All these have led to a 30-per cent rise in production cost," he noted.

"Around 40 per cent owners of garment factories are receiving the export orders with a rate below their production cost. Around 87 per cent of buyers hav not yet increased purchasing rates. So, at least 50 per cent of owners or exporters are being compelled to sell their goods at lower prices than the production costs. As a result, the sector has experienced the negative effect in the first half of the current fiscal year," he mentioned.

BGMEA vice president A M Chowdhury Selim, directors A M Mahbub Chowdhury, Anjan Shekhor Das, former vice president Nasiruddin Chowshury, Mainuddin Ahmed Mintu and former director M Mohiuddin Chowdhury, Additional Commissioner of Bond Customs M Shafiujjaman, Assistant Commissioner Shontosh Soron, BGMEA leaders Mohammed Musa, Khondokhar Belayet Hossain, Mohammed Atik, Enamul Aziz Chowdhury, Liakot Ali Chowdhury, Kaji Mahbub Uddin Jwel, Alim Arif, Mahafujur Rahman and Md Hannan were also present at the meeting.

nazim07@yahoo.com

বণিক বার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ১০, ২০২০ ■ পৌষ ২৬, ১৪২৬

পাঁচ বছরে চিংড়ি রফতানি কমেছে ৩৪ শতাংশ

আনোয়ার হোসেন ■

দেশের বাজারে উৎপাদন কমা, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারাসহ নানা কারণে সংকটে দেশের অন্যতম রফতানি পণ্য চিংড়ি। পাঁচ বছর ধরেই ধারাবাহিকভাবে হোয়াইট গোল্ড বা সাদা সোনাখ্যাত এ খাতের রফতানি কমছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথমার্ধে এ খাতে রফতানি হয় ২১ কোটি ৭২ লাখ ডলার, যা পাঁচ বছর আগের তুলনায় ৩৪ শতাংশ কম।

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফিশ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফএফইএ) তথ্যমতে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধে চিংড়ি রফতানি হয় ৩৩ কোটি ১৪ লাখ ডলারের। চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) প্রথমার্ধে রফতানি হয় ২১ কোটি ৭২ লাখ ডলার মূল্যের চিংড়ি, যা লক্ষ্যের তুলনায় ২৩ দশমিক ৭২ শতাংশ বেশি হলেও আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ২৭ শতাংশ কম এবং পাঁচ বছর আগের তুলনায় ৩৪ শতাংশ কম।

ইপিবি ও বিএফএফইএর তথ্যমতে, পাঁচ বছর ধরে চিংড়ি রফতানি কমতির দিকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৪ হাজার ২৭৮ টন চিংড়ি রফতানির বিপরীতে আসে ৫১ কোটি ডলার, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০ হাজার ২৭৬ হাজার টন চিংড়ি রফতানি করে আসে ৪৫ কোটি ডলার। আয় কমার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে পরের অর্থবছরেও। ২০১৬-১৭ অর্থবছর ৩৯ হাজার ৭০৬ টন চিংড়ি রফতানি করে আসে ৪৪ কোটি ৬০ লাখ ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও পূরণ হয়নি লক্ষ্যমাত্রা। ওই বছর ৪৫ কোটি ডলারের লক্ষ্যের বিপরীতে ৯ দশমিক ১৮ শতাংশ কম রফতানি হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রফতানি হয় ৩৬ কোটি ১১ লাখ ডলার, যা লক্ষ্যের তুলনায় ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ ও আগের বছরের তুলনায় ১১ দশমিক ৬৪ শতাংশ কম।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ খাতে রফতানি কমার অন্যতম কারণ বিশ্ববাজারে প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে পেরে না ওঠা। মূলত ওই সব দেশ স্বল্প মূল্যের চিংড়ি উৎপাদন করে, যা এ দেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। দেশের চাষীরা মূলত গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ করেন। এসব চিংড়ি মানে উন্নত হলেও দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রতিযোগী ভারত, একুয়েডর ও ভিয়েতনামে ভেনামি জাতের চিংড়ির ব্যাপক চাষ হচ্ছে। ভেনামি চাষে উৎপাদন খরচ ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কম হয়। ফলে কম মূল্যে সরবরাহ করার কারণে বাজার দখলে ভেনামির সঙ্গে পেরে উঠছেন না স্থানীয় গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষীরা। ভেনামি চিংড়ি বাংলাদেশে এখনো উৎপাদন হয় না। তাই কম উৎপাদনশীল গলদা ও বাগদা চিংড়ি দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন বলছেন চিংড়ি রফতানিকারকরা। বিশ্ববাজারে ভেনামি চিংড়ি সরবরাহ বৃদ্ধি বাংলাদেশের চিংড়ির দাম ও চাহিদা দুটোই কমিয়ে দিতে ভূমিকা রেখেছে। বৈশ্বিক বাজার ও ব্যবসা সংক্রান্ত গবেষণায় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান আইএমআরসির মতে, ২০১৮ সালে বিশ্বে চিংড়ির বাজার ছিল ৪ দশমিক ৬৬ মিলিয়ন টনের, যার বাজারমূল্য ১৯ বিলিয়ন ডলার। সংস্থাটির মতে, এ খাতে বৈশ্বির প্রবৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এ হারে বেড়ে ২০২৪ সাল নাগাদ চিংড়ি খাতের বৈশ্বিক বাজারের আকার দাঁড়াবে ৫ দশমিক ৮৩ মিলিয়ন টনে।

রফতানি সংক্রান্ত তথ্য, সাম্প্রতিক প্রবণতা ও সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করা সংস্থা ওয়ার্ল্ডস টপ এক্সপোর্টের (ডব্লিউটিই) মতে, ২০১৮ সালে চিংড়ির বৈশ্বিক বাজারের ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ দখলে নিয়ে শীর্ষ রফতানিকারক দেশ ভারত। তারপর ১৭ ও ১০ দশমিক ৮ শতাংশ বাজার নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে যথাক্রমে একুয়েডর ও ভিয়েতনাম। আর বিশ্ববাজারের ২ দশমিক ২ শতাংশ দখলে নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম।

আন্তর্জাতিক বাজারে দাম পড়ে গেলেও দেশের বাজারে কয়েক বছর ধরেই চিংড়ি বিক্রি হচ্ছে চড়া মূল্যে। স্থানীয় বাজারে দাম বেশি থাকায় অনেক ক্ষেত্রে কেনা দামেই চিংড়ি রফতানি করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। যে কারণে নগদ সহায়তার ওপর নির্ভর করে হচ্ছে এ খাতের রফতানি।

বিএফএফইএর সভাপতি কাজী বেলায়েত বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে কম দামে ভেনামি চিংড়ি কেনাবেচা হয়। ভেনামির চাহিদা বাড়ায় আমাদের চিংড়ি রফতানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাই স্থানীয় রফতানিকারকরা কম দামে চিংড়ি রফতানি করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলো ভেনামি রফতানি করে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে গেছে।

The Financial Express Friday | January 10, 2020

BGMEA stops UD issuance to 84 non-compliant units

MONIRA MUNNI

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has temporarily suspended issuing utilisation declaration (UD) certificates to 84 non-compliant factories, said industry insiders.

The apex apparel trade-body took the decision on Wednesday, three days after the government's directive in this connection.

On January 05, the state-run Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) instructed the BGMEA to stop providing the UD facility to some of its 143 members.

The DIFE issues the decree, as it found that these 143 members of the BGMEA did not take any move towards remediation, and did not submit any drawing and design for remediation work to the department to date.

DIFE suggests doing it for 143 factories

In another letter, sent to the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) on December 29, the DIFE also attached a list of 46 non-compliant factories, and asked for temporary suspension on their UD issuance.

The BGMEA in a letter to the DIFE on Wednesday informed that in compliance with the department's instruction, it has taken the decision of suspending UD issuance to 84 'non-compliant' factories, out of a total of 143.

The factories are located in Dhaka, Gazipur, Narayanganj and Chattogram, the letter mentioned.

When asked, the BGMEA president Dr Rubana Huq said, "Out of 143 units, some 54 factories are taking UD from the BGMEA, and we can't cancel their UD outright without asking."

The trade-body will sit with the 54 factory authorities next week in this connection.

Out of the 84 units, some 49 do not take UD from the BGMEA, while the rest 38 are closed ones, she also said.

"Factories which haven't been able to comply with the basic requirements, even after six years of the Rana Plaza tragedy, don't qualify to be considered. Suspension of their UD issuance is the first step," she said.

Ms Huq noted that the BGMEA also requested the DIFE to further review data of some 28 units.

Regarding the 49 factories, she said the units might be in operation, but the trade-body is yet to identify their present status.

In last June, the BGMEA also suspended issuing UD to 51 of its member factories, nine months after the DIFE's instruction for doing it for 142 units.

Immediately after the Rana Plaza building collapse in April 2013, three initiatives were launched to improve workplace safety in the country's ready-made garment industry.

These are - the European retailers' platform Accord, North American buyers' platform Alliance, and the government and the ILO-supported National Initiative.

A total of 3,780 garment factories underwent structural, fire and electrical safety inspection under the three initiatives.

According to industry people, over 90 per cent progress has been recorded in the Accord- and Alliance-listed factories, while progress in the units under National Initiative is relatively poor.

Munni_fe@yahoo.com

সমকাল শুক্রবার | ১০ জানুয়ারি ২০২০

জাতীয় বস্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

পোশাকের ন্যায্যমূল্য আদায়ে দরাদরি করতে হবে

■ সমকাল ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা বাড়াতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দরকার। পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণ এবং বস্ত্র খাত প্রসারে ক্রেতাদের সঙ্গে যতটুকু সম্ভব দরাদরি করে পণ্যের উপযুক্ত মূল্য আদায়েও ব্যবসায়ীদের মনোযোগী হতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে এ ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯' এবং 'বহুমুখী বস্ত্রমেলা'র উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। খবর বাসস ও ইউএনবির।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববাজারের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রেখে টেক্সটাইল পণ্যে বৈচিত্র্য আনা জরুরি। একই জিনিস সব সময় চলে না। পোশাকের ক্ষেত্রেও ডিজাইন, রংসহ সবকিছুই পরিবর্তন করতে হয়। তিনি বলেন, পণ্যের মূল্য সংযোজন এবং রপ্তানি আয় বাড়াতে নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করতে হবে। এখন আন্তর্জাতিক পোশাক বাজারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। তবে তা বিশ্ববাজারের মাত্র ৬ দশমিক ৪০ শতাংশ। এ বিষয়টিতেও নজর দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খুব অল্প টাকায় আমরা বিক্রি করি। এ ক্ষেত্রে প্রতি পিসে ক্রেতারা এক ডলার করে দাম বাড়ালেও মনে হয় এ খাতটাকে আমরা আরও উন্নত করতে পারতাম। তিনি বলেন, যেসব দেশে আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়, সেসব দেশ সফরে গেলে সেখানকার সরকারপ্রধানদের কাছে তিনি নিজে বিষয়টি তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি খাতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, পোশাকশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ এবং বিশেষ করে এর আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে বেসরকারি খাতের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাই এ খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর এগিয়ে আসা দরকার। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রীয় খাতে গেলেই অজানা কারণে আমরা লাভের মুখ দেখি না। জানি না এর পেছনে মূলত কী কারণ। তাই বেসরকারি খাতের দিকেই আমাদের আগ্রহ বেশি। তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।'

দেশের অর্থনীতিতে বস্ত্র খাতের ভূমিকা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১৩ শতাংশ। বর্তমান সরকার প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা দিয়ে এ খাতকে শক্তিশালী করছে। বর্তমানে তৈরি পোশাকশিল্পের চারটি খাতে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য এ বছর অবশিষ্ট খাতগুলোতে ১ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। এ জন্য বাজেটে দুই হাজার ৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বস্ত্র খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে সারাদেশে এ পর্যন্ত সাতটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সাতটি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং ৪২টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বস্ত্র খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করছে। বিজিএমইএ প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান মির্জা আজম এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে বস্ত্র খাতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নয়টি সংস্থা এবং উদ্যোক্তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার বিতরণ করেন।

বণিক-বার্তা শনিবার, জানুয়ারি ১১, ২০২০

নরসিংদী বিসিক সম্প্রসারণ

গড়ে উঠবে ১৫০ শিল্পপ্রতিষ্ঠান

আনোয়ার হোসেন ■

শিল্পায়ন ও উৎপাদনমুখী ব্যবসার কারণে দেশে শিল্পনগরীর চাহিদা বাড়ছে। যে কারণে বিদ্যমান বেশ কয়েকটি শিল্পনগরীতে প্রায় সব প্লটেই গড়ে উঠেছে শিল্প-কারখানা। এর মধ্যে নরসিংদীর কারারচর বিসিক শিল্পনগরীতে ৯৫টি প্লটের একটিও খালি নেই। যদিও স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন প্লটের চাহিদা বাড়ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) অনুমোদন পেয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নরসিংদী বিসিকে আরো ১৫০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিকের সূত্রমতে, নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার কারারচরে ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পনগরী স্থাপিত হয় ১৫ দশমিক ৩৯ একর জমির ওপর। এতে মোট ৯৫টি প্লট ৫১টি শিল্প ইউনিটকে বরাদ্দ দেয়া হয়। এ শিল্পনগরীতে বর্তমানে চালু শিল্প ইউনিট ৪৩টি, নির্মাণাধীন দুটি এবং নিষ্ক্রিয় রয়েছে ছয়টি। চালু শিল্প ইউনিটগুলোয় কর্মসংস্থান হয়েছে চার হাজারের বেশি লোকের। এ শিল্পনগরীতে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহের সুবিধার পাশাপাশি ভালো যোগাযোগ ও আমদানি-রফতানি সুবিধা থাকায় বরাদ্দকৃত প্লট ও ইউনিট দ্রুতই শেষ হয়ে যায়।

পরে প্লটের ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তে নরসিংদী জেলা থেকে সাড়ে ১২ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পশ্চিমে শিবপুর উপজেলার পুটিয়া ইউনিয়নে ৩০ একর জমির ওপর 'নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নতুন ১৬৮টি প্লট তৈরি হবে, যেখানে ১৫০টি শিল্প-কারখানা স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রসারিত নরসিংদী বিসিকের মোট প্লটের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য।

এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১২৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। এর নির্মাণকাজ বাস্তবায়নের সময় ধরা হয়েছে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত। এ প্রকল্পের অধীনে ৩০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে ৩ লাখ ৩ হাজার ৬০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হবে। সেখানে অফিস ভবন, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার, রাস্তা নির্মাণ করা হবে। ড্রেন নির্মাণ করা হবে ৪ হাজার ৪৭০ মিটার। পানি সরবরাহের জন্য নির্মাণ করা হবে ২ হাজার ৫৭৫ মিটার পাইপলাইন। গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে একটি, গ্যাসলাইন স্থাপন করা হবে ২ হাজার ৫০ মিটার। আরো নির্মাণ করা হবে শিল্পনগরীর সীমানাপ্রাচীর ও প্রধান ফটক, ডাম্পিং ইয়ার্ড, প্যালাসাইডিং ওয়ার্কস ও বিদ্যুৎ লাইন। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় একটি ডাবল কেবিন পিকআপ ভ্যান (ক্যানোপিসহ) ও একটি মোটরসাইকেল কেনা হবে।

এ বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব মো. নুরুল আমিন বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিই বিসিকের লক্ষ্য। নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণের পর শিল্প ইউনিটগুলোয় অনেকের কর্মসংস্থান হবে, যা দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) প্রস্তাবিত নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধনী) প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে একনেক অনুমোদন করেছে।

নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণের প্রকল্পটি নেয়া হয় ২০১৫ সালে। ২০২০ সালের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রকল্প ব্যয় বাড়ে ৪৯ কোটি ৭২ লাখ টাকা। প্রকল্প সংশোধনের কারণ হিসেবে ২০১৮ সালের রেট শিডিউল অনুসরণে পূর্তকাজের ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্যাবশ্যকীয় নতুন অঙ্গ (সীমানা দেয়াল, সুপারভিশন ও স্থাপত্য পরামর্শক, বীমা চার্জ, পানির বিল রেজিস্ট্রেশন ফি, আউটসোর্সিং সেবা ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্তকরণ, নতুন অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির কথা বলা হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার
১১ জানুয়ারি ২০২০ । ২৭ পৌষ

ক্রেতাদের চাপের মুখে পোশাকশিল্প

রুহুল আমিন রাসেল

ক্রেতাদের শর্ত পালন করতে গিয়ে চাপের মুখে পড়েছে পোশাকশিল্প। দেশে রপ্তানি আয়ের প্রধান এই খাত বিদেশি ক্রেতাদের কমপ্লায়েন্স নিয়ে প্রচুর চাপ সামলাচ্ছে। আবার সামান্য অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি পেলেই কাস্টমস জরিমানা করছে। বন্ড সুবিধায় শর্তারোপ করা হচ্ছে। এতে রপ্তানি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছে পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ক্রেতারা চান নির্ধারিত সময়ে পণ্য। কিন্তু কাস্টমসে জটিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে সময় নষ্ট হচ্ছে। রপ্তানি কার্যক্রমও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আবার কমপ্লায়েন্স নিয়ে ক্রেতাদের চাপও সামলাতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যারহাউসের অভ্যন্তরে পণ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণের আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ বিজিএমইএর

পোশাকশিল্পের চলমান সমস্যা সমাধানে

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যানকে গত ১৪ ডিসেম্বর, ২১ নভেম্বর ও ৯ সেপ্টেম্বর পৃথক তিনটি পত্র দিয়েছেন বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক। এর মধ্যে একটি পত্রে বলা হয়- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড)-এ স্থাপিত কারখানাসমূহের সঙ্গে সাবকন্ট্রাক্ট, কুইলটিং, স্টোন ওয়াশ, ফেব্রিক্স রি-প্রসেসিং, তৈরি পোশাকে আইলেট সংযোজন, এমব্রয়ডারি, প্রিন্টিংসহ নানাবিধ কাজের জন্য অস্থায়ী বন্ড অনুমোদন করতে হয় কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে। এতে শর্ত পূরণ ও নিয়ম-কানুন প্রতিপালন করে অনুমোদন দেওয়া হয়, যা সময়সাপেক্ষ এবং জটিল প্রক্রিয়া। এ অবস্থায় ইপিজেডের কারখানাসমূহের সঙ্গে ইপিজেডের বাইরের বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের সাবকন্ট্রাক্টসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা চেয়েছে বিজিএমইএ। ইপিজেডের ভিতর সহযোগী প্রতিষ্ঠানে সাবকন্ট্রাক্ট করার অনুমোদনের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করেছে, যা তৈরি পোশাকশিল্পের রপ্তানি বাণিজ্যকে জটিল করবে। এ অবস্থায় আরোপিত শর্ত প্রয়োগ না করে ইপিজেডের ভিতর ও বাইরে থাকা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ইন্টার-বন্ড কার্যক্রম অনুমোদনের ক্ষমতা চেয়েছে বিজিএমইএ। পোশাকশিল্পের জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধায় প্রযুক্তি আমদানির অনুমোদন চেয়ে আরেকটি পত্রে বিজিএমইএ বলেছে, এ শিল্পে প্রতিনিয়ত কমপ্লায়েন্সের শর্ত পালন করার জন্য বিদেশি ক্রেতাদের প্রচুর চাপের সম্মুখীন হতে হয়। কমপ্লায়েন্স কারখানা গড়ে তোলার জন্য একটি আধুনিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থা স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। এতে বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে রপ্তানি আদেশ পাওয়া সম্ভব। ইতিমধ্যে অধিকাংশ পোশাকশিল্প কারখানায় রাকিং সিস্টেম প্রযুক্তি স্থাপন শুরু হয়েছে। এতে বন্ডেড ওয়্যারহাউসে অল্প জায়গায় অধিকসংখ্যক পণ্য গুদামজাতকরণ সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে রাকিং সিস্টেম প্রযুক্তি বিদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে উচ্চহারে শুল্ককর প্রযোজ্য, যা খুবই ব্যয়বহুল। পোশাকশিল্পের এই ক্রান্তিকালে ৫৮ দশমিক ৬০ শতাংশ শুল্ক প্রদান করে রাকিং সিস্টেম প্রযুক্তি আমদানি করা প্রায় অসম্ভব। এ ছাড়া রাকিং সিস্টেম প্রযুক্তির জন্য কোনো পৃথক এইচএস কোড নেই। কিন্তু পোশাকশিল্পে আধুনিক ও কমপ্লায়েন্স পদ্ধতিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রাকিং সিস্টেম প্রযুক্তি অত্যাবশ্যক। এ অবস্থায় পোশাকশিল্পের সব প্রতিষ্ঠানের জন্য রাকিং সিস্টেম প্রযুক্তি শুল্কমুক্ত ও রেয়াতি সুবিধায় আমদানির সুযোগ চেয়েছে বিজিএমইএ।

অন্য পত্রে বিজিএমইএ জানায়, বেনাপোল, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসসহ অন্যান্য কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে পোশাকশিল্পের সুতা ও কাপড় আমদানির ক্ষেত্রে কাউন্ট ও কম্পোজিশনে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পেলে জরিমানা করা হচ্ছে। এজন্য বিজিএমইএ ৫ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত টলারেন্স চাইলে বিষয়টি নিজেদের এখতিয়ারবহির্ভূত বলে জানিয়েছেন কাস্টমস কমিশনাররা। তবে রপ্তানির বৃহত্তর স্বার্থে এ টলারেন্স থাকা অতীব জরুরি।

বণিক বার্তা রোববার, জানুয়ারি ১২, ২০২০।

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা

কর্মসংস্থান নিয়ে আতঙ্কে প্রবাসী বাংলাদেশীরা

আবু তাহের ■

লেবাননের একটি হোটেলে কাজ করেন বাংলাদেশের ইকবাল হোসেন। গতকাল হোটেল কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরিচ্যুত করেছে। কারণ হিসেবে তারা বলেছে, পর্যটক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে হোটেল ব্যবসায়। এ অবস্থায় ব্যয় কমাতে কর্মী ছাঁটাই করছে তারা।

পর্যটননির্ভর লেবাননে হোটেলে কর্মীদের চাকরিচ্যুতির ঘটনা ঘটছে বেশ কিছুদিন ধরেই। ডলার সংকট, বিদেশী বিনিয়োগের ঘাটতি, সরকারি বাজেট না থাকা—সব মিলিয়ে প্রায় ভঙ্গুর দশায় চলে গেছে দেশটির অর্থনীতি। এছাড়া ইরান সমর্থিত গ্রুপ হিজবুল্লাহ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে এমন আশঙ্কাও বিরাজ করছে সেখানে। সম্প্রতি মার্কিন ড্রোন হামলায় ইরানের জেনারেল কাসেম সোলাইমানি নিহত হওয়ার পর এ আশঙ্কা আরো ঘনীভূত হয়েছে। সব মিলিয়ে কর্মসংস্থান নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন দেশটিতে বসবাসরত প্রায় দেড় লাখ বাংলাদেশী।

বাংলাদেশী কর্মীদের আতঙ্ক নিয়ে লেবানন দূতাবাস বলছে, লেবাননে সৌদি ও ইরানপন্থীদের উত্তেজনা, স্থানীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদেশী বিনিয়োগ না থাকায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এছাড়া ডলার সংকটে কর্মীদের বেতন-ভাতা দিতে পারছে না দেশটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যে কারণে আতঙ্ক কিছুটা বেড়েছে। শুধু বাংলাদেশীদের মধ্যে নয়, লেবাননে কর্মরত সব প্রবাসী কর্মীর মধ্যে এ আতঙ্ক বিরাজ করছে।

> সবচেয়ে বেশি আতঙ্কে আছেন লেবাননে কর্মরত বাংলাদেশীরা

শুধু লেবানন নয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবেও কর্মসংস্থান হারানোর আতঙ্ক বাড়ছে প্রবাসীদের মধ্যে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশী আছে সৌদি আরবে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, প্রায় ২১ লাখ বাংলাদেশী সৌদি আরবে কর্মরত আছেন। ব্যাপকমাত্রায় সৌদীকরণের ফলে এমনিতেই দেশটি থেকে নিয়মিত ফেরত আসছেন বাংলাদেশী কর্মীরা। সম্প্রতি ইরান-মার্কিন টানাপড়েনেও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ সৌদি আরবে বাংলাদেশী কর্মীদের মধ্যে কর্মসংস্থান হারানোর আতঙ্ক আরো বেড়ে গেছে।

দাম্মামে বসবাসরত রানা রহমান নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশী বলেন, কয়েক মাস আগে সৌদির বৃহৎ তেল স্থাপনা আরামকোয় ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে সৌদি নাগরিক থেকে শুরু করে বহু প্রবাসী। সৌদির বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন-ইরান উত্তেজনার ফলে হুথিরা যদি আবারো এ ধরনের হামলা চালায়, তাহলে এখানকার অনেক কোম্পানি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাজ হারাতে পারে বহু প্রবাসী।

এদিকে রিয়াদে বসবাসরত বেশ কয়েকজন প্রবাসী জানান, ইয়েমেনের সঙ্গে সৌদির যুদ্ধ চলমান। ইয়েমেনে এ হুথি বিদ্রোহীদের প্রতি ইরানের সমর্থন রয়েছে। তাই ইরানে হামলা হলে আমেরিকার মিত্র দেশ হিসেবে সৌদির ওপর হামলা চালাতে পারে হুথিরা, যার প্রভাব পড়বে প্রবাসীদের কর্মসংস্থানে।

সহসাই মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে মনে করেন না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের (ইরান-মার্কিন উত্তেজনা) এ ঘটনার দুটো দিক। একটি হলো সেটা কতদূর গড়াবে। যদি সামরিক কোনো হস্তক্ষেপ হয়, তাহলে আরো ঝামেলা হবে। তবে মনে হচ্ছে না, সেটা হতে যাচ্ছে।

তবে চলমান অস্থিরতার একটা প্রভাব পড়তে পারে জানিয়ে তিনি বলেন, যেভাবে আমেরিকার রাজনীতি চলছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যে রাজনীতি তাতে বোঝা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি সবকিছুর সমাধান হবে না। এ কারণে আমাদের বিকল্প শ্রমবাজার নিয়ে আরো চিন্তাভাবনা করা উচিত।

মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ শ্রমবাজার সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটিতে সাড়ে সাত লাখের মতো প্রবাসী রয়েছেন। আবুধাবিতে ব্যবসা করেন এসএম আলাউদ্দীন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আমরা লাখ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছি এখানে। মার্কিন-ইরান উত্তেজনায় যদি কোনো যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে আমাদের ব্যাপক ক্ষতির মধ্যে পড়তে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটিতে প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনা উপস্থিতি থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরনের কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়ে আসছে দেশটি। এ কারণে সম্প্রতি ইরান সৌদি আরবের পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরাতেও হামলার হুমকি দিয়েছে।

আবুধাবিতে বসবাসরত আরেক বাংলাদেশী তসলিম উদ্দীন বলেন, আমরা অনেক ভয়ের মধ্যে আছি। মনে হচ্ছে দেশে চলে যাই। কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে এ মুহূর্তে কিছুই করতে পারছি না।

প্রবাসীদের এমন উদ্বেগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ডা. ইমরান আহমদের কাছে জানতে চাইলে তিনি কোনো ধরনের মন্তব্য করতে রাজি হননি।

লেবানন, সৌদি আরব ও আরব আমিরাতের প্রবাসীরা আতঙ্কের কথা জানালেও উপসাগরীয় দেশ কাতারে বসবাসরত বাংলাদেশী শ্রমিকরা জানিয়েছেন ভিন্ন কথা। তারা জানান, এখানে কোনো ধরনের সমস্যা নেই। আমরা স্বাভাবিকভাবেই কাজ করে যাচ্ছি।

রাজধানী দোহার নাজমায় কর্মরত নির্মাণ শ্রমিক আরজু মিয়া ও সাদ্দাম হোসেন জানান, কাতারে আমরা কোনো ধরনের সমস্যা দেখছি না। ভালোভাবেই কাজ করে যাচ্ছি।

জানতে চাইলে কাতারে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সেলর (শ্রম) ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আপাতত কাতারে তেমন কোনো প্রভাব নেই। কাতার ও ইরান বন্ধু দেশ। তাছাড়া ইরান বলেছে, দুবাই ও ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের বিরোধ। সুতরাং আপাতত কোনো ঝামেলা আমরা দেখছি না। তাছাড়া বাংলাদেশ দূতাবাস বিষয়টি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে।

বিএমইটির তথ্যমতে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ২৮ লাখের বেশি বাংলাদেশী রয়েছেন। যার মধ্যে সৌদি আরবে কর্মরত আছেন ২১ লাখ। সৌদি আরবের পর সংযুক্ত আরব আমিরাত হচ্ছে বাংলাদেশীদের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম চাকরির বাজার। ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৬ লাখ বাংলাদেশী সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছেন। ২০১২ সালের শেষদিকে বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করে আমিরাত সরকার। কাতারে বর্তমানে প্রায় চার লাখ বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মরত আছেন। ইরাক ২০০৯ সাল থেকে গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ৭৫ হাজার ৭৪৮ জন বাংলাদেশী কাজের জন্য গেছেন। গত বছর জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ইরাকে মোট কর্মী গেছেন ৯ হাজার ২৬৬ জন। আগস্টের পর থেকে দেশটিতে জনশক্তি রফতানি বন্ধ রয়েছে।

The Daily Star
DHAKA SUNDAY JANUARY 12, 2020,

Bangladesh must comply with ILO standards for GSP Plus

EU ambassador says

STAR BUSINESS REPORT

The European Union wants a guarantee from Bangladesh that its factories would ensure fair practice and comply with the International Labour Organisation standards if the country wants to enjoy continued trade privilege from the bloc following graduation to the developing country bracket.

"We have to make sure that all these [goods] are ILO-compliant and of course, compliant with our own standards," said Rensje Teerink, the EU ambassador to Bangladesh, at a discussion on "EU and the contemporary global scenario: a reflection for the future" at the Six Seasons Hotel in Dhaka.

Bangladesh is set to lose its current trade privilege of zero-duty export benefit under the EU's Everything but Arms (EBA) scheme when the country makes the transition in 2024.

As the EU will give three years to Bangladesh as a grace period to ensure a smooth transition, the country will finally lose the Generalised Scheme of Preferences (GSP) in 2027.

Once the country loses the preferential treatment, Bangladesh will have to face nearly 12.50 percent duty on exports to the EU as a developing country.

But Bangladesh can continue to export duty-free if it can manage EU's GSP Plus status by meeting some conditions such as core conventions of the United Nations, including practising good governance, following international standards on labour rights and human rights and ensuring protection of environment.

"The goods need to be produced following the sustainability of environment, labour rights and human rights," Teerink said.

The EU is evaluating the practices of Bangladesh about the core conventions and this will determine whether the GSP Plus status will be granted or not after the formal graduation.

Mission: EU's GSP+

- Bangladesh will graduate from LDC in 2024
- EU to give 3 years' grace period for preparation
- Bangladesh utilises EBA facility the most out of 45 LDCs
- Bangladesh's GSP+ status being evaluated
- If GSP+ not given exports will face 12.50pc duty
- $19.32 billion of garment shipments to EU in 2018
- Second biggest apparel supplier to EU

Currently, eight countries enjoy the GSP Plus benefit. The countries are Armenia, Bolivia, Cape Verde, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, the Philippines and Sri Lanka, according to the EU website. The Rana Plaza tragedy back in 2013 opened the eyes of the European consumers and called for some correction plans, which must be done, Teerink said.

"This is why the Accord, the Alliance and the Sustainability Compact were created."

So far, Bangladesh has put in place a number of commendable changes on workplace safety in the garment sector.

"Despite the commendable changes, more progress is needed in the sector," Teerink added.

The EU is working on the EBA scheme, which offers duty-free trade privilege to 45 least-developed countries, including Bangladesh.

"The EBA has really helped Bangladesh from the very beginning of the scheme. It is a major instrument that really helped Bangladesh more than the bilateral aid."

Among the LDCs, Bangladesh is the highest beneficiary of the EU's trade privilege, particularly because of higher garment export to the bloc.

In 2018, Bangladesh exported $19.32 billion worth of garment items to the EU, up 11.17 percent year-on-year, making it the second largest apparel exporter to the bloc.

"There is no other organisation like the EU that can help Bangladesh in such a big way," she said, adding that that does not come without strings attached.

Bangladesh must comply with ILO standards for GSP Plus

FROM PAGE B1

This becomes even more important for Bangladesh as the country is under the scrutiny of the EU, the diplomat said.

So far, Bangladesh has responded very well to the EU's call on compliance, she said.

A high-powered delegation from the EU will visit Bangladesh in March.

Bangladesh will have to change its business model with the EU because of the change of consumer behaviour in Europe, according to the EU diplomat.

While delivering the keynote speech, Danilo Turk, a former president of Slovenia, suggested Bangladesh establish a warm relationship with the UK apart from the EU, so that the privileges are retained even after changes like Brexit and the LDC graduation.

Usually, the UK plays a vital role in mending the EU-Bangladesh relations in case of any problem because of their historic ties.

However, after Brexit the UK might not play the same role in the EU for Bangladesh.

So, Bangladesh needs to strengthen the relationship with the EU Commission, Turk said.

"Textile and garment industries are not any permanent industries for any country. So, Bangladesh needs to diversify its export products," he added.

The Cosmos Foundation organised the symposium where diplomats from home and abroad, government high-ups, researchers and international relations experts also spoke.

Iftekhar Ahmed Chowdhury, principal research fellow at the Institute of South Asian Studies at the National University of Singapore, moderated the event.

The Financial Express
Sunday | January 12, 2020

Jute, jute goods export grows 21.55pc in July-Dec

The export of jute and jute-made goods witnessed a healthy growth of 21.55 per cent in the first half (July-December) period of the current financial year (2019-20) fetching $511.73 million higher than the strategic export target of $400.72 million for the period, reports BSS.

The export earnings from jute and jute-made goods during the July-December period of the last financial year (FY19) were $421.02 million, according to the latest statistics from the Export Promotion Bureau (EPB).

The EPB data revealed that the export of raw jute during this first half of current fiscal year totaled $88.62 million followed by jute yarn and twine $314.68 million, jute sacks and bags $58.77 million, man-made filaments and staple fibres $61.13 million and others $49.66 million.

The export target of jute and jute-made goods in the current fiscal year has been set at $824 million.

Talking to the news agency, Textiles and Jute Secretary Lokman Hossain Mia said the demand of jute-made goods is growing among the people of Europe and other Western countries since they became much more aware in using natural fibre.

"Considering this demand, Bangladesh is producing newer jute products with different dimensions side by side steps have been taken to make

effective branding of local jute products in international market. For this, the export and jute-made goods is gradually increasing," he mentioned.

The secretary of the ministry informed that for ensuring product diversification, modern machinery and equipment are being added to the state-owned jute mills while cash incentives and policy support are also being provided to the private sector entrepreneurs for ensuring product diversification.

Talking to BSS, an entrepreneur in the jute sector and also the managing director of Creation Private Limited M Rashidul Karim Munna said that the demand of diversified jute products is increasing in the global market for which the export of jute and jute-made goods is also increasing.

"Multiple products are being produced now-a-days' in the jute sector through research and those are exported abroad. But, the price of jute-made goods is not increasing in the international market although the production cost has risen which has also reduced the rate of profit," he said.

Munna said a scope of boosting huge local and international market of jute-made goods has been created considering the growing demand as well as widespread use of shopping and food-grade bags, composite, geo-textile, pulp and paper.

According to EPB, Bangladesh is now exporting jute and jute-made goods to a number of countries, including Afghanistan, Algeria, Austria, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, Canada, Chili, China, Congo, Costa Rica, Egypt, Italy, Indonesia, Ethiopia, Gambia, Germany, Haiti, India, Ireland, Iran, Japan, Jordan, Korea, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, Myanmar, the Netherlands, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sudan, South Africa, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkey, the USA, the UK, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam.

There are some 22 state-owned jute mills and some 200 private sector jute mills in the country.

NEW AGE
SUNDAY, JANUARY 12, 2020,

RMG backward linkage needs foreign investment: BGMEA chief

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

BANGLADESH Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) president Rubana Huq on Saturday said that foreign investment was needed for the development of backward linkage sector of the country's readymade garment (RMG) industry.

'Businessmen would have to leave this (RMG) sector if its global competitiveness is not strengthened,' she said while addressing a seminar in the capital.

Mentioning that Bangladesh has already started losing the denim market to Pakistan, the BGMEA president said, 'We have to develop RMG's backward linkage to strengthen our footprint in this sector and that is why foreign investment is needed.'

Rubana also laid emphasis on strengthening economic diplomacy to enter new markets.

The Entrepreneurs Club of the Dhaka School of Economics (DScE) organised the seminar titled 'State of economy in the era of fourth industrial revolution: perspective Bangladesh' on the DScE campus.

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) chairman Qazi Kholiquzzaman Ahmad gave welcome speech while course coordinator of DScE's Entrepreneurship Economics professor Muhammad Mahmoob Ali chaired the seminar.

Bangladesh Bank's former executive director KM Jamsed Uz Zaman said that nonperforming loans (NPLs) were increasing due to the high interest rate of banks and the interest rate could not be cut down for the inefficiency of the banks.

He also questioned the activities of the associations of bank owners and bank executives.

Muhammad Mahmoob Ali said that foreign investment had to be brought to the country but the government should highlight specific directives regarding how the investors could take the profits to their countries.

Rupali Bank's former chairman Ahmed Al Kabir, former senior official at United Nations Saidur Rahman, dean of university of Liberal Arts professor Md Abdul Mottalib and DScE's assistant professors Rehana Parveen and Sarah Tasneem, among others, also spoke.

Monday, January 13, 2020
www.thefinancialexpress.com

BSCIC to set up three leather goods industrial parks

Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) has taken an initiative to set up three footwear and leather goods industrial parks in the country to meet the local demand for footwear and leather goods as well as to boost export earnings.

These three footwear and leather goods industrial parks will be set up at Puthia in Rajshahi, adjacent area of Savar tannery industrial estate and Mirersarai Industrial Park in Chattogram, reports BSS.

The authorities of BSCIC have expressed the optimism to making the three proposed industrial parks suitable for investments within the next three to four years with industries like footwear and leather goods especially handbags, belts, and wallets.

Talking to BSS, BSCIC Chairman Md Mustaq Hasan said: "There is a huge demand for footwear and leather goods in our country and a big chunk of these goods are being directly imported from China. We've taken this initiative to set up the three industrial parks on footwear and leather goods considering to meet the local demand as well as to boost the export earnings."

He informed that the BSCIC has already earmarked some 100 acres of land at Puthia in Rajshahi and some 200 acres of land adjacent to the Savar industrial estate for this purpose.

Besides, a proposal has been sent to the Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) for allocating some 322 acres of land. The BSCIC has received consent for allocation of some 100 acres of land there.

The BSCIC chairman said that there would be no need for new tannery industrial estates in the country since it does not need so much time for processing the raw hides in the country.

He said usually the necessity of tanneries is felt for three months after the holy Eid-ul-Azha for which the tannery industrial estate in Savar is sufficient enough.

"That is why we've taken initiative to set up industrial estates instead of tanneries. We're hopeful that the leather goods industrial parks at Rajshahi and Savar will be ready fully within the next three years. But, the leather goods industrial park at Mirersarai may take another four years time," he added.

Mr. Mustaq said each of the industrial parks will be environment-friendly, having competitive edge and with international standard where there will be facilities for training institute, CETP and other facilities.

He also expressed the hope that once this footwear and leather goods industrial parks are set up, there will be huge employment opportunities while the image of the country's leather industries would be further brightened before the big retailers of the world.

According to the Export Promotion Bureau (EPB), leather and leather goods is the second biggest export earning sector of Bangladesh as it accounts for 4.0 per cent of the overall export earnings while some 0.6 million people are directly involved in this sector.

প্রথম আলো • সোমবার, ১৩ জানুয়ারি ২০২০

বিজিএমইএ

পোশাক খাতের সুরক্ষায় বিশেষ টাস্কফোর্স দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের সুরক্ষা, বিকাশ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠনের দাবি করেছে পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। একই সঙ্গে পোশাক রপ্তানিতে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজনে ডলারপ্রতি অতিরিক্ত ৫ টাকা প্রদান, রুগ্‌ণ পোশাক কারখানার ঋণ হিসাব অবসায়নসহ কয়েকটি দাবি করেছে সংগঠনটি।

গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউসের কাছে লিখিত আকারে দাবিগুলো উপস্থাপন করেছেন বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক। এতে বলা হয়েছে, তৈরি পোশাক রপ্তানি ক্রমাগত কমছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে পোশাক রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে ৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ১১ দশমিক ৯০ শতাংশ। একই সময়ে বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ। আর পাকিস্তানে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ। তাই পোশাকশিল্পের ধারাবাহিকতা বজায় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুরক্ষার জন্য কিছু আশু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে দাবি করেছে বিজিএমইএ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স গঠনের অনুরোধ করেছে বিজিএমইএ। তারা বলেছে, পোশাক খাতের সুরক্ষা, বিকাশ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে জরুরি এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিতে হবে। সেসব বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতাও দূর করা দরকার। সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বাণিজ্য, শ্রম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর প্রতিনিধি নিয়ে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। এই কমিটির মাধ্যমে পোশাক খাতের সমসাময়িক বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক আলোচনা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

পোশাক খাতের সুরক্ষার রপ্তানিতে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজনে ডলারপ্রতি অতিরিক্ত ৫ টাকা বিনিময় হার দেওয়ার দাবি করেছে বিজিএমইএ। ডলারের বিশেষ হার দিতে বছরে প্রায় ৩ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া পোশাক রপ্তানিতে উৎসে কর দশমিক ২৫ শতাংশ হ্রাস করার প্রজ্ঞাপনটি গত ১ জুলাই থেকে কার্যকর করার দাবি করেছে সংগঠনটি। তারা বলছে, উৎসে কর হ্রাস করার জন্য জারি করা এসআরওতে সময় উল্লেখ করা হয়নি। ফলে রপ্তানিকারকেরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে উৎসে করের এসআরওটি সংশ্লিষ্ট বছরের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছিল।

এদিকে গত অক্টোবরে পোশাকশিল্পের বর্তমান অবস্থা অবহিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে ১৪ দফা দাবি জানিয়েছিল বিজিএমইএ। সেখানে তারা বলেছিল, কাঁচামাল আমদানির ব্যয় বাদ দিয়ে পোশাক রপ্তানি আয়ের যে অংশ দেশে থাকবে, তার ওপর অর্থাৎ প্রতি ডলারে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দেওয়া হোক। কাঁচামালের আমদানি খরচ বাদ দিয়ে মোট পোশাক রপ্তানির প্রায় ২৫ শতাংশ দেশে আসে। সেই হিসাবে ২ শতাংশ প্রণোদনা দিতে হলে সরকারের বাড়তি ১ হাজার ৮৪৩ কোটি টাকা লাগবে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে পোশাকশিল্পের যেসব উদ্যোক্তা অনিচ্ছাকৃত খেলাপি, তাঁদের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্টে ঋণের মেয়াদ দ্বিগুণ করা, ২ শতাংশ স্ট্যাম্প কর সম্পূর্ণ মওকুফ, ব্যাংকঋণের সুদের হার এক অঙ্কের ঘরে নিয়ে আসাসহ আরও কিছু দাবি জানিয়েছিল সংগঠনটি।

The Daily Star
DHAKA MONDAY JANUARY 13, 2020.

Tannery estate needs quick upgrade for better leather prices

A top exporter says at IFC report launching

COLLECTED

Mashiur Rahman, adviser to the prime minister on economic affairs, poses at the launch of a report styled "Building Competitive Sectors for Export Diversification: Opportunities and Policy Priorities for Bangladesh", published by the IFC, at the Amari Hotel in Dhaka yesterday.

STAR BUSINESS REPORT

The government should facilitate quick installation of the central effluent treatment plant at the Savar Tannery Industrial Estate to ensure better prices for Bangladeshi leather and leather goods, a top exporter said yesterday.

Local leather and leather goods exporters receive nearly 40 percent lower prices than their foreign peers, as they do not have the Leather Working Group (LWG) certification, a vital accreditation needed to receive fair prices from buyers.

Only three local leather and leather goods companies have the certification at the moment and they are helping the sector grow gradually.

Tannery estate needs quick upgrade for better

FROM PAGE B1

"If all the 155 tanneries, housed at the leather industrial park in Savar, can obtain the certification, they will be able to receive proper prices from international buyers," said Saiful Islam, president of the Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh.

He spoke at the launch of a report styled "Building Competitive Sectors for Export Diversification: Opportunities and Policy Priorities for Bangladesh", published by the International Finance Corporation (IFC), the private sector lending arm of the World Bank Group.

The event took place at the Amari Hotel in Dhaka.

The CETP is not fully functional yet to get the LWG certification. As a result, local leather and leather goods manufacturers have to sell goods to some limited non-compliant Chinese manufacturers at cheaper rates.

"So, the target to export $5 billion worth of leather and leather goods by 2021 might not be possible," Islam said.

Currently, the sector is the second largest foreign currency earner after ready-made garment. It fetched $1.02 billion in exports in the last fiscal year.

"We must do something for value-addition. Bangladesh has comparative advantage as the leather and leather goods sector has its own raw materials," Islam said.

Bangladesh's competitors such as Vietnam, Indonesia and Cambodia have the advantages of diversified products, the entrepreneur added.

KEY POINTS

- Leather goods exporters get 40pc less price from buyers for poor compliance
- Only three leather goods companies have LWG certifications
- Given the current scenario, the export target of $5b by 2021 seems unattainable
- Lack of funds stalls innovation
- Plastic goods have huge export potential
- Some $600m worth of plastic goods exported a year

Islam called for special allocation for product and market diversification and innovation, as the private sector has hardly had any innovation recently because of higher cost of funds. Cement, steel and pharmaceutical exports should be boosted to diversify the export basket because they have the capability to earn a lot if facilitated properly, said MA Razzaque, research director at the Policy Research Institute of Bangladesh (PRI).

Higher demand for some goods in the local market can also draw higher investment and higher export, he said.

For instance, per capita consumption of plastics in Bangladesh is five kg against the Asian average of 36kg. Domestic demand can help expand the market and ultimately boost exports, Razzaque also said.

Some $600 million worth of plastic goods are exported from Bangladesh every year mainly as dimmed export items like hanger. Plastics has good potential at both home and abroad, he said.

To the researcher, it does not make any sense why the government does not allow bonded warehouse facility to the companies that manufacture products both for local and international markets.

"This is really a challenge for some sectors," he added.

The government is working to develop particular products in the areas of leather and leather goods, plastic, footwear and light engineering under a special scheme so that the goods can be exported in the near future, Commerce Secretary Mohammad Jafar Uddin said.

As part of an initiative to diversify markets, Bangladesh is trying to grab more market shares in Latin American countries like Brazil, Mexico and Argentina.

Moreover, Bangladesh has targeted the central Asian countries for market diversification, apart from traditional markets, namely the EU, the US and Canada, he said.

"However, Bangladesh will need to diversify skills along with market and product diversification," he said.

প্রথম আলো • সোমবার, ১৩ জানুয়ারি ২০২০,

দুঃস্বপ্ন কাটলেও শঙ্কা আছে

পাট ও পাটজাত পণ্য

চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সাড়ে ২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। যদিও সামগ্রিকভাবে রপ্তানি কমছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

দেশের শীর্ষ পাঁচ রপ্তানি পণ্যের মধ্যে পাট ও পাটজাত পণ্যের জন্য বিগত অর্থবছরটি দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে। ওই বছরে সামগ্রিকভাবে পণ্য রপ্তানিতে সাড়ে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছিল ২০ শতাংশের বেশি। সেই দুঃস্বপ্ন যেন কাটতে শুরু করেছে। কারণ, রপ্তানি বাড়তে শুরু করেছে। তবে পাটের স্বল্পতা থাকায় অর্থবছরের শেষ দিকে আবার রপ্তানি কমে যাওয়ার শঙ্কাও রয়েছে।

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস (জুলাই-ডিসেম্বর) মোট ৫১ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই আয় ৪০ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৭ শতাংশ এবং আগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২১ দশমিক ৫৫ শতাংশ বেশি। ওই অর্থবছর মোট ৮১ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল, যা তার আগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চেয়ে ২০ দশমিক ৪১ শতাংশ কম।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এমন তথ্যই জানিয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে কাঁচা পাটের রপ্তানি বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। পরের অবস্থানে আছে পাটের সুতা ও বস্তা। এর মধ্যে পাটসুতায় রপ্তানি আয় সবচেয়ে বেশি। আলোচ্য সময়ে ৮ কোটি ৮৬ লাখ ডলারের কাঁচা পাট রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৫ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া ৩১ কোটি ডলারের পাটসুতা রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ২২ শতাংশ। আর বিভিন্ন ধরনের পাটের ব্যাগ রপ্তানি হয়েছে ৫ কোটি ৮৭ লাখ ডলারের, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৯ শতাংশ বেশি।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএমএ) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারি গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, বন্যার কারণে গত মৌসুমে পাটের ফলন ভালো হয়নি। উন্নত মানের পাটের উৎপাদন কম হয়েছে। সে জন্য কাঁচা পাটের দাম বাড়তি। তাই পাট ও পাটপণ্য রপ্তানিতে ক্রেতাদের কাছ থেকে বাড়তি দাম মিলেছে। পরিমাণ না বাড়লেও দামের জন্যই রপ্তানি আয় বেড়েছে। তিনি বলেন, গত বছর রপ্তানি কমে যাওয়ায় চলতি অর্থবছর প্রবৃদ্ধি সাড়ে ২১ শতাংশ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পাটের রপ্তানি তিন বছর আগের জায়গাতেই আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশি পাটসুতার বড় ক্রেতা তুরস্ক। দেশটির উদ্যোক্তারা সেই পাটসুতা দিয়ে কার্পেট তৈরি করে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশ থেকে তুরস্ক ১৩ কোটি ডলারের পাটসুতা নিয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৬১ লাখ ডলারের পাটসুতা ও ১ কোটি ১৬ লাখ ডলারের কাঁচা পাট নিয়েছে চীন। একই সময়ে ভারত ২ কোটি ৮৫ লাখ ডলারের পাটসুতা ও ৩ কোটি ৮১ লাখ ডলারের কাঁচা পাট বাংলাদেশ থেকে আমদানি করেছে। এ ছাড়া পাকিস্তান আমদানি করেছে ১ কোটি ৬০ লাখ ডলারের কাঁচা পাট।

দেশের একাধিক পাটকলের মালিকেরা জানান, ফলন কম হওয়ায় বর্তমানে ভালো মানের পাটের মণ আড়াই হাজার টাকায় উঠেছে। কিছুটা নিম্নমানের পাটের মণ ২ হাজার ২০০ টাকা। তারপরও চাহিদা অনুযায়ী পাট মিলছে না। আড়তদারেরা বাড়তি দামের আশায় পাট মজুত করে রাখছেন।

সামনের মাসগুলোতে কাঁচা পাটের দাম আরও বাড়বে। তবে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ না পেলে রপ্তানি কমে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারি। তিনি আরও বলেন, 'তুলনামূলক নিম্নমানের কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ করা দরকার। বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা কমলেও বহুমুখী পাটপণ্যের রপ্তানি বাড়ছে। ভারত বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। আমাদেরও সেদিকে নজর দেওয়া দরকার।'

বিশ্বের ৩৯টি দেশে বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানি করে ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাশেদুল করিম মুন্না *প্রথম আলোকে* বলেন, বহুমুখী পাটপণ্যের রপ্তানি বাড়ছে। তবে কাঁচামালের সীমাবদ্ধতার কারণে সম্ভাবনা হাতছাড়া হচ্ছে। ভারতের বহুমুখী পাটপণ্যের দাম বাংলাদেশের চেয়ে ২০-২৫ শতাংশ কম। ফলে তাদের কাছে প্রচুর ক্রয়াদেশ। বাংলাদেশ থেকে পাটের সুতা নিয়ে পণ্য তৈরি করে তারা রপ্তানি করছে। চীনের ব্যবসায়ীরাও একই কাজ করছেন। বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত মানের কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেন এই ব্যবসায়ী।

রপ্তানির চিত্র

অর্থবছর	রপ্তানির পরিমাণ (কোটি ডলার)	প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)
২০১৬-১৭	৯৬.২৪	৪.৬৬%
২০১৭-১৮	১০২.৫৫	৬.৫৬%
২০১৮-১৯	৮১.৬২	-২০.৪১%
২০১৯-২০*	৫১.১১	২১.৫৫%

(* জুলাই-ডিসেম্বর)

www.thefinancialexpress.com, Tuesday, January 14, 2020

NBR allows EZ factories to import spare parts duty-free

FE REPORT

The National Board of Revenue (NBR) has offered duty-free benefit on import of spare parts by the factories located inside the Economic Zones (EZs) of the country.

The customs wing of the NBR issued a Statutory Regulatory Order (SRO), dated January 9, 2020, by amending the previous one.

Currently, the EZ factories are enjoying the duty-free benefit on import of capital machinery and construction materials under a SRO issued on July 1, 2015.

Officials said the NBR extended the duty benefit in response to proposals by the Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA).

In a letter, the BEZA requested the NBR to offer the benefit for importing spare parts as mentioned in the incentive package for the EZ investors.

Talking to the FE on Monday, BEZA Executive Chairman (secretary) Paban Chowdhury hailed the NBR's order, informing that the incentive package was approved in September 2014 by the finance minister and on February 18 in 2015 by the BEZA governing body, headed by the Prime Minister.

"We had to wait for a long time to get the incentive package approved by the NBR," he said.

He said that the industries located in the export processing zones under the Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) also get exemption from payment of customs duty, regulatory duty, supplementary duty and value-added tax on import of spare parts along with capital machinery.

The private EPZs also enjoy the same benefit, but the BEZA investors were not eligible for it, he added.

"It is high time to extend support for the apparel and leather sectors so that they can stay competitive in the international market," he added.

In 2015, the NBR waived all duties and taxes on import of capital machinery and construction materials by EZ industries, tagging some conditions that included mandatory registration of EZ factories with the value-added tax authority and obtaining BEZA approval and certification of the import list of machinery and construction materials.

However, some construction materials which are available in local market, including MS rod/bar, cement, pre-fabricated building, iron and steel sheet, are not eligible for the waiver.

doulot_akter@yahoo.com

EDITORIAL The Financial Express Wednesday | January 15, 2020 Page

Strategising workers' migration

The authorities should go for a comprehensive policy to create a required skilled workforce to stay competitive in overseas job markets, envisaging also under its framework streamlined recruitment, migration cost, job related welfare issues etc., writes Wasi Ahmed

THE past year experienced a rough patch for overseas jobseekers with job markets either shrinking or getting largely shut in some countries. This was accompanied with problems like harassment of migrant workers in host countries, deceitful practices by local manpower agents, imprisonment of undocumented and visa-expired workers, deportation of a large number of them, and last but not least, criminal maltreatment of female workers in some Middle Eastern countries.

A FE report some days ago presented a picture of the state of things. Referring to the host countries' policies restricting foreign workers' employments that dampened the prospect for overseas jobs, the report mentioned that between January and November last year, the number of overseas employments declined to 604,060 from 684,962 compared to the same period of 2018. About 89 per cent workers migrated to the Arab and Gulf countries while 11 per cent to other countries. The outflow of workers was higher in 2017 when it was 1.0 million. Saudi Arabia, which is the largest destination for Bangladeshi workers, slapped a ban on recruiting foreign workers in 42 trades, which has significantly shrunk the scope for jobs there. Because of the ban, a large number of Bangladeshi workers who went there with so-called free visas faced difficulties in getting jobs. Many of them were deported. A total of 55,335 Bangladeshis were deported on various grounds, including expiry of visas, during the January-November period. Of them, 24,281 workers, including women, returned home from Saudi Arabia alone, almost double the total number of deportees.

A study titled 'Labour Migration Trend Report-2019' released recently by the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) said overseas jobs for Bangladeshi workers in 2019 is estimated to fall 10 per cent from that of the previous year. The amount of inward remittance, however, is expected to rise by about 17.05 per cent over the last year to reach US$ 18.19 billion. The study said inward remittance during the year increased mainly due to the cash incentives provided by the government to encourage migrant workers to send money through formal channels. The study mentioned that overseas jobs for Bangladeshi workers shrank mainly due to the closure of Malaysian labour market.

Government incentive for channeling money through official procedure is not the lone factor for the surge in remittance. Weakening of the taka, too, is a factor to keep in mind. Still, it seems as though we are content to see the money, as some media reports tend to make us convinced that things are not bad - so long money keeps flowing and increasing.

In reality, as the FE report mentioned above says, there is very little in sight on the manpower export front to inspire hope. The figures of inward remittance appear as regular news stories in the print media, obviously because of its very high stake in the economy since decades. The economic implications of remittance, besides catering to the dire needs of a large segment of the population, are many and diverse, and should in all fairness be looked at positively.

Many conscious citizens are quick to conclude that it is predominantly the government agencies' failure to take an objective and comprehensive view of workers' migration that has turned things from bad to worse, lately. As a result, botched up moves, mostly half-hearted and indecisive, have done more harm than good for the migrant workers. The migration of women workers may be seen as a case in point. One has reasons to doubt there was any well thought-out plan or homework on the part of the government before deciding to send thousands of unskilled rural women to go and work in the Middle Eastern countries. There were reportedly no worthwhile moves to ensure their personal and workplace safety, nor was there any binding agreement with the employers to address the many associated welfare issues. What eventually has been the lot of most of these women is not just undesirable but scary. Many have returned with chilly tales of atrocities.

It is needless to reiterate that negligence has made workers' migration a vortex of unspeakable evil and utter misfortune. The government has failed to rein in the abusive recruitment practices resulting in debt bondage, forced labour and human trafficking by unregulated intermediaries.

Now that overseas employments are shrinking, isn't it time to sit up, mend the previous wrongs and plan things afresh? What is needed most is a well thought-out migration policy. Clearly, sending unskilled workers no longer holds good prospect. And when it comes to catering for semi-skilled and skilled jobs, it is critically important to create demand-based skills and upgrade training in keeping with the market-specific needs.

The authorities should go for a comprehensive policy to create required skilled workforce to stay competitive in overseas job markets, envisaging also its framework streamlined recruitment, migration cost, job related welfare issues etc. Protecting the workers through such a policy would require active involvement of the government in ensuring an overseeing mechanism. More important perhaps is the government's role to see that the job contracts are not violated in the overseas stations, salary and welfare packages are duly honoured by the employers, work permit and appropriate visas are quickly facilitated by the respective authorities of the host governments.

wasiahmed.bd@gmail.com

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ১৫ জানুয়ারি ২০২০।

মধ্যপ্রাচ্যে বাজার সৃষ্টি ও প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

সোমবার রাতের রাষ্ট্রদূত সম্মেলনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব

মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার, দেশীয় পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স প্রেরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতদের বলেন, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে। সোমবার রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন। বার্তা সংস্থা বাসস জানায়, ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। প্রেস সচিব জানান, রাষ্ট্রদূতদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার, বাংলাদেশি পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। শেখ হাসিনা একই সঙ্গে রাষ্ট্রদূতদের প্রতি তাদের কূটনৈতিক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে প্রতিবেশী ও অন্যান্য বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর মধ্যে যে কোনো ভুল বোঝাবুঝির মীমাংসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সে ধরনের পরিস্থিতিতে বৈদেশিক সম্পর্ক জোরদার হবে, তবে তা হতে হবে সংলাপের মাধ্যমে। কাজ করার সময় মনে রাখতে হবে, বিশ্বটাকে এখন 'বৈশ্বিক পল্লী' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেককে একে অপরের সহযোগিতা বাড়ানোর মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জন্য যে পররাষ্ট্রনীতি রেখে গেছেন তার মূল কথা হলো– 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়'। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকেই বাংলাদেশে সর্বাধিক রেমিট্যান্স পাঠানো হয়। অথচ বাংলাদেশি শ্রমিকরা এসব দেশে প্রায়ই প্রতারণার শিকার হয়। তাদের প্রত্যেকেরই নিরাপত্তার জন্য সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। বিদেশে চাকরি প্রার্থী কোনো ব্যক্তি যেন প্রতারণার শিকার না হয় সেজন্য ব্যাপক প্রচারণার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। বিদেশে চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে সরকারি রেটের বাইরে অন্য যে কোনো প্রকার চার্জ গ্রহণ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যাপকভাবে অবদান রেখে যাচ্ছেন। সরকার তাদের কল্যাণে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রবাসীরা বাণিজ্যের জন্যও সেখান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।' তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতিকে এক সময় বিদেশি দাতাদের ঋণের ওপর নির্ভর করতে হতো। এ অবস্থা থেকে অর্থনীতিকে নতুন মর্যাদায় উন্নীত করতে দেশের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকার এখন ব্লু ইকোনমি নিয়ে কাজ করছে। শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ আগের অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে, এখন আমরা কোনো দাতাকে ডাকি না, বরং আমরা 'উন্নয়ন অংশীদার' চাই। দরিদ্র কমে ইতিমধ্যেই ২০ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। এই দারিদ্র্যের হার আরও তিন শতাংশ কমাতে তার সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের সুযোগ পাওয়া আমাদের জন্য একটি বিশাল সৌভাগ্যের বিষয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশে অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতরা কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। মধ্যপ্রাচ্যের নয়টি দেশে বাংলাদেশের নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন– গোলাম মসিহ (সৌদি আরব), মোহাম্মদ ইমরান (ইউএই), মেজর জেনারেল (অব.) কে এম মমিনুর রহমান (বাহরাইন), এ এফ এম গাউসুল আজম সরকার (ইরান), এ এম এম ফরহাদ (ইরাক), এস এম আবুল কালাম (কুয়েত), আবদুল মোত্তালেব সরকার (লেবানন), মো. গোলাম সারোয়ার (ওমান) এবং আসুদ আহমেদ (কাতার)। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এবং পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরেছেন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিন দিনের সরকারি সফর শেষে গত রাতে ফিরেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট রাত ১২টা ৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ১ মাঘ ১৪২
১৫ জানুয়ারি ২০২০

আটকে গেল ১৮ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আপাতত আটকে গেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ ১৮ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ।

আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি এই শিক্ষকদের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত নীতিমালা অনুসারে নিয়োগ না দেওয়ার প্রশ্নে দায়েরকৃত রিটের ওপর রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। রুলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ঘোষিত চূড়ান্ত ফল কেন অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা, ২০১৩ অনুসরণ করে নতুন ফল কেন ঘোষণা করা হবে না রুলে তাও জানতে চেয়েছে আদালত। ১০ দিনের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার এই আদেশ দেয়। আদালতে আবেদনের পক্ষে আইনজীবী মো. কামাল হোসেন ও লোমাট আরা চৌধুরী এবং রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত তালুকদার শুনানি করেন। শুনানিকালে রিটকারী আইনজীবী মো. কামাল হোসেন বলেন, নিয়োগসংক্রান্ত নীতিমালায় স্পষ্ট করে কোটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোটা অনুসরণ না করেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যা আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত। জবাবে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত তালুকদার বলেন, কোটায় যোগ্যপ্রার্থী না পাওয়ায় মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। এ পর্যায়ে আদালত বলেন, লক্ষ লক্ষ প্রার্থী আবেদন করেছে। এর মধ্যে যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে আদালতকে বলছেন। তাহলে এ বিষয়টি লিখিতভাবে জানান। এরপরই আদালত রুল জারির আদেশ দেয়।

গত বছরের ৩০ জুলাই সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকার। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর সারাদেশ থেকে ২৪ লাখ প্রার্থী চাকরির জন্য আবেদন করেন। চার ধাপে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ফল প্রকাশ করা হয়। এতে ৫৫ হাজার ২৯৫ জন পাশ করেন।

গত ৬ অক্টোবর থেকে মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়। এ পরীক্ষায় ৬১ জেলায় ১৮ হাজার ১৪৭ জন নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন। এর মধ্যে নারী ৮ হাজার ৫৭০ এবং পুরুষ ৯ হাজার ৫৭৭ জন। ভোলা জেলা থেকে নির্বাচিত হন ৩৪৪ জন। তাদের মধ্যে ১১৭ জন মহিলা। কিন্তু নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালায় উল্লেখিত কোটা অনুসরণ না করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন ভোলার শারমিন আক্তার সূর্য, শামীমা সুলতানাসহ ১৬ জন প্রার্থী।

রিটে বলা হয়, ঐ নিয়োগ বিধিমালার ৭ ধারায় বলা হয়েছে, এই বিধিমালার অধীন সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের ৬০ শতাংশ মহিলা প্রার্থী কর্তৃক পূরণ করতে হবে। ২০ শতাংশ পোষ্য কোটা এবং ২০ শতাংশ পুরুষ প্রার্থী দ্বারা পূরণ করতে হবে। কিন্তু উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৬০ শতাংশের স্থলে নিয়োগের জন্য ৪৭ শতাংশ নারী চূড়ান্ত হন। অন্যদিকে ৫৩ শতাংশ পুরুষ প্রার্থী। রিটকারী আইনজীবী বলছেন, এটা পুরোপুরি কোটার লঙ্ঘন।

আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি নতুন শিক্ষকদের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগদান করতে বলা হয়েছে। ১৭ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি তাদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হবে। আর ১৯ ফেব্রুয়ারি নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের পদায়নের আদেশ জারি হবে। রিটকারী আইনজীবী বলেন, রুল বিচারাধীন থাকাবস্থায় যদি নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২০।

সিলেটে তিন বছরে ৭৪ পাথর শ্রমিকের মৃত্যু

সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহার ব্যতীত পাথর উত্তোলন বন্ধ করুন

সিলেটের কোয়ারিগুলো মৃত্যুকূপে পরিণত হওয়ার খবর নতুন নয়, সেখানে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনকালে টিলা ধসে কিংবা গর্তের পাড়ের মাটি ও পাথরচাপায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। গতকাল বণিক বার্তায় প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিলেটে গত তিন বছরে ৭৪ পাথর শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বেআইনিভাবে পাথর উত্তোলনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই এসব বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটছে—এমন অভিযোগ নানা মহলের। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গত বছরের মাঝামাঝি থেকে বেআইনিভাবে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। টাস্কফোর্সের অভিযানে ধ্বংস করা হয় অসংখ্য বোমা মেশিন। এ অবস্থায় পাথরখেকো চক্র দিনের বেলা নীরব থাকলেও রাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সন্দেহ নেই, যদি সঠিকভাবে এসব ব্যাপারে নজরদারি করা যেত, তবে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না। যারা পাথর কোয়ারিতে শ্রমিকের কাজ করেন, তারা সবাই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাই বলে তাদের এভাবে করুণ মৃত্যু হোক, সেটা কোনো বিবেকবান মানুষ চান না। মানুষ অভাবের যন্ত্রণায় পাথর শ্রমিকের কাজ করতে যান। কীভাবে পাথর উত্তোলন করতে হয়, কীভাবে চোরাবালি তৈরি হয়, বিপদের সময় কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয়, এসব বিষয়ে শ্রমিকদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিলে এত মানুষের মৃত্যু হতো না। শুধু তা-ই নয়, কোনো ধরনের সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহার না করায় শ্বাসকষ্টসহ দীর্ঘমেয়াদি নানা স্বাস্থ্য সমস্যায়ও ভুগছেন পাথর শ্রমিকরা। এক্ষেত্রে দ্রুত সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ এবং সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হোক। যেসব মালিক এসব মানবেন না, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

দেশের কোনো খনিতে কাজ করতে হলে প্রয়োজন হয় দক্ষ শ্রমিকের। তাদের দেয়া হয় প্রশিক্ষণ, তবেই তারা কাজ করার অনুমতি পান। কিন্তু এখানে হচ্ছে সব উল্টো। জাফলং, বিছনাকান্দি, ভোলাগঞ্জ, শাহ আরফিন টিলাসহ আরো অনেক স্থানে গেলে দেখা যায় পাথর ভাঙার শত শত ক্রাশার মেশিনে বিকট শব্দে পাথর ভাঙা হচ্ছে, বাতাসে মিশে সেইসব ধূলিকণা আশপাশের মানুষের চরম ক্ষতি করছে। সেই সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। যখন পত্রপত্রিকায় খবর ও ছবি ছাপা হয়, টেলিভিশনে সচিত্র প্রতিবেদন দেখানো হয়, তখন প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পরিবেশ অধিদপ্তরের টাস্কফোর্স একটু জেগে ওঠে এবং অভিযান চালিয়ে বোমা মেশিন জব্দ করে নিয়ে আসে। কয়েক দিন পরই দেখা যায় আবারো বোমা মেশিনে পাথর ভাঙা হচ্ছে। আইনকানুন না মেনে ইচ্ছেমতো পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে। প্রতিদিন কত ঘনফুট গর্ত করে পাথর তুলতে পারবে, তার জন্য আইনের ধারা আছে। কিন্তু দেখা যায়, এসব পাথরখেকো মানুষরূপী দানব টাকার দাপটে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের অমানবিক লোভের কারণে গরিব শ্রমিকদের করুণ মৃত্যু ঘটছে।

যখন কোনো পাথর কোয়ারি থেকে পাথর তোলা হয়, তখন উপরের অংশ নরম হয়ে যায়। আর হতভাগ্য প্রশিক্ষণহীন শ্রমিকরা না বুঝে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নেন। পাথরখেকো ব্যবসায়ীদের কারণে কতশত তাজা প্রাণ এভাবে ঝরে যায়। সেই সঙ্গে পরিবার হারায় তাদের প্রিয়জনকে। দুর্ঘটনা ঘটার পর মালিকপক্ষ থেকে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না। অনেক সময় মরদেহ সরিয়ে ফেলা হয়। তাই এখন থেকেই জেলা প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের টাস্কফোর্স, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা ও পরিবেশের কথা চিন্তা করে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ সরকারের আইনের ধারা অনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে। সেই সঙ্গে এসব পাথর ব্যবসায়ীর লাইসেন্স আছে কিনা, প্রতিদিন কত ফুট পাথর তুলবে, শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য কোনো প্রশিক্ষণ আছে কিনা—এসব ব্যাপারে নজরদারি বাড়াতে হবে। কোনো শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে তার পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী আইনকে কাজে লাগিয়ে রক্ষা করতে হবে ১৬ কোটি মানুষের এসব প্রাকৃতিক সম্পদ। রক্ষা করতে হবে পরিবেশ, রক্ষা করতে হবে শ্রমিকদের, যাতে কোনো শ্রমিকের আর অকালমৃত্যু না হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর জাফলং, বিছনাকান্দি, কোম্পানীগঞ্জসহ অন্য সব পাথর কোয়ারি এলাকায় ১৫-৬০ ফুট বর্গমিটার পাথর উত্তোলনসহ পরিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে। অতএব, যারা আইন অমান্য করে পাথর উত্তোলন করে যাচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রমিকদের যথাযথ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসনের তদারকি জোরদার করার পাশাপাশি মালিকদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। অবৈধ ও পরিবেশবিধ্বংসী হয়ে থাকলে পাথর উত্তোলন বন্ধে প্রশাসনের সক্রিয়তা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কেউ অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার বিকল্প নেই।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ১৭, ২০২০

রফতানিতে পোশাক খাতকে ছাড়িয়ে যাবে তথ্যপ্রযুক্তি

—সজীব ওয়াজেদ জয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

দ্রুত সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় দেশের তথ্য ও প্রযুক্তি খাতের রফতানি আয় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পোষাক খাতকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) গতকাল তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। 'বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার প্রযুক্তির মহাসড়ক' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গতকালই প্রথমবারের মতো যাত্রা করল 'ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা'। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এ মেলার আয়োজক।

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-বিষয়ক উপদেষ্টা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান একেএম রহমত উল্লাহ, হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেডের সিইও ঝাং ঝেংজুন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব নূর-উর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, অফিশিয়াল রেকর্ড অনুযায়ী আইটি খাতে বাংলাদেশের রফতানি ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের প্রযুক্তি খাতের রফতানি গার্মেন্ট খাতকে অতিক্রম করবে। অধিকাংশ আইটিসেবা ইন্টারনেটভিত্তিক। ইন্টারনেটের মাধ্যমেই এ খাতে রফতানি হচ্ছে। তাই প্রকৃতপক্ষে কী পরিমাণ রফতানি হচ্ছে, তা জানা সম্ভব নয়।

তিনি আরো বলেন, আমাদের বিশ্বাস, আইটি খাত থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আন-অফিশিয়ালি অন্তত আরো ১০০ থেকে ২০০ কোটি ডলার রফতানি হচ্ছে। কিন্তু তা জানা যাচ্ছে না। তাই আমাদের আইটিসেবা গার্মেন্ট শিল্পের রফতানি আয়কে ছাড়িয়ে যাওয়ার পথেই এগোচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা যখন প্রথম সরকার গঠন করেন, তখন প্রচলিত লাঙল-জোয়ালের একটি দেশকে ডিজিটালরূপে রূপান্তর করার জন্য যেসব বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, আমি আজ তা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে যা যা করা দরকার, তার সবটাই তিনি করছেন। নানা চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে দেশ এখন ডিজিটাল বিপ্লবের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার মতো জায়গায় রয়েছে।

এবারের মেলার উদ্বোধনী পর্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকার জন্য ১৪টি বিভাগে সম্মাননা দেয়া হয়। মেলার তিনদিনে বিভিন্ন বিষয়ে সব মিলিয়ে ১৩টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা ছাড়াও দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা অংশ নিচ্ছেন। মেলায় পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল ফোন প্রযুক্তির (ফাইভজি) বিভিন্ন দিকসহ দেশের ডিজিটাল উন্নয়নের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৪ মাঘ ১৪
১৮ জানুয়ারি ২০২০

শ্রম বাজার

দক্ষ জনশক্তি বাড়াবে রেমিট্যান্স

■ রেজাউল করিম খোকন

রেমিট্যান্স আয় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে গত বেশ অনেক দিন ধরেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা সংকট বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাব সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনি রেমিট্যান্স আয়ের কারণে। সাম্প্রতিক এক বছরে বিদেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২৩ শতাংশ বাড়লেও এ দেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানিতে ভাটার টান সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। হালে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনার কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। এখন প্রবাসীরা ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে পরিবার পরিজনের কাছে টাকা পাঠানোটাকে তুলনামূলকভাবে লাভজনক, ঝুঁকিমুক্ত এবং নিরাপদ মনে করছেন। রেমিট্যান্স প্রবাহে গতি আরো বাড়াতে হলে বিভিন্ন দেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। বিদেশ থেকে অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স আনতে হলে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি পাঠাতে হবে। এমনিতে যেখানে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে আসছে তার ওপর যারা বিদেশে যাচ্ছেন তারা অদক্ষ হওয়ায় তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশ থেকে যাওয়া দক্ষ কর্মীদের চেয়ে অনেক কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, এশিয়ার সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, মালদ্বীপ, হংকং, আফ্রিকা, আমেরিকা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যারা চাকরির জন্য যাচ্ছেন তারা বিশেষ কোনো পেশায় পারদর্শী না হয়ে, কারিগরি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অথবা উন্নত প্রশিক্ষণ না নিয়ে অদক্ষ কর্মী হিসেবে কোনোভাবে সে দেশে পা রাখছেন। উদ্দেশ্য কোনো না কোনোভাবে একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া। কিন্তু এ ধরনের অদক্ষ, কারিগরি জ্ঞান না থাকা, যে দেশে যাচ্ছেন সে দেশের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা না থাকা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো শ্রমবাজারে এক ধরনের ঋণাত্মক প্রভাব ফেলছে।

মন্থরগতিতে হলেও মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ এগোচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে আলোচ্য সূচকে অগ্রগতি আমাদের আশাবাদী করে বৈকি। দিনে দিনে বাংলাদেশ শিক্ষার হার বাড়ছে। এটি ইতিবাচক ব্যাপার সন্দেহ নেই। শিক্ষার লক্ষ্যই হলো মানবসম্পদের উন্নয়ন। মানবসম্পদের উন্নয়ন টেকসই করতে হলে প্রতিটি শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা একান্ত জরুরি।

বাংলাদেশ থেকে যাওয়া কর্মীরা বিদেশে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করেন বটে, কিন্তু কারিগরি শিক্ষা না থাকায় তাদেরকে অদক্ষ, আধাদক্ষ শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারা তাদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার কারণে তাদের স্বল্প বেতনে চাকরি করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এখন সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশে চাকরি নিয়ে যাওয়ার আগে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষালাভের জন্য তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। এজন্য সরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী কারিগরি শিক্ষালাভের জন্য অনেক ইনস্টিটিউট, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান স্বল্প খরচে নানা ধরনের কারিগরি বিষয়ে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ, অভিজ্ঞ, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে চাহিদাসম্পন্ন করে তোলা সম্ভব। দেশেই হোক কিংবা বিদেশেই হোক শ্রমবাজারে নিজেদের দাম বাড়াতে হলে কারিগরি শিক্ষালাভকারী দক্ষ অভিজ্ঞ কর্মীরা বেশ ভালো এবং সুবিধাজনক অবস্থায় থাকেন সব সময়।

ব্যক্তিগত জীবনেও উন্নতির জন্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন একান্ত প্রয়োজন। তবে দক্ষতা রাতারাতি অর্জন করা সম্ভব নয়। মূলত উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। একটি বিষয় সবাইকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে যে, আমাদের যে বিপুল জনসংখ্যা তাকে জনশক্তি বা জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে না পারলে, জনসংখ্যার বিরাট বোঝার চাপে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামো নানাভাবে বিপর্যস্ত হবে। দেশকে সমৃদ্ধ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে হলে জনসংখ্যার বিরাট বোঝাকে অভিশাপ মনে না করে আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-তরুনীরাই আমাদের অর্থনীতির চেহারাটা আরো বদলে দিতে পারে। দেশে-বিদেশে ভালো বেতনে দক্ষ কর্মী বিবেচনায় চাকরি পেতে তাদের তেমন বেগ পেতে হয় না। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে উচ্চ পারিশ্রমিকে কর্মী হিসেবে তুলে ধরার মাধ্যমে প্রবাসী রেমিট্যান্স ধারায় আরো বিপুল জোয়ার সৃষ্টি করা যায়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার
১৮ জানুয়ারি ২০২০

চা উৎপাদনে ভাঙল ১৬৫ বছরের রেকর্ড

শাহ্ দিদার আলম নবেল, সিলেট

উৎপাদনের সব রেকর্ডকে পেছনে ফেলল বাংলাদেশের চা। দেশের অন্যতম বৃহৎ এ শিল্পে এ বছর হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন; যার মধ্যদিয়ে পেছনে পড়েছে ১৬৫ বছরের রেকর্ড। সদ্য গত হওয়া বছরে (২০১৯) দেশে চায়ের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ কোটি কেজি। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে উৎপাদন হয়েছে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি কেজি চা-পাতা। দেশে চা শিল্পের ইতিহাসে এর আগে কখনোই এত পরিমাণ চায়ের উৎপাদন হয়নি। উৎপাদনের রেকর্ডের বিষয়টিকে

শনিবারের বিশেষ প্রতিবেদন

চা উৎপাদনে ভাঙল

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] দেশের চা শিল্পের জন্য বড় সুখবর হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। জানা গেছে, বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে চায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জিডিপিতে চায়ের অবদান দশমিক ৮১ শতাংশ। দেশে চায়ের প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে। সিলেটের মালনীছড়ায় ১৮৫৪ সালে দেশের সর্বপ্রথম চা-বাগান গড়ে ওঠে। শুরু হয় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চায়ের চাষ। দেশে চা শিল্পের ১৬৫ বছরের ইতিহাসে ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ সাড়ে ৮ কোটি কেজি উৎপাদনের রেকর্ড হয়েছিল। সদ্য গত হওয়া ২০১৯ সালে বাংলাদেশ চা বোর্ড উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল ৮ কোটি কেজি। লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে উৎপাদন হয়েছে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি কেজি, যা দেশে নতুন রেকর্ড। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনুকূল আবহাওয়া, পরিমিত বৃষ্টিপাত, অনাবাদি জমিতে চাষ, সঠিক সময়ে উৎপাদন কাজ শুরু, খরার কবলে না পড়া, সঠিক সময়ে কীটনাশক প্রয়োগ, পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হওয়া প্রভৃতি কারণে চায়ের উৎপাদনে রেকর্ড হয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের (বিটিবি) উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) মো. মুনির আহমদ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, গেল ডিসেম্বর পর্যন্ত চায়ের উৎপাদন প্রায় সাড়ে ৯ কোটি কেজি। এটিই চায়ের ইতিহাসে উৎপাদনের রেকর্ড। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে চায়ের উৎপাদন ১৪ কোটি কেজিতে উন্নীত করতে কাজ করছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটের (পিডিইউ) ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. এ কে এম রফিকুল হক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, '২০১৮ সালের চেয়ে ২০১৯ সালে দেশে প্রায় দেড় কোটি কেজি চা বেশি উৎপন্ন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে চা বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনই আমাদের লক্ষ্য।' এদিকে চায়ের উৎপাদন বাড়লেও বাগানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা চোরাই পথে চা দেশে আনা বন্ধ করার কথা বলছেন। শ্রীমঙ্গল জেমস ফিনলে টি কোম্পানির ভাড়াউড়া ডিভিশনের ডিজিএম ও বাংলাদেশ চা সংসদের (সিলেট বিভাগ) চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ শিবলী বলেন, ভারত থেকে চোরাই পথে নিম্নমানের চা দেশে আসছে, যা খাওয়ার যোগ্য নয়। চায়ের বাজার কোয়ালিটি খারাপ করে দিচ্ছে এসব চা। বিটিবি সূত্র জানিয়েছে, দেশে বর্তমানে ১৬৬টি চা-বাগান আছে। এর মধ্যে সিংহভাগই সিলেট বিভাগে। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলায় ৯১টি, হবিগঞ্জে ২৫টি ও সিলেট জেলায় আছে ১৯টি চা-বাগান। এ ছাড়া চট্টগ্রামে ২২টি, পঞ্চগড়ে সাতটি, রাঙামাটিতে দুটি ও ঠাকুরগাঁওয়ে একটি চা-বাগান আছে। লন্ডনভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল টি কমিটি'র প্রতিবেদন অনুসারে, চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশে নবম। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দশম। সদ্য গত হওয়া বছরে উৎপাদনে এক ধাপ উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। সংস্থাটির হিসাবে চা উৎপাদনে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে চীন ও ভারত।

বণিক বার্তা শনিবার, জানুয়ারি ১৮, ২০২০

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে নজর কাড়ছে পরিবেশবান্ধব পোশাক পণ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

তৈরি পোশাক শিল্পের মেশিনারি ও এর সহায়ক পণ্যের ১৯তম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী 'গার্মেন্টেক বাংলাদেশ-২০২০'-এর 'গ্যাপেক্সপো-২০২০'-তে স্থান পেয়েছে দেশের তৈরি বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগ, প্লাস্টিকের তৈরি সুতো, কাগজের তৈরি হ্যাঙ্গার, রিসাইকেলিং পলি ব্যাগসহ বেশকিছু পণ্য। পোশাক শিল্পকে আরো সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশসহ ২৪টি দেশের ৪৫০টি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী এ প্রদর্শনী।

পোশাক শিল্পের উন্নয়নে মেশিনারি, ইয়ার্ন অ্যান্ড ফ্যাব্রিকস, গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ এবং প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং মেশিনারি অ্যান্ড সাপোর্ট সার্ভিস নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

দেশের তৈরি বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব পণ্যের স্টল দেশী-বিদেশী দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে। একসময় গার্মেন্টসের সব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। তবে প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া পণ্য দেশের পোশাক শিল্পকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। তারা জানান, গার্মেন্টস কারখানার প্রায় সব পণ্যই এখন দেশে উৎপাদন হচ্ছে। এর ফলে এ শিল্পকে অদূর ভবিষ্যতে আর বিদেশমুখী হতে হবে না। এছাড়া এতে উৎপাদন খরচও অনেকাংশে কমে আসবে। আগামী ২০২৩ সাল থেকে ইউরোপের বাজারে ক্ষতিকর প্লাস্টিক ব্যাগ প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রস্তুত করা হচ্ছে সবজিজাতীয় পণ্য দিয়ে ব্যাগ, যা পরিবেশবান্ধব ও দ্রুত পচনশীল।

এ বিষয়ে প্রদর্শনীতে অংশ নেয়া ইপিলিয়নের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ শাকিব রেজওয়ান বলেন, যেহেতু আমাদের পোশাকের বড় একটা বাজার রয়েছে ইউরোপে, সেহেতু সেখানকার বাজার ধরে রাখতে আমরা আলু ও ভুট্টা দিয়ে ব্যাগ তৈরি করছি। কারণ বেশির ভাগ পোশাক প্যাকেট করা হয় পলি ব্যাগে, কিন্তু ২০২৩ সাল থেকে সেখানে কোনো পলি ব্যাগ ঢুকতে দেয়া হবে না। এছাড়া এতে করে দেশে সব গার্মেন্টস পণ্য উৎপাদন হওয়ায় খরচও কমছে।

এছাড়া কাজী প্রিন্টিং অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ লিমিটেডে স্থান পেয়েছে অটোমেটিকভাবে করা লেভেলের পেছনে প্রিন্টকৃত পণ্য। টিমস ডিজাইনের স্টলে স্থান পেয়েছে কোনো রকম সুতার ব্যবহার ছাড়াই এমব্রয়ডারি করা পণ্য। ইনডেক্স অ্যাকসেসরিজ লিমিটেডের স্টলে শোভা পাচ্ছে সুতা লেভেলসহ সব ধরনের পরিবেশবান্ধব গার্মেন্টস পণ্য। ইনডেক্স অ্যাকসেসরিজের মার্কেটিং বিভাগের সহকারী ম্যানেজার আরিফুজ্জামান জানান, তাদের সব পণ্যই পরিবেশবান্ধব উপাদান দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। তাদের পণ্য শুধু দেশে নয়, বাইরের যে দেশগুলোতে পোশাক শিল্পের আধিপত্য আছে, সেসব দেশে রফতানির চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া সুতার বদলে পরিত্যক্ত প্লাস্টিকে তৈরি সুতা দেশের এক অভাবনীয় উদ্ভাবন বলে মনে করছেন আয়োজকরা। তবে এসব পণ্যের বেশির ভাগ কাঁচামাল দেশের হলেও বেশকিছু প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে।

দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন সাফল্যে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, একসময় তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যবহারের জন্য কার্টন, প্লাস্টিকসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু বিদেশ থেকে আমদানি করে পোশাক রফতানি করতে হতো। আজ বাংলাদেশে এ খাত নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের বিপুল চাহিদা মিটিয়ে এখন গার্মেন্ট অ্যাকসেসরিজ বিদেশে রফতানি হচ্ছে।

এএসকে ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিকিউশনসের এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনের মার্কেটিং ম্যানেজার সালমান বিস সুলতান বলেন, এটি বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী। এতে সারা বিশ্বের পাঁচশর অধিক প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। গার্মেন্টস খাতের নতুন নতুন প্রযুক্তিগুলো এখানে স্থান পায়। ১০টি হলে এ প্রদর্শনী চলছে। এখানে স্থান পাওয়া সব অত্যাধুনিক মেশিনের সঙ্গে আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্পের সবার পরিচয় ঘটছে। কম সময়ে বেশি উৎপাদনের অনেক আধুনিক মেশিন এ খাতে প্রদর্শিত হচ্ছে। বিশ্বের ১২টি দেশের আমাদের অফিসে যারা এ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেন, তাদের মাধ্যমে এগুলো এনে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। আমরা মূলত একটি বাজার তৈরি করি এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে। যার বায়ার হন দেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা। আমরা বাংলাদেশের তৈরি গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজের জন্যও আলাদা একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রেখেছি বিশ্বের সব পোশাক শিল্পসংশ্লিষ্টকে আমাদের পণ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য। এছাড়া শুধু বাংলাদেশে নয়, কম্বোডিয়া, মিয়ানমারসহ বিশ্বের যেসব দেশে পোশাক শিল্প আছে, সেখানেই এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

The Financial Express January 18, 2020

BGMEA pleads for incentivising JV apparel makers

FE REPORT

The garment-sector apex trade body has urged finance ministry to provide a 1.0-per cent cash incentive for joint-venture apparel manufacturers, officials said.

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) made the plea in a recent letter to finance minister AHM Mustafa Kamal.

It has sought to incentivise the factories located in export-processing zones and economic zones as they ship products to the European Union, the USA and Canada.

Currently, there are three types of units in the export-processing zones.

'Type A' company is 100 per cent foreign-owned (including Bangladeshi expatriates). 'Type B' is a joint venture between foreign and local entrepreneurs.

On the other hand, 'Type C' companies are owned by 100 per cent Bangladeshi residents.

BGMEA president Dr Rubana Huq in the letter thanked Mr Kamal for providing 1.0-per cent incentive to the apparel sector recently.

The stimulus will help recover the crisis situation prevailing in the ready-made garment sector, she said.

Ms Huq said the special incentive is not provided to the 'Type B' entrepreneurs, although the joint-venture companies are largely contributing to the country's economy and employment generation.

She thinks the same facility should be in place for joint-venture investment, as local-foreign investors produce high-value apparel items that local entrepreneurs alone do not make.

"Foreign investors may feel frustrated at the dual policy. Even local investors may be discouraged in joint-venture investment," the BGMEA chief cited.

যুগান্তর
রোববার ১৯ জানুয়ারি ২০২০ ● ৫ মাঘ ১৪২৬

সরকারের নীতি সহায়তা জরুরি

বিকশিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

মনির হোসেন, *গাইবান্ধা থেকে ফিরে*

সম্প্রসারিত হচ্ছে দেশের উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)। ঢাকার বিভিন্ন গার্মেন্টসের বর্জ্য (ঝুট) ব্যবহার করে সেটিকে শিল্পে রূপ দেয়া হচ্ছে। আর বছরে শুধু গাইবান্ধা জেলায়ই এ খাতের লেনদেন ৫শ' কোটি টাকার বেশি। বিশেষ করে গাইবান্ধায় এ শিল্পে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান। বাড়ির আঙিনায়, ঘরের মধ্যে অথবা আলাদা রুম নিয়ে দুই থেকে শুরু করে ১শ'টি পর্যন্ত মেশিন নিয়ে কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে। শুধু স্থানীয় চাহিদা পূরণে সীমাবদ্ধ নয়, উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রফতানিও হচ্ছে। এক্ষেত্রে সহায়তা দিচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠান এসএমই ফাউন্ডেশন। তবে শিল্পের সামগ্রিক বিকাশে সে সহায়তা যথেষ্ট নয়। উদ্যোক্তারা বলছেন, সরকারের প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা পেলে এ খাতের বিকাশের মাধ্যমেই দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। আর অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সরকারের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হচ্ছে, এসএমই'র বিকাশের মাধ্যমেই সেটি সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, দেশের শিল্পায়নে এসএমই'র গুরুত্ব ব্যাপক। কারণ এ শিল্পের মাধ্যমে তৃণমূলের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমইতে জোর দিতে হবে। তার মতে, বিশ্বের অনেক দেশে এ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিপ্লব করেছে। এসএমই'র উন্নয়নে সরকারের আরও মনযোগ দেয়া উচিত।

সরেজমিন দেখা গেছে, গাইবান্ধার সৈয়দপুরে মাসুদ এন্টারপ্রাইজের মালিক শেখ মাসুদ। ৯০ দশকে দুটি সেলাই মেশিন দিয়ে কাজ শুরু করেন। ওই সময়ে পুঁজি ছিল এক লাখ টাকার মতো। কোনোমতে চলতে থাকে তার শিল্প। এরপর এসএমই ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঋণ ও প্রশিক্ষণ নেন। বর্তমানে ২৫টির বেশি আধুনিক মেশিন রয়েছে তার। ৪০ জন লোক কাজ করে তার কারাখানায়। পুঁজি ছাড়িয়ে গেছে কোটি টাকা। তিনি বলেন, ঢাকার বিভিন্ন গার্মেন্টস থেকে ঝুট কিনে নিয়ে সেগুলো নিজস্ব প্রক্রিয়ায় শিল্প রূপ দেয়া হয়। জ্যাকেট, সোয়েটার, মাফলার, শার্ট, ট্রাউজার এবং টুপি তৈরি করেন তিনি। এগুলো স্থানীয় বাজারেই বেশি বিক্রি হয়। এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ী গিয়ে পণ্য নিয়ে আসে। এছাড়া ভারতেও রফতানি হয় কিছু পণ্য। তবে রফতানি করে মাত্র ৩ থেকে ৪টি প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন, এ শিল্পের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে ঝুট কাপড়ের দাম বেশি। ফলে উৎপাদিত পণ্যের খরচ বেড়ে যায়।

জানতে চাইলে সৈয়দপুর রফতানিমুখী ক্ষুদ্র গার্মেন্টস মালিক গ্রুপের সভাপতি আকতার হোসেন খান যুগান্তরকে বলেন, এ শিল্প খাতটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। গার্মেন্টসের ঝুট এনে শতভাগ ব্যবহার করা হয়। এখান থেকে কোনো বর্জ্য তৈরি হয় না। কিন্তু বর্তমানে গার্মেন্টসের ঝুট বিদেশে রফতানি হচ্ছে। ফলে কাপড়ের দাম বেশি পড়ছে। এতে মার খেয়ে যাচ্ছে দেশীয় শিল্প। এজন্য ঝুট রফতানি বন্ধ করা জরুরি। তিনি বলেন, বর্তমানে তার সমিতিতে দুই শতাধিক সদস্য রয়েছে। আর সমিতির বাইরে আরও কয়েকশ' শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব মিলিয়ে এসএমইতে শুধু সৈয়দপুরে ১০ হাজার বেশি মানুষের কর্মসংস্থান।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. আরশাদ আমির বলেন, ১৯৯৮ সালে পায়ে চালানো পাঁচটি মেশিন নিয়ে কারখানা শুরু করেন তিনি। ওই সময়ে পুঁজি ছিল দুই থেকে তিন লাখ টাকা। বর্তমানে অনেক ভালো অবস্থানে আছে পুঁজি। তিনি বলেন, তার কারখানায় ১৪টি আধুনিক মেশিন। ভারতের শিলিগুড়িতে পণ্য রফতানি করেন তিনি। তিনি জানান, এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় দুই কোটি ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয় বেসরকারি খাতের এনসিসি ব্যাংক। এটি আরও বাড়ানো জরুরি। সাধারণ সম্পাদক শাহিন আকতার বলেন, সম্ভাবনাময় এ শিল্প সম্প্রসারণে সরকারের নীতি সহায়তা দিতে হবে। বিশেষ করে ঝুট রফতানি বন্ধ করতে হবে। আর এ গার্মেন্টসের মালিক আঞ্জুয়ারা বেগম। ২০০৫ সালে ৩টি মেশিন দিয়ে কারাখানা শুরু করেন। বর্তমানে ২৬টি মেশিন। চলতি বছরেই ৬০ লাখ টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জের হোসিয়ারি ক্লাস্টারের জিয়াতান জাকির হোসেন কারখানা। ২০১৬ সালে পাঁচটি মেশিন নিয়ে শুরু করেন হোসিয়ারি পণ্যের উৎপাদন। বর্তমানে ২০টি মেশিন। কারখানার পাশাপাশি নিজস্ব পাইকারি ও খুচরা বিক্রির দোকান রয়েছে। দোকানের সেলসম্যান আজিজুল শেখ জানান, তাদের কারখানায় ৪০ থেকে ৪৫ জন লোক কাজ করে। এদের দৈনিক আয় ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা।

জানতে চাইলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সংগঠন নয়ারহাট হোসিয়ারি শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি মো. মিজানুর রহমান বলেন, চলতি বছরে শুধু নয়ারহাটেই ২শ' কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। এখানে ১০ হাজারের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে এ খাতে কিছুটা সুবিধা দিয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক একে শেখ মোফাখখার হোসেন ইকবাল বলেন, এখানে শত শত কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছে। কিন্তু কোনো ব্যাংকের শাখা নেই এখানে। তাই একটি ব্যাংকের শাখা খোলা জরুরি। নয়ারহাট থেকে পাইকারি দরে পণ্য কিনে চাঁপাইনবাবগঞ্জে নিয়ে বিক্রি করছেন সফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, এখানকার পণ্যের গুণগতমান ভালো। দামে খুব কম। তার মতে, এখানে যে পণ্য ৪০০ টাকায় পাওয়া যায়, ঢাকায় সেটির দাম কমপক্ষে ৮শ' টাকা। চাঁপাইনবাবগঞ্জেও সেটি ৫শ' টাকার উপরে বিক্রি হচ্ছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম শাহীন আনোয়ার বলেন, সারা দেশে সম্ভাবনাময় ১৭৭টি ক্লাস্টার চিহ্নিত করেছেন তারা। আর বর্তমানে সারা দেশে ১৮টি শিল্প ক্লাস্টার পরিচালনা এসএমই ফাউন্ডেশন। দেশের অর্থনীতির বিকাশে পর্যায়ক্রমে আরও ক্লাস্টার বাড়ানো হবে। তিনি বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন মূলত দুটি কাজ করে। প্রথমত, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়। এই প্রশিক্ষণের আওতায় শ্রমিক, উদ্যোক্তা এবং ডিডাইজনসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ রয়েছে। পাশাপাশি স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হয়। তিনি বলেন, ১২টি ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের পার্টনারশিপ রয়েছে। ইতিমধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। চলতি বছরে আরও ৫০ কোটি টাকা দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৪ শতাংশ সুদে ব্যাংকগুলোকে এই অর্থ দেয়া হয়। ব্যাংকগুলো ৯ শতাংশ সুদে এসএমইতে ঋণ দেয়। এছাড়া বিভিন্ন মেলা করে এ প্রতিষ্ঠান। এ বছর দেশের ৩১টি জেলায় এসএমই পণ্যের মেলা করা হবে। এছাড়াও ৯ দিনব্যাপী জাতীয় এসএমই মেলা হয় বলে জানান তিনি।

বণিকবার্তা রোববার, জানুয়ারি ১৯, ২০২০

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে সগৌরব উপস্থিতি থাকবে বাংলাদেশের : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের সগৌরব উপস্থিতি থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। গতকাল নগরীর শেরেবাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২০' বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রযুক্তির মহাসড়কের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, বছরে সারা বিশ্বে পোশাক শিল্পের বাজার ৯০০ বিলিয়ন ডলার। আইসিটি খাতের বার্ষিক চাহিদা ৪ ট্রিলিয়ন ডলার। আমরা এ খাতে ১ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গেছি। পোশাক শিল্পের মতোই আমরা আইসিটি খাতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারব। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশের সগৌরব উপস্থিতি থাকবে। এজন্য টেকনোলজির বহুমাত্রিক ব্যবহার করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো. নূর উর রহমান।

অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয় ইংল্যান্ডে। প্রথম শিল্প বিপ্লবে আমরা ফেল করেছি, দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবেও আমরা অংশগ্রহণ করতে পারিনি। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব চলমান, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করছি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নলেজ বেইজড সবকিছুই পরিবর্তন আসবে টেকনোলজির মাধ্যমে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশের সগৌরব উপস্থিতি থাকবে। টেকনোলজির বহুমাত্রিক ব্যবহার করতে হবে। আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব এবং বাস্তবায়ন করব।

তিনি বলেন, ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে সবাইকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। একদিকে শিল্পায়ন হবে, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা প্রধানমন্ত্রী ও সজীব ওয়াজেদ জয়ের কাছ থেকে এসেছে। এটা আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবে ধরা দিয়েছে। এটা সারা দেশে অগ্রগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ফাইভজি শিগগিরই বাস্তবে রূপান্তর হবে। আমাদের বিশাল কর্মক্ষম যুবসমাজের সুযোগ রয়েছে। তাই এ সেক্টরে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, সারা পৃথিবীতে ডিজিটাল শব্দটিকে বিপ্লবে রূপ দিয়েছে বাংলোদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার ১১ বছর পর আমরা একটা মূল্যায়ন করেছি। আমরা জিজিটাল খাতে অনেক এগিয়েছি। আমরা দেশে কম্পিউটার ও মোবাইল উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করছি। আমরা সব সূচকেই এগিয়ে যাচ্ছি। মানসূচক উন্নয়নে আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়।

সংবাদ : রোববার ৫ মাঘ ১৪২৬ ৭
: Sunday 19 January 2020

সংকটে গার্মেন্টস এক্সেসরিজ খাত

১০০ কারখানা বন্ধ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। তবে বর্তমানে পোশাক খাত ক্রান্তিকাল পার করছে। চলতি অর্থবছরে সাড়ে ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে শুরু করলেও গত পাঁচ মাসে পোশাক রপ্তানি আয় কমেছে ৮ শতাংশ। এদিকে পাশাক শিল্পের দুরাবস্থার প্রভাব পড়েছে এই খাতের সঙ্গে জড়িত উপকরণ খাত বা গার্মেন্টস এক্সেসরিজ খাত। সম্প্রতি এই খাতের অনেক কারখানাও বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু কারখানা ধুঁকে ধুঁকে চললেও প্রায় বন্ধের উপক্রম।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) জানিয়েছে, নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন, ক্রয়াদেশ সংকট, কারখানার ত্রুটি সংশোধন, সর্বোপরি আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে গত বছর প্রায় ৬০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট বন্ধ আছে ১০০টি প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবসায় টিকে থাকতে সরকারের সহায়তা প্রয়োজন।

এই খাতের জন্য বিজিএমইএর সদস্যদের মতো সব-সুযোগ সুবিধা দরকার। বিজিএপিএমইএর উপদেষ্টা ও সংগঠনটির সাবেক সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী বলেন, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের সহযোগী হিসেবে সরঞ্জাম ও মোড়কীকরণ উপখাত হিসেবে আমরা কাজ করছি। তবে সম্প্রতি পোশাকের ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় এ সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ও মোড়কীকরণ পণ্যের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বিজিএপিএই'র সদস্য এক হাজার ৭০০। যারা গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এবং মোড়কীকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা প্যাকেজিং সেক্টরে কাজ করে। আমাদের যেন মিনিমাম প্রণোদনা দেয়া হয়। আমরা পাঁচ শতাংশ প্রণোদনা প্রস্তাব করেছি। আমাদের ব্যাংকিং খাতে সুদ যেন মিনিমাম রাখা

হয়। আমরা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সহায়তা চেয়েছি বন্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে। যাতে আমাদের সহজীকরণ করা হয়। এ বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়ার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করেছি।

দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক চলতি অর্থবছরে সাড়ে ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে শুরু করলেও গত পাঁচ মাসে কোন সুখবর নেই। খাত সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, বিশ্ববাজারে মন্দা আর চীন, ভারত, ভিয়েতনামের মতো প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে সক্ষমতার অভাবে এমন নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে পুরো রপ্তানি খাত। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখানে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পোশাক খাতের রপ্তানিতে কোন সুখবর নেই। অর্থবছরের শুরুতে এ খাতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি থাকলেও পরের চার মাস লাগাতার নেতিবাচক ছিল রপ্তানি আয়ের গতি।

দেশের পোশাক খাতের উন্নয়নে মেশিনারি, ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক্স, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং মেশিনারি ও সাপোর্ট সার্ভিস নিয়ে ১৫ জানুয়ারি চার দিনব্যাপী প্রদর্শনীর গতকাল শেষ হয়েছে। আইসিসিবির ১০টি হলজুড়ে ২৪ দেশের ৪৫০ প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।

এ প্রদর্শনী সম্মিলিতভাবে আয়োজন করেছে জাকারিয়া ট্রেড অ্যান্ড ফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, আসক ট্রেড এক্সিবিশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং বিজিএপিএমইএ। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, কলম্বিয়া, মালয়েশিয়া, কানাডা, স্পেন, ফ্রান্সসহ ২৪টি দেশের ৪৫০ প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

আয়োজক প্রতিষ্ঠান জাকারিয়া ট্রেড অ্যান্ড ফেয়ার ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী টিপু সুলতান বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের পোশাক খাত। এ অবস্থায় এ খাতকে উৎপাদন, নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ, দক্ষতা, পণ্যের মান, বৈচিত্র্য এবং মোড়কজাতকরণে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

সমকাল
সোমবার | ২০ জানুয়ারি ২০২০

ইউরোপে পোশাক রপ্তানি কমেছে বেশি হারে

■ আবু হেনা মুহিব

প্রধান পণ্য তৈরি পোশাক রপ্তানিতে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। নতুন-পুরোনো এবং ছোট-বড় সব বাজারেই রপ্তানি কমছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাজার ২৮ জাতির জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) কমেছে বেশি হারে। ইইউ জোটে পোশাক রপ্তানি কমেছে ৭ শতাংশ। অন্যদিকে একক বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রে এ সময়ে রপ্তানি কমেছে প্রায় ৪ শতাংশ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবি এবং বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, গেল ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ইইউতে রপ্তানি কম হয়েছে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭১ কোটি ডলার। এ সময় ৯৮২ কোটি ডলারের পোশাক গেছে ওই জোটে। গত অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল এক হাজার ৫৩ কোটি ডলার। গত ছয় মাসে রপ্তানি আয়ের ৬১ দশমিক ৩০ শতাংশ এসেছে ইইউ থেকে। আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৬১ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

প্রধান বাজারে রপ্তানির এই দশায় চিন্তিত উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, জরুরি তৎপরতা শুরু না করা গেলে রপ্তানি আরও বেশিহারে কমে যাবে। জানতে চাইলে নিট পোশাক ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিকেএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি এবং এমবি নিটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী ভিয়েতনামের সঙ্গে ইইউ মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং দেশে নতুন কাঠামোয় মজুরি বৃদ্ধিসহ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না তারা। তিনি জানান, গত ৫ বছরে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ। এ সময় পোশাকের দর কমেছে গড়ে ৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মন্দা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি বিশ্ব অর্থনীতি। ফলে চাহিদা কমছে বিশ্বব্যাপী। এ অবস্থা থেকে রপ্তানি খাতকে সুরক্ষায় প্রতিযোগী সব দেশই স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন করছে দফায় দফায়। এফটিএ করছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশে এ ধরনের উদ্যোগ নেই।

ইইউ জোটের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পোশাক নেয় জার্মানি। বছরে কমবেশি ৬০০ কোটি ডলারের পোশাক যায় দেশটিতে। গেল ছয় মাসে এ দেশটিতে রপ্তানি কমেছে সাড়ে ১০ শতাংশ। ২৬৫ কোটি ডলারের পোশাক গেছে জার্মানিতে। আগের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২৯৬ কোটি ডলার। দ্বিতীয় প্রধান বাজার যুক্তরাজ্য। দেশটিতে আলোচ্য সময়ে রপ্তানি কমেছে ১ শতাংশের বেশি। রপ্তানি হয়েছে ১৮৫ কোটি ডলারের পোশাক। আগের একই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮৭ কোটি ডলার। জোটে তৃতীয় প্রধান আমদানিকারক দেশ স্পেন। দেশটিতে রপ্তানি কমেছে ২ শতাংশের মতো। রপ্তানি হয়েছে ১২১ কোটি ডলারের পোশাক। আগের একই সময়ে ছিল ১২৩ কোটি ডলার।

জোটগত প্রধান বাজার ইইউ ছাড়া একক রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে গত ছয় মাসে পোশাক রপ্তানি কম হয়েছে ৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি বেশি ছিল ১ দশমিক ৪৪ শতাংশ। গেল ছয় মাসে ২৯৮ কোটি ডলারের পোশাক গেছে দেশটিতে। আগের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৩১০ কোটি ডলার।

The Financial Express Monday | January 20, 2020

Accord-victim RMG factory now battles local foe

Owners' attempt to restart production faces hurdles from leaseholder

FE REPORT

Liberty Fashion Wears Limited, a closed apparel manufacturing company, on Sunday alleged that its tenant company Sinha Knit and Denim Ltd is trying to capture its property forcefully.

The Sinha Knit has also stopped paying the rentals since April 2018, Liberty chairman Mozammel Haq also raised the allegation at a press conference at the National Press Club in the city.

He said the management of the tenant company is not even allowing him and other staff of the Liberty fashion to enter into the factory premises at Jirani in Savar.

In October 2016, Liberty leased parts of its factory at a rental of Tk 0.695 million per month under an agreement with the Sinha Knit.

Mr. Mozammel claimed that his company was a regular supplier of denim (jeans) to UK-based Tesco, Primark and others, and the monthly export volume was 0.3 to 0.35 million units in 2013. The company exported denim products worth US$ 3.5 billion annually.

After the Rana Plaza Tragedy, he said Tesco and other buyers had stopped importing products from the Liberty based on report by the Accord, a platform of the European buyers.

In June 2013, the accord forced them to shut the factory without any rational reason and proper inspection, he alleged.

He said the Accord sent a notice to its signatory brands not to source goods from Liberty based on a baseless inspection by Pakistan-based Medway Consultancy Services (MCS), which prepared a report seven years ago without inspecting the factory and insisted that the factory would collapse in next 60 hours.

"But the factory is still in production without any kind of accidents," he added.

The state-of-the-art factory having a floor space of 0.35 million square feet has been forced to shut down, making around 5,000 workers jobless, said the company chairman.

Following the closure, he said, the company got permission through an arbitration at the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and leased parts of the factory to Sinha Knit in an effort to make up some of the losses.

"But, unfortunately, the Sinha Knit has been depriving Liberty of its lawful claim of rental," said Mr. Mozammel. "And, the most shocking fact is that our tenant, Sinha Knit is not allowing us to enter into the factory premises. Rather, they are selling out our machinery illegally."

He said the BGMEA has also asked the Sinha Knit to allow the owners of Liberty to enter the factory, but they were not following the BGMEA instruction.

He said that his company has recently won a case in Hague, Netherlands where the previous buyers have agreed to place orders again with Liberty for denim products.

"We want to use parts of my factory (which remain out of the lease agreement) to start operation again, but the Sinha Knit authority is not allowing us to enter the factory," he said.

"We think, they intend to capture all of the properties of Liberty Fashion forcefully."

Other officials of the Liberty Fashion said their total outstanding with different banks including Eastern Bank Ltd, Shahjalal Islami Bank and Social Islami Bank Ltd would be about Tk 2.35 billion.

If Liberty cannot start operation, it would not be able to repay the loans, they added.

tonmoy.wardad@gmail.com

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ২০, ২০২০

আঙ্কটাডের প্রতিবেদন

২০১৯ সালে বিদেশী বিনিয়োগ কমেছে ৬%

বদরুল আলম ■

প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণে ২০১৮ সালে বড় উল্লম্ফনের মুখ দেখেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে আবারো নেতিবাচক ধারায় ফিরে গেছে এফডিআই প্রবাহ। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার (আঙ্কটাড) তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে দেশে বিদেশী বিনিয়োগ হয় ৩৪০ কোটি ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে ৬ শতাংশ কম।

বিদেশী বিনিয়োগ নিয়ে প্রতি বছর 'ইনভেস্টমেন্ট ট্রেন্ডজ মনিটর' প্রতিবেদন প্রকাশ করে আঙ্কটাড। আজ বিশ্বব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হবে ২০২০ সালের প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালে এফডিআইয়ের বৈশ্বিক প্রবাহ ছিল কম। ২০১৮ সালে বৈশ্বিক এফডিআই প্রবাহ ছিল ১ দশমিক ৪১ ট্রিলিয়ন ডলার, যা ২০১৯ সালে ১ শতাংশ কমে ১ দশমিক ৩৯ ট্রিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ঐতিহাসিক ধারা অব্যাহত রেখে গত বছরও এফডিআই প্রবাহ কম ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোয়।

২০১৯ সালে উন্নয়নশীল দেশে এফডিআই প্রবাহ কমেছে ৬ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট এফডিআই প্রবাহ কমলেও আঙ্কটাড বলছে, দক্ষিণ এশিয়ায় এফডিআই প্রবাহ বেড়েছে। এ অঞ্চলে এফডিআই প্রবাহ ১০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৬ হাজার কোটি ডলার। এ প্রবৃদ্ধির চালক ছিল ভারত। দেশটিতে গত বছর ১৬ শতাংশ বেড়ে এফডিআই প্রবাহের আনুমানিক পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৯ বিলিয়ন ডলার। এ বিনিয়োগের বেশির ভাগই এসেছে সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে। ভারতে বাড়লেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এফডিআই প্রবাহ কমেছে। পাকিস্তানে ২০ শতাংশ কমে এফডিআই এসেছে ১৯০ কোটি ডলার। আর বাংলাদেশে ৬ শতাংশ কমে এফডিআই এসেছে ৩৪০ কোটি ডলার।

বিনিয়োগসংশ্লিষ্টরা বলছেন, জমি ও গ্যাস-বিদ্যুতের মতো ভৌত অবকাঠামোগত সম্পদে ঘাটতির পাশাপাশি বিনিয়োগের সার্বিক পরিবেশে ব্যাপক অস্বস্তি, অস্বচ্ছতা ও বিভ্রান্তি রয়েছে বাংলাদেশে। এ কারণে অনেক ধরনের সক্ষমতায় এগিয়ে থাকলেও দেশে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে বিনিয়োগ আসছে না। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আঙ্কটাডের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে।

২০১৯ সালে বিদেশী বিনিয়োগ

শেষ পৃষ্ঠার পর

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, বাংলাদেশ এখনো ইমেজ সংকট দূর করতে ব্যস্ত। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মতো সমস্যা এখন না থাকলেও জমি সমস্যার পাশাপাশি ওয়ান স্টপ ফ্যাসিলিটির অকার্যকারিতার মতো সমস্যা রয়ে গেছে। যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো সমস্যা তো রয়েছেই। ভালো বা খারাপ না, এটাই বাংলাদেশের বাস্তবতা। তবে পৃষ্ঠপোষক সংস্থাগুলোর তদারকিতে বিনিয়োগ পরিবেশে ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসও খুব দ্রুতই কার্যকর হবে বলে আশা করছি। তাই আগামী দিনগুলোয় বিনিয়োগের চিত্র বদলে যাওয়ার বিষয়ে আমি আশাবাদী।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ পরিসংখ্যানও এফডিআই প্রবাহ কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সম্প্রতি ২০১৯ সালের নয় মাসের এফডিআই প্রবাহের তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে এফডিআই প্রবাহ ছিল ২১৫ কোটি ৩৮ লাখ ৬০ হাজার ডলার। ২০১৮ সালের একই সময়ে এফডিআই প্রবাহ ছিল ২২৬ কোটি ৫৫ লাখ ৯০ হাজার ডলার। এ হিসাবে নয় মাসে দেশে এফডিআই প্রবাহ কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র বলছে, ২০১৮ সালে এফডিআই প্রবাহে বড় ধরনের উল্লম্ফন হওয়ার কারণ ছিল বিদেশী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানের তামাক ব্যবসা অধিগ্রহণ, যার প্রভাবে এফডিআই প্রবাহ বেড়ে যায় ৬৮ শতাংশ। আর ২০১৯ সালে বড় ধরনের অধিগ্রহণ, নতুন বিনিয়োগ বা বিদ্যমান বিনিয়োগকারীরা পুনরায় বড় ধরনের বিনিয়োগ করেননি। ফলে ২০১৯ সালে বিদেশী বিনিয়োগপ্রবাহ কমে গেছে।

ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে বিনিয়োগকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর বাংলাদেশে নিয়ে আসা অর্থসংক্রান্ত জরিপের ভিত্তিতেই এফডিআই প্রবাহের পরিসংখ্যান ও গতিপ্রকৃতি সংবলিত তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এক্ষেত্রে নিট নিজস্ব মূলধন বা ইকুইটি ক্যাপিটাল, আয়ের পুনর্বিনিয়োগ বা রিইনভেস্টেড আর্নিংস ও আন্তঃপ্রতিষ্ঠান ঋণ বা ইন্ট্রা কোম্পানি লোন—এ তিন ভাগে এফডিআই প্রবাহ হিসাব করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

নয় মাসের হিসাবে দেখা যায়, বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের আয়ের পুনর্বিনিয়োগ বা রিইনভেস্টেড আর্নিংসই ছিল সবচেয়ে বেশি। নয় মাসে মোট এফডিআই প্রবাহ ২১৫ কোটি ৩৮ লাখ ৬০ হাজার ডলারের মধ্যে নিট নিজস্ব মূলধন বা ইকুইটি ক্যাপিটাল ছিল ৬০ কোটি ২৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার। আয়ের পুনর্বিনিয়োগ বা রিইনভেস্টেড আর্নিংস ছিল ৯৯ কোটি ৯৭ লাখ ৮০ হাজার ডলার। আর আন্তঃপ্রতিষ্ঠান ঋণপ্রবাহ ছিল ৫৫ কোটি ১২ লাখ ৯০ হাজার ডলার।

বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, ২০২০ সালে বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা অনেক আশাবাদী। বিশ্বের অনেক দেশের বিনিয়োগকারীরাই বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ২০১৮ সালে সৌদি আরব থেকে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এসেছে। চলতি বছর সেগুলো বাস্তবায়ন শুরু হবে বলে আশা করছি। এছাড়া বিনিয়োগ ও ব্যবসার সেবাগুলো সহজ করতে অনেক ধরনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, যার প্রভাবে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করে পক্ষান্তরে বিদেশী বিনিয়োগকে আরো বেশি আকর্ষণ করবে।

The Daily Star DHAKA MONDAY JANUARY 20, 2020,

Industrial strife affects us all

RMG NOTES

MOSTAFIZ UDDIN

IN recent months, we've seen more negative press in international newspapers and journals about the apparel industry of Bangladesh. Particularly, news has focused on clashes between factory owners and workers, wildcat strikes and complaints about charges brought against some workers by factories last year. Most of these charges, I understand, have now been dropped. Nonetheless, the damage is already done in the sense that the reputation of our industry has once again been tarnished.

I don't wish to take sides here. There are two sides to every story and, in a situation like this, things are never black and white. What I will say, however, is that discontentment in one small part of the workforce in relation to just a handful of factories can cause reputational damage for the whole industry. These problems have a ripple effect.

How much money does this reputational damage cost our industry each year due to the kind of issues highlighted above? How much is the cost in terms of negative PR? How many brands will look at the situation here and consider taking their business elsewhere because they do not wish to be associated with any further negative publicity?

We cannot continue to ignore these issues. Smooth, harmonious industrial relations are important to any industry; a happy, satisfied workforce is a productive workforce. Moreover, how many garments are being made when workers are out on the streets protesting and complaining? Can our industry afford this continued downtime?

We also know that some workers are not happy with the current minimum wage. However, I believe workers are far less likely to strike about pay if they are happy with other aspects of their work and feel like a valued member of the business.

The starting point for me here is that it is in all our interests—workers, managers, factory owners—to improve the situation.

Communication among all parties is surely key. Across the industry, I believe it is only right that workers have a forum to express their grievances, and formal worker representation is the bedrock of properly functioning industrial relations. An intermediate approach, with a workers' participation committee being selected through proper elections, has worked well within the EPZs and there is no reason why this could not be effective right across our apparel industry.

As well as the need for more formal, organised industrial relations, I believe many factories are missing a trick with regard to employee relations. There are countless gestures that owners can do which have a profound impact on employees, their motivation, their productivity and, consequently, profits.

Workers often strike about pay. This is well-known. We also know that some workers are not happy with the current minimum wage. However, I believe workers are far less likely to strike about pay if they are happy with other aspects of their work and feel like a valued member of the business. Often, complaints about pay mask discontent elsewhere.

There is a wealth of literature available which shows that just small gestures from senior management such as providing a water cooler, walking around the factory floor, and talking with workers can have a major impact on the workers.

How many factory owners visit the shop floor? Moreover, how many owners congratulate their workforce on a job well done or for completing a particular order on time? How many owners discuss successful contract wins with all their team? How many make them *feel* included in their success, and encourage them to celebrate for a successful task? How many hold team-bonding days to foster good teamwork and improve staff morale and confidence?

There are other small gestures that owners and top management can undertake. There is research to show that employees feel more motivated when they understand the bigger picture at the business. They want to know what is going on so that they have an idea of what they are collectively working towards and how their own individual endeavours fit into the bigger picture.

Research also shows the importance of transparency within businesses. Employees, we are so often told, are an organisation's most important asset. So why are we not more open with them? Why do more owners and managers not make them feel important—feel valued for what they do? Why are they so often kept in the dark and the last to hear about what is going on in the business?

I am not advocating sharing every company secret but surely an open culture which fosters inclusiveness is a healthy way to run a business. And remember, there is no "I" in a team. There is also research that shows the value of owners and senior management recognising individual achievements by offering small, regular rewards to employees. These things make a difference.

To summarise, while disagreements often centre on pay, there are plenty of other issues that bosses can work on to improve morale, foster good employee-factory relations and develop a more engaged workforce which is less likely to strike or take other industrial action at the first opportunity.

Mostafiz Uddin is the Managing Director of Denim Expert Limited. He is also the Founder and CEO of Bangladesh Denim Expo and Bangladesh Apparel Exchange (BAE). Email: mostafiz@denimexpert.com

প্রথম আলো • বুধবার, ২২ জানুয়ারি ২০২০,

সংসদে প্রশ্নোত্তর

সৌদিতে বাড়লেও কাতার, কুয়েত ও বাহরাইনে কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ জানিয়েছেন, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, ১৯৯১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ে ৯ লাখ ২ হাজার ৪৮২ জন নারী কর্মী গৃহকর্মসহ বিভিন্ন পেশায় বিদেশ গিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে সরকারি দলের আবুল কালাম আজাদের প্রশ্নের জবাবে ইমরান আহমদ এ তথ্য জানান। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়। ইমরান আহমদ বলেন, সৌদি আরব বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। গত ২৭ নভেম্বর জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটির সভায় নারী শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়ে সৌদি আরব সরকারের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

বিএনপির সাংসদ জি এম সিরাজের প্রশ্নের জবাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, বাংলাদেশ থেকে এখন পর্যন্ত ১৭৩টি দেশে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। সৌদি আরবে কর্মী প্রেরণ বাড়লেও মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি দেশ কাতার, কুয়েত ও বাহরাইনে ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে কর্মী প্রেরণ কমেছে।

ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত বছর কর্মী পাঠানো আগের বছরের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। গত বছর ওমানে ৭২ হাজার ৬৫৪ জন পাঠানো হয়। ২০১৮ সালে ওমানে গিয়েছিলেন ৭২ হাজার ৫০৪ জন।

সংরক্ষিত আসনের মমতা হেনার প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি জানান, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট ১৫ হাজার ৪২১ দশমিক ৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, উগান্ডাসহ ৮২টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি আছে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

কালের কণ্ঠ

মঙ্গলবার। ২১ জানুয়ারি ২০২০ | ৭

৫০০০ কোটি টাকার তহবিল চায় শিল্প মন্ত্রণালয়

নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে এখন পর্যন্ত ৪০টির মতো জাহাজ রপ্তানি করেছে বাংলাদেশের শিপইয়ার্ডগুলো

আরিফুর রহমান ▷

জাহাজ নির্মাণ বাংলাদেশে একটি সম্ভাবনাময় ও ক্রমবিকাশমান শিল্প বিবেচনা করা হলেও এই খাতের উদ্যোক্তারা দীর্ঘদিন ধরে সরকারের নীতি সহায়তার ঘাটতির কথা বলে আসছেন। আর্থিক সক্ষমতার অভাবে বৈশ্বিক বাজারে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের জন্য। ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানের মতো দেশগুলো তাদের সরকারের কাছে যেভাবে কম সুদে ঋণ সুবিধা ও রপ্তানিতে প্রণোদনা পাচ্ছে, একই সুবিধা বাংলাদেশেও চালু করতে জাহাজ রপ্তানিকারকরা দাবি করে আসছেন অনেক দিন ধরে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি জাহাজশিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার আলাদা একটি বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। জাহাজ নির্মাণকারী শিপইয়ার্ডগুলোকে ১০ বছর ট্যাক্স হলিডে বা কর অবকাশ সুবিধাও দিতে চায় মন্ত্রণালয়।

'জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২০'-এ এসব প্রস্তাব করা হয়েছে। নীতিমালার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে মতামত চেয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। সব অংশীজনের কাছ থেকে মতামত পাওয়ার পর তা চূড়ান্ত করে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাঠানো হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন পণ্যের নকশা তৈরিতে একটি 'জাহাজ নির্মাণ শিল্প নকশা ইনস্টিটিউট' করার পরিকল্পনাও করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মীর খায়রুল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'জাহাজ নির্মাণ শিল্প নিয়ে তৈরি করা নীতিমালার ওপর মতামত দিতে আমরা খসড়া নীতিমালাটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। সবার মতামত পাওয়ার পর আমরা নীতিমালাটি মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাঠাব।' একই মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব সলিম উল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিলের প্রস্তাব করেছি। তবে শেষ পর্যন্ত এসব প্রস্তাব থাকে কি না তা দেখার বিষয়। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংকঋণের সুদের হার ৪ শতাংশে রাখার প্রস্তাব নিয়েও সংশয় আছে। দেখা যাক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে কী ধরনের মতামত পাওয়া যায়।'

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে এখন পর্যন্ত ৪০টির মতো জাহাজ রপ্তানি করেছে বাংলাদেশের শিপইয়ার্ডগুলো। জাহাজ রপ্তানি করে এখন পর্যন্ত ২০ কোটি ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ। সম্ভাবনাময় জাহাজ নির্মাণ শিল্প সরকারের সহযোগিতা পেলে আগামী পাঁচ বছরে জাহাজ রপ্তানির মাধ্যমে বছরে ৪০০ কোটি ডলার আয় সম্ভব বলে মনে করছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এতে কর্মসংস্থান হতে পারে এক লাখ মানুষের। এ ছাড়া ভারত ও মিয়ানমারের কাছ থেকে পাওয়া এক লাখ ১৮ হাজার বর্গকিলোমিটার নীল সমুদ্র এলাকাকে কাজে লাগানোর জন্য জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব দিক বিবেচনা করে শুধু জাহাজশিল্পের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার আলাদা একটি বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

'জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা' পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানের মতো প্রতিযোগী দেশগুলোর মতো জাহাজ নির্মাণে ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে খসড়া নীতিমালায়। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ধরা হয়েছে ২৫ বছর। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্তদের সিআইপি পদমর্যাদা, রপ্তানি ও শিল্প পদক দেওয়ার কথাও বলছে শিল্প মন্ত্রণালয়। শিল্প বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কর্মসূচি ও বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা অব্যাহত রাখার কথাও বলা হয়েছে খসড়া নীতিমালায়।

নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে, সরকারের চলমান মেগা উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে জাহাজ নির্মাণে সম্পৃক্ত শিপইয়ার্ডগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে যে পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হবে, সেই টাকা সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। এ ছাড়া উন্নয়নকাজের ধারা অব্যাহত রাখতে শুল্কহার নির্ধারণ করা হবে ২ শতাংশ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নীতিমালাটি তৈরি করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উদ্যোক্তাদের ওই দেশের সরকার কী কী সুযোগ-সুবিধা দেয়, সেসব বিষয় দেখা হয়েছে। চীনে জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো ৪ শতাংশ সুদে ঋণ পেয়ে থাকে। এ ছাড়া কাঁচামাল কেনার ক্ষেত্রে ভর্তুকিও পায়। জাহাজ রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রণোদনাও দেয় চীন সরকার।

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ২২, ২০২০ ■ মাঘ ৮, ১৪২৬

২০১৮-১৯ অর্থবছর

৮২ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

২০১৮-১৯ অর্থবছরে চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, উগান্ডাসহ ৮২ দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। আর্থিক হিসাবে এর পরিমাণ ১৫ হাজার ৪২১ দশমিক ৪৬ মিলিয়ন ডলার। গতকাল স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ তথ্য জানান। বিদ্যমান বাণিজ্য ঘাটতি মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী।

জাতীয় পার্টির পীর ফজলুর রহমানের প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বর্তমানে নেপাল ছাড়া সার্কভুক্ত সব দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানে মোট পণ্য রফতানির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৪০৮ দশমিক ২৬ মিলিয়ন ডলার। এ সময় এসব দেশ থেকে আমদানির পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৩৯৬ দশমিক ৭২ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ গত অর্থবছরে সার্কভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৬ হাজার ৯৮৮ দশমিক ৪৫ মিলিয়ন ডলার।

সংসদ অধিবেশনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ জানান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুসারে ১৯৯১-১৯ সাল পর্যন্ত ৯ লাখ ২ হাজার ৪৮২ জন নারী কর্মী বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, সৌদি আরব বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। গত ২৭ নভেম্বর জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটির সভায় নারী শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়ে সৌদি আরব সরকারের সঙ্গে ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে। বিদেশগামী নারী কর্মীদের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া তদারকির মাধ্যমে অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে গত বছরের ১২ ডিসেম্বর ছয় সদস্যবিশিষ্ট 'বিদেশগামী নারী কর্মী সুরক্ষা সেল' গঠন করা হয়েছে।

বিএনপির জিএম সিরাজের প্রশ্নের উত্তরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ থেকে এখন পর্যন্ত ১৭৩টি দেশে কর্মী পাঠানো হচ্ছে। মন্ত্রীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবে কর্মী প্রেরণ বাড়লেও মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি দেশ কাতার, কুয়েত ও বাহরাইনে ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে কর্মী পাঠানো কমেছে।

তিনি বলেন, গত বছর সৌদি আরবে ৩ লাখ ৯৯ হাজার কর্মী পাঠানো হয়েছে। ২০১৮ সালে পাঠানো হয়েছিল ২ লাখ ৫৭ হাজার ৩১৭ জন। কাতারে গত বছর ৫০ হাজার ২৯২ জন কর্মী পাঠানো হয়েছে। ২০১৮ সালে পাঠানো হয়েছিল ৭৬ হাজার ৫৬০ জন। আর ২০১৯ সালে কুয়েতে ১২ হাজার ২৯৯ কর্মী পাঠানো হয়েছে। আগের বছর তা ছিল ২৭ হাজার ৬৩৭ জন। বাহরাইনে গত বছর ১৩৩ জন কর্মী পাঠানো হয়েছে। ২০১৮ সালে দেশটিতে ৮১১ জন কর্মী পাঠানো হয়েছিল।

ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত বছর কর্মী পাঠানো আগের বছরের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। গত বছর ওমানে ৭২ হাজার ৬৫৪ জন পাঠানো হয়েছে। ২০১৮ সালে গিয়েছিলেন ৭২ হাজার ৫০৪ জন। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত বছর ৩ হাজার ৩১৮ জন পাঠানো হয়। আগের বছর দেশটিতে পাঠানো হয়েছিল ৩ হাজার ২৩৫ জন।

জাতীয় পার্টির সালমা ইসলামের প্রশ্নের উত্তরে ইমরান আহমদ জানান, ২০০৯-১৯ সাল পর্যন্ত বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬৬ লাখ ৩৩ হাজার ২৫৪ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছেন এবং ১৫৩ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন।

তিনি আরো জানান, বিদেশে কর্মী প্রেরণে প্রতারণা বন্ধ ও প্রতারণার শাস্তির বিধান রেখে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। এতে বিদেশে শ্রমিক প্রেরণে প্রতারণার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে অনধিক পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং অন্যূন ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান আছে। বিদ্যমান আইনটি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান আছে।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ২২ জানুয়ারি ২০২০। ৮ মাঘ ১৪২৬

৩২৯ উপজেলায় হবে কারিগরি স্কুল-কলেজ

- শিল্প-কারখানার পাশে জলাধার রাখতে হবে
- একনেকে ২২,৯৪৬ কোটি টাকার আট প্রকল্প অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

কারিগরি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ৩২৯ উপজেলায় কারিগরি স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে প্রয়োজনে তাঁদের বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর শেরেবাংলানগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় কারিগরি শিক্ষায় এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এ প্রকল্পে খরচ হবে ২০ হাজার ৫২৬ কোটি টাকা। ২০২৪ সাল নাগাদ সব কারিগরি স্কুল ও কলেজ নির্মাণের কাজ শেষ হবে।

সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের বলেন, একনেক সভায় ২২ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট আটটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পুরো টাকাই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে জোগান দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ এখন জনসংখ্যার বোনাসকাল ভোগ করছে। এখন কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যাই বেশি। বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষা দিয়ে দক্ষ জনবল তৈরি করতেই আমরা ৩২৯টি উপজেলায় কারিগরি স্কুল ও কলেজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর মাধ্যমে দেশের চাকরির বাজারের চাহিদা পূরণ হবে। একই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে বিদেশেও চাকরির বাজারের সুযোগ তৈরি হবে।'

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'কারিগরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হবে। আমাদের কারিগরিসংক্রান্ত শিক্ষকের অভাব আছে। প্রয়োজন হলে প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের বিদেশ পাঠানো হবে। এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভবন তৈরির পাশাপাশি লোকবল, যন্ত্রপাতি, চেয়ার ও টেবিল সব কিছুই প্রস্তুত রাখার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।'

এম এ মান্নান বলেন, 'প্রতিটি শিল্প-কারখানার পাশে জলাধার রাখতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। অনেক সময় কারখানায় আগুন লাগলে পানি পাওয়া যায় না। দূর থেকে পানি নিতে হয়। জলাধার থাকলে ভালো হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, অবকাঠামো নির্মাণে মাটি কাটতেই হয়। সুতরাং সহজেই আমরা একটা জলাধার নির্মাণ করতে পারি। একই সঙ্গে শিল্প-কারখানায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।'

পরিকল্পনামন্ত্রী আরো বলেন, আবদ্ধ ঘর নির্মাণ না করে খোলামেলা ঘর নির্মাণ করতে হবে। ঘরের বারান্দা থাকতে হবে, যাতে করে ঘরের ভেতরে আলো-বাতাস ঢুকতে পারে।

বুধবার। ২২ জানুয়ারি ২০২০
কালের কণ্ঠ kalerkantho.com

ই-পাসপোর্ট যুগে আজ থেকে বাংলাদেশ

এমআরপির তিন লাখ আবেদন ঝুলছে

কূটনৈতিক ও নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইন্দোনেশিয়ায় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুমাইয়া বিনতে আবদুস সালাম। তাই জরুরি ভিত্তিতে তাঁর পাসপোর্ট দরকার। গত ১ ডিসেম্বর পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি। কিন্তু গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত পাসপোর্ট মেলেনি। অন্যদিকে চীনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপের জন্য আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আনিকা ইসলাম। সাত দিনে পাসপোর্ট পেতে তিনি আবেদন করেছিলেন গত ২৪ ডিসেম্বর। নানামুখী চেষ্টায় অবশেষে গতকাল পাসপোর্ট হাতে পেয়ে তাঁর অভিব্যক্তি ছিল সোনার হরিণ হাতে পাওয়ার মতো। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পাসপোর্ট অফিসে গতকাল সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অবস্থান করে এসব তথ্য মিলেছে। পাসপোর্ট পেতে দিনভর অসংখ্য আবেদনকারী সেখানে গিয়ে দৌড়ঝাঁপ করেন। তবে পাচ্ছেন খুব কমসংখ্যক গ্রাহক। সময়মতো পাসপোর্ট না পেয়ে অনেককেই হা-পিত্যেশ করতে দেখা যায়। এমন বাস্তবতায় আজ বুধবার ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট (ই-পাসপোর্ট) উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন থেকেই ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন সবাই। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজধানীর আগারগাঁও, যাত্রাবাড়ী ও উত্তরা পাসপোর্ট অফিসে এই কার্যক্রম চলবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব কেন্দ্র থেকেই ই-পাসপোর্ট সরবরাহ করা হবে।

ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট (সংক্ষেপে ই-পাসপোর্ট) প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ 'টেম্পার'মুক্ত ই-পাসপোর্ট ব্যবস্থা এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'এলিট' (অভিজাত) দেশগুলোর গ্রুপে ঢুকছে বলে জানিয়েছে ঢাকায় জার্মান দূতাবাস। আনুষ্ঠানিকভাবে ই-পাসপোর্ট উদ্বোধনের প্রাক্কালে গতকাল জার্মান দূতাবাস এ কথা জানায়। জার্মানি বাংলাদেশের এই অগ্রগতিকে স্বাগত এবং বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

জার্মান দূতাবাস জানায়, ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে সহযোগিতার একটি মাইলফলক। এটি একই সঙ্গে সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

জার্মান দূতাবাস আরো জানায়, বাংলাদেশের জন্য এই প্রকল্প বিশ্বের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে সর্বাধুনিক প্রজন্মের ইলেকট্রনিক ট্রাভেল ডকুমেন্টের পথে রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই প্রকল্প স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং জার্মান কম্পানি ভেরিডস জিএমবিএইচের সফল অংশীদারির প্রতিফলন।

দূতাবাস জানায়, ই-পাসপোর্ট বাংলাদেশের নাগরিকদের আন্তর্জাতিক ভ্রমণ আরো সুবিধাজনক ও নিরাপদ করবে। একই সঙ্গে এটি বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তায়ও ভূমিকা রাখবে।

ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনকে বাংলাদেশের আধুনিকায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে দেখছে জার্মান দূতাবাস। তারা বলেছে, জার্মানি প্রমাণ করেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ওই লক্ষ্য পূরণে সহযোগিতা দিতে জার্মানি প্রস্তুত।

জার্মান দূতাবাস বলেছে, জার্মান উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ মানের এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রদানের মাধ্যমে আরো ব্যবসা ও সহযোগিতায় সম্পৃক্ত হতে চায়।

জানা যায়, প্রতিদিন পাসপোর্টের বই প্রয়োজন হয় দুই লাখ। আমদানি হচ্ছে এক লাখ ৮০ হাজার করে। প্রতি মাসে ২০ হাজার বই সরবরাহে ঘাটতি থাকে। এভাবে গত কয়েক মাসে দুই লক্ষাধিক পাসপোর্ট বইয়ের সংকট তৈরি হয়েছে। বর্তমানে তিন লাখ পাসপোর্টের আবেদন ঝুলে আছে। তাঁদের মধ্যে যাঁদের তদবিরের জোর আছে তাঁরা পাসপোর্ট পাচ্ছেন।

পাসপোর্ট সংকটের বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মুনিম হাসান গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পাসপোর্ট বই সংকটের কারণে এ সমস্যা তৈরি হয়েছে। ই-পাসপোর্ট সরবরাহ কার্যক্রম শুরু হলে এই সংকট কেটে যাবে। ই-পাসপোর্ট উদ্বোধনের পর একসঙ্গে ই-পাসপোর্ট ও এমআরপি পাসপোর্ট ইস্যু করা হবে।'

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশেই প্রথম ই-পাসপোর্ট চালু হচ্ছে। এ জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ছয়টি ই-গেট স্থাপন করা হয়েছে। তিনটি বিদেশ থেকে আগতরা ব্যবহার করবেন। বাকি তিনটি যাঁরা বিদেশে যাবেন তাঁদের জন্য।

মুনিম হাসান জানান, পর্যায়ক্রমে দেশের বিমান ও স্থলবন্দরে ৫০টি ই-গেট স্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যে ই-পাসপোর্টের ২০ লাখ বই আনা হয়েছে। তা দিয়ে আগামী ১০ মাস নিশ্চিন্তে ই-পাসপোর্ট দেওয়া যাবে।

আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসের সামনে গতকাল বেশ কয়েকজন আবেদনকারীর সঙ্গে এই প্রতিবেদকের কথা হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই সময়মতো পাসপোর্ট না পেয়ে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন। তাঁরা জানান, পাসপোর্ট পেতে প্রতিদিন অসহনীয় যানজট ঠেলে এখানে এসে দৌড়ঝাঁপ করেও কোনো কাজ হচ্ছে না।

শফিক নামে এক ব্যক্তি রাজধানীর বাড্ডা এলাকার বাসিন্দা। প্রবাসী এই ব্যক্তি পাসপোর্ট রিনিউ করতে না পেরে বিদেশে যেতে পারছেন না। তিনি জানান, সাত দিনে জরুরি ভিত্তিতে পাসপোর্ট পেতে ফি জমা দিয়েছেন গত ২ ডিসেম্বর। অথচ দেড় মাসের বেশি সময়েও পাসপোর্ট হাতে পাননি। এ সময়ের মধ্যে তিনি তিনবার পাসপোর্টের খোঁজ নিতে আগারগাঁওয়ে আসেন। প্রতিবারই পাসপোর্ট অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে পাসপোর্ট প্রিন্ট হচ্ছে। অবশেষে গতকাল সন্ধ্যায় তিনি পাসপোর্ট পেয়েছেন।

আরেক আবেদনকারী খসরু নোমান খানের চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার কথা ছিল তিন মাস আগে। সে অনুযায়ী পাসপোর্টের জন্য আগেভাগেই আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু সেই পাসপোর্ট পেয়েছেন গতকাল।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সারা দেশেই পাসপোর্ট অফিসের সামনে যেন হাহাকার চলছে। বিশেষ করে যাঁরা চিকিৎসার্থে দ্রুত দেশের বাইরে যেতে চান আর যাঁরা নির্দিষ্ট দিনে দেশের বাইরে থাকার কথা, তাঁদের কাকুতি-মিনতিতে পাসপোর্ট অফিসের কর্মীরাও যেন দিশেহারা।

এক কর্মকর্তা জানান, পাসপোর্ট বই না থাকায় এই সংকট তৈরি হয়েছে বলে আবেদন প্রার্থীদের তাঁরা জানাচ্ছেন। কিন্তু কেউ কথা শুনতে চান না। তাঁরা দ্রুত পাসপোর্ট চান। ফলে চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি আরো জানান, ই-পাসপোর্টের আবেদন করার জন্য অনেকে অপেক্ষা করছেন। ফলে এমআরপির আবেদন কমে এসেছে। তবে ই-পাসপোর্ট চালুর দিনেই অর্ধলক্ষাধিক আবেদন জমা পড়বে এমনটা ধারণা করা হচ্ছে।

The Daily Star
DHAKA MONDAY JANUARY 27, 2020

93k migrants abroad have expired visas

Foreign minister tells parliament

STAFF CORRESPONDENT

The validity of visas of over 93,000 Bangladeshi migrant workers in the United Arab Emirates, Kuwait, Egypt, South Korea and Iran has expired, Foreign Minister AK Abdul Momen informed parliament yesterday.

In reply to a query from ruling Awami League MP M Abdul Latif, the minister also said there are Bangladeshi workers in other countries whose visas have also expired.

"But the government couldn't identify their proper number instantly," Momen said in a written reply.

Of the 93,000 Bangladeshi workers with expired visas, 80,000 are staying in the UAE; 5,000 in Kuwait; 4,000 in Egypt; 2,500 in South Korea, and 1500 in Iran, the foreign minister said.

যুগান্তর | বুধবার ২২ জানুয়ারি ২০২০
৮ মাঘ ১৪২৬

সালমা ইসলামের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী ইমরান আহমদ

দশ বছরে রেমিটেন্স ১৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

সংসদ রিপোর্টার

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ জানিয়েছেন, ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দশ বছরে প্রবাসীরা রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন ১৫৩ দশমিক ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর বাংলাদেশের বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬৬ লাখ ৩৩ হাজার ২৫৪ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছেন। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এদিন বিকাল সোয়া ৪টায় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে দিনের কার্যসূচি শুরু হয়। শুরুতেই সংসদ সদস্য ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হয়।

অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের প্রশ্নের জবাবে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী জানান, ২০০৯ সাল হতে বর্তমান সরকারের ২ মেয়াদে ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ও ৬৪ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৫টি ট্রেড দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া আরবি, কোরিয়ান, ইংরেজি, চাইনিজ (ক্যান্টিনিজ ও ম্যান্ডারিন) জাপানিজসহ মোট ৫টি ভাষায় শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

আলী আজমের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার তৃতীয় বারের মতো ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০১৯ সালে ১০৮টি দেশে ৭ লাখ ১৫৯ জন কর্মী পাঠানো হয়েছে। বেনজীর আহমদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দশ বছরে রেমিটেন্স ১৫৩ বিলিয়ন

শিগগিরই বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো যাবে। গোলাম মোহাম্মদ সিরাজের প্রশ্নের জবাবে প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত ১৭৩টি দেশে কর্মী পাঠানো হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শ্রমিক পাঠানো অব্যাহত রয়েছে। বিদেশে কর্মী প্রেরণে প্রতারণা ও প্রতারণার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে অনধিক ৫ বছর এবং অন্যূন এক লাখ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। তবে অপরাধের মাত্রাভেদে সাজা ১০ বছর হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৬৬ লাখ ৩৩ হাজার ২৫৪ জন কর্মী বিদেশে গেছেন। এই কর্মীরা দশ বছরে ১৫৩ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, সংকট মোকাবেলায় চলতি অর্থবছরে (৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত) বিদেশ হতে সোয়া তিন লাখ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষেতের নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসতে শুরু করায় দাম কমতে শুরু করেছে। মন্ত্রী জানান, দেশে পেঁয়াজের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ২৪ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৮-১৯ অর্থবছর পেঁয়াজের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৩ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন। তবে এর মধ্যে শতকরা ৩৩ ভাগ সংগ্রহকালীন এবং সংরক্ষণকালীন ক্ষতি বাদ দিলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬ দশমিক ৩১ লাখ মেট্রিক টন। বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, উৎপাদিত পেঁয়াজ চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় বিদেশ থেকে বিশেষ করে ভারত, মিয়ানমার, পাকিস্তান, মিসর, তুরস্ক, চীন, ইউক্রেন এবং নেদারল্যান্ডস থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে দেশীয় চাহিদা মেটানো হয়ে থাকে।

এম আবদুল লতিফের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের রফতানি ছিল মাত্র ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সামান্য ওপরে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে রফতানি আয় হয়েছে ৪৬ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তিনি জানান, পণ্যভিত্তিক রফতানি আয় বিবেচনায় যদিও ৮৪ ভাগ তৈরি পোশাক হতে অর্জিত হয়েছে, তবুও রফতানি পণ্যের বহুমুখীকরণের ফলে গত অর্থবছরে বিশ্বের ২০২টি দেশে ৭৪৪ পণ্য রফতানি হয়েছে।

সংবাদ
শুক্রবার ১০ মাঘ ১৪২৬
Friday 24 January 202(

আধুনিক পণ্যের ভিড়ে আসন হারাচ্ছে মৃৎশিল্প

এম এ হান্নান মিঞা, সদরপুর (ফরিদপুর)

যুগের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য মাটির বাসন। এখন আর মাটির বাসনে কেউ শখ করেও ভাত খেতে বসে না। শুধু মাটির বাসনই নয় মাটির তৈরি অনেক জিনিসপত্র হারিয়ে গেছে, হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায়, দিন-দিন কমে যাচ্ছে মাটির তৈরি জিনিসপত্র। এতে চরম দুর্দিনে পতিত হচ্ছে দেশের মৃৎশিল্পের কারিগররা। বলা যায়, এক সময় দেশের সব এলাকায় বা গ্রামগঞ্জের প্রায় ঘড়ে-ঘড়ে সর্বত্রই চোখে পড়তো মৃৎশিল্পের তৈরি বাসন। এলাকা বা অঞ্চলভিত্তিক এদের পাল বলা হয়ে থাকে। পাল সম্প্রদায় আদি থেকে এ দেশেও ছিল, কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় এরা হারিয়ে যেতে বসেছে। পূর্বে এই সম্প্রদায়ের লোকজনদের বেশ কদর ছিল। এই শিল্পীদের তৈরি জিনিসপত্রই ব্যবহার করতে হতো যথেষ্ট। বলা হয়ে থাকে, এই মাটির তৈরি ব্যবহার্য তৈজসপত্র ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যেত না। বর্তমানে বাজারে ম্যালামাইন, এ্যালমনিয়াম, প্লাস্টিক, সিরামিক, স্টিলের তৈরি জিনিসপত্রের প্রভাবে মাটির তৈরি জিনিসপত্র নাই বললেই চলে। বলা যায় দিন-যত যাচ্ছে মাটির তৈরি জিনিসপত্র নেই বললেই চলে। দিলীপ পাল বলেন, বর্তমানে মাটির তৈরি জিনিসপত্র গ্রামেও বিক্রি হয় না। আগেরদিনে গৃহস্থ বাড়িতে ধান দিয়ে মাটির হাড়ি-পাতিল নিত, মুড়ি ভাজার জন্য ঝাঁঝড়-সাবনা প্রায় সব গৃহস্থ বাড়িতে থাকত। এখন বাজার থেকে মুড়ি কিনে খায় বাড়িতে কেউ ভাজে না। তাই সারা দিন মাটির জিনিসপত্র বিক্রির জন্য নিয়ে গ্রামে ঘুরেও বিক্রি করা যায় না, ফলে চাউল কেনার টাকা জোগার হয় না। তাই বাধ্য হয়ে অন্য পেশায় যেতে হবে। এখন আর বাপ-দাদার পেশা ধরে রাখতে পারছি না। অন্যদিকে আগের চেয়ে মাটির তৈরি জিনিসপত্রের দাম অনেকাংশে বেড়েছে এবং আধুনিকভাবে অনেক মাটির তৈরি টব, খেলনার দাম বেড়েছে। প্রয়োজনীয় পুজির অভাব, উপকরণের দাম বেশি, বাজারজাতকরণের সমস্যাসহ বিভিন্ন কারণে মাটির বাসন বিলুপ্তির পথে। সরেজমিনে গিয়ে বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সেই আগের মতো জৌলুসপূর্ন কোন পালকে দেখা যায় না। অনেকেই আবার দেশ, এলাকা, পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গেছে।

The Daily Star
DHAKA THURSDAY JANUARY 23, 2020,

'Focus must be on skills dev, jobs'

Swiss Development Cooperation DG Manuel Sager tells Star

PORIMOL PALMA

Bangladesh faces a major challenge in providing fair jobs to the two million youths entering job market every year, says Swiss Development Cooperation (SDC) Director General Manuel Sager.

"Two million young people enter the job market every year. Not all go to universities. As Bangladesh's economy progresses, it needs different skillsets... I see a major challenge in how to give skills and fair jobs to those who enter the labour market every year," he said.

Manuel Sager visited Bangladesh last week to see the SDC-funded projects on skills development, safe migration and democratic governance. He also visited the Rohingya camps in Cox's Bazar and held talks with government officials and development partners.

His visit was aimed at understanding the areas of support and collaboration to take the bilateral relations to another level as Bangladesh is progressing towards a middle-income country status and beyond.

Sager thinks Bangladesh government should pay more attention to quality education, health and infrastructure. Particularly, he mentioned that there are rooms for progress in vocational training.

"Education is a major issue in Switzerland. We have very well-functioning vocational training. Other countries can benefit from our experiences on skills development," Manuel Sager said in an interview with The Daily Star, wrapping up his visit.

Switzerland, which plays an important role in migration governance at global stage, said Bangladesh is an important country as about 10 million of its citizens are migrants who send home $18 billion a year.

"We want the Bangladeshis working abroad to be treated well," he said.

Elaborating on the matter, he said experiences of migrants, as they return home, are often not that great.

"They may have bad experiences. It is a challenge for Bangladesh's society to reintegrate them. We also have various projects in this field. We support your government so the migrants can better integrate in the society," Sager said.

His words are relevant because thousands of migrants, especially female domestic workers, who returned from abroad after facing various forms of abuses, faced challenges in integrating to the society. There is no government initiative yet to address the challenge.

Sager also talked about other development challenges, including inequality, improving governance and democracy.

"Citizens' participation in democracy is very important. We are supporting certain initiatives in Bangladesh to make sure of that... when citizens have grievances with the government or public services, they should be able to voice them and cooperate with the institutions to address them. It's an important aspect of a vibrant and healthy democracy."

The role of any government is to improve citizens' life and wellbeing, and that can only be done in a democracy and through dialogue between government and citizens, Sager added.

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২৩, ২০২০

বাংলাদেশী ডায়াসপোরা নিবন্ধন

অভিবাসী প্রায় ৭৮ লাখ নিবন্ধিত ৩২ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বহির্গমন ছাড়পত্র ছাড়াই বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশী কর্মী ও অভিবাসী (ডায়াসপোরা) নিবন্ধনে ২০১৭ সালে উদ্যোগ নেয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। মূলত প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন রকমের সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেয়া হয় তখন। এ উদ্যোগের আওতায় গত আড়াই বছরে ৩২ হাজার ৪৯৭ জন অভিবাসী নিবন্ধিত হয়েছেন, যদিও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭৮ লাখ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মী ও ডায়াসপোরা প্রবাসী বাংলাদেশীদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্য হিসেবে ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তকরণ কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৭ সালের জুনে। ওই বছর ডায়াসপোরা সদস্য নিবন্ধিত হন ১ হাজার ৩০৫ জন প্রবাসী বাংলাদেশী। এর মধ্যে রোমে ৪০৫ জন, রিয়াদে ৩২৩, মিলানে ২৪৩ ও গ্রিসে ২১৩ জন বাংলাদেশী নিবন্ধিত হয়েছেন। আর ২০১৮ সালে নিবন্ধিত ৮ হাজার ৫৬১ জনের মধ্যে জেদ্দায় ৪ হাজার ৪০০, রিয়াদে ১ হাজার ৮২০, মিলানে ১ হাজার ৭৯ ও রোমে ৬৩০ জন নিবন্ধিত হন। এছাড়া গত বছর ডায়াসপোরা সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত হন মোট ২২ হাজার ৬৩১ জন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিবন্ধিত হন জেদ্দায় ১৩ হাজার ৯০৪ জন। এছাড়া রিয়াদে ৪ হাজার ৮০০, মিলানে ১ হাজার ১৭১, রোমে ৭৮১, গ্রিসে ১ হাজার ২২, দুবাইয়ে ৫০৪, কুয়েতে ৯০ ও জাপানে পাঁচ জন নিবন্ধিত হন।

জাতিসংঘের অভিবাসনবিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনে (আইওএম) ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেশন রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভিবাসীর সংখ্যা ২৭ কোটি ২০ লাখ। এর মধ্যে বাংলাদেশী ৭৮ লাখ প্রবাসী নিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এর আগে ২০১৭ সালে বাংলাদেশী অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ৭০ লাখ। সে সময় অভিবাসীর সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল পঞ্চম।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে, ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশী প্রবাসী থাকলেও সবচেয়ে বেশি আছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ২৮ লাখের বেশি বাংলাদেশী রয়েছেন, যার মধ্যে কেবল সৌদি আরবেই আছেন ২১ লাখ। সৌদি আরবের পর সংযুক্ত আরব আমিরাত হচ্ছে বাংলাদেশীদের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম চাকরির বাজার। ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৬ লাখ বাংলাদেশী সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছেন। ২০১২ সালের শেষদিকে বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করে আমিরাত সরকার। কাতারে বর্তমানে প্রায় চার লাখ বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মরত। ইরাকে ২০০৯ সাল থেকে গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ৭৫ হাজার ৭৪৮ জন বাংলাদেশী কাজের জন্য গেছেন। গত বছর জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ইরাকে মোট কর্মী গেছেন ৯ হাজার ২৬৬ জন। আগস্টের পর থেকে দেশটিতে জনশক্তি রফতানি বন্ধ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। এদের অনেকেই বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এসব ডায়াসপোরা প্রবাসী বাংলাদেশী ও বিদেশে বৈধভাবে কর্মরত কিন্তু কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্ত নন, এমন প্রবাসীরাও নিয়মিতভাবে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। আইওএমের উপাত্ত বলছে, বর্তমানে রেমিট্যান্স আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১১তম। গত বছর বাংলাদেশে মোট ১ হাজার ৫৬০ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

> নিয়মিত রেমিট্যান্স পাঠালেও বিদেশ গমনের সময় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে সরকার নির্ধারিত কল্যাণ ফি না দেয়ার কারণে অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার বোর্ড প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদেশে কর্মকালে কোনো ধরনের সমস্যায় পড়লে কেবল সদস্য না হওয়ায় তাদের সহযোগিতা দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না

নিয়মিত রেমিট্যান্স পাঠালেও বিদেশ গমনের সময় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে সরকার নির্ধারিত কল্যাণ ফি না দেয়ার কারণে এসব কর্মী ও তাদের পরিবার বোর্ড প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিদেশে কর্মকালে কোনো ধরনের সমস্যায় পড়লে কেবল সদস্য না হওয়ায় তাদের সহযোগিতা দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব অনিবন্ধিত প্রবাসী কর্মী ও ডায়াসপোরা প্রবাসী বাংলাদেশীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, যেন তাদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, বিদেশগামী কর্মীরা আড়াই হাজার টাকা দিয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্য হন। তার বিনিময়ে তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাদের পরিবহন ও দাফন খরচ, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, আর্থিক অনুদান, মরদেহ দেশে আনা, শিক্ষাবৃত্তি, পঙ্গু কিংবা অসুস্থ কর্মীকে সাহায্য, আইনি সহায়তা ও অন্যান্য সহায়তা দেয়া হয়। কিন্তু ডায়াসপোরা হিসেবে যারা স্থায়ীভাবে বিদেশে বাস করছেন, তাদেরও প্রয়োজনে এসব সুবিধার আওতায় আনার উদ্যোগ রয়েছে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের।

এ প্রসঙ্গে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা *বণিক বার্তাকে* জানান, বিএমইটি থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশী কর্মীদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে সদস্য করা হয়। কিন্তু তার বাইরে থাকা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা পশ্চিমা দেশগুলোসহ বিভিন্ন দেশে নাগরিকত্বসহ স্থায়ীভাবে বাস করছেন। যাদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্য করার জন্য এ নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বিদেশে থাকা বাংলাদেশীদের তুলনায় নিবন্ধনের সংখ্যা অনেক কম হলেও এটি দ্রুত বাড়বে। এজন্য লেবার উইংগুলো থেকে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।

The Daily Star
JANUARY 24, 2020, MAGH 10, 1426 BS

Small garment factories feeling the heat

Units closing thick and fast as export orders contract

REFAYET ULLAH MIRDHA

Rowshan Ali had everything going for him: a small sweater factory he set up in Demra on the outskirts of Dhaka in 2011 was raking in $2 million in export receipts every year.

So well was the humble factory with 350 workers was doing that he began to harbour hopes of expansion.

Just as he got off to executing his plan did he starting feeling headwinds: the price that foreign buyers were prepared to give him for knitwear started cratering and at the same time production costs were rising.

He started to feel the squeeze, which only intensified over time. Then finally in June last year, with a heavy heart he decided to pull the trigger on his business.

"The cutting and making (CM) charge now is unviable for me. So, I decided to shutter my unit for good," said a rueful Ali.

Ali is not alone. The list of such cases is getting longer by the day. Over the last four years, about 1,200 factories of that scale had closed down.

The small and medium garment factories mushroomed in the 90s to avail the quota system of international buyers.

Such openings started petering out from January 2005, when the quota system in apparel trade was eliminated with the final phasing out of the Multi Fibre Arrangement (MFA).

The MFA was an international trade agreement that imposed quotas on the amount of clothing and textile exports from developing countries to developed countries between 1974 and 2004.

Bangladesh made the best of this agreement: it was the springboard that sent the country to the number two spot in global apparel trade, grabbing

Small and medium-sized factories typically employ between 300 and 600 workers, whereas the large ones have workers to the tunes of thousands.

Those that survived in the post-MFA era are now finding the new order in global apparel trade beyond them.

Stricter compliance set by the Accord and Alliance after the Rana Plaza building collapse in April 2013 and the discontinuation of garment production in a sub-contracting units and shared buildings meant that these small and medium factories are dropping off from the international buyers' radar, according to industry insiders.

As many as 75 small knitwear factories -- including Ali's -- had closed last year, according to Mohammad Hatem, senior vice-president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

And another 61 garment factories had closed, rendering 31,600 workers jobless, according to Md. Rezwan Selim, director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), the sector's apex trade body. Selim is responsible for labour affairs and monitoring the factory situation in the sector.

"The small factories do not have work orders as they cannot follow the strict compliance. So, they are failing to run their business anymore."

Moreover, the salaries of workers are increasing every year.

For instance, this January the factory owners have to increase the salary of workers by 7 per cent as per the provision of the labour law. The minimum wage was hiked 51 per cent to Tk 8,000 per month from Tk 5,300 in December 2018.

"Sometimes the situation turns so bad that the factory owners flee the country to avoid facing their workers -- they cannot pay the salary."

The situation will worsen for small and medium factories in the near future because of the ever-shrinking profits and work orders.

However, the bigger units can do good business as the Rana Plaza tragedy was a watershed for them, Selim said.

The big garment entrepreneurs remediated their factories to global standards.

Now, Bangladesh can boast having more than 100 LEED-certified (Leadership in Energy and Environmental Design) factory buildings. More than 500 such buildings are waiting to be certified by the by the US Green Building Council.

Of the world's top 10 greenest buildings, top six are in Bangladesh.

Ahsan H Mansur, executive director of the Policy Research Institute, echoed the same as Selim.

The bigger units will ride out the storm of shrinking work orders arising out of economic contraction in the importing countries.

"Overall exports will not be affected but the number of small and medium factories will go down further in future," he said, while calling for a special fund from the government and the BGMEA for revival of the small and medium units.

In the face of squeezing profits, the small factory owners are also struggling to pay off their bank loans, the interest rate on which is in double digits.

One such owner is Mozammel Haque, who had to forfeit his four small units employing 1,600 in total in July last year. He had a Tk 300 crore bank loan that he was unable to service and the bank took control of the units and auctioned them off.

Haque blamed the declining prices of garment and the rising production costs for his current woes.

"Still, I continued my business for a few years hoping for better prices from buyers in the near future. But that never happened. Now I am out of business," an emotional Haque told The Daily Star over phone.

The cost of production of apparel during 2014-2018 has increased 30 per cent, said BGMEA President Rubana Huq.

In a market economy, an increase in production cost without reciprocity in efficiency or value added would either result in less demand or offering cheaper price, she said. Over the past 4 years, the value addition of the industry has gone down by 1.61 per cent though the apparel export has increased from $28.10 billion to $34.13.

This means that the growth is happening in physical terms only, but the value added per piece of garment produced has rather declined over years, she said.

"Unplanned expansion is like an epidemic that is silently killing our industry. While we are trying to find our way out from the price-trap situation, we need to look at ourselves and stop unplanned expansion and overcapacity."

Overcapacity is perhaps the weakest point behind Bangladesh's garment manufacturers' poor bargaining ability, Huq said. A narrow list of export destinations and little product diversification are the other problems afflicting the country's garment exports.

"EU and North America has been major markets, where almost 85 per cent of our exports are concentrated. Product diversification is also not happening at desired pace. Factories are overwhelmingly dependent on a few product category like t-shirt, trouser, sweater and cotton shirt."

Besides, about 75 per cent of Bangladesh's garment products are made of cotton whereas the world market is heading toward man-made apparel, she added.

"Of course these small- to medium-sized garment industries need to survive," said KI Hossain, president of the Bangladesh Garment Buying House Association.

If the businesses are closed, unemployment will increase at a huge rate.

"This will create a great deal of social unrest," he said, adding that the banks and financial institutions that have invested in the sector will also have to face uncertainty.

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১২ মাঘ ১৪২৬
Dhaka : Sunday 26 January 2020
শিল্প-বাণিজ্য

বাজার হারাচ্ছে পোশাক খাত

রপ্তানি কমেছে বন্ধ হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা
সমন্বিত নীতি সহায়তার দাবি উদ্যোক্তাদের

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বিদেশের বাজার হারাচ্ছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত। অন্যদিকে প্রতিযোগী দেশগুলো বাংলাদেশের চেয়ে ভালো করছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছে, এ খাতে চীনের বিপুল বিনিয়োগ বাংলাদেশ না পেয়ে সেটা পাচ্ছে ভিয়েতনাম, মায়ানমার ও পাকিস্তানে। শুধু বিদেশেই সমস্যায় রয়েছে তা নয়। দেশেও নানা সংকটে রয়েছে পোশাক খাত। বিজিএমইএ'র পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সদ্য শেষ হওয়া বছর ৫৯টি ছোট ও মাঝারি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে ২৯ হাজার গার্মেন্ট শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। উদ্যোক্তাদের দাবি, ব্যবসার খরচ বাড়ায় সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি তৈরি পোশাক কারখানাগুলো।

চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর সময়কালে দেশে মোট রপ্তানি আয় ছিল এক হাজার ৫৭৭ কোটি ডলার। এটি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় একশ' ২৯ কোটি ডলার কম। মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩ ভাগ অর্থাৎ এক হাজার ৩৮৮ কোটি ৬৯ লাখ ডলারই এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে। তবে এই আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় একশ' ৯ কোটি ডলার কম। তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বহুমুখী জটিল সমস্যার জালে আটকে যাচ্ছে এই খাতের প্রবৃদ্ধি। প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ হার, ডলারের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রার মান বেশি, অপর্যাপ্ত বন্দর সুবিধা, পণ্য পৌঁছাতে বেশি সময় লাগা, উদ্যোক্তাদের বাজার সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, জটিল কর ব্যবস্থার মতো সমস্যায় বেশি সংকটে পড়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পোশাক কারখানা মালিকরা।

যুক্তরাষ্ট্রের অটেক্সার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় একক বাজার যুক্তরাষ্ট্র। গত নয় মাসে চীনের রপ্তানি কমেছে এক দশমিক এক শতাংশ। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন, তৈরি পোশাক খাতে চীনের বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসার কথা থাকলেও তা চলে যাচ্ছে প্রতিযোগী অন্য দেশগুলোতে। যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেছে ভিয়েতনাম। এই খাতের অবস্থা ফেরাতে সমন্বিত নীতি সহায়তা প্রয়োজন বলে মনে করেন তৈরি পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা।

শুধু চীন বা যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র সমস্যা নয়। বর্তমানে ইউরোপেও পোশাক রপ্তানি কমেছে বাংলাদেশের। প্রধান পণ্য তৈরি পোশাক রপ্তানিতে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। নতুন-পুরোনো এবং ছোট-বড় সব বাজারেই রপ্তানি কমছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাজার ২৮ জাতির জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) কমেছে বেশি হারে। ইইউ জোটে পোশাক রপ্তানি কমেছে ৭ শতাংশ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবি এবং বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ইইউতে রপ্তানি কম হয়েছে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭১ কোটি ডলার। এ সময় ৯৮২ কোটি ডলারের পোশাক গেছে ওই জোটে। গত অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল এক হাজার ৫৩ কোটি ডলার। গত ছয় মাসে রপ্তানি আয়ের ৬১ দশমিক ৩০ শতাংশ এসেছে ইইউ থেকে। আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৬১ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

প্রধান বাজারে রপ্তানির এই দশায় চিন্তিত উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, জরুরি তৎপরতা শুরু না করা গেলে রপ্তানি আরও বেশিহারে কমে যাবে। নিট পোশাক ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিকেএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী ভিয়েতনামের সঙ্গে ইইউ মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং দেশে নতুন কাঠামোয় মজুরি বৃদ্ধিসহ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে অন্য প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না তারা। তিনি জানান, গত ৫ বছরে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ। এ সময় পোশাকের দর কমেছে গড়ে ৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মন্দা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি বিশ্ব অর্থনীতি। ফলে চাহিদা কমছে বিশ্বব্যাপী। এ অবস্থা থেকে রপ্তানি খাতকে সুরক্ষায় প্রতিযোগী সব দেশই স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন করছে দফায় দফায়। এফটিএ করছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশে এ ধরনের উদ্যোগ নেই।

ইইউ জোটের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পোশাক নেয় জার্মানি। বছরে কমবেশি ৬০০ কোটি ডলারের পোশাক যায় দেশটিতে। গেল ছয় মাসে এ দেশটিতে রপ্তানি কমেছে সাড়ে ১০ শতাংশ। ২৬৫ কোটি ডলারের পোশাক গেছে জার্মানিতে। আগের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২৯৬ কোটি ডলার।

দ্বিতীয় প্রধান বাজার যুক্তরাজ্য। দেশটিতে আলোচ্য সময়ে রপ্তানি কমেছে ১ শতাংশের বেশি। রপ্তানি হয়েছে ১৮৫ কোটি ডলারের পোশাক। আগের একই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮৭ কোটি ডলার। জোটে তৃতীয় প্রধান আমদানিকারক দেশ স্পেন। দেশটিতে রপ্তানি কমেছে ২ শতাংশের মতো। রপ্তানি হয়েছে ১২১ কোটি ডলারের পোশাক। আগের একই সময়ে ছিল ১২৩ কাটি ডলার।

বণিক বার্তা রোববার, জানুয়ারি ২৬, ২০২০

রানা প্লাজা ধস

সুযোগ বুঝে সুবিধা নিয়েছে ক্রেতারা

বদরুল আলম ■

দেশে পোশাক কারখানায় কর্মপরিবেশ ও শ্রম নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতার চরম বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ২০১২ ও ২০১৩ সালে। এর মধ্যে ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা গোটা পোশাক খাতের শ্রম নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে করে তোলে প্রশ্নবিদ্ধ। এই সুযোগে পোশাকের বৈশ্বিক ক্রেতারা কারখানা ও শ্রমসংক্রান্ত নানামুখী মানদণ্ড বা কমপ্লায়েন্স আরোপ করতে শুরু করে। ব্যবসা ধরে রাখতে পোশাক খাতের এ দেশী শিল্পোদ্যোক্তারাও কমপ্লায়েন্ট কারখানা গড়ে তোলার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব কারখানা গড়তে মনোযোগ দেন। কিন্তু তার পরও দেখা যাচ্ছে, সুযোগ বুঝে নন-কমপ্লায়েন্সের অজুহাত তুলে সুবিধা নিয়েছে ক্রেতারা।

গত পাঁচ-ছয় বছরে ক্রেতা প্রতিনিধিরা একদিকে কারখানা ও শ্রম নিরাপত্তার মান উন্নয়নে পোশাক কারখানাগুলোর প্রতি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন একের পর এক, অন্যদিকে পণ্যের মূল্য কমিয়েছেন ক্রমাগতভাবে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের মূল বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ, পণ্যের মূল্য কমানোর প্রবণতা অব্যাহত ছিল দুই জায়গাতেই। বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা পোশাকের ইউনিট মূল্য ছিল ৩ ডলার। ২০১৭ সাল পর্যন্ত এ ক্রমহ্রাসমান ধারা অব্যাহত থাকলেও ২০১৮ সালে তা কিছুটা বাড়ে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা পোশাকের ইউনিট মূল্য দাঁড়ায় ২ দশমিক ৭৯ ডলার। এ হিসাবে পাঁচ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাকের মূল্য কমেছে ৭ শতাংশ।

বিজিএমইএর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে একই ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে ইউরোপের বাজারেও। ২০১৪ সালে ইউরোপে বাংলাদেশের রফতানি করা পোশাকের ইউনিট মূল্য (প্রতি ১০০ কেজি) ছিল ১ হাজার ৫৭৩ দশমিক ২০ ডলার। ২০১৮ সালে তা নেমে আসে ১ হাজার ৫১৫ দশমিক ৪৬ ডলারে। এ হিসাবে পাঁচ বছরে ইউরোপের বাজারে পোশাকের মূল্য কমেছে ৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কর্মপরিবেশ ও শ্রম নিরাপত্তার দুর্বলতা চিহ্নিত ও দূর করতে জোটবদ্ধ হতে শুরু করেন ক্রেতা প্রতিনিধিরা। ইউরোপভিত্তিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তৈরি হয় অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি (অ্যাকর্ড) শীর্ষক জোট। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকাভিত্তিক ক্রেতা প্রতিনিধিদের জোট হয় অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি (অ্যালায়েন্স)।

এ দুই জোটের ক্রেতা প্রতিনিধিদের শর্ত অনুযায়ী কারখানা ও শ্রম নিরাপত্তার মান উন্নত করতে কারখানা মালিকদের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের দাবি, এজন্য কারখানাপ্রতি ন্যূনতম ৫ কোটি টাকা হিসাবে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে পোশাক শিল্পে বিনিয়োগকারীদের। অন্যদিকে প্রো-অ্যাকটিভ বা আগেভাগে সক্রিয় হওয়ার উদ্যম নিয়ে গ্রিন বা পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা স্থাপনে মনোযোগ দেন অনেক শিল্পোদ্যোক্তা।

পোশাক শিল্প মালিক প্রতিনিধিদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্যমতে, মালিকদের তৎপরতার ফলে ২০১৪ সালে পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছিল তিনটি কারখানা। এ ধারাবাহিকতায় ৩৩টি স্বীকৃত পরিবেশবান্ধব কারখানা গড়ে উঠেছে ২০১৯ সালে। এ প্রক্রিয়ায় আছে আরো ৫০০ কারখানা।

কমপ্লায়েন্স অর্জনের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব কারখানা স্থাপনে শিল্পোদ্যোক্তারা মনোনিবেশ করলেও পোশাক পণ্যের ক্রেতারা সবসময়ই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আসছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলেন, এটা ঠিক। কিন্তু গত পাঁচ বছরে আমরা অনেক পথ অতিক্রম করেছি। এখন আমাদের গ্রিন বা পরিবেশবান্ধব শিল্পে অর্থায়নের মতো বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগী হতে হবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সুযোগ বুঝে সুবিধা নিয়েছে

বিজিএমইএ বলছে, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে উদ্যোক্তাদের। ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের পরও কারখানার পরিচালন ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এর পরও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ অব্যাহত আছে। কিন্তু পরিবেশবান্ধব কারখানা স্থাপনে অর্থায়নের সুযোগের ঘাটতি দূর হয়নি। বড় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশবান্ধব কারখানা গড়ে তুলতে পারলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানাগুলোকে বিপাকে পড়তে হচ্ছে। আবার দুর্বল মানসিকতায় পণ্যের মূল্য নিয়ে ক্রেতাদের সঙ্গে যথাযথ দরকষাকষিতেও পিছিয়ে পড়ছেন শিল্প মালিকরা।

খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, গত পাঁচ বছরে পোশাক শিল্পের সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল কমপ্লায়েন্স। বলতে গেলে এর ওপরই নির্ভর করেছে এ খাতের ভবিষ্যৎ। আর এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে প্রধান ক্রেতা দেশগুলো। কমপ্লায়েন্সের শর্ত জুড়ে দিয়ে এ খাতে নিজের যন্ত্রাংশের বড় বাজার সৃষ্টি করেছে ক্রেতা প্রতিনিধিরা। কারখানার অগ্নিনিরাপত্তাসহ সরঞ্জাম ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেছে ইউরোপ-আমেরিকারই বেশকিছু প্রতিষ্ঠান।

এদিকে রফতানি আয়ে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি পোশাকের প্রধান ক্রেতা দেশগুলো কমপ্লায়েন্সের নামে নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরিতেও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জার্মানি, ফ্রান্সসহ মোট ১০ দেশের বেশকিছু প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের কাছে ফায়ার ডোর, হোস, এক্সটিংগুইশার, স্প্রিঙ্কলারসহ ভবন ও অগ্নিনিরাপত্তা যন্ত্রাংশ প্রদর্শন করেছে। ক্রেতা জোট অ্যালায়েন্স ও অ্যাকর্ডও এসব কমপ্লায়েন্ট যন্ত্রাংশ স্থাপনে নিজেদের পক্ষ থেকে যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে।

এ বিষয়ে বিকেএমইএ প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক স্বল্প সুদে কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ঋণ দেয়া হবে বলে জানিয়েছে। কিন্তু এর বাস্তব প্রতিফলন তেমন নেই। কারখানা কমপ্লায়েন্ট হোক, এটা এখন নিজস্ব তাগিদ থেকেই আমরা চাই। তবে এজন্য সংশ্লিষ্ট ক্রেতাদেরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। দুঃখজনক বিষয় হলো, কমপ্লায়েন্স দুর্বলতার সুযোগ নিতেই ক্রেতাদের ব্যস্ততা বেশি।

খাতসংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, ক্রেতাদের অনুমোদিত ও সনদপ্রাপ্ত অধিকাংশ অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের দাম অনেক বেশি। যেমন ইউএল স্ট্যান্ডার্ড ইকুইপমেন্টের দাম অন্যান্য যন্ত্রাংশের তুলনায় প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ বেশি। অথচ এ অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনাই দেয় না ক্রেতারা।

তবে শিল্প বিশ্লেষকরা বলছেন, রফতানি আয়ে অবদান বেশি রাখছে এমন দেশগুলো কর্মপরিবেশ ও শ্রম নিরাপত্তা নিয়ে বেশি সচেতন হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কমপ্লায়েন্ট বা মানে উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়গুলোয় উদ্যোক্তাদের দুর্বলতা থাকলে তা দূর করার চেষ্টাও এ দেশগুলোর তরফ থেকে বেশি হওয়ার কথা। পোশাকসহ টেকসই রফতানি খাত তৈরিতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের কমপ্লায়েন্ট কারখানা তৈরিতে আরো উদ্যোগী হতে হবে। আর তা শুধু একটি-দুটি দেশের জন্য নয়। বরং রফতানি বাজারের নিরাপদ বহুমুখীকরণের জন্য কমপ্লায়েন্ট ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কারণ ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনা কমপ্লায়েন্ট কর্মক্ষেত্র তৈরিতে উদ্যোক্তাদের দুর্বলতা প্রমাণ করেছে। আর সে সুযোগই নিতে শুরু করেছে ক্রেতা দেশগুলোর ব্যবসায়ীরা।

পরিবেশবান্ধব কারখানা প্লামি ফ্যাশনসের উদ্যোক্তা ফজলুল হক। নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক এ সভাপতি বণিক বার্তাকে বলেন, আমরা একটি খারাপ সময়ে পরিবেশবান্ধব গ্রিন কারখানা গড়ে তোলা শুরু করেছি। আমার একার কথা বলছি না। সবারই প্রত্যাশা ছিল বড়। কারখানাগুলো ব্যবসা একেবারে খারাপ করছে বলব না। তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে না। এর একটি বড় কারণ বৈশ্বিক বাজারের শ্লথ গতি। সার্বিকভাবে বাজারের অবস্থা খারাপ থাকলে গ্রিন হোক আর যা-ই হোক, ব্যবসা ভালো হওয়ার কথা নয়।

বণিক বার্তা রোববার, জানুয়ারি ২৬, ২০২০।

অর্থনৈতিক মন্দায় অভিবাসীরা অনাকাঙ্ক্ষিত হচ্ছেন সিঙ্গাপুরেও

স্থানীয়দের মধ্যে 'অ্যান্টি ফরেনার' মনোভাবের কারণে অভিবাসীদের জন্য ক্রমেই অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে সিঙ্গাপুর। এরই মধ্যে পরিবার নিয়ে দেশটি ছাড়তে শুরু করেছেন সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাওয়া বিভিন্ন দেশের উচ্চবিত্তরা। অ্যান্টি ফরেনার মনোভাব ও অর্থনৈতিক মন্দায় সিঙ্গাপুর ছাড়ছেন বাংলাদেশী শ্রমিকরাও

মনজুরুল ইসলাম ■

এশিয়ার ক্ষুদে ধনী দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুরে সাধারণত বিক্ষোভ হয় না। কিন্তু হঠাৎ করেই গত নভেম্বরে স্থানীয় একটি পার্কে অভিবাসন নীতির প্রতিবাদে শোভাযাত্রা করেন ৩০০-৪০০ জন সিঙ্গাপুরিয়ান নাগরিক। তাদের অভিযোগ, অতিরিক্ত অভিবাসীর ফলে সিঙ্গাপুরে সম্পত্তির দাম ও জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে গেছে। চাকরি, বাসস্থান এমনকি সন্তানদের স্কুলের জন্যও সিঙ্গাপুরিয়ানদের অভিবাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের মধ্যে 'অ্যান্টি ফরেনার' মনোভাবের কারণে অভিবাসীদের জন্য ক্রমেই অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে সিঙ্গাপুর। পরিস্থিতি প্রতিকূল মনে হওয়ায় এরই মধ্যে পরিবার নিয়ে দেশটি ছাড়তে শুরু করেছেন সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাওয়া বিভিন্ন দেশের উচ্চবিত্তরা। দেশটিতে অ্যাপার্টমেন্ট কেনার পাশাপাশি হোটেল ও বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ রয়েছে বাংলাদেশীদের। এমনকি ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ব্যবসায়ীর তালিকায়ও রয়েছেন একজন বাংলাদেশী।

'অ্যান্টি ফরেনার' মনোভাব ও অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সিঙ্গাপুর ছাড়ছেন বাংলাদেশী শ্রমিকরাও।

প্রতিকূলতার মধ্যে এখনো যেসব বাংলাদেশী দেশটিতে রয়ে গেছেন, প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম বেতনে কাজ করতে হচ্ছে তাদের।

অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরিয়ানদের ক্ষোভের সূত্রপাত হয়েছে গত অক্টোবরে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিওতে দেখা গেছে, বয়োজ্যেষ্ঠ একজন সিঙ্গাপুরিয়ানকে লাঞ্ছিত করেছেন জন্মসূত্রে সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব পাওয়া ভারতীয় অভিবাসী রামেশ এরমালি। বয়োজ্যেষ্ঠ সিঙ্গাপুরিয়ান ওই ভারতীয় অভিবাসীর কনডোমিনিয়াম কমপ্লেক্সের সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন।

সম্প্রতি এশিয়ান রিভিউ নিকিতে দেয়া সাক্ষাৎকারে সিঙ্গাপুরিয়ানরা অভিযোগ করেন, স্থানীয়রা জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করছেন, সরকারি বরাদ্দকৃত বাসায় থাকছেন, গ্রাব চালাচ্ছেন। অন্যদিকে বিদেশীরা অত্যাধুনিক কনডোমিনিয়ামে থাকছেন। এ কারণে সিঙ্গাপুরিয়ানদের মধ্যে 'অ্যান্টি ফরেনার' মনোভাব বাড়ছে।

নিকির ওই প্রতিবেদন বলছে, সিঙ্গাপুরে দক্ষতার অভাবে স্থানীয়রা বেকার থাকছেন।

যুগান্তর | সোমবার ২৭ জানুয়ারি ২০২০
১৩ মাঘ ১৪২৬

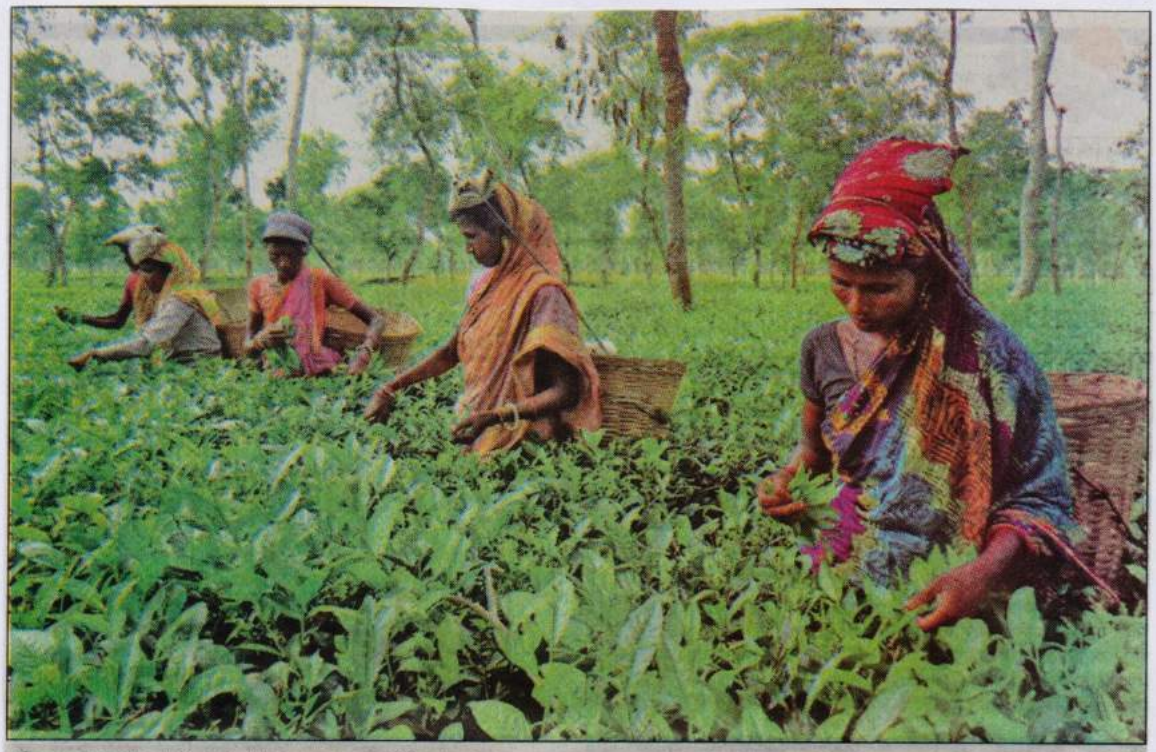

হবিগঞ্জের চান্দপুর বাগানে চা পাতা সংগ্রহে ব্যস্ত শ্রমিকরা যুগান্তর

চা উৎপাদনে নতুন রেকর্ড

মৌলভীবাজার ও চুনারুঘাট প্রতিনিধি

দেশের চা শিল্পের ইতিহাসে উৎপাদনে নতুন রেকর্ড হয়েছে। ২০১৯ সালে উৎপাদিত হয়েছে ৯ কোটি ৬০ লাখ ৬৯ হাজার কেজি চা। গত বছরের চেয়ে উৎপাদন বেড়েছে ১ কোটি ৩৯ লাখ কেজি। আগের বছরের তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে ১৭ শতাংশ। বাংলাদেশ চা বোর্ডের (বিটিবি) পক্ষ থেকে সম্প্রতি এসব তথ্য জানানো হয়েছে। রেকর্ড চা উৎপাদনের পরও দেশের এ শিল্প চরম সংকটের মধ্যে রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমদানি ও চোরাইপথে আসা ভারতের নিম্নমানের চা পাতা দেশীয় বাজারের জন্য চরম হুমকি তৈরি করেছে। পাশাপাশি চায়ের মূল্য একেবারে কমে যাওয়ায় এ খাতে সংকট কাটছে না। বিটিবি সূত্র জানায়, ২০১৮ সালে উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ৮ কোটি ২১ লাখ ৩০ হাজার কেজি— যা ছিল দেশের চা উৎপাদন মৌসুমের (২০১৮) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ড। এর আগে ২০১৬ সালে আগের সব রেকর্ড ভেঙে ৮ কোটি ৫৫ লাখ কেজি চা পাতা উৎপাদন হয়েছিল।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রেকর্ড উৎপাদনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি আর ভারতীয় নিম্নমানের চা অবাধে দেশে প্রবেশ করায় চায়ের মূল্য গত বছরের চেয়ে অর্ধেকে নেমে আসে। ২০১৮ সালে চায়ের কেজি নিলামে গড়মূল্য ছিল ২৬০ টাকা। ২০১৯ সালে কমে এসে তা দাঁড়ায় ১৬০ টাকায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ১২০ টাকা কেজি হয়। সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে ২০১৯ সালে উৎপাদিত ২০ থেকে ৩০ শতাংশ চা এখনও বাগানে পড়ে আছে। ক্রেতার অভাবে এ চা নিলামে পাঠানো যাচ্ছে না। ফলে উৎপাদনে রেকর্ড হলেও মূল্যের দিক থেকে চা শিল্প চরম সংকটে। গত বছর উৎপাদিত চায়ের প্রতি কেজিতে বাগান কর্তৃপক্ষকে লোকসান গুনতে হয়েছে ১০০ থেকে ১২০ টাকা। ফলে বড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন বাগান মালিকরা। চায়ের উৎপাদনে শ্রমিকের মুখে হাসি ফুটলেও

- ২০১৯ সালে উৎপাদিত হয়েছে ৯ কোটি ৬০ লাখ কেজি
- আমদানি ও চোরাইপথে আসা ভারতের নিম্নমানের চা দেশের বাজারের জন্য হুমকি

চায়ের মূল্যের কারণে তাদের এ হাসি মলিন হয়ে যায়। বাংলাদেশ চা বোর্ডের (বিটিবি) উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) মো. মুনির আহমদ বলেন, চায়ে সর্বকালের রেকর্ড করল বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে ৯৬ দশমিক ৭ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হয়েছে। বিদেশি কোম্পানি, সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ছোটবড় মিলিয়ে বাংলাদেশে ১৬২টি চা বাগান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ৯২টি মৌলভীবাজারে।

শ্রীমঙ্গল জেমস ফিনলে টি কোম্পানির ভাড়াউড়া ডিভিশনের জিএম ও বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশন সিলেট ব্রাঞ্চের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ শিবলী বলেন, 'চায়ের উৎপাদন ভালো হলেও ন্যায্য মূল্য পাচ্ছি না। ভারত থেকে নিম্নমানের চা চোরাইপথে বাংলাদেশে আসছে— যা অত্যন্ত নিম্নমানের খাওয়ার যোগ্য নয়। এতে বাজারে চায়ের কোয়ালিটি খারাপ করছে। এতে চা মালিকরা মূল্য ঠিকমতো পাচ্ছেন না। ভারত থেকে নিম্নমানের আমদানি ও চোরাইপথে আসা চা পাতা বন্ধ করতে হবে। তা না হলে দেশীয় চায়ের মূল্য থাকবে না।'

লস্করপুর ভ্যালীতেও রেকর্ড উৎপাদন : হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার লস্করপুর ভ্যালীতেও চা উৎপাদনে রেকর্ড হয়েছে। এখানকার ১৭টি চা বাগানে ২০১৯ সলে ১ কোটি ৩২ লাখ ৩৩ হাজার ৫০৫ কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে— যা গত বছরের তুলনায় ১৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ বেশি। এর আগে ২০১৬ সালে ভ্যালীর এসব বাগানে ১ কোটি ২২ লাখ কেজি রেকর্ড পরিমাণ চা উৎপাদিত হয়।

বাগান ও ভ্যালী সূত্র জানায়, চা বাগান ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকা, চলতি বছর আগাম বৃষ্টি হওয়ায় এবং রোগবালাই কম থাকার কারণে গত বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালে উপজেলার লস্করপুরের ভ্যালীতে রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে। ২০১৮ সালে উৎপাদিত হয়েছিল ১ কোটি ১৫ লাখ ১৩ হাজার ২২৮ কেজি। চলতি বছর এ সময়ে ভ্যালীতে উৎপাদিত হয়েছে ১ কোটি ৩২ লাখ ৩৩ হাজার ৫০৫ কেজি চা— যা গত বছরের চেয়ে ১৭ লাখ ২০ হাজার ২৭৭ কেজি বেশি। ২০১৬ সালে ভ্যালীতে উৎপাদিত হয়েছিল ১ কোটি ২২ লাখ কেজি চা— যা ছিল ভ্যালীর সর্বোচ্চ উৎপাদন। ২০১৮ সালে এ উৎপাদন কমে দাঁড়ায় ১ কোটি ১৫ লাখ কেজিতে।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৮, ২০২০ ■ মাঘ ১৪, ১৪২৬

ইইউর রেক্স ব্যবস্থায় বিপাকে রফতানিকারক

স্বতন্ত্র টিআইএন ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে জিএসপি সুবিধা

বদরুল আলম ■

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) থেকে হাতে হাতে জিএসপি সনদ নিয়ে এতদিন ইউরোপের বাজারে রফতানি করে আসছিলেন রফতানিকারকরা। তবে সম্প্রতি রেজিস্টার্ড এক্সপোর্টার (রেক্স) শীর্ষক একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে শুরু করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। যার আওতায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে একটি স্বতন্ত্র ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বরের (টিআইএন) বিপরীতে একটি করে রেক্স নম্বর নিতে হবে। যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান নিজেই জিএসপির আবেদন করে সুবিধার অনুমোদন নিতে পারবে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া নিয়ে বিপাকে পড়েছে বাংলাদেশের রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো।

জানা গেছে, রেক্স ব্যবস্থা প্রণয়নের শুরুতেই টিআইএন নিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে রফতানিকারকদের। দেশে অনেক গ্রুপ অব কোম্পানিজ আছে, যেগুলোর স্বতন্ত্র টিআইএন একটি। এই একটি নম্বরই ব্যবহার করে আসছিল গ্রুপের আওতায় অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানও। কিন্তু রেক্সের নিয়ম অনুযায়ী একটি স্বতন্ত্র টিআইএনের বিপরীতে একটি রেক্স নম্বর ইস্যু হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গ্রুপের আওতায় থাকা অন্য রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান জিএসপি সুবিধার আবেদন করতে পারছে না। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) বলছে, স্বতন্ত্র টিআইএন ছাড়া রেক্সের আওতায় আবেদন করা জিএসপি সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

সূত্রমতে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সহযোগিতায় এতদিন একটি গ্রুপ অব কোম্পানিজের আওতায় থাকা সব প্রতিষ্ঠান একটি মাত্র স্বতন্ত্র টিআইএন নম্বর ব্যবহার করে আসছিল। কিন্তু রেক্সের আওতায় জিএসপি সুবিধা পেতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে রফতানিকারকদের। এ জটিলতার বিষয়ে রফতানি খাতসংশ্লিষ্ট সংগঠন ও ইপিবির সঙ্গেও আলোচনা করেছেন রফতানিকারকরা। সেসব আলোচনায় স্বতন্ত্র টিআইএন নিতে তাগিদের পাশাপাশি রেক্সের আওতায় আসার সময়সীমা বৃদ্ধির বিষয়েও অবহিত করা হয়েছে রফতানিকারকদের।

ইপিবি সূত্র জানিয়েছে, প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে রেক্সের আওতায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১২০০ প্রতিষ্ঠান এসেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান আবেদন করতে পারছে না স্বতন্ত্র টিআইএন নম্বর না থাকার জটিলতার কারণে। এ জটিলতা নিরসনে ২২ জানুয়ারি এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ রফতানিসংশ্লিষ্ট নয়টি সংগঠনকে চিঠি দিয়েছে ইপিবি।

চিঠিতে বলা হয়েছে, একটি টিআইএন নম্বরের বিপরীতে গ্রুপভুক্ত বা ব্যক্তিমালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠানকে রেক্স নম্বর প্রদান উদ্ভূত জটিলতা নিরসনের জন্য ৭ জানুয়ারি একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচনা হয় যে গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি টিআইএন নম্বরের আওতায় একাধিক প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত আছে। এসব প্রতিষ্ঠান একটি টিআইএন ব্যবহার করে পৃথক পৃথকভাবে রেক্স নম্বর বরাদ্দের জন্য আবেদন করেছে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইটি ব্যবস্থায় গ্রহণীয় নয়। কারণ ইইউ আইটি ব্যবস্থা একটি মৌলিক নম্বরের বিপরীতে একটি রেক্স নিবন্ধন নম্বরের বিধান রয়েছে।

চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয়, গ্রুপভুক্ত বা ব্যক্তিমালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং ট্রেড আইডেনটিফিকেশন নম্বরের কপিতে প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ থাকে। সেখানে ইউনিট বা অন্যান্য গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ থাকে না। কোনো কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানের রেক্স নিবন্ধন রিভোকেশন বা বাতিলের মতো পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের নামকেই রিভোক করতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রুপের অন্য প্রতিষ্ঠানের জিএসপি সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

রেক্স ব্যবস্থার আওতায় নিবন্ধন না নিলে বাণিজ্য সুবিধা বা জিএসপি পাবে না বাংলাদেশের পাঁচ সহস্রাধিক রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান। ইইউর বাজারে জিএসপি সুবিধা পেতে এতদিন পণ্যের বৃত্তান্ত উল্লেখের মাধ্যমে কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ নিতে হতো ইপিবির কাছ থেকে। নির্দিষ্ট ফরম পূরণের পর পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন ঘোষণা নিশ্চিতের মাধ্যমে সনদটি প্রদান করত ইপিবি। তবে নতুন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রফতানিকারক নিজেই পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন ঘোষণা করবে।

ইপিবি-সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, যদিও সব খাত মিলিয়ে রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় ১৫ হাজার। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রফতানির জন্য সব খাত মিলিয়ে বাংলাদেশের পাঁচ থেকে ছয় হাজার সক্রিয় প্রতিষ্ঠান ইপিবি থেকে জিএসপি সনদ নিচ্ছে। ইপিবির নিবন্ধিত রেক্স ব্যবস্থার আওতায় আসা এ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই নিজেদের জিএসপি সনদ দেবে। এ ব্যবস্থাটি নজরদারি করবে ইপিবি। এ নজরদারি ব্যবস্থাটি নিশ্ছিদ্র করার কাজ চলছে।

ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলো প্রসঙ্গে ইপিবি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, জিএসপি জালিয়াতির ঘটনা বাংলাদেশে এর আগে ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ সূত্রগুলো বলেছে, বাংলাদেশের একজন রফতানিকারক জিএসপি সনদ ইস্যু করার পর পণ্যটি বাংলাদেশ থেকে না পাঠিয়ে পাঠানো হয়েছে চীন থেকে। এতে করে বাংলাদেশের নাম ব্যবহার করে জিএসপি সুবিধাটি পেয়েছে চীন। কিন্তু শুল্ক সুবিধা ইইউ চীনকে দিচ্ছে না। ফলে চীন থেকে ইইউর যে রাজস্ব আয় হতো তা হয়নি। এ ধরনের জালিয়াতির ঘটনা এড়াতে রেক্স ব্যবস্থায় কঠোর দায়িত্ব নিতে হবে ইপিবিকে, যাতে করে জিএসপির অপব্যবহার না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

প্রসঙ্গত, গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ৪০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিশ্বব্যাপী রফতানি করেছে। মোট রফতানির ৬০ শতাংশের বেশি যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৮ জানুয়ারি ২০২০
১৪ মাঘ ১৪২৬

তৈরি পোশাক রফতানিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির শঙ্কা

যুগান্তর রিপোর্ট

চলতি অর্থবছরে তৈরি পোশাক রফতানিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির শঙ্কা দেখছে গার্মেন্ট মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। এ অবস্থায় পোশাক খাতকে প্রতিযোগী সক্ষম করে তুলতে বিজিএমইএ ডলারপ্রতি ৫ টাকা অতিরিক্ত বিনিময় সুবিধা চেয়েছে। ১৫ জানুয়ারি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে এক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

এতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোয় পোশাক রফতানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে ৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ। যেখানে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৯ শতাংশ। আর একই সময়ে প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ। বর্তমান ধারা চলতে থাকলে অর্থবছর শেষে ৭ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে রফতানির পরিমাণ দাঁড়াবে ৩১ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে ২৫ শতাংশ স্থানীয় মূল্যসংযোজনের পরিমাণ ৭ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার। এ অঙ্কের ওপর ডলারপ্রতি ৫ টাকা অতিরিক্ত বিনিময় হার প্রদান করতে ৩ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, দেশের সিংহভাগ রফতানি আয় অর্জনকারী পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে এবং এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে। ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী অবস্থানের কারণে প্রতিযোগী সক্ষমতায় দেশের পোশাক খাত পিছিয়ে যাচ্ছে। গত ৭ বছরে ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী ও স্থিতিশীল রয়েছে। সেখানে একই সময়ে ভারতীয় মুদ্রা ২৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ, চীনের ইউয়ান ১১ দশমিক ২১ শতাংশ, ভিয়েতনাম ডং ১০ দশমিক ৭৮ শতাংশ, তুরস্কের লিরার ২২৬ শতাংশ অবমূল্যায়ন হয়েছে।

যদিও সরকার পোশাক খাতের উন্নয়নে সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতিমধ্যে রফতানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) ঋণের সুদের হার ডলারে ১ শতাংশ কমানো হয়েছে। বাজেটে ১ শতাংশ অতিরিক্ত প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। রফতানি আয়ের উৎসে কর দশমিক ২৫ শতাংশ এবং নগদ সহায়তার ওপর উৎসে কর ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা এ সুবিধা চেয়ে আসছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পোশাক খাতের স্বার্থে এ সুবিধা দেয়া দরকার। তা না হলে অনেক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

The Financial Express | Tuesday | January 28, 2020

Retaining European Union's GSP

BD has to comply with REX system by June 30

MONIRA MUNNI

Bangladesh gets a six-month grace period until June 30 to comply with the European Union's (EU) Registered Exporter (REX) certification system of origin of goods to retain the GSP (generalised system of preference) facility there, officials said.

The effective application date of REX system for Bangladesh began on January 01, 2019, and ended on December 31.

The REX system is applicable for the EU's GSP beneficiary countries, and the EU notified Bangladesh about it in 2017, they said.

On January 22, the state-run Export Promotion Bureau (EPB) informed the trade-bodies of relevant export-oriented sectors, including textile, ready-made garment (RMG), terry towel, pharmaceuticals, plastic, furniture and frozen foods, about the time extension.

The EPB in the letter said the EU has extended the REX registration number issuance time for Bangladesh until June 30 as grace period, considering the huge number of local exporters who shipped goods to EU, after the EPB requested for the same.

"There will be no scope to issue GSP form-A (the existing certification system) after the June 30 deadline," the letter warned.

The REX system is based on principle of self-certification by exporters, who will issue statements on origin to themselves on eligibility of duty-free facility to the EU, the biggest export market of Bangladesh.

To be entitled to issue the statements on origin, all local exporters will have to be registered with the EU database, known as the REX system, through the EPB.

The REX system has been implemented to simplify export formalities as well as to reduce workload, cost of exporter and administrative burden.

The EPB started registering local exporters with the EU's REX database system since July 21 last year, an official said.

Till date, the EPB has registered some 1,904 local exporters, majority of whom are from textile and RMG sector, he added.

There are some 6,000 local exporting companies, including those of RMG sector, that take the GSP certificate to ship locally produced goods to the EU. However, some 2,200 to 2,500 exporting companies take the certificate regularly.

He also expressed hope of completing the registration work by the extended time.

Under the REX system, Bangladeshi products will get duty-free access facility to the EU. India, Pakistan and Sri Lanka have already introduced the system.

When asked, the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Dr Rubana Huq said there are no major issues, but they are facing problems with groups having one TIN (taxpayer's identification number).

According to the EPB, some groups of companies have applied for REX registration for their multiple companies through their single TIN, which is not accepted by the EU.

Keeping this in view, the EPB letter has clarified that every company is required to have separate TIN for getting REX registration.

It explained that Certificate of Incorporation and TIN only mention the name of a single company, and there might be incidents that a registered exporter might be revoked from the REX system for some reasons.

In such cases, the GSP facility for rest of the companies, owned by the same group or individual person, would be cancelled automatically, it said.

Currently, Bangladesh enjoys duty-free facility in exporting goods to the EU under its EBA (everything but arms) scheme. More than 60 per cent of Bangladeshi goods are exported to the EU.

The country fetched US$ 40.53 billion by exporting goods in last fiscal year, 2018-19, according to official data.

munni_fe@yahoo.com

The Financial Express January 29, 2020

A partial view of a jute shop in the Kanipur Haat in Faridpur district — FE Photo

Faridpur jute mills plan to make clothes, shoes

A CORRESPONDENT

FARIDPUR, Jan 28: Faridpur is well-known for growing quality Tosha jute. There are around 12 jute mills in the district where about 25,000 workers are employed.

Sources said, these jute mills do not just produce bags, sacks or yarn, they are planning for making clothes and shoes from the fibre.

Kanipur Haat is one of the largest raw jute markets in the district. A large portion of jute produced in the area is sold here.

Besides, jute comes in the market from different districts including Magura, Jashore, Jhenidah, Kushtia and Pabna.

Kanipur Haat sits on every Friday and Tuesday. Jute is the main commodity in the market.

During the season, about 8,000 maunds to 10,000 maunds of jute are sold every week in the haat.

Authorities from Karim Jute Mills, Saeed Da Jute Mills, Khan Jute Mills, Altu Khan Jute Mills and Razzaq Jute Mills generally purchase jute from the haat. At present jute is being sold at Tk 2,400 to Tk 2,500 per maund.

The jute sector in Bangladesh faced some struggle in the last two years. The crop in the greater Faridpur area suffered tremendously in 2018. The crop itself was damaged beyond imagination of the farmers in the early stages due to hailstorms.

As a result, the raw jute production was poor across the country in 2018. On top of that, due to the world economic crisis, the demand for jute yarn in the international market completely collapsed.

The year 2019 started slow for the jute industry. But fortunately, the strong market demand speeded up the jute business and millers started to sell good amount of products in the international markets.

A jute trader of Kanipur Haat said jute production was average this year. There prevails a poor supply of raw jute in the market. Scanty supply of raw jute created a hike of jute price by Tk 300 to Tk 400.

Though this hike in the price of raw jute is not benefitting the jute farmers, instead making the middlemen and brokers richer, said millers.

One jute mill owner said since the restriction of the export of raw jute to India has been lifted, a good amount of jute has been going out if the country, creating an even larger raw jute shortage in Bangladesh. The price of yarns has also gone up in the international market creating a suitable business opportunity for the jute industries in Bangladesh.

Advisor of Razzaque Jute Industries Limited Jassim Hossain said Razzaque Jute Industries Limited is located in Char Noapara of Madhukhali. "We have boosted daily production to more than 100 tonnes and we are the second biggest jute mill in country in terms of production capacity. The mill collects raw jute from Kanipur, Talma, Nagarkanda, Mominkhar Hat and Madhukhali."

He said the mill exports its produce to Turkey, China, Belgium and Canada.

Deputy Director of DAE Kartik Chandra Chakraborty said Faridpur is known as the 'Land of Golden Fibre'. Jute grows in eight upazilas of the district.

Jute production has increased in the areas recently. Jute producing area has increased up by over 7,000 hectares in the last seven years. Jute is being cultivated on some 82,865 hectares of land across the district, the official added.

thefinancialexpress Wednesday, January 29, 2020

Govt forms wage board for printing press workers

FE REPORT

The government has formed a wage board to review the minimum wage for the workers of the country's printing press sector, sources said.

The ministry of labour and employment issued a gazette notification on January 27, announcing the names of the representatives from the workers and owners for recommending the minimum wage.

The wage board consists of a chairman, one independent member, one each permanent representative from the employers and workers while one each temporary representative from the employers and workers.

The workers' and employers' representatives have been selected from the respective industry.

According to the gazette notification, the labour ministry appointed Md Zahurul Islam, general secretary of Bangladesh Mudron Shilpa Samity (BMSS), as the employers' representative and Md Saiful Khan, president of Robin Printing and Packaging Workers Union, as the workers' representative.

Industry people said there are some 4,000-5,000 printing units in Bangladesh, creating employment for about 0.4 million workers.

The BMSS officials, however, said some 1,500 printing units are registered with the trade body.

The government had last fixed TK 4,450 as minimum monthly wages in 2011 that included Tk 3,000 as basic, Tk 1,050 as house rent, Tk 300 as medical allowance and Tk 100 as transport allowance.

munni_fe@yahoo.com

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২০,

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চক্করে পোশাকশিল্প

পণ্য রপ্তানি খাত

পোশাক ও বস্ত্রশিল্পে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, রোবট ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এতে উৎপাদন বাড়ছে। আবার কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনাও ঘটছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

ডেনিম কাপড়ের উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় রোবটিক মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে ময়মনসিংহের ভালুকায় অবস্থিত এনভয় টেক্সটাইলের পরিবেশবান্ধব বস্ত্রকলে। এতে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডেনিম কাপড়ের মান উন্নত হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ইতিমধ্যে দেশের রপ্তানিমুখী পোশাক ও বস্ত্রশিল্প খাতে পড়তে শুরু করেছে। এর ফলে এনভয় টেক্সটাইলের মতো অনেক পোশাক কারখানা ও বস্ত্রকলে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, রোবট ও সফটওয়্যারের মতো প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এতে শিল্পকারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা বাড়ছে। তবে একই সঙ্গে যন্ত্র ও প্রযুক্তির কারণে কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটছে, যা শঙ্কা তৈরি করছে।

চাকরি হারানোর বিষয়টি কতটা উদ্বেগজনক হতে পারে, সে বিষয়ে একটি ধারণা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের একটি গবেষণা প্রতিবেদন। গত বছর প্রকাশিত সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অটোমেশনের কারণে ২০৪১ সালের মধ্যে ৫ লাখ পোশাকশ্রমিক চাকরি হারাবেন। এ ছাড়া ১০ হাজার সুপারভাইজার, ১০ হাজার মানিনিয়ন্ত্রক ও মার্চেন্ডাইজার এবং ৫ হাজার ফ্যাশন ডিজাইনার, ক্যাড-ক্যাম অপারেটর ও প্রোডাকশন প্ল্যানারের চাকরি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

অবশ্য তৈরি পোশাকশিল্পে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব নিয়ে উদ্যোক্তাদের দুই ধরনের মত রয়েছে। এক পক্ষ বলছে, ধীরে ধীরে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করছে তারা। কর্মসংস্থান ঝুঁকির মধ্যে পড়লেও বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সে ক্ষেত্রে কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। আরেক পক্ষ বলছে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি হয়নি। নতুন প্রজন্মের কারখানায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও ভার্চুয়াল প্রোটোটাইপিং, থ্রি-ডি নকশা ও প্রিন্টিং ইত্যাদি এখনো অনেক দূরের বিষয়।

আশির দশকে বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে পোশাক রপ্তানি হয়েছিল ৩ কোটি ১৫ লাখ ডলারের। সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৪১৩ কোটি ডলার। তার মানে, ৩৫ বছরে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১ হাজার ৮৩ গুণ। বর্তমানে পোশাকশিল্পে কর্মরত আছেন ৪০ লাখ শ্রমিক, যাঁদের একটি বড় অংশ নারী।

বিশ্বে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটে বিদ্যুৎ শক্তি ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ কাজে লাগিয়ে বর্ধিত উৎপাদন নিশ্চিত করে। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের চালিকা শক্তি হলো পারমাণবিক শক্তি, টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা। আর চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছে প্রযুক্তির সঙ্গে জৈব অস্তিত্বের সংমিশ্রণে এক নতুন সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে রোবটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট, ন্যানো প্রযুক্তি ইত্যাদি অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক প্রথম আলোকে বলেন, 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিশ্বব্যাপী উৎপাদনমুখী খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। বিষয়টি কেবল স্মার্ট ও অটোমেটেড উৎপাদনপ্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাজারজাতকরণ, ক্রেতাদের পছন্দ ও পণ্য কেনার প্রবণতাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা ধরে রাখার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল গ্রাহকের চাহিদা পূরণে প্রযুক্তি ব্যবহারে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই।'

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শ্রমিকের মজুরিসহ নানা কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় পোশাকশিল্পের বড় উদ্যোক্তারা অনেক দিন ধরেই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে মনোযোগী হয়েছেন। তাতে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় প্রতিটি সেলাই মেশিনের পেছনে একজন অপারেটরের সঙ্গে হেলপার রাখার প্রচলিত ধারাটি থেকে বেরিয়ে আসছে অনেক কারখানা। সোয়েটার কারখানায় অটোমেটেড মেশিন ব্যবহারের কারণে শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপক হারে কমেছে। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মেশিনের কারণে কাটিং বিভাগের লোকবলের সংখ্যাও কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে অনেক কারখানা।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে দেশীয় উদ্যোক্তাদের মাঝে সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বড় চ্যালেঞ্জ হবে না বলে মনে করেন নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, যন্ত্রের কারণে কিছু মানুষের চাকরি যাবে। তবে তা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, নতুন নতুন বিনিয়োগে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তাই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে লোকবলের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে, যাতে দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি না হয়। সে জন্য সরকারি পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ লাগবে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে আমরা এখনো তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে সীমিত পর্যায়ে কাজ করছি। বিশ্বব্যাপী অনলাইনভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে। ক্রেতারা অনলাইনেই পোশাকের ক্রয়াদেশ দিচ্ছেন। আবার ইন্টারনেট অব থিংকসের কারণে মার্চেন্ডাইজারের মতো মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের উপযোগিতা কমে আসছে। আমাদের উদ্যোক্তারা এসব বিষয়ের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নয়।'

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কারণে নারী শ্রমিকেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে মন্তব্য করেন খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন, শ্রমিকের মজুরি, ব্যাংকঋণের সুদহার এবং গ্যাস-বিদ্যুতের খরচ বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনার চেষ্টা করছেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা নিত্যনতুন প্রযুক্তি আনছেন কারখানায়। তবে সেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দ্রুত অভ্যস্ত না হওয়ায় নারীদের স্থলে পুরুষ শ্রমিক নিয়োগ দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। তিনি আরও বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মোকাবিলায় আইটি বিশেষজ্ঞ তৈরি, ফাইভ-জি চালু, বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষ কর্মী গড়ে তুলতে হবে।

> চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিশ্বব্যাপী উৎপাদনমুখী খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। বিষয়টি কেবল স্মার্ট ও অটোমেটেড উৎপাদনপ্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাজারজাতকরণ, ক্রেতাদের পছন্দ ও পণ্য কেনার প্রবণতাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে।
>
> **রুবানা হক**, সভাপতি, বিজিএমইএ

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৩০ জানুয়ারি ২০২০

মেরিন একাডেমি শিক্ষা সমাপনী

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

——শিক্ষামন্ত্রী

চট্টগ্রাম ব্যুরো

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি আন্তর্জাতিক জলসীমায় চলাচলরত সমুদ্র জাহাজ পরিচালনার জন্য বিশ্বমানের মেরিন অফিসার ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার তৈরির জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিপিং এবং মেরিটাইম সেক্টরে মেরিন একাডেমিকে 'নলেজ সেন্টার' হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি 'বঙ্গবন্ধু টেকনো মেরিনা' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

নটিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় প্রশিক্ষণ নিল ১০৪ ক্যাডেট

দু'জনের রৌপ্যপদক অর্জন

বুধবার দুপুরে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ৫৪তম ব্যাচের ক্যাডেটদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। কোনো ধরনের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সুযোগ নেই। তাই প্রশ্ন ফাঁসের গুজবে কেউ কান দেবেন না। গুজব ছড়িয়ে যারা প্রতারণার ফাঁদ তৈরি করে, তাদের পাতা ফাঁদে পা দেয়া যাবে না।

অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ছেলেমেয়েরা যাতে সুস্থভাবে, সুন্দরভাবে, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে, পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়— সেদিকে যত্নবান হোন। বড় পরিসরের এ পাবলিক পরীক্ষায় সন্তানদের পড়ালেখার সঙ্গে অনৈতিক কোনো কিছু যুক্ত করবেন না।

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী ৫৪তম ব্যাচের প্যারেড পরিদর্শন এবং পরে কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুস সামাদ শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে প্যারেড পরিদর্শন করেন। কৃতী ক্যাডেটদের পদক পরিয়ে দেন শিক্ষামন্ত্রী। ৫৪তম ব্যাচে নটিক্যাল শাখায় ৪৯ জন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ৫৫ জন ক্যাডেটসহ মোট ১০৪ জন ক্যাডেট দু'বছর মেয়াদি একাডেমিক ও রেজিমেন্টাল প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন। সব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কৃতিত্বের জন্য সালমান হাসান রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন। এছাড়া এ বছর সমাপনী পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির জন্য নৌ-শাখার আবু সালেহ এবং প্রকৌশল শাখার ইকবাল মাহমুদ ইকরা নৌ মন্ত্রণালয়ের রৌপ্যপদক অর্জন করেন।

দীপু মনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ ফি হ্রাস করে ১ লাখ টাকা করেছে। শুধু তাই নয়— পাবনা, রংপুর, বরিশাল ও সিলেটে নির্মাণাধীন মেরিন একাডেমিগুলোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে; যা খুব শিগগিরই চালু হবে। এখন থেকে কম খরচে আরও অধিকসংখ্যক ক্যাডেটকে আমরা প্রশিক্ষণ দিতে পারব। এরই মধ্যে এই একাডেমি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৩০, ২০২০

সিম্পোজিয়ামে রুবানা হক

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিজিএমইএর সভাপতি ড. রুবানা হক বলেছেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ডিজিটাল শিল্পবিপ্লব উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নেতৃত্ব দিতে হবে তরুণ-তরুণীদের। গতকাল বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট (বিএসএইচআরএম) এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) যৌথ উদ্যোগে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ওপর সিম্পোজিয়ামে অংশ নিয়ে প্রধান অতিথি বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে আগামী ২০ বছরে দেশে শ্রম খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। এতে তৈরি পোশাকসহ শ্রমঘন বিভিন্ন খাতে প্রচুর মানুষ চাকরি হারাবে। এজন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরি করতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

NEW AGE
THURSDAY, JANUARY 30, 2020,

148 migrants return Dhaka from Libya

Staff Correspondent

AT LEAST 148 Bangladeshi migrants who were stranded in war-torn Libya returned the country Wednesday morning.

A charter flight carrying the returnees left Misrata Airport in Libya on Tuesday and landed at Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka on Wednesday, said a press release by International Organisation for Migration.

There are conflict wounded, survivors of failed sea-crossings to Europe, former detainees and eight physically ill people among the returnees, according to the release.

The release said that IOM, the UN migration agency, had facilitated their safe return through its Voluntary Humanitarian Return programme.

And the returned migrants were assisted with counseling and vulnerability screening, and other consular services, pre-departure health checks before their departure from Libya.

The returnees, upon arrival in Dhaka, also received the food, health screenings, psychosocial support, information and cash assistance for onward travel from the airport to home.

And the physically-ill among them have been given intensive healthcare support and admitted to a hospital for treatment.

The returnees will also receive reintegration assistance from the European Union Trust Fund to restore their lives, according to the release.

Md Akbar of Moheshpur in Jhinaidha went to Libay four years ago through a local middleman. He got a job in a factory in Libya, but with so low a salary that he found it hard to survive. One day his workplace came under an air-strike which killed 13 people, including four Bangladeshis.

Akbar recalled the strike as a harrowing experience. 'Bomb blasted and people died before my eyes, but I was lucky enough to survive,' he said.

Having survived the strike, Akbar decided to return home, so he contacted with the UN migration agency in Libya through the Bangladesh Embassy.

IOM Bangladesh chief of mission Giorgi Gigauri said, 'As hostilities continue in Libya, we spare no effort in protecting and assisting vulnerable Bangladeshi migrants who find themselves stranded in most precarious conditions.'

The UN migration agency has helped over 1,400 Bangladeshi migrants to return home since 2015.

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৩০, ২০২০

জরিমানা দিতে অক্ষমতা

লেবাননে আটকা পড়েছেন ৪০ হাজার বাংলাদেশী

মনজুরুল ইসলাম ও আবু তাহের ■

তিন বছরের চুক্তিতে গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে লেবাননে যান ফরিদপুরের আসমা। সেখানে নিয়োগকর্তার বাসায় দুই বছর কাজ করার পর অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আসায় অন্য জায়গায় কাজ শুরু করেন তিনি। এরপর থেকেই তিনি দেশটিতে অবৈধ হয়ে পড়েন। অবশেষে গত বছর সাধারণ ক্ষমার আওতায় নির্ধারিত জরিমানা দিয়ে দেশে ফেরেন।

আসমা দেশে ফিরতে পারলেও তার মতো অনেকেই আছেন, যারা জরিমানার অর্থ দিতে না পারায় ফিরতে পারছেন না। তাদের বেশির ভাগই আট থেকে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অবৈধ হয়ে বসবাস করছেন লেবাননে। লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাসের দেয়া তথ্যমতে, ৪০ হাজারের মতো অবৈধ বাংলাদেশী রয়েছেন লেবাননে। ফেরার ইচ্ছা থাকলেও বিপুল অংকের জরিমানার কারণে তারা দেশে ফিরতে পারছেন না। লেবাননের আইন অনুযায়ী, অবৈধভাবে অবস্থান করা কর্মীরা দেশে ফিরতে চাইলে প্রতি বছরের জন্য পুরুষদের ২৬৭ ডলার এবং নারী কর্মীদের ২০০ ডলার জরিমানা দিতে হয়। সেই সঙ্গে বিমান ভাড়ার অর্থও ওই কর্মীকে বহন করতে হয়। সে হিসেবে একজন কর্মী যদি পাঁচ বছর অবৈধভাবে দেশটিতে অবস্থান করেন, তাকে দেশে ফিরতে হলে জরিমানা বাবদ ১ হাজার ৩৩৫ ডলার (প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা) পরিশোধের পাশাপাশি বিমান ভাড়াও জোগাড় করতে হয়। যদিও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত লেবাননের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ অর্থ জোগাড় করা প্রায়ই অসম্ভব।

> লেবাননের আইন অনুযায়ী দেশে ফিরতে চাইলে অবৈধভাবে অবস্থান করা একজন পুরুষকে ২৬৭ ডলার এবং নারীকে ২০০ ডলার জরিমানা দিতে হয়। সেই সঙ্গে বিমান ভাড়ার অর্থও বহন করতে হয় তাকে। যদিও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত লেবাননের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ অর্থ জোগাড় করা একজন শ্রমিকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে লেবাননের অর্থনীতি এখন খুবই নাজুক সময় পার করছে। দেশটি এখন ঋণের ভারে জর্জরিত। দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে গত অক্টোবরে পদত্যাগে বাধ্য হন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী। আর্থিক সংকট মোকাবেলায় ব্যয় সংকোচনের নীতিও বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে দেশটি। যার ধারাবাহিকতায় বেতনভাতা কমিয়ে দেয়ার পাশাপাশি চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে অভিবাসী শ্রমিকদের। এ অবস্থায় লেবানন থেকে দেশে ফিরতে চাইলেও জরিমানার অর্থ পরিশোধের ব্যর্থতায় আটকা পড়েছেন অন্তত ৪০ হাজার অবৈধ বাংলাদেশী।

দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে সাধারণ ক্ষমায় অবৈধ বাংলাদেশীদের দেশে ফেরার বিশেষ সুযোগ দেয় লেবানন সরকার। বিশেষ ওই সুযোগে একজন শ্রমিক যত বছরই অবৈধভাবে থাকুন না কেন, তাকে শুধু এক বছরের জরিমানার অর্থ (পুরুষদের জন্য ২৬৭ ডলার ও নারীদের জন্য ২০০ ডলার) ও বিমান টিকিটের টাকা জমা দিয়ে দেশে ফিরতে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়।

লেবাননের জেনারেল সিকিউরিটি বিভাগ ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিতে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস। গত বছর তিন ধাপে দূতাবাস অবৈধ প্রবাসীদের নাম নিবন্ধনের সুযোগ দেয়। যার প্রথমটি গত বছরের সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয়টি নভেম্বর ও তৃতীয় ধাপটি ডিসেম্বরে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লেবাননে অস্থিরতার কারণে নভেম্বর ও ডিসেম্বরে নাম নিবন্ধনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

জানা গেছে, অবৈধ শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস মাত্র তিনদিন (১৫, ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর) সুযোগ দেয়। ওই তিনদিনে মাত্র আড়াই হাজার অবৈধ প্রবাসী তাদের নাম নিবন্ধনের সুযোগ পান। তাদের মধ্যে প্রাথমিক ধাপে ৪৫০ বাংলাদেশী দেশেও ফিরেছেন। বঞ্চিত হন অন্তত ৪০ হাজার অবৈধ বাংলাদেশী।

লেবানন সরকারের সময়সীমা অনির্দিষ্ট থাকলেও দূতাবাস কেন এত স্বল্প সময় বেঁধে দিয়েছিল—এমন প্রশ্নের উত্তরে লেবাননের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবদুল মোতালেব সরকার *বণিক বার্তাকে* জানান, লেবাননের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী অবৈধ প্রবাসীদের দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়াটা জটিল। তাছাড়া সব ধরনের কাগজপত্র দূতাবাস থেকে যাচাই-বাছাই করতে হয় বলে অনেক সময় লেগে যায়। এছাড়া লোকবলের অভাবে এত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশীকে একসঙ্গে সুযোগ দেয়াটাও কঠিন। তাছাড়া নিবন্ধন করালেও এসব প্রবাসীকে দেশে পাঠানোর জন্য ফ্লাইটের সমস্যাও রয়েছে। সবকিছু বিবেচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি আরো বলেন, অনেক নিবন্ধন করিয়ে হাতে যথেষ্ট টাকা না থাকার কারণে তারা সময়টা দীর্ঘায়িত করেন, যে কারণে এটাও এক ধরনের সমস্যা।

লেবাননে আটকা পড়েছেন

১ম পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে, বেশ কয়েক বছর ধরে লেবাননে অভিবাসী কর্মী ছাঁটাই, অবৈধ অভিবাসন, পলায়ন, অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়াসহ নানা ঘটনা ঘটছে। আর এসব কারণে বাজারেও সংকট তৈরি হয়েছে। ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ১৬ হাজার করে কর্মী দেশটিতে গেলেও গত তিন বছরে গেছেন মাত্র ১৯ হাজার। অন্যদিকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকতে না পেরে গত তিন বছরে ফিরে এসেছেন পাঁচ হাজার কর্মী। তাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরেছেন ৫০০-এর মতো বাংলাদেশী। তবে কাগজে-কলমে গত বছর (২০১৯) ফিরে গেছেন ১ হাজার ২৫০ জন বাংলাদেশী। ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন আরো অন্তত আড়াই হাজার।

লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সিলর আব্দুল্যাহ আল মামুন জানিয়েছেন, লেবানন থেকে বাংলাদেশীদের দেশে ফিরে যাওয়ার কারণ মূলত দেশটির আর্থিক মন্দা। এটি শুধু বাংলাদেশীদের সংকট নয়, এটা লেবানিজদেরও সংকট। আর এ আর্থিক মন্দায় কর্মী ছাঁটাই হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে যারা বৈধ আছেন, তাদের ক্ষেত্রে ছাঁটাইয়ের সংখ্যাটা খুবই কম।

জনশক্তি রফতানি ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যমতে, লেবাননে ১৯৯১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১ লাখ ৬৭ হাজার বাংলাদেশী কর্মী গেছেন। তাদের মধ্যে নারী কর্মী গেছেন ১ লাখ ৭ হাজার। দেশটিতে ২০১৭ সালে ৮ হাজার ৩২৭ জন, ২০১৮ সালে ৫ হাজার ৯৯১ ও ২০১৯ সালে ৪ হাজার ৮৬৩ জন বাংলাদেশী গিয়েছেন।

বেসরকারি সংস্থা 'রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, শ্রমবাজারে অস্থিরতা দূর করতে হলে মধ্যস্বত্বভোগীদের (দালাল) থামাতে হবে। কারণ কাজ না থাকার পরও শ্রমবাজারে কর্মী পাঠায় তারা। যে টাকা দেবেন বলে কর্মীদের সঙ্গে চুক্তি হয়, সেটি দেন না তারা। যে কারণে এ ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। শ্রমবাজারে এমন ঘটনা কমাতে হলে দেশের অভ্যন্তরে দক্ষ মানবসম্পদ প্রস্তুত করার কোনো বিকল্প নেই। এটা করতে পারলে এ ধরনের ঘটনা কমে আসবে।

Document

Sl.	Headline	Newspaper	File name
1.	Slow death of Bangladesh state-run jute industry	The Daily Star, January 31, 2020	Jute
2.	The key to unlocking our potential	The Daily Star, January 12, 2020	RMG
3.	Post-LDC graduation phase: Challenges of structural transformation	The Financial Express, January 11, 2020	LDC
4.	Accord to finally pack bags in May	The Daily Star, January 16, 2020	RMG
5.	Child Labour: The dark side of makeup industry	The Financial Express, January 13, 2020	Child Labour
6.	Implementation challenges of the domestic violence law	The Financial Express, January 14, 2020	Domestic Torture
7.	The state of Bangladesh economy-2019	The Financial Express, January 3, 2020	Economy
8.	End violence against women and girls: Sharing ideas about workplace violence prevention	The Daily Star, January 4, 2020	Women
9.	A promise to blue economy	The Financial Express, January 4, 2020	Blue Economy
10.	Over 500 RMG units get listed as green factories	The Financial Express, January 26, 2020	RMG
11.	বাংলাদেশ 'কর্মসংস্থানহীন' প্রবৃদ্ধি কল্পনা নাকি বাস্তবতা	বনিক বার্তা, জানুয়ারী ১২, ২০২০	Employment
12.	রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন থামাও	প্রথম আলো, , জানুয়ারী ২৪, ২০২০	Rohingya
13.	এসডিজি অর্জনে সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবহার	বনিক বার্তা, জানুয়ারী ২০, ২০২০	SDG
14.	যৌন হয়রানি রোধে প্রয়োজন আইনের প্রয়োগ	বাংলাদেশ প্রতিদিন, জানুয়ারী ২০, ২০২০	
15.	পোশাক রপ্তানির নেতিবাচক ধারায় উদ্বিগ্ন উদ্যোক্তারা	কালের কণ্ঠ, জানুয়ারী ২৮, ২০২০	RMG
16.	চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও রোবোটাত্মার শুদ্ধি	যুগান্তর, জানুয়ারী ২৮, ২০২০	4IR
17.	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার হতে কাজ করতে হবে	সংবাদ, জানুয়ারী ২৮, ২০২০	4IR
18.	আইসিজের আদেশ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে	কালের কণ্ঠ, জানুয়ারী ২৮, ২০২০	Rohingya
19.	পোশাক খাতে শ্রমসংক্রান্ত অভিযোগ ৪০ থেকে বেড়ে ৭০%	বনিক বার্তা, জানুয়ারী ২৭, ২০২০	RMG
20.	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ চাই সংবেদনশীল ও সহযোগী পুরুষ	সমকাল, জানুয়ারী ১, ২০২০	Women
21.	এক দশকের অর্থনীতি-অনর্থনীতি	প্রথম আলো, জানুয়ারী ৬, ২০২০	Economy
22.	চাকরিতে অষ্টম গ্রেড বা ওপরের পদেও কোটা নয়	প্রথম আলো, জানুয়ারী ২১, ২০২০	Quota

23.	পাট খাত ও বিজেএমসি	যুগান্তর, জানুয়ারী ২, ২০২০	Jute
24.	ADB aims to help Bangladesh achieve SDGs	The Daily Star, January 30, 2020	SDG
25.	সম্ভাবনাময় চা শিল্প খাতে নজর পড়ুক	সংবাদ, জানুয়ারী ৩১, ২০২০	Tea